তৃতীয়-তরঙ্গঃ।

রেবতীরমণং রামং গোকুলজনরঞ্জনং।
প্রলম্বনিধনং বন্দে গোবিন্দভক্তিদং গুরুং॥ ১॥
প্রভুং রামমহং বন্দে বংশীবদনপৌত্রকং।
যেনানীতৌ রামকৃষ্ণৌ গোকুলাদ্গৌড়মণ্ডলে॥ ২॥
নত্বা পিতৃপদদ্বন্দ্বং পোষ্যাণাং পোষণায় চ।
ধনার্জ্জনবিধিং বক্ষ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারতঃ॥ ৩॥

অথ ধনার্জ্জনং।

বিভাগেঽহ্নস্তৃতীয়ে তু পোষ্যাণাং পোষণায় চ।
বেদশাস্ত্রাবিরুদ্ধেন দ্রবিণং কর্ম্মণার্জ্জয়েৎ।
ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত্তু মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কথঞ্চন।

রেবতীরমণ, গোকুলজন-জনরঞ্জন, প্রলম্বনিধন, গোবিন্দভক্তি-প্রদাতা, গুরু বলরামচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি। ১। যিনি গোকুল হইতে বলরামচন্দ্রকে ও কৃষ্ণচন্দ্রকে গৌড়মণ্ডলে আনয়ন করিয়াছেন, সেই শ্রীবংশীবদনপৌত্র প্রভু রামচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি। ২। পিতৃদেব প্রভু দীননাথ গোস্বামির পাদপদ্মকে প্রণাম করিয়া পিতামাতা পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতি পোষ্যবর্গের পোষণ নিমিত্ত আমি ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ধন উপার্জ্জন বিধি বলিতেছি। ৩। অথ ধন উপার্জ্জন। দিবসে তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ তৃতীয় যামার্দ্ধ উপস্থিত হইলে পরিবার সকলের পোষণজন্য বেদাদিশাস্ত্রবিহিত কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করিবে, জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ঋত অর্থাৎ উঞ্ছবৃত্তি (উপেক্ষিতশস্যাদি খুঁটিয়া লওয়ার নাম উঞ্ছবৃত্তি) অমৃত অর্থাৎ প্রার্থনা ব্যতী লব্ধ, মৃত অর্থাৎ নিত্য

ঋতমুঞ্ছশিলং প্রোক্তমমৃতং যদযাচিতং।
মৃতন্তু নিত্যযাচ্ঞা স্যাৎ প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতং।
সত্যানৃতঞ্চ বাণিজ্যং শ্ববৃত্তির্নীচসেবনং।
শ্ববৃত্তির্গর্হিতা সম্যক্ নাঙ্গীকুর্য্যাৎ কদাপি তাং।
স্বচ্ছন্দচরিতঃ ক্ব শ্বা স্বাধীনঃ ক্ব চ সেবকঃ।
পণীকৃত্যাত্মনঃ প্রাণান্ যে বর্ত্তন্তে দ্বিজাধমাঃ।
তেষাং দুরাত্মনামন্নং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ।
অনপেক্ষশ্চ তৌ ভাগৌ তিষ্ঠন্মন্ত্রী জপেন্মনুং।
কৃষ্ণাজ্ঞাকৃতবিশ্বাসো দাতা সর্ব্বেশ্বরো যতঃ।
প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্সন্ধারয়াম্যহং ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়যামার্দ্ধকৃত্যং।

ভিক্ষা, প্রমৃত অর্থাৎ কৃষিকর্ম্ম, সত্যানৃত অর্থাৎ বাণিজ্য, এই সকল ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। কখনও শ্ববৃত্তি অর্থাৎ নীচসেবা করিবে না; যেহেতু নীচসেবা সর্ব্ব প্রকারে গর্হিত। কুক্কুর ও সেবক (বেতনভোগী ভৃত্য) কদাচ কোন ক্রমেই স্বেচ্ছাচারী (স্বাধীন) হইতে পারে না। যে দ্বিজগণ আত্মাকে পণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সেই সকল দ্বিজের অন্নভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। অথবা একান্ত ভক্ত ঐ সময় কিছুতে অপেক্ষা না করিয়া, শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞায় একান্ত বিশ্বাসী হইয়া, তদীয় মন্ত্র জপ করিবেন, যেহেতু কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর ও দাতা। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণের যিনি একান্ত শরণাগত, কৃষ্ণ তাঁহার কোন অভাবই রাখেন না। একান্ত বিশ্বাস এইরূপ—হে গোবিন্দ! তুমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিয়াছ যে, "আমার একান্ত ভক্তের কখনই নাশ হয় না অর্থাৎ অবসাদাদি প্রাপ্ত হয় না।" ত্বদীয় শ্রীমুখের এরূপ প্রতিজ্ঞা বাক্য বার বার স্মরণ

অথ দ্বাদশশুদ্ধিঃ।

অথ দ্বাদশশুদ্ধিস্তু বৈষ্ণবানাং ইহোচ্যতে।
গৃহোপসর্পণঞ্চৈব তথানুগমনং হরেঃ।
ভক্ত্যা প্রদক্ষিণঞ্চৈব পাদয়োঃ শোধনং পুনঃ।
পূজার্থং পত্রপুষ্পাণাং ভক্ত্যৈবোত্তোলনং হরেঃ।
করয়োঃ সর্ব্বশুদ্ধীনামিয়ং শুদ্ধির্ব্বিশিষ্যতে।
তন্নামকীর্ত্তনঞ্চৈব গুণানামপি কীর্ত্তনং।
ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণদেবস্য বচসঃ শুদ্ধিরিষ্যতে।
তৎকথাশ্রবণঞ্চৈব তস্যোৎসবনিরীক্ষণং।
শ্রোত্রয়োর্নেত্রয়োশ্চৈব শুদ্ধিঃ সম্যগিহোচ্যতে।
পাদোদকস্য নির্ম্মাল্যমালানামপি ধারণং।
উচ্যতে শিরসঃ শুদ্ধিঃ প্রণামশ্চ হরেঃ পুনঃ।
আঘ্রাণং গন্ধপুষ্পাদের্নির্ম্মাল্যস্য চ গৌতম।
বিশুদ্ধিঃ স্যাদশেষেণ ঘ্রাণস্যাপি বিধানতঃ।
পত্রপুষ্পাদিকং যচ্চ কৃষ্ণপাদযুগার্পিতং।
তদেব পাবনং লোকে তদ্ধি সর্ব্বং বিশোধয়েদিতি ॥৫॥

করিয়া, এখনও আমি প্রাণ সকলকে ধারণ করিতেছি। এই তৃতীয়যামার্দ্ধকৃত্য।৪। অথ দ্বাদশ শুদ্ধি বলিতেছেন। অনন্তর বৈষ্ণবগণের দ্বাদশ শুদ্ধির বিষয় কথিত হইতেছে। শ্রীবিষ্ণু গৃহোপ-সর্পণ (গৃহসমীপে উপস্থিতি) শ্রীবিষ্ণুর অনুগমন (পশ্চাদ্‌গমন) ভক্তিপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ। ইহারই নাম পাদশোধন। পূজার্থ পত্র পুষ্পাদি উত্তোলন। ইহারই নাম করশুদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণের নাম ও গুণ কীর্ত্তন। এই দুয়ের নাম বাক্‌শুদ্ধি। কৃষ্ণকথা শ্রবণ ও তদীয় শ্রীরাসাদি উৎসব দর্শন। এতদুভয়ের নাম যথাক্রমে শ্রোত্রও নেত্রশুদ্ধি। পাদোদক, নির্ম্মাল্য, তুলসীমালা ধারণ ও প্রণাম। ইহারই নাম শিরঃশুদ্ধি। গন্ধপুষ্প ও নির্ম্মাল্য প্রভৃতির আঘ্রাণ।

অথ পঞ্চবিধার্চ্চনং।

পূজা চ পঞ্চধা প্রোক্তা তাসাং ভেদান্ শৃণুষ্ব মে।
অভিগম উপাদানং যোগঃ স্বাধ্যায় এব চ।
ইজ্যা পঞ্চপ্রকারাদ্যা ক্রমেণ কথয়ামি তে।
তত্রাভিগমনং নাম দেবতাস্থানমার্জ্জনং।
উপলেপননির্ম্মাল্যদূরীকরণমেব চ।
উপাদানং নাম গন্ধপুষ্পাদিচয়নং তথা।
ইজ্যানাম চেষ্টদেবপূজনঞ্চ যথার্থতঃ।
স্বাধ্যায়ো নাম কৃষ্ণাখ্যো হ্যাত্মানুপূর্ব্বকো জপঃ।
সূক্তস্তোত্রাদিপাঠশ্চ হরিসংকীর্ত্তনং তথা।
তত্ত্বাদিশাস্ত্রাভ্যাসশ্চ স্বাধ্যায়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
যোগো নাম স্বদেবস্য স্বাত্মনৈব বিভাবনা।
ইতি পঞ্চপ্রকারার্চ্চা কথিতা তব সুব্রত ॥ ৬ ॥

ইহারই নাম ঘ্রাণশুদ্ধি। এই সকলের নামই দ্বাদশ শুদ্ধি। পত্র পুষ্পাদি যাহা কৃষ্ণপাদযুগে অর্পিত হইয়াছে, সেই সকল পত্রপুষ্পাদি সর্ব্বলোক পবিত্রকারী, অতএব তদ্দ্বারা সর্ব্বাঙ্গশোধন করিবে। ৫। পূজা পঞ্চ প্রকার উক্ত হইয়াছে, পঞ্চ প্রকারের ভেদ শ্রবণ কর। অভিগমন, উপাদান, যোগ, স্বাধ্যায় ও ইজ্যা এই পঞ্চবিধ অর্চ্চনা যথাক্রমে বলিতেছি শ্রবণ কর। দেবতার স্থান মার্জ্জন, উপলেপন ও নির্ম্মাল্য করণের নাম অভিগমন। শ্রীকৃষ্ণ-দেবের নিমিত্ত গন্ধপুষ্প প্রভৃতি আহরণের নাম উপাদান। নিজেষ্ট দেবতার স্বরূপতঃ পূজার নাম ইজ্যা। শ্রীকৃষ্ণাখ্য প্রিয়াত্মার মন্ত্র জপ, সূক্তস্তোত্রাদি পাঠ, হরিসঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভগবতাদি তত্ত্ব শাস্ত্রাভ্যাসের নাম স্বাধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণকে আত্ম (প্রিয়) রূপে বিভাবনের নাম যোগ। হে সুব্রত! ত্বদীয় সন্নিধানে এই পঞ্চ

অথার্চ্চনং।

শুদ্ধিন্যাসাদিপূর্ব্বাঙ্গকর্ম্মনির্ব্বাহপূর্ব্বকং।
অর্চ্চনং তূপচারাণাং স্যান্মন্ত্রেণোপপাদনং ॥ ৭ ॥
ততো দেবালয়ং গত্বা ন্যাসান্ কৃত্বার্চ্চয়েদ্ধরিং।
লব্ধ্বানুজ্ঞাং বিশেন্মন্ত্রী মন্দিরং সুন্দরং স্বকং ॥ ৮ ॥
আচার্য্যশ্রীকৃষ্ণদেবমানন্দবনদেশিকং।
চৈতন্যসেবকান্নত্বা বক্ষ্যামি পূজনং হরেঃ ॥ ৯ ॥
পূর্ব্বাহ্নো বৈ দেবানাং স্যাদিতি বেদানুশাসনং ॥ ১০ ॥

অথ পূজোপচারাঃ।

আসনস্বাগতে সার্ঘ্যং পাদ্যমাচমনীয়কং।
মধুপর্কাচমস্নানবসনাভরণানি চ।
সুগন্ধসুমনোধূপদীপনৈবেদ্য বন্দনং।
প্রযোজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারাংস্তু ষোড়শঃ ॥ ১১ ॥

প্রকার অর্চ্চনার কথা বলিলাম।৬। অনন্তর পূজা বলিতেছেন। ভূতশুদ্ধি এবং মাতৃকান্যাস প্রভৃতি পূর্ব্বাঙ্গ নির্ব্বাহপূর্ব্বক, মন্ত্রোচ্চারণ করত, উপচার সমর্পণ করার নাম অর্চ্চন।৭। তদনন্তর শ্রীদেবমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক, মাতৃকান্যাসাদি সমাপনানন্তর শ্রীহরির পূজা করিয়া, তদীয় আদেশ গ্রহণ করত, নিজ রমণীয় অর্থাৎ কলহ আদিদোষশূন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবে।৮। শ্রীমৎ কৃষ্ণদেবাচার্য্য, আনন্দবনদেশিক ও চৈতন্যসেবকগণকে নমস্কার পূর্ব্বক, আমি এই শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন ক্রম (নিয়ম) বলিতেছি।৯। দেবার্চ্চন দিবসের পূর্ব্বাহ্নে অর্থাৎ প্রথম ভাগ ১০ দশ দণ্ডের মধ্যে কর্ত্তব্য, ইহাই বেদের অনুশাসন।১০। অনন্তর পূজার উপচার সকল বলিতেছেন। আসন, স্বাগত (কুশল প্রশ্ন) অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমন, স্নান, বসন, আভরণ, সুগন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বন্দন, শ্রীকৃষ্ণ অর্চ্চনায় এই ষোড়শ (১৬)

অর্ঘ্যঞ্চ পাদ্যাচমনং মধুপর্কাচমানপি।
গন্ধাদয়ো নিবেদ্যান্তা উপচারা দশ ক্রমাৎ ॥ ১২ ॥
গন্ধাদিভির্নৈবেদ্যান্তৈঃ পূজাপঞ্চোপচারিকী।
সপর্য্যাস্ত্রিবিধাঃ প্রোক্তাস্তাসামেকাং সমাচরেৎ ॥ ১৩ ॥

ক্বচিচ্চ।

আসনাবাহনঞ্চৈব পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়কং।
স্নানং বাসো ভূষণঞ্চ গন্ধঃ পুষ্পঞ্চ ধূপকঃ।
প্রদীপশ্চৈব নৈবেদ্যং পুষ্পাঞ্জলিরতঃ পরং।
প্রদক্ষিণং নমস্কারো বিসর্গশ্চৈব ষোড়শঃ ॥ ১৪ ॥
কেচিচ্চাহুশ্চতুঃষষ্টিমুপচারান্মমার্চ্চনে।
তেষ্বনেকপ্রকারেষু প্রকারৈকোঽত্র লিখ্যতে ॥ ১৫ ॥
সুখসুপ্তস্য কৃষ্ণস্য প্রাতরাদৌ প্রবোধনং।
বেদঘোষণবীণাদিবাদ্যৈর্ব্বন্দিস্তবৈরপি।

উপচার প্রদান করিবে। ১১। অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমন, মধুপর্ক, পুনরাচমন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ এবং নৈবেদ্য, যথানিয়মে এই (১০) দশ উপচার সমর্পণ করিবে। ১২। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য পর্য্যন্ত পূজাকে (৫) পঞ্চোপচারিকী পূজা কহা যায়। পূজা তিন প্রকার উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে যে কোন প্রকার হউক, একটীর অনুষ্ঠান করিবে। ১৩। অপর কোন স্থানে উক্ত হইয়াছে। আসন, আবাহন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান, বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্পাঞ্জলি, প্রদক্ষিণ, নমস্কার, বিসর্জ্জন, এই ষোড়শ (১৬) প্রকার উপচার। পুষ্প ও পুষ্পাঞ্জলি এই দুই ঐক্য দ্বারা ষোড়শ হইবে। ১৪। শ্রীভগবান্ কহিলেন যে, কোন কোন ব্যক্তি মদীয় অর্চ্চন বিষয়ে চতুঃষষ্টি (৬৪) উপচার কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাহা অনেক প্রকার হইলেও তন্মধ্যে এই পুস্তিকায় এক প্রকার বর্ণিত হইতেছে। ১৫।

জয়শব্দা নমস্কারা মঙ্গলারাত্রিকং ততঃ।
আসনং দন্তকাষ্ঠঞ্চ পাদ্যার্ঘ্যাচমনান্যপি।
ততশ্চ মধুপর্কাদ্যাচমনং পাদুকার্পণং।
অঙ্গমার্জ্জনমভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনে স্নপনং জলৈঃ।
ক্ষীরেণ দধ্না হবিষা মধুনা সিতয়া তথা।
মন্ত্রপূতৈঃ পুনর্বাদ্ভিরঙ্গবাসোঽথবাসসী।
উপবীতং পুনশ্চাচমনীয়ং চানুলেপনং।
ভূষণং কুসুমং ধূপো দীপো দৃষ্ট্যপসারণং।
নৈবেদ্যং মুখবাসস্তু তাম্বূলং শয়নোত্তমং।
কেশপ্রসাধনং দিব্যবস্ত্রাণি মুকুটং মহৎ।
দিব্যগন্ধানুলেপশ্চ কৌস্তুভাদিবিভূষণং।
বিচিত্র দিব্যপুষ্পাণি মঙ্গলারাত্রিকং ততঃ।
আদর্শঃ সুখযানেন মণ্ডপাগমনোৎসবঃ।
সিংহাসনোপবেশশ্চ পাদ্যাদ্যৈঃ পুনরর্চ্চনং।

সুখ সুপ্ত শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে প্রাতঃকালে বেদগান, বীণা প্রভৃতির বাদ্য, বন্দিগণের স্তব অর্থাৎ শ্রুতিস্তব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধন। ১। জয়শব্দ। ২। নমস্কার। ৩। মঙ্গল নীরাজন। ৪। আসন। ৫। দন্তকাষ্ঠ। ৬। পাদ্য। ৮। অর্ঘ্য। ৮। আচমন। ৯। মধুপর্ক সমন্বিতাচমন। ১০। কাষ্ঠ-রৌপ্য-স্বর্ণাদিনির্ম্মিত পাদুকার্পণ। ১১। শ্রীঅঙ্গমার্জ্জন অর্থাৎ পর্য্যুষিত অনুলেপনাদিরূপ শ্রীঅঙ্গমলের উত্তারণ। ১২। অভ্যঙ্গ অর্থাৎ সুগন্ধ তৈল মর্দ্দন করান। ১৩। উদ্বর্ত্তন অর্থাৎ তৈলাদির অপসারণ। ১৪। সুগন্ধি পুষ্পোদকে স্নান করান। ১৫। দুগ্ধ স্নান। ১৬। দধি স্নান। ১৭। ঘৃত স্নান। ১৮। মধু স্নান। ১৯। শর্করা স্নান। ২০। পুনর্ব্বার মন্ত্রপূত সুগন্ধি জল দ্বারা স্নান। ২১। অঙ্গবাস অর্থাৎ শ্রীঅঙ্গজল মার্জ্জনার্থ বস্ত্র। ২২। সোত্তরীয় বস্ত্র। ২৩। যজ্ঞসূত্র। ২৪। পুনরাচমনীয়। ২৫। গন্ধানুলেপন। ২৬। ভূষণ। ২৭।

পুনর্ধূপাদ্যর্পণেন প্রাগ্বন্নৈবেদ্যমুত্তমং।
ততশ্চ দিব্যতাম্বূলমহানীরাজনং পুনঃ।
চামরব্যজনচ্ছত্রং গীতং বাদ্যঞ্চ নর্ত্তনং।
প্রদক্ষিণং নমস্কারঃ স্তুতিঃ শ্রীচরণাব্জয়োঃ।
তয়োশ্চস্থাপনং মূর্দ্ধ্নি তীর্থনির্ম্মাল্যধারণং।
উচ্ছিষ্টভোজনং পাদসেবোদ্দেশোপবেশনং।
নক্তং শয্যাবিনির্ম্মাণং দিব্যৈর্ব্বিবিধসাধনৈঃ।
হস্তপ্রদানং শয়নস্থানাগমমহোৎসবঃ।
শয্যোপবেশনং শ্রীমৎপাদক্ষালনপূর্ব্বকং।
গন্ধপ্রসূনতাম্বূলার্পণনীরাজনোৎসবঃ।
শেষপর্য্যঙ্কশয়নপাদসম্বাহনাদিকং।
ক্রমেণৈতে চতুঃষষ্টিরুপচারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ১৬॥

পুষ্প। ২৮। ধূপ। ২৯। দীপ। ৩০। দৃষ্টি অপসারণ অর্থাৎ দুষ্টলোকের দৃষ্টির অপসারণ। ৩১। নৈবেদ্য। ৩২। মুখবাস। ৩৩। তাম্বূল। ৩৪। মনোহর কোমল শয্যা। ৩৫। কেশ প্রসাধন। ৩৬। উত্তম বসন। ৩৭। উৎকৃষ্ট মুকুট। ৩৮। উত্তম গন্ধানুলেপন। ৩৯। কৌস্তুভাদি অলঙ্কার। ৪০। বিচিত্র দিব্য পুষ্প। ৪১। মঙ্গল আরাত্রিক। ৪২। দর্পণ। ৪৩। উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ করাইয়া মণ্ডপ গমনোৎসব। ৪৪। সিংহাসনোপরি উপবেশন। ৪৫। পাদ্যাদি দ্বারা পুনরর্চ্চন। ৪৬। পুনর্ব্বার ধূপার্পণাদি দ্বারা পূর্ব্ববদুত্তম নৈবেদ্যার্পণ। ৪৭। পুনরুত্তম তাম্বূলার্পণ পূর্ব্বক মহানীরাজন। ৪৮। চামরব্যজনছত্র। ৪৯। গীত। ৫০। বাদ্য। ৫১। নৃত্য। ৫২। প্রদক্ষিণ। ৫৩। প্রণাম। ৫৪। শ্রীচরণ সন্নিধানে স্তুতি। ৫৫। শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয় শিরোপরি রক্ষণ। ৫৬। মস্তকে পবিত্র নির্ম্মাল্যধারণ। ৫৭। কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট ভোজন। ৫৮। পাদসেবার উদ্দেশে উপবেশন। ৫৯। নিশাকালীন উত্তমোত্তম নানারূপ সুগন্ধি চূর্ণাদি সুবাসিত কোমল বস্ত্রের

সদাচারানুসারেণ যদ্যদাচরতে স্বয়ং।
নিত্যকর্ম্মাদিকং তত্তৎ শ্রীকৃষ্ণস্যাপি কারয়েৎ ॥ ১৭ ॥
অতোঽত্রালিখিতং যদ্যদুপচারাদিকং পরং।
সর্ব্বং তত্তচ্চ জানীয়াল্লোকরীত্যনুসারতঃ ॥ ১৮ ॥
উক্তানাঞ্চোপচারাণামভাবে ভগবান্ সদা।
ভক্তেনার্চ্চ্যো যথালব্ধৈস্তৈরন্তর্ভাবিতৈরপি ॥ ১৯ ॥
যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ২০ ॥

মধ্যে পুষ্পরচনাদি সাধন দ্বারা মনোহর শয্যা প্রস্তুত। ৬০। শয়ন স্থানে শুভগমনার্থ হস্ত প্রদান অর্থাৎ বারদ্বয়ের সংযোজন। ৬১। শয়ন স্থানাগমনের মহোৎসব। ৬২। শ্রীযুক্তপাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক শয্যায় উপবেশন ও গন্ধ-পুষ্প-তাম্বূলার্পণ সহকারে নীরাজনোৎসব। ৬৩। শেষ পর্য্যঙ্কে শয়ন এবং পাদসম্বাহনাদি। ৬৪। ক্রমে এই চতুঃষষ্টি (৬৪) উপচার কীর্ত্তন করিলাম। ১৬। অপর যে যে উপচার উক্ত হয় নাই, সেই সেই উপচার সকল সদাচার অনুসারে জানিবে। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের যে যে নিত্য কর্ম্ম এবং জন্মাদি উৎসব করিয়া থাকেন, তদনুসারে সমুদায় নির্ব্বাহ করিবে। তাৎপর্য্য এই জন্ম দিনে তিল স্নানাদি, নবান্নাদিকালে নবান্নপ্রদান আদি, মাসকৃত্য সকল জানিবেন। লোক ব্যবহারানুসারে সৎসম্মত অন্যান্য কর্ম্ম করিবে। শীতকালে উষ্ণদ্রব্য ও শীত নিবারণার্থ যোগবস্ত্র প্রদান করিবে। উষ্ণকালে শীতলদ্রব্য সমর্পণ করিতে হইবে। ইত্যাদি লোকানুসারে জানিতে হইবে। ১৭। অতএব এস্থলে অন্যান্য যে সকল উপচার লেখা হয় নাই, সেই সকল সল্লোক ব্যবহার দ্বারা জানিবে। ১৮। উক্ত পঞ্চ উপচার নিচয়ের মধ্যেও যে যে দ্রব্যের অভাব হইবে, ভক্ত ব্যক্তি যথালব্ধ ও মানস কল্পিত দ্রব্য দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিবেন। ১৯। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,

শ্রীকৃষ্ণপরিচর্য্যায়াং যন্মতির্ধাবিতানিশং।
চতুঃষষ্ট্যুপচারংতু তৎপ্রমুদেঽস্তু সর্ব্বদা ॥ ২১ ॥
শ্রীমদ্বিহারিলালস্য মচ্ছিষ্যাণাঞ্চ হৃন্মঠে।
উপচারাশ্চতুঃষষ্টিস্তিষ্ঠন্তু প্রীতয়ে হরেঃ ॥ ২২ ॥
পরিচর্য্যা তু সেবোপকরণাদিপরিষ্ক্রিয়া।
তথা প্রকীর্ণকচ্ছত্রবাদিত্রাদ্যৈরুপাসনা ॥ ২৩ ॥
এতেষু চোপচারেষু বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতং।
যদসম্পন্নমেতেষাং মনসা তু প্রকল্পয়েৎ।
যদযন্ন্যূনং ভবত্যেব রামারাধনসাধনং।
তুলসীদলমাত্রেণ যুক্তং তৎপরিপূর্য্যতে ॥ ২৪ ॥

অথ গন্ধঃ।

চন্দনাগুরুহ্রীবেরং কুষ্ঠকুম্কুমরোচনাঃ।
জটামাংসী মুরামাংসী বিষ্ণোর্গন্ধাষ্টকং স্মৃতং।

হে উদ্ধব! যে যে বস্তু লোকে অত্যুৎকৃষ্ট ও যে সকল দ্রব্য আপনার এবং আমার প্রিয়, সেই সকল দ্রব্য আমাকে নিবেদন করিলে, তাহারা অনন্ত ফলোপদায়ক হইবে। ২০। শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যায় যাহার মতি অনুক্ষণ ধাবিতা, এই চৌষট্টি (৬৪) উপচার তাহার সর্ব্বদা আনন্দ বিধান করুক। ২১। ভক্তভূষণ শ্রীমান্ বিহারি লাল রামের এবং আমার শিষ্যগণের হৃদয়মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির নিমিত্ত এই চতুঃষষ্টি উপচার সর্ব্বদা অবস্থান করুক। ২২। মহারাজের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সেবনকে পরিচর্য্যা কহে; এই পরিচর্য্যা দ্বিবিধ। যথা—উপকরণাদি পরিষ্করণ এবং চামর ছত্র ও বীণা প্রভৃতি দ্বারা উপাসনা। ২৩। এই সকল উপচার সংগ্রহ সম্বন্ধে বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যাহা অসম্পন্ন হইবে, তাহা মন দ্বারা কল্পনা করিবে, হে রাম! যে যে পূজোপকরণই ন্যূন হইবে, তাহা তাহা তুলসীদল মাত্র যুক্ত হইয়াই পরিপূর্ণ হইবে, তাহাতে

গন্ধাষ্টকমিদং হৃদ্যং বিষ্ণোঃ সান্নিধ্যকারকং।
চন্দনাগুরুকর্পূরপঙ্কং গন্ধ ইহোচ্যতে ॥
কস্তূরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনস্য তু।
কুম্কুমস্য ত্রয়শ্চৈকঃ শশিনঃ স্যাচ্চতুঃসমং।
কর্পূরং চন্দনং দর্পঃ কুম্কুমঞ্চ চতুঃসমং।
সর্ব্বং গন্ধ ইতি প্রোক্তং সমস্তসুরবল্লভং ॥
কুম্কুমতুলসীকাষ্ঠচন্দনোশীরচন্দ্রমঃ।
হরিচন্দনমিত্যাহুর্হরেরত্যন্তবল্লভং ॥ ২৫ ॥

অথ ধূপাঃ।

গুগ্গুল্বগুরুশীরশর্করামধুচন্দনৈঃ।
ধূপয়েদাজ্যসংমিশ্রৈর্নীচৈর্দ্দেবস্য দেশিকঃ ॥ ২৬ ॥
সিতাজ্যমধুসংমিশ্রং গুগ্গুল্বগুরুচন্দনং।
ষড়ঙ্গধূপমেষতু সর্ব্বদেবপ্রিয়ঃ সদা ॥ ২৭ ॥

সন্দেহ নাই। ২৪। অথ গন্ধাষ্টক। চন্দন, অগুরু, হ্রীবের, (বালা) কুষ্ঠ, (কুড়) কুম্কুম্, রোচনা, জটামাংসী ও মুরামাংসী, এই আটটি দ্রব্যের নাম গন্ধাষ্টক। এই গন্ধাষ্টক বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় এবং সান্নিধ্যকারক চন্দন, অগুরু ও কর্পূরপঙ্ককে এস্থলে গন্ধ কহে। কস্তূরীর দুইভাগ, চন্দনের চারিভাগ, কুম্কুমের তিন ভাগ, কর্পূরের একভাগ। এই ভাগক্রমে কর্পূর, চন্দন, কস্তূরী, কুম্কুম্ একত্রে মিশ্রিত হইলে গন্ধ বলে। ঐ গন্ধ সর্ব্বদেব প্রিয়। কর্পূর, তুলসীকাষ্ঠ, কুম্কুম্, বেনার মূল ও চন্দন, এই পাঁচ একত্রে হরিচন্দন হইয়া থাকে। ২৫। অথ ধূপের বিষয় বলিতেছেন। গুগ্গুলু, অগুরু, বেণারমূল, শর্করা, (চিনি) মধু, চন্দন ও ঘৃত, এই সমস্ত একত্র পূর্ব্বক ধূপ প্রস্তুত করিয়া, দেবতার নিম্ন প্রদেশে প্রজ্বালিত করিবে। ২৬। শর্করা, ঘৃত, মধু, গুগ্গুলু, অগুরু ও চন্দন, এই সকল দ্রব্যকে ষড়ঙ্গধূপ কহে।

গুগ্‌গুলুং সরলং দারুপত্রং মলয়সম্ভবং।
হ্রীবেরমগুরুং কুষ্ঠং গুড়ং সজ্জরসংঘনং।
হরীতকীং নখীং লাক্ষাং জটামাংসীঞ্চ শৈলজং।
ষোড়শাঙ্গং বিদুর্ধূপং দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি॥ ২৮॥
মধু মুস্তং ঘৃতং গন্ধো গুগ্‌গুল্বগুরুশৈলজং।
সরলং শিহ্লসিদ্ধার্থং দশাঙ্গো ধূপ উচ্যতে॥ ২৯॥
সগুগ্‌গুল্বগুরুশীর সিতাজ্য মধুচন্দনৈঃ।
সারাঙ্গারবিনিঃক্ষিপ্তৈঃ কল্পয়েদ্ধূপমুত্তমং॥ ৩০॥
অথ ধূপেষু নিষিদ্ধং। তত্রৈব। ন ধূপার্থে জীবজাতং॥৩১॥

তত্রৈবাপবাদঃ।

বিনামৃগমদং ধূপে জীবজাতং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৩২॥
ন যক্ষধূপং বিতরেন্মাধবায় কদাচন॥ ৩৩॥
ন শল্লকীজং ন তৃণং ন শর্করসসম্ভৃতং।
ধূপং প্রত্যঙ্গনির্ম্মুক্তং দদ্যাৎ কৃষ্ণায় বুদ্ধিমান্॥ ৩৪॥

এই ধূপ সমস্ত দেবতার প্রিয়। ২৭। গুগ্‌গুলু, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, তেজপত্র, চন্দন, বালা, অগুরু, কুড়, গুড়, ধূনা, মুথা, হরীতকী, নখী, লাক্ষণ, জটামাংসী ও শৈলজ, এই ষোড়শাঙ্গ ধূপ দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে প্রশস্ত জানিবে। ২৮। মধু, মুথা, ঘৃত, চন্দন, গুগ্‌গুলু, অগুরু, শৈলজ, সরলকাষ্ঠ, শিলারস ও শ্বেতসর্ষপ, এই সমস্ত দ্রব্যকে দশাঙ্গধূপ কহে। ২৯। উত্তম কাষ্ঠের অঙ্গার গুগ্‌গুলু, শর্করা, ঘৃত, মধু ও চন্দন নিক্ষেপ পূর্ব্বক উত্তম ধূপ রচনা করিবে। ইহাকে অঙ্গারিক ধূপ বলে। ৩০। অনন্তর ধূপ সকলের মধ্যে যাহা যাহা নিষিদ্ধ, তাহাই বলিতেছেন। প্রাণিজাত দ্রব্যে ধূপ প্রস্তুত করিবে না। ৩১। তদ্বিষয়ে বিশেষ বিধি। ধূপ বিষয়ে মৃগমদ ব্যতীত অন্যপ্রাণিজাত বস্তু বর্জ্জনীয়। ৩২। মাধবকে কখন যক্ষধূপ অর্থাৎ শালবৃক্ষের নির্যাস (আটা ধূনা) অর্পণ

অথ দীপঃ।

দীপং প্রজ্বালয়েচ্ছক্তৌ কর্পূরেণ ঘৃতেন বা।
গব্যেন তত্রাসামর্থ্যে তৈলেনাপি সুগন্ধিনা॥ ৩৫॥
সঘৃতং গুগ্‌গুলুং ধূপং দীপং গোঘৃতদীপিতং।
সমস্তপরিবারায় হরয়ে শ্রদ্ধয়ার্পয়েৎ॥ ৩৬॥
ঘৃতেন দীপো দাতব্যো রাজন্ তৈলেন বা পুনঃ।
হবিষা প্রথমঃ কল্পো দ্বিতীয়শ্চৌষধীরসৈঃ॥ ৩৭॥

অথ দীপে নিষিদ্ধং।

বসামজ্জাস্থিনির্যাসৈর্ন কার্য্যঃ পুষ্টিমিচ্ছতা॥ ৩৮॥
নীলরক্তদশং দীপং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৩৯॥
দীপবৃক্ষাশ্চ কর্ত্তব্যা তৈজসাদ্যৈশ্চ ভৈরব।
বৃক্ষেষু দীপো দাতব্যো ন তু ভূমৌ কদাচন॥ ৪০॥

করিবে না। ৩৩। শল্লকী (শালেয়ী) জাত, উশীরাদি তৃণজাত, শল্ক-রস (সেহরের মজ্জা) সমুৎপন্ন এবং ঐ সকলের কাণ্ডাদি প্রত্যঙ্গ সম্ভূত ধূপ বুদ্ধিমান জন শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিবেন না। ৩৪। অনন্তর দীপের বিষয় বলিতেছেন। যাহার যেরূপ সামর্থ্য, তিনি সেই অনুসারে কর্পূর দ্বারাই হউক বা গব্যঘৃত দ্বারাই হউক, দীপ জালাইবেন। যদ্যপি কোন ব্যক্তি তাহাতেও অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি সুগন্ধি তৈল দ্বারাও দীপ জালাইতে পারিবেন। ৩৫। ঘৃত সংযুক্ত গুগ্‌গুলু, ধূপ ও প্রদীপ গব্যঘৃত দ্বারা প্রজ্বালিত করিয়া, শ্রদ্ধা সহকারে সপরিবার শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিবে। ৩৬। হে রাজন্! ঘৃত অথবা তৈল দ্বারা দীপ অর্পণ করিবে। ঘৃতদ্বারা দীপদান মুখ্য কল্প এবং ওষধি রস অর্থাৎ তিল, সর্ষপ ও কুসুম্ভাদি রসদ্বারা দীপ দান গৌণ কল্প জানিবে। ৩৭। অথ দীপ-দানে নিষিদ্ধ। যিনি আপনার পুষ্টিলাভ বাসনা করেন, তিনি বসা, (চর্ব্বি) মজ্জা, (বৃক্ষরসাদি) ও অস্থিনির্যাস দ্বারা দীপ দান করিবেন না। ৩৮। নীল এবং রক্তবর্ণ দশান্বিত দীপ যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জনীয়। ৩৯।

অথ দীপনির্ব্বাপণাদি দোষঃ।

দত্বা দীপো ন হর্ত্তব্যস্তেনকর্ম্মবিজানতা।
নির্ব্বাপণঞ্চ দীপস্য হিংসনঞ্চ বিগর্হিতং।
যঃ কুর্য্যাদ্ধিংসনং তেন কর্ম্মণা পুষ্পিতেক্ষণঃ।
দীপহর্ত্তা ভবেদন্ধঃ কাণো নির্ব্বাণকৃদ্ভবেৎ।। ৪১ ॥

অথ শোণমলিনাদিবস্ত্রবর্ত্ত্যাদীপদাননিষেধঃ।

শোণং বাদরকং বস্ত্রং জীর্ণং মলিনমেব চ।
উপভুক্তং ন বা দদ্যাৎ বর্ত্তিকার্থং কদাচনেতি ॥ ৪২ ॥

অথ পাককর্ম্ম।

"আগচ্ছাগচ্ছ লক্ষ্মীশে রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি।
কৃষ্ণার্থং ক্রিয়তাং পাকঃ সুস্বাদ্বন্নং চতুর্ব্বিধং।
ত্বয়া যৎপচ্যতে দেবি তদন্নং দেবদুর্ল্লভং।
মিষ্টং স্যাদমৃতস্পর্দ্ধি ভোক্তুরায়ুষ্করং পরং ॥"

হে ভৈরব! তৈজস প্রভৃতি অর্থাৎ পিত্তলাদি ধাতু নির্ম্মিত দীপাধারে (পীলসজে) দীপ রক্ষা পূর্ব্বক নিবেদন করিবে। কখন মৃত্তিকায় দীপ রক্ষা করিবে না। ৪০। অনন্তর দীপ নির্ব্বাপণাদি দোষ বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে দীপ দান করিয়া হরণ করিবে না; হরণ করিলে মহা-পাতক হইয়া থাকে। আর দীপ নির্ব্বাপণ এবং হিংসন (ভঙ্গ) দূষণীয়। যে ব্যক্তি দীপকে তৈলাদি হইতে বিযোজিত করে, তাহার চক্ষু পুষ্পরোগ (ছানি) বিশিষ্ট হয়। যে অপহরণ করে, সে অন্ধ হয় এবং যে নির্ব্বাণ করে, সে কাণ (কাণা) হইয়া থাকে। ৪১। অথ রক্তবর্ণ ও মলিনাদি বস্ত্র নির্ম্মিত বর্ত্তি (বাতি) দ্বারা দীপ দান নিষেধ বলিতেছেন। রক্তবর্ণ, জীর্ণ, মলিন ও ব্যবহৃত কার্পাসবস্ত্রে বর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কদাচ দীপ দান করিবে না। ৪২। অনন্তর পাক কর্ম্ম বলিতেছেন। হে লক্ষ্মীশে! হে রাধে! হে বৃন্দাবনেশ্বরি! তুমি এই রন্ধনশালায় আগমন কর, আগমন

ইতি প্রার্থয়তে ভক্ত্যা প্রণম্য রাধিকাপদং।
অগ্নিং প্রজ্জ্বাল্য তাং নত্বা পাকমারভতে দ্বিজঃ।
সংযম্য বচনং কাষ্ঠ একাগ্রমনসা তথা।
কৃত্বা তু বিবিধং পাকং শ্রীকৃষ্ণপুরতো ন্যসেৎ।
অবৈষ্ণবস্য পক্কান্নং হরয়ে নার্পয়েদ্বুধঃ॥

অথ নৈবেদ্যং।

নৈবেদ্যঞ্চাধিকগুণবদ্দদ্যাৎ পুরুষতুষ্টিদং।
নানাবিধান্নপানৈশ্চ ভক্ষণাদ্যৈর্মনোহরৈঃ।
নৈবেদ্যং কল্পয়েদ্বিষ্ণোস্তদভাবে চ পায়সং।
হবিষা সংস্কৃতা যে চ যবগোধূমশালয়ঃ।
তিলমুদ্গাদয়ো মাষা ব্রীহয়শ্চ প্রিয়া হরেঃ॥ ৪৩॥

কর, আগমন করিয়া কৃষ্ণের নিমিত্ত সুস্বাদু চতুর্ব্বিধ অন্নপাক কর। হে দেবি! তোমার কৃত পক্ক অন্ন দেবদুর্ল্লভ, মিষ্ট ও অমৃতকেও তিরস্কার করে এবং ভক্ষণে বিশেষ আয়ুষ্কর। এইরূপ প্রার্থনানন্তর রাধিকাচরণকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করতঃ চুল্লীকাতে অগ্নি জ্বালিয়া অগ্নিকে নমস্কার পূর্ব্বক দ্বিজব্যক্তি পাকারম্ভ করিবেন। বাক্য সংযম করিয়া, কৃষ্ণভক্ত ব্যক্তি একাগ্রমন দ্বারা বিবিধ দ্রব্য পাক করণানন্তর শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অর্পণ করিবেন। পণ্ডিত ব্যক্তি অবৈষ্ণবের পক্ক অন্ন হরিকে প্রদান করিবেন না। অথ নৈবেদ্য। পুরুষের অর্থাৎ ভগবানের তুষ্টিপ্রদ, পুরুষের আহারোপযোগী অধিকগুণশালী নৈবেদ্য অর্পণ করিবে। নানাবিধ অন্ন পান এবং উৎকৃষ্ট ভক্ষণীয়াদি দ্রব্য দ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে নৈবেদ্য প্রদান করিবে। তাহার অভাব হইলে কেবল ঘৃত সংযুক্ত পায়স দান করিবে। যব, গোধূম, (গম) শালিধান্য, কৃষ্ণ তিল, মুদ্গ (মুগ) প্রভৃতি কলায় (মাষ-মসূর ব্যতীত) এবং চণকাদি (ছোলা) প্রভৃতি শস্য গব্যঘৃত সংযুক্ত হইলে হরির প্রীতিকর হইয়া থাকে। ৪৩।

যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৪৪ ॥
নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ন কেতক্যা মহেশ্বরং।
ন দূর্ব্বয়া যজেদ্দুর্গাং ন তুলস্যা বিনায়কং ॥ ৪৫ ॥
অক্ষতস্তিলকাদৌ চ শ্রীমদ্ভগবতো হরেঃ।
গৃহ্ণীয়াদ্বৈষ্ণবো বিদ্বানর্ঘ্যাদৌ চ বিশেষতঃ ॥
ন দদ্যাৎ স্বালয়ে শূদ্রঃ হরয়ে পক্কমোদনং।
ব্রাহ্মণৈস্তু সুপক্কান্নং গোধূমপিষ্টকাদিকং।
অর্পয়েত্তেন বা শূদ্রঃ প্রদানেনৈবদোষভাক্ ॥ ৪৬ ॥
স্বিন্নতণ্ডুলসিদ্ধান্নমামান্নঞ্চ ত্যজেন্মুনে।
গোবিন্দস্যার্চ্চনে দগ্ধং সর্ব্বং কাষ্ঠ´ উদারধীঃ ॥ ৪৭ ॥
দ্বিঃ স্বিন্নমন্নং পৃথুকং শুদ্ধং দেশবিশেষকে।
নাত্যন্তশস্তং বিপ্রাণাং ভোজনে চ নিবেদনে ॥ ৪৮ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! লোকে যাহা যাহা প্রিয় এবং যে সকল দ্রব্য আপনার অতিশয় প্রিয়, সেই সকল দ্রব্য আমাকে অর্পণ করিলে, তাহা অনন্ত ফলের নিমিত্ত কল্পিত হইয়া থাকে। ৪৪। অক্ষত অর্থাৎ আতপতণ্ডুল নৈবেদ্য দ্বারা বিষ্ণুর, কেতকীদ্বারা মহেশ্বরের ও দূর্ব্বাদ্বারা দুর্গার এবং তুলসীদ্বারা বিনায়কের পূজা করিবে না। ৪৫। ভক্ত ব্যক্তি অক্ষতদ্বারা শ্রীহরির তিলকাদি রচনা করিবেন। অর্ঘ্যতে অক্ষত (আতপতণ্ডুল) প্রশস্ত; কিন্তু পূজাতে অর্থাৎ নৈবেদ্যতে প্রশস্ত নহে। শূদ্র স্বভবনে হরিকে পক্ক অন্ন (ভাত) দিবে না। ব্রাহ্মণদ্বারা সুপক্ক গোধূম পিষ্টকাদি ব্রাহ্মণ দ্বারা অর্পণ করিবে, তাহাতে দোষ হইবে না। ৪৬। উদারধী বৈষ্ণব ব্যক্তি সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্ন ও আমান্ন (কাঁচা চাউল) এবং যাবতীয় দগ্ধ দ্রব্য শ্রীগোবিন্দ পূজায় বর্জ্জন করিবেন। ৪৭। দুইবার সিদ্ধ করা ধান্যের তণ্ডুল এবং চিপিটক দেশবিশেষে শুদ্ধ; কিন্তু বিপ্র সকলের

অথ নৈবেদ্যপাত্রাণি।

নৈবেদ্যপাত্রং বক্ষ্যামি কেশবস্য মহাত্মনঃ।
হৈরণ্যং রাজতং তাম্রং কাংস্যং মৃণ্ময়মেব চ।
পালাশং পাদ্মপত্রঞ্চ পাত্রং বিষ্ণোরতিপ্রিয়ং॥
কেচিচ্চ তাম্রপাত্রেষু গব্যাদের্যোগদোষতঃ।
তাম্রাতিরিক্তমিচ্ছন্তি মধুপর্কস্য ভাজনং॥
তথৈব শঙ্খমেবার্ঘ্যপাত্রমিচ্ছন্তি কেচন।
শঙ্খে কৃত্বা তু পানীয়ং সপুষ্পং সলিলাক্ষতং।
অর্ঘ্যং দদাতি দেবস্যেত্যেবং স্কান্দেঽভিধানতঃ॥

গব্যস্য ঘৃতব্যতিরিক্তস্য দুগ্ধাদিগোরসস্য আদিশব্দান্মধুনশ্চ যোগে দোষাদ্ধেতোঃ তথাচ স্মৃতিঃ। তাম্রপাত্রে স্থিতং গব্যং মদ্যতুল্যং ঘৃতং বিনেতি। মধুনশ্চ সুরাপরিবর্ত্তেন তাম্রপাত্রে দেয়ত্বাৎ॥ ৪৯॥

পাত্রপরিমাণং চোক্তং।

ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলং পাত্রমুত্তমং পরিকীর্ত্তিতং।
মধ্যমঞ্চ ত্রিভাগোনং কন্যসং দ্বাদশাঙ্গুলং।
বস্বঙ্গুলবিহীনন্তু ন পাত্রং কারয়েৎ ক্বচিৎ॥ ৫০॥

ভোজনে ও নিবেদনে বিশেষ প্রশস্ত নহে। ৪৮। অথ নৈবেদ্য পাত্র সকল বলিতেছেন। মহাত্মা কেশবের নৈবেদ্যপাত্রের বিষয় আমি বলিতেছি। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য ও মৃত্তিকাপাত্র এবং পলাশপত্র ও পদ্মপত্র নির্ম্মিত পাত্র বিষ্ণুর অতিশয় প্রিয়। কেহ কেহ বলেন, ঘৃত ব্যতীত দুগ্ধাদিগোরস ও মধুর সহিত সংযুক্ত হইলে তাম্রপাত্র দূষিত হইয়া থাকে; এজন্য তাঁহারা তাম্রাতিরিক্ত মধুপর্কের পাত্র ইচ্ছা করেন। সুরাপরিবর্ত্তে তাম্রপাত্রে মধু দেয়। ঐরূপে কেহ কেহ বলেন যে, শঙ্খকেই অর্ঘ্যপাত্র করিবে। ৪৯। পাত্রের পরিমাণ বলিতেছেন। ষট্‌ত্রিংশৎ (৩৬) অঙ্গুলি পরিমিত

অথ পঞ্চগব্যং।

পলমাত্রং দুগ্ধভাগো গোমূত্রং তাবদিষ্যতে।
ঘৃতঞ্চ পলমাত্রং স্যাদ্গোময়ং তোলকদ্বয়ং।
দধি প্রসৃতিমাত্রং স্যাৎ পঞ্চগব্যমিদং স্মৃতং॥ ৫১॥

অথ পঞ্চামৃতং।

দুগ্ধং সশর্করঞ্চৈব ঘৃতং দধি তথা মধু।
পঞ্চামৃতমিদং প্রোক্তং বিধেয়ং সর্ব্বকর্ম্মসু।
উপচারানেবমাদীনাহৃত্য পূজকো দ্বিজঃ।
পূজয়েদ্বিধিবদ্ভক্ত্যা কৃষ্ণং বৃন্দাবনেশ্বরং॥ ৫২॥

অথ গুরুসেবাদিকং।

পূজয়িষ্যংস্ততঃ কৃষ্ণমাদৌ সন্নিহিতং গুরুং।
প্রণম্য পূজয়েদ্ভক্ত্যা দত্ত্বা কিঞ্চিদুপায়নং।
রিক্তপাণির্ন পশ্যেত রাজানং ভেষজং গুরুং।
নোপায়নকরঃ পুত্রং শিষ্যং ভৃত্যং নিরীক্ষয়েৎ॥ ৫৩॥

পাত্র উত্তম, চতুর্ব্বিংশতি (২৪) অঙ্গুলি পরিমিত পাত্র মধ্যম এবং দ্বাদশ (১২) অঙ্গুলি পরিমিত পাত্র অধম। অষ্টাঙ্গুলের (৮) ন্যূন পাত্র কখন করাইবে না। ৫০। অথ পঞ্চগব্যের বিষয় বলিতেছেন। এক পল দুগ্ধ, একপল গোমূত্র, একপল ঘৃত, দুইতোলা গোময় ও প্রসৃতি (বারকোষ) মাত্র দধি, এই পাঁচটির নাম পঞ্চগব্য। কেহ কেহ বলেন, ঐ পঞ্চদ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ৫১। অথ পঞ্চামৃত। দুগ্ধ, চিনি, ঘৃত, দধি ও মধু, এই পাঁচের নাম পঞ্চামৃত। উহা সকল কর্ম্মেই বিধেয়। ৫২। অথ গুরুর বিষয় বলিতেছেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিতে উপস্থিত হইয়া, অগ্রে সন্নিকটবর্ত্তী গুরুদেবকে কিঞ্চিৎ উপহার প্রদান করতঃ ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। রিক্তহস্তে (শুধু হাতে) রাজা, গুরু ও চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ করিবে না এবং উপায়ন হস্তে লইয়া

প্রথমন্তু গুরুঃ পূজ্যস্ততশ্চৈব মমার্চ্চনং।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥
যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ ৫৪॥
আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা সূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যথাবিধিস্তথাগুরুং।
অভেদেনার্চ্চয়েদ্‌যস্তু স মুক্তিফলমাপ্নুয়াৎ॥ ৫৫॥
গুরুশুশ্রূষণং নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমং।
তস্মাৎ ধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মঃ পবিত্রো নৈব বিদ্যতে।
কামক্রোধাদিকং যদ্‌যদাত্মনোঽনিষ্টকারণং।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥৫৬॥

পুত্র, শিষ্য ও ভৃত্যকে দেখিবে না। ৫৩। শ্রীভগবান বলিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে গুরুদেবের অর্চ্চনা করিয়া, তদনন্তর আমার অর্চ্চনা করিলে মানবসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন; তাহা না করিলে মমার্চ্চনের ফল হয় না। শ্রুতি কহিলেন, যাঁহার দেবতার প্রতি পরমাভক্তি এবং যেমন দেবতার প্রতি, সেইরূপ শ্রীগুরুরও প্রতি ভক্তি, সেই মহাত্মাই মদুক্ত পুরুষার্থ সকল বুঝিতে পারেন। ৫৪। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আচার্য্যকে (গুরুকে) আমার স্বরূপ জানিবেন, কখন তাঁহার অবমাননা করিবেন না এবং মনুষ্যজ্ঞানে কখন তাঁহার অসূয়া করিবেন না; যেহেতু গুরুসর্ব্বদেবময়। অতএব যে প্রকার বিধি আছে, সেই বিধি অনুসারে যিনি সর্ব্বপ্রকার যত্নসহকারে গুরুদেবকে কৃষ্ণের সহিত অভেদজ্ঞানে পূজা করেন, তিনি মুক্তিফলপ্রাপ্ত হইবেন। ৫৫। গুরুসেবা করা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ধর্ম্ম, ঐ ধর্ম্ম হইতে উত্তম বা পবিত্র ধর্ম্ম আর নাই। আত্মার (দেহের) অনিষ্টকারক যে যে কামক্রোধাদি আছে, মনুষ্য গুরুসেবা দ্বারা অনায়াসে সেই সকল

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মাৎ সংপূজয়েৎ সদা।
যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্মৃতঃ।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ং।
গুরোঃ সমাসনেনৈব ন চৈবোচ্চাসনে বসেৎ॥ ৫৭॥
হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥ ৫৮॥
সাধকস্য গুরৌ ভক্তিং মন্দীকুর্ব্বন্তি দেবতাঃ।
যন্নোঽতীত্য ব্রজেদ্বিষ্ণুং শিষ্যো ভক্ত্যা গুরৌ ধ্রুবং॥৫৯॥
নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন চ।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥ ৬০॥

জয় করিতে সমর্থ হন। ৫৬। গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহেশ্বর এবং গুরুই পরমব্রহ্ম; অতএব নিত্য গুরুকেই পূজা করিবে। যে মন্ত্র, সেই সাক্ষাৎগুরু, যিনি গুরু, তিনিই হরি; গুরু যাঁহার উপর প্রসন্ন হন, স্বয়ং হরিও তাঁহার উপর প্রসন্ন হন। অতএব গুরুর সমান আসনে অথবা গুরু অপেক্ষা উচ্চাসনে উপবেশন করিবে না। ৫৭। হরি রুষ্ট হইলে গুরুদেব ত্রাণ করিয়া থাকেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহই ত্রাণ করিতে পারেন না; অতএব সর্ব্বপ্রকার যত্নসহকারে গুরুকেই প্রসন্ন করিবে। ৫৮। শ্রীবিষ্ণুভক্ত দেবগণের বাক্য এই যে, শিষ্য গুরুর প্রতি অবিচলিতা ভক্তি করিয়া, আমাদিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুকে লাভ করিবে, এইরূপ জানিয়া দেবগণ সাধকের গুরুভক্তি মন্দীভূত করিয়া দেন। ৫৯। শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমি সর্ব্বভূতের আত্মা, গুরুশুশ্রূষা দ্বারা আমি যেরূপ পরিতুষ্ট হইয়া থাকি, গার্হস্থ্যধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও যত্যাচারেও সেরূপ পরিতুষ্ট হই

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥ ৬১ ॥
গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিস্তু মন্ত্রে চাক্ষরভাবনং।
কুর্ব্বন্তি যে মহারাজ তে যান্তি নরকং ধ্রুবং ॥ ৬২ ॥
যথা মন্ত্রে তথা দেবে যথা দেবে তথা গুরৌ।
পশ্যেদভেদতো মন্ত্রী এবং ভক্তিক্রমো মুনে ॥ ৬৩ ॥
গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিস্তু মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিতাং।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ ॥ ৬৪ ॥
গুরুর্মাতা পিতা স্বামী বান্ধবস্তু সুহৃচ্ছিবঃ।
ইত্যাধায় মনো নিত্যং ভজেৎ সর্ব্বাত্মকং গুরুং ॥৬৫॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেত গুরুদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥ ৬৬ ॥

না। ৬০। শ্রীনারদ কহিলেন, হে রাজন্! জ্ঞানদীপপ্রদগুরু সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, যে ব্যক্তি ঐ গুরুকে মনুষ্য বুদ্ধি করে, তাহার নিখিলশাস্ত্রশ্রবণ হস্তিস্নানের ন্যায় ব্যর্থ হইয়া থাকে। ৬১। হে মহারাজ! গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি এবং মন্ত্রে অক্ষর ভাবনা যাহারা করে, তাহারা নিশ্চয়ই নরকে গমন করিয়া থাকে। ৬২। যেমন মন্ত্রে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণে, যেমন শ্রীকৃষ্ণে, সেইরূপ গুরুতে, সাধক ব্যক্তি অভেদ দর্শন করিবেন; হে মুনে! ইহাই ভক্তির ক্রম অর্থাৎ নিয়মাদি জানিবে। ৬৩। যে মানব গুরুকে মনুষ্য, গুরুদত্ত মন্ত্রকে অক্ষর ও শ্রীশালগ্রামাদি দেবপ্রতিমাকে শিলাজ্ঞান করে, সেই ব্যক্তি নরকে গমন করে। ৬৪। গুরুই মাতা, পিতা, স্বামী, সর্ব্বাত্মা, বান্ধব, সুহৃদ ও পরমেশ্বর, এইরূপ জানিয়া সর্ব্বতোভাবে গুরুদেবকে ভজনা করিবে। ৬৫। শ্রীপ্রবুদ্ধ কহিলেন, গুর্ব্বালয়ে গমন পূর্ব্বক উপাসকের আনন্দপ্রদ সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে পরিতুষ্ট হন, সেইরূপ অকপট বিশ্বাস সহকারে গুরুর উপাসনা করতঃ

আয়ান্তমগ্রতো গচ্ছেদ্গচ্ছন্তং তমনুব্রজেৎ।
আসনে শয়নে বাপি ন তিষ্ঠেদগ্রতো গুরোঃ।
অনুজ্ঞাং প্রাপ্য তিষ্ঠেত্তু নৈব শাপমবাপ্নুয়াৎ॥ ৬৭॥
উদকুম্ভং কুশান্ পুষ্পং সমিধোঽস্যা হরেৎ সদা।
মার্জ্জনং লেপনং নিত্যমঙ্গানাং বাসসাচরেৎ।
নাস্যনির্ম্মাল্যশয়নং পাদুকোপানহাবপি।
নাক্রামেদাসনং ছায়ামাসন্দীং বা কদাচন।
সাধয়েদ্দন্তকাষ্ঠাদীন্ কৃত্যং চাস্মৈ নিবেদয়েৎ।
অনাপৃচ্ছ্য ন গন্তব্যং ভবেৎ প্রিয়হিতে রতঃ।
ন পাদৌ সারয়েদস্য সন্নিধানে কদাচন।

গুরুকে প্রিয়তম (আত্ম) দেবতাজ্ঞান করিয়া, তৎসন্নিধানে ভাগবত ধর্ম্ম সকল শিক্ষা করিবে। ৬৬। গুরু আগমন করিতেছেন, ইহা দেখিয়া বা শুনিয়া অগ্রগামী হইয়া গুরুকে স্বগৃহে আনয়ন করিবে ও যখন তিনি গমন করিবেন, তখন তাহার অনুগামী হইবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত গুরুদেব অনুজ্ঞা প্রদান না করিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবে। যখন তিনি আজ্ঞা প্রদান করিবেন, তখন তাহার অদর্শন পর্য্যন্ত সেইস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবে. পরে গুরু দর্শনপথাতীত হইলে প্রতিনিবৃত্ত হইবে; এইরূপ না করিলে শিষ্য শাপভাগী হইয়া থাকে। ৬৭। শ্রীগুরুর স্বাজ্ঞানুসারে নিত্য শ্রীগুরুর সেবার জন্য জল, কুশ, সমিধ, পুষ্প, আহরণ করিবে। গুরুর গৃহলেপন, অঙ্গমার্জ্জন, গাত্রে চন্দন-লেপন, পাদুকাদি প্রক্ষালন, সর্ব্বদা এই সকল কার্য্য করিবে। কখন গুরুর শয্যায় শয়ন করিবে না ও তদীয় কাষ্ঠ এবং চর্ম্ম পাদুকা ব্যবহার করিবে না। গুরুর আসনে উপবেশন, ছায়া-লঙ্ঘন, তদীয় ভোজনপাত্রে ভোজন করিবে না। প্রতিদিন গুরু-দেবকে দন্তকাষ্ঠ আনিয়া দিবে এবং স্বকর্ত্তব্যকার্য্য গুরুকে জানা-

জৃম্ভাহাস্যাদিকং চৈব কণ্ঠপ্রাবরণং তথা।
বর্জ্জয়েৎ সন্নিধৌ নিত্যমথাস্ফোটনমেব চ॥ ৬৮॥
যথা তথা যত্র তত্র ন গৃহ্লীয়াচ্চ কেবলং।
ভক্তিপ্রহ্বো গুরোর্নাম গৃহ্লীয়াচ্চ যতাত্মবান্।
প্রণবশ্রীযুতং নাম বিষ্ণুশব্দাদনন্তরং।
পাদশব্দসমেতঞ্চ নতমূর্দ্ধাঞ্জলিযুতঃ।
নতমাজ্ঞাপয়েন্মোহাত্তস্যাজ্ঞাং ন চ লঙ্ঘয়েৎ।
নানিবেদ্য গুরোঃ কিঞ্চিদ্ভোক্তব্যং বা গুরোস্তথা॥ ৬৯॥

ত্রয়ঃ পুরুষস্যাতিগুরবো ভবন্তি মাতা পিতা আচার্য্যশ্চ। তেষাং নিত্যমেব শুশ্রূষুণা ভবিতব্যং। যত্তে ব্রূয়ুস্তৎ কুর্য্যাৎ। তেষাং প্রিয়হিতমাচরেৎ। ন তৈরননুজ্ঞাতঃ কিঞ্চিদপি কুর্য্যাৎ। এত এব ত্রয়োবেদা এত এব ত্রয়ঃ স্বরাঃ। এত এব ত্রয়ো-

---

ইয়া করিবে। গুরুর অনুমতি না লইয়া গমন করিবে না। সর্ব্বদা গুরুর প্রিয়কার্য্য সাধনে রত থাকিবে। গুরুর সন্নিধানে কদাচ পাদ প্রসারণ, জৃম্ভণ, হাস্য, উচ্চভাষণ, কণ্ঠপ্রাবরণ, অঙ্গুলিস্ফোটন করিবে না। ৬৮। যে কোন স্থানেই হউক, কেবল গুরু নাম গ্রহণ করিবে না, ভক্তি সহকারে সংযতচিত্ত হইয়া "ওঁ শ্রীঅমুক বিষ্ণুপাদা, এইরূপ গুরুনাম উচ্চারণ করিবে। স্ত্রী-শূদ্র "নমো শ্রীঅমুক বিষ্ণুপাদা, বলিবে। আর গুরুনামোচ্চারণ করিবার সময় কৃতাঞ্জলি ও নতমস্তক হইবে। মোহপ্রযুক্ত কখন গুরুকে কিছু আদেশ করিবে না এবং গুরু যাহা আদেশ করেন, তাহাও লঙ্ঘন করিবে না। গুরুকে নিবেদন না করিয়া কোন বস্তু ভক্ষণ করিবে না; অর্থাৎ অন্ন-পান প্রভৃতি সমস্তই গুরুকে অর্পণ পূর্ব্বক স্বয়ং গ্রহণ করিবে। ৬৯। মাতা, পিতা ও আচার্য্য, (মন্ত্রপ্রদ গুরু) এই তিনই পুরুষের গুরু, অর্থাৎ পুরুষ-স্ত্রী-জাতির গুরু; অতএব প্রতিদিন ঐ গুরুত্রয়ের শুশ্রূষা করিবে। ঐ গুরুত্রয় যাহা

লোকা এত এব ত্রয়োঽগ্নয়ঃ। পিতা চ গার্হপত্যাগ্নির্দক্ষিণাগ্নির্ম্মাতা গুরুরাহবনীয়ঃ। সর্ব্বে তস্যাদৃতা ধর্ম্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ। অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ। ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যা তু মধ্যমং। গুরুশুশ্রূষয়া ত্বেবং ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে॥ ৭০॥

ন চাতিস্পৃষ্টো গুরুণা স্বান্ গুরূনভিবাদয়েৎ।
বিদ্যাগুরুষ্বেতদেব নিত্যা বৃত্তিঃ স্বযোনিষু।

প্রতিষেধৎসু চাধর্ম্মান্ হিতঞ্চোপদিশৎস্বপীত্যাদি মনুস্মৃতৌ মন্ত্রগুরোঃ প্রাধান্যং স্বীকৃতমস্তীতি সুধীভির্দ্রষ্টব্যং॥ ৭১॥

"আচার্য্য দেবো ভব" যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ চেত্যাদি শ্রুতিবচনাদাচার্য্যস্য মন্ত্রগুরোর্দ্দেবত্ব সিদ্ধিঃ।

আদেশ করেন, তাহাই করিবে। উহাঁরা যাহা আদেশ না করেন, তাহা করিবে না। সর্ব্বদা উহাঁদিগের প্রিয় ও হিতসাধন করিবে। উহাঁরা তিনই বেদ, তিনই দেবতা, এইরূপ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। পিতাকে গার্হপত্যাগ্নি, মাতাকে দক্ষিণাগ্নি ও আচার্য্যকে আহবনীয় অগ্নিস্বরূপ জ্ঞান করিবে। যে ব্যক্তি উক্ত গুরুত্রয়কে যথোচিত আদর করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্ব ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফললাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পিতা, মাতা ও গুরুকে বিহিতবিধানে পূজা না করে, তাহার সমস্ত কর্ম্মই বিফল। মাতৃভক্তি দ্বারা ঐহিক ফলভোগ, পিতৃভক্তি দ্বারা পারলৌকিক ফলভোগ হইয়া থাকে এবং যথোচিত গুরুসেবায় ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। ৭০। উপাধ্যায় গুরুকেও মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া যথোচিত প্রণামাদি করিবে। যেহেতু উপাধ্যায় গুরু অধর্ম্মাচরণ করিতে নিষেধ পূর্ব্বক মঙ্গলকর উপদেশ দেন। অতএব সর্ব্বদাই, উপাধ্যায় গুরুকে মন্ত্রপ্রদ গুরুর তুল্য জ্ঞানে সেবাদি করা কর্ত্তব্য। ইত্যাদি মনু স্মৃতিতে মন্ত্রপ্রদ গুরুর প্রাধান্য অর্থাৎ সর্ব্বগুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" "লোকানাং গুরুরেব" চেত্যাদি শ্রীমদ্ভগবদ্বচনাৎ "যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়" মিতিশাস্ত্রবাক্যাচ্চ গুরুকৃষ্ণয়োরভিন্নত্বং সিদ্ধং। ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণদেবস্য স্বরূপ-প্রকাশশ্রীমদ্গুরুদেবেতি শ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃতপ্রণেতৃপ্রভৃতিভিঃ সাধুভির্লিখিতং। অতঃ গুরুকৃষ্ণয়োরেকত্বং প্রাচীনৈঃ স্বীকৃতং॥ ৭২॥

গুরোস্তু শুক্লবর্ণত্বাৎ স বলোঽপি স্বয়ং কিল।
সর্ব্বেষাং গুরুদেবশ্চ শৃণোমি গুরুসন্নিধৌ॥ ৭৩॥
নানারূপধরো দেবঃ শেষোঽশেষপরাক্রমঃ।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বজীবানামভিন্নো হরিণা সহ॥ ৭৪॥

স্বীকার আছে, ইহা পণ্ডিতগণের দ্রষ্টব্য। ৭১। অনন্তর মন্ত্রগুরুর স্বরূপ বলিলেন। "আচার্য্য (মন্ত্রগুরু) দেবতা হন" এবং যাহার দেবতাতে উত্তমা ভক্তি, যেমন দেবতাতে তেমনি মন্ত্রপ্রদগুরুতে উত্তমা ভক্তি, ইত্যাদি বেদবাক্যহেতু আচার্য্যের অর্থাৎ দীক্ষাগুরুর দেবত্ব প্রমাণ হইতেছে। "আমাকে আচার্য্য জানিবে" ও "লোক সকলের গুরু আমি" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভগবানের বাক্য হেতু এবং "যিনি গুরু তিনিই স্বয়ং হরি, এই শাস্ত্র বচন হেতু গুরু-কৃষ্ণের অভিন্নত্ব প্রমাণ হইতেছে। "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবের স্বরূপ প্রকাশ শ্রীমদ্‌গুরুদেব, ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপ্রণেতা প্রভৃতি সাধু সকল লিখিয়াছেন। "যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ। গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তগণে॥" অতএব গুরু কৃষ্ণের একত্ব প্রাচীনেরা স্বীকার করিয়াছেন। ৭২। মন্ত্রপ্রদগুরুর শুক্লবর্ণ হেতু জানা যাইতেছে যে, সেই শ্রীবলদেবই স্বয়ং সকলের গুরুদেব, এই কথা আমি গুরুর নিকটে শ্রবণ করিয়াছি। ৭৩। সেই অশেষ পরাক্রম শেষদেব বহুরূপধারী, তিনি সকল জীবের মূলাশ্রয়,

তৎস্বরূপপ্রকাশো হি বলদেবমহাশয়ঃ।
ইতি তত্ত্বং বিজানীয়ান্নান্যথা ভবতি ক্বচিৎ ॥ ৭৫ ॥
হরেঃ স্বরূপরূপঃ শ্রীগুরুদেবো ন সংশয়ঃ।
স গুরুঃ শ্রীবলশ্চৈব ইতি তত্ত্ববিদাং মতং ॥ ৭৬ ॥
স দেবো রেবতীকান্তো ধৃত্বানেকবপুর্হরিং।
সেবতে স্বপ্রিয়ং কান্তং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা কিল ॥ ৭৭ ॥
ক্বচিদ্ভার্য্যা ক্বচিদ্ভৃত্যঃ কদাচিচ্চাগ্রজোঽনুজঃ।
ক্বচিৎ শয্যাদিরূপশ্চ ক্বচিৎ প্রেষ্ঠসখো মতঃ ॥
ইত্যাদ্যভীষ্টভাবেন শেষং প্রাপ্তা হরেঃ কিল।
শেষদেবো হ্যনন্তশ্চ শ্র্যবশেষং হরিং ভজেৎ ॥ ৭৮ ॥
গুরুগোবিন্দয়োস্তত্ত্বমেকো হি ন ভবেদ্দ্বিধাঃ।
অবতারাবতারিণোর্ন ভেদ ইতি পণ্ডিতাঃ ॥ ৭৯ ॥
এবঞ্চ হরিণা সার্দ্ধমভিন্নত্বং গুরৌ যদি।
সিদ্ধং স্যান্নিত্যশস্তর্হি শ্রীগুরোঃ সেবয়া হরেঃ ॥

কৃষ্ণের সহিত তাঁহার অভিন্নভাব। ৭৪। কৃষ্ণের স্বরূপপ্রকাশ বলদেব মহাশয়, ইহাই তত্ত্ব জানিবে, ইহাতে কখন অন্যথা নাই। ৭৫। শ্রীহরির স্বরূপ রূপ শ্রীগুরুদেব, তাহাতে সংশয় নাই, সেই গুরু নিশ্চয়ই শ্রীবলদেব, ইহাই তত্ত্ববিদ্‌গণের মত। ৭৬। সেই দেব রেবতীকান্ত অনেকরূপ ধারণ পূর্ব্বক, স্বকীয়কান্ত শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সেবা করিতেছেন। তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৭৭। কখন ভার্য্যা, কখন ভৃত্য, কখন্ অগ্রজ, কখন অনুজ, কখন শয্যাদি রূপ, কখন প্রিয়সখা, ইত্যাদি অভীষ্টভাব দ্বারা হরির শেষ প্রাপ্ত হইয়া, শেষদেব অনন্ত শ্রীঅবশেষরূপ হরিকে ভজনা করেন। ৭৮। শ্রীগুরু-গোবিন্দ একতত্ত্ব, কখনই দুই তত্ত্ব নহেন। পণ্ডিতগণ অবতার অবতারী ভিন্ন বলেন না। ৭৯। এইরূপে শ্রীহরির সহিত যদি গুরুর অভিন্নত্ব প্রমাণ হইল, তবে শ্রীগুরুসেবায় হরির

সেবনং সিদ্ধমেব স্যাৎ কিমর্থং পৃথগর্চ্চনং।
এতন্মে সংশয়ং ছিত্বা স্বরূপং বদ বিস্তরাৎ॥ ৮০॥
সেব্যঃ স ভগবান্ কৃষ্ণঃ সর্ব্বে তৎসেবকা মতা।
স্বয়ং তৎকিল বিশ্বাত্মা হতারির্গতিদায়কঃ।
অষ্টমস্তু তয়োরাসীৎ স্বয়মেব হরিঃ কিল॥ ৮১॥
স ব্রহ্মনির্গুণং সাক্ষাদতস্তং জ্ঞানিনঃ সদা।
ভজন্তি যোগমাশ্রিত্য ভৃগুবাক্যানুসারতঃ॥ ৮২॥
হরির্হি স্বস্বরূপেণ লোকানাং গুরুরেব চ।
ইত্যজ্ঞা ন হি জানন্তি ভাগ্যদোষানুসারতঃ॥ ৮৩॥
বল্লবীভাবলুব্ধানাং যানঙ্গমঞ্জরীগুরুঃ।
সানঙ্গমঞ্জরী সাক্ষাদ্বলরামো ন সংশয়ঃ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈতবংশীবদনাদিরূপে সোহনন্তদেবো বলঃ।
গুরুর্ভবতি কৃপয়া লোকানাং চৈতন্যাবতারে প্রভুঃ॥ ৮৪॥
অথ শুদ্ধাসনে ভক্তশ্চোপবিশ্য উদঙ্মুখঃ।
আচম্য তিলকং কৃত্বা পূজয়েদ্গুরুদৈবতং॥ ৮৫॥

সেবন সিদ্ধি হউক? আর পৃথক্ অর্চ্চনে প্রয়োজন কি? আমার এই সংশয় ছেদনপূর্ব্বক, যথার্থ বিষয় বিস্তারক্রমে বলুন। ৮০। সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেব্য, সকলেই তাহাঁর সেবক। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিশ্বাত্মা, হতারি গতিদায়ক। দেবকীর অষ্টমগর্ভে স্বয়ং হরি জন্মগ্রহণ করেন। ৮১। তিনি গুণত্রয়াতীত-শুদ্ধ সত্বগুণপূর্ণ; অতএব নির্গুণ। এই হেতু জ্ঞানীসকল ভৃগুবাক্যানুসারে ভক্তিযোগ দ্বারা তাহাঁকেই সর্ব্বদা ভজনা করেন। ৮২। শ্রীহরি নিজস্বরূপ দ্বারা লোকগণের গুরু, ভাগ্যদোষ অনুসারে অজ্ঞ সকল ইহা জানিতে পারে না। ৮৩। বল্লবী (গোপী) ভাবলুব্ধ সকলের যে শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী গুরু হন, সেই অনঙ্গমঞ্জরী সাক্ষাৎ বলরাম; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই চৈতন্যা-বতারে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও বংশীবদনাদিরূপে সেই অনন্তদেব

অথ পূজার্থাসনং।

ততশ্চাসনমন্ত্রেণাভিমন্ত্র্যাভ্যর্চ্চ্য চাসনং।
তস্মিন্নুপবিশেৎ পদ্মাসনেন স্বস্তিকেন বা।
অভ্যর্চ্চ্য "ওঁ আধারশক্তয়ে নম" ইতি সংপূজ্য ॥ ৮৬ ॥

তত্রৈব পদ্মাসনাদিকং।

সব্যং পাদমুপাদায় দক্ষিণোপরি বিন্যসেৎ।
তথৈব দক্ষিণং সব্যস্যোপরিষ্টান্নিধাপয়েৎ ॥
বিষ্টভ্য কট্যুরোগ্রীবান্নাসাগ্রন্যস্তলোচনঃ।
পদ্মাসনং ভজেদেবং সর্ব্বেষামপি পূজিতমিতি ॥ ৮৭ ॥
জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলাবুভৌ।
ঋজুকায়ো বিশেদ্যোগী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষত ইতি ॥৮৮॥
তত্র কৃষ্ণার্চ্চকঃ প্রায়ো দিবসে প্রাঙ্মুখো ভবেৎ।
উদঙ্মুখো রজন্যান্তু স্থিরমূর্ত্তিশ্চ সংমুখঃ ॥ ৮৯ ॥

প্রভুবলরাম কৃপাপূর্ব্বক লোকসকলের গুরু হয়েন। ৮৪। তদনন্তর ভক্তব্যক্তি উত্তরমুখে শুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্ব্বক, আচমন করণানন্তর, তিলক করিয়া, গুরুদেবের পূজা করিবেন। ৮৫। অথ পূজার জন্য আসনের বিষয় বলিতেছেন। তাহার পর আসন মন্ত্র, (ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ) এই মন্ত্র দ্বারা আসনকে আমন্ত্রণ ও অভ্যর্চ্চনা করতঃ সেই শুদ্ধাসনের উপর পদ্মাসনে বা স্বস্তিকাসনে উপবেশন করিবে। ৮৬। তথায় পদ্মাসনাদির বিষয় বলিতেছেন। বামপাদ লইয়া দক্ষিণপদের উপর ও দক্ষিণপদ লইয়া বামপদের উপর সংস্থাপন করিবে। কটিদেশ, বক্ষঃস্থল, গ্রীবাদেশ স্থির পূর্ব্বক নয়নদ্বয় নাসার অগ্রভাগে বিন্যস্ত করিবে, অর্থাৎ নাসার অগ্রভাগে দৃষ্টি রক্ষা করিবে, এইরূপ উপবেশনের নাম পদ্মাসন। ৮৭। জানুদেশ ও উরুদেশের মধ্যে উভয় পদতল সংস্থাপনপূর্ব্বক সরল (সোজা) ভাবে উপবেশন করার নাম স্বস্তিকাসন। ৮৮। শ্রীকৃষ্ণার্চ্চক

শ্রীমূর্ত্তিং বামভাগে তু কৃত্বা ভক্তো হ্যুদঙ্মুখঃ।
পূজয়েদ্বিধিবদ্দেবমিতি প্রায়েণ লভ্যতে ॥ ৯০ ॥

অথাসনানি।

বংশাশ্মদারুধরণীতৃণপল্লবনির্ম্মিতং।
বর্জ্জয়েদাসনং বিদ্বান্ দারিদ্রব্যাধিদুঃখদং।
কৃষ্ণাজিনং কম্বলম্বা নান্যদাসনমিষ্যতে ॥ ৯১ ॥
শুচিদেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজীনকুশোত্তরমিতি ॥৯২॥

কৃষ্ণাজিনং ব্যাঘ্রচর্ম্মেত্যাদিনা আসনাদৌ মতভেদ আশ্রমাদিভেদেন। তত্র বহূনাং যন্মতং তদেব স্বসম্প্রদায়ানুসারেণ গ্রাহ্যমিতিদিক্। শ্রীমচ্চৈতন্যচরণভজনপরায়ণ-মাধ্বিবৈষ্ণবানাং প্রায়ঃক্ষৌমাদিবিনির্ম্মিতাসনং গ্রাহ্যমিতি সর্ব্বত্রদিক্ ॥ ৯৩ ॥

ব্যক্তি নিশ্চলদেহ ও শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখীন হইয়া, দিবসে প্রায় পূর্ব্বমুখে এবং নিশাকালে প্রায় উত্তরমুখে উপবেশন পূর্ব্বক, শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবেন। ৮৯। শ্রীমূর্ত্তিকে বামভাগে রক্ষাপূর্ব্বক, ভক্তব্যক্তি উত্তরমুখে উপবেশন করত বিধিবৎ দেবতাকে পূজা করিবেন; ইহা প্রায় শব্দ দ্বারা লাভ হইতেছে; অর্থাৎ জানা যাইতেছে। ৯০। অনন্তর আসন সকলের বিষয় বলিতেছেন। বংশ, প্রস্তর, কাষ্ঠ, মৃত্তিকা, কুশব্যতীত তৃণ ও পত্র নির্ম্মিত আসন, দারিদ্র, রোগ এবং দুঃখ প্রদান করে; অতএব বিদ্বানব্যক্তি এই সকল আসন বর্জ্জন করিবেন। কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম আর কম্বল ভিন্ন অপর আসন গ্রহণ করা উচিত নহে। ৯১। অতি উচ্চ এবং অতি নীচও না হয় এইরূপে প্রথমে পূর্ব্বদিকে অগ্রভাগবিশিষ্ট কুশ, তদুপরি কৃষ্ণসার চর্ম্ম, তদুপরে পট্টবস্ত্র বিস্তার পূর্ব্বক, আপনার নিশ্চল আসন পবিত্রস্থানে স্থাপন করিবেন। ৯২। কৃষ্ণাজিন ও ব্যাঘ্রচর্ম্মাদি বিনির্ম্মিতাসন আশ্রমভেদে গ্রাহ্য, এইরূপ মতভেদ দেখা যায়।

অথাকামবৈষ্ণবস্য মৃদাসনাদিনিষেধমাহ।

মৃদাসনঃ কুশকরো বৈষ্ণবো ন ভবেদ্দ্বিজঃ।
সর্ব্বকামফলত্যাগী হরেঃ সঙ্কল্পবর্জ্জিতঃ।
নো দ্বিজঃ কুশহস্তঃ স্যাৎ স্নানপূজাজপাদিষু।
কদাচিদ্দর্ভহস্তো ন ত্যক্তকামস্তু বৈষ্ণবঃ।
স্নানাদিষু চ কৃত্যেষু গোবিন্দস্যার্চ্চনাদিষু।
ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডেঽভিধানাৎ ॥ ৯৪ ॥

অথ বৈষ্ণবাচমনং।

আদৌ করদ্বয়ং প্রক্ষালয়েৎ। ততঃ শ্রীকেশবায় নমঃ। শ্রীনারায়ণায় নমঃ। শ্রীমাধবায় নমঃ। ইতি মন্ত্রত্রয়ং জপন্ মুক্তাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠসংহতাঙ্গুলিনা দক্ষিণকরেণ বারত্রয়ং জলং পিবেৎ। ততঃ শ্রীগোবিন্দায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। ইতি মন্ত্রদ্বয়ং জপন্ করদ্বয়ং প্রক্ষালয়েৎ। ততঃ। শ্রীমধু-

---

তথায় বহুজনের যেমত, তাহাই স্বসম্প্রদায়ানুসারে গ্রহণীয়, ইহাই দেখা যাইতেছে। শ্রীমচ্চৈতন্যচরণভজনপরায়ণ মাধ্বিবৈষ্ণবসকলের প্রায়ক্ষৌমাদি বিনির্ম্মিত আসন গ্রাহ্য; ইহাই প্রাচীনসকল বলেন। ৯৩। অনন্তর অকাম বৈষ্ণবের মৃদাসন প্রভৃতি নিষেধ করিলেন। হে দ্বিজ! অকামবৈষ্ণব মৃদাসন ও কুশকর না হইয়া, শ্রীহরির সর্ব্বসেবা ও নামাদি জপবিশেষ যত্নের সহিত করিবেন। সর্ব্ব-কর্ম্মফলত্যাগী, হরি সন্নিধানে সর্ব্বসঙ্কল্প বর্জ্জিত ব্রাহ্মণ, স্নান ও হরির পূজা এবং নামাদি জপকালে কখনই কুশহস্ত হইবেন না। নিষ্কামবৈষ্ণব স্নানাদিকৃত্যসকলে এবং শ্রীগোবিন্দদেবের অর্চ্চনাদি সময়ে কোন ক্রমেই কুশগ্রহণ করিবেন না, ইহা পদ্মপুরাণের উত্তর-খণ্ডে কথিত হইয়াছে। ৯৪। অনন্তর বৈষ্ণবাচমন বলিতেছেন। সর্ব্বাগ্রে হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। তদনন্তর "শ্রীকেশবায় নমঃ। শ্রীনারায়ণায় নমঃ। শ্রীমাধবায় নমঃ।" এই মন্ত্রত্রয় জপ করিতে

সূদনায় নমঃ। শ্রীত্রিবিক্রমায় নমঃ। ইতি মন্ত্রদ্বয়ং জপন্ সংবৃতাঙ্গুষ্ঠমূলেন মুখং বামদক্ষিণক্রমাভ্যাং বারদ্বয়ং মার্জ্জয়েৎ। ততঃ শ্রীবামনায় নমঃ। শ্রীশ্রীধরায় নমঃ। ইতি মন্ত্রদ্বয়ং জপন্ তথা সংবৃতাঙ্গুষ্ঠমূলেন ওষ্ঠাধরৌ ঊর্দ্ধাধঃক্রমেণ বারদ্বয়মুন্মার্জ্জয়েৎ। ততঃ শ্রীহৃষীকেশায় নমঃ। শ্রীপদ্মনাভায় নমঃ। ইতি মন্ত্রদ্বয়ং জপন্ পাদদ্বয়ং প্রক্ষালয়েৎ। ততঃ শ্রীদামোদরায় নমঃ। ইতি মন্ত্রেণ শিরসি ত্রিবারং জলমভিষিঞ্চেৎ। ততঃ শ্রীবাসুদেবায় নমঃ। ইত্যনেন মন্ত্রেণ সংহতানামিকামধ্যমাতর্জ্জনীভির্মুখমুপস্পৃশেৎ। ততঃ শ্রীসঙ্কর্ষণায় নমঃ। শ্রীপ্রদ্যুম্নায় নমঃ। ইতি মন্ত্রদ্বয়ং জপন্ অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাং নাসিকাং স্পৃশেৎ। ততঃ শ্রীঅনিরুদ্ধায় নমঃ। শ্রীপুরুষোত্তমায় নমঃ। ইতি মন্ত্রদ্বয়ং জপন্ সংহতাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং নেত্রদ্বয়ং যথাক্রমেণোপস্পৃশেৎ।

করিতে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি বর্জ্জনানন্তর মিলিত অঙ্গুলি সকল দ্বারা দক্ষিণকরে তিনবার জল পান করিবে। তাহার পর "শ্রীগোবিন্দায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" এই মন্ত্রদ্বয় জপ করিতে করিতে করদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। তৎপরে "শ্রীমধুসূদনায় নমঃ। শ্রীত্রিবিক্রমায় নমঃ।" এই মন্ত্রদ্বয় জপিতে জপিতে সংস্কৃত অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা মুখের বাম দক্ষিণ যথা নিয়ম দুইবার মার্জ্জনা করিবে অর্থাৎ "শ্রীমধুসূদনায় নমঃ" বলিয়া বামদিক ও "শ্রীত্রিবিক্রমায় নমঃ" বলিয়া দক্ষিণদিক্ মার্জ্জনা করিতে হয়। তদনন্তর "শ্রীবামনায় নমঃ। শ্রীশ্রীধরায় নমঃ।" এই মন্ত্রদ্বয় জপিতে জপিতে সংবৃত অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা ওষ্ঠ ও অধরের ঊর্দ্ধ ও অধঃ যথা নিয়ম দুইবার উন্মার্জ্জন করিবে। তদনন্তর "শ্রীহৃষীকেশায় নমঃ। শ্রীপদ্মনাভায় নমঃ।" এই মন্ত্র দুইটী জপ করিতে করিতে পদদ্বয় প্রক্ষালন পূর্ব্বক পদে জলের ছিটা দিবে। তীর্থোদক হইলে ছিটাও দিবে না। দেবতার সম্মুখে ঐ

ততঃ শ্রীঅধোক্ষজায় নমঃ। শ্রীনৃসিংহায় নমঃ। ইতি মন্ত্রদ্বয়ং জপন্ সংযতাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং শ্রবণযুগলমুপস্পৃশেৎ। ততঃ শ্রীঅচ্যুতায় নমঃ। ইত্যনেন মন্ত্রেণ সংযতাঙ্গুষ্ঠ-কনিষ্ঠাভ্যাং নাভিদেশং স্পৃশেৎ। ততঃ শ্রীজনার্দ্দনায় নমঃ। ইতি মন্ত্রমুচ্চারয়ন্ করতলেন হৃদয়ং স্পৃশেৎ। ততঃ শ্রীউপেন্দ্রায় নমঃ। ইত্যনেন মন্ত্রেণ সর্ব্বাঙ্গুলিভি-র্মস্তকং স্পৃশেৎ। ততঃ শ্রীহরয়ে নমঃ। শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। ইতি মন্ত্রদ্বয়ং জপন্ করাগ্রেণোভয়বাহুমূলং স্পৃশেদিতি। অশক্তঃ কেবলং দক্ষং স্পৃশেৎ কর্ণং তথাচ বাক্। কুর্ব্বীতাল-ভনং বাপি দক্ষিণশ্রবণস্য বৈ। শৌচবিধেশ্চোত্তরমিদমাচমন-মিতি কেচিৎ। তত্রাদৌ পাদৌ প্রক্ষালয়েৎ॥ ৯৫॥

কার্য্য মানসেই বিধেয়) তাহার পর "শ্রীদামোদরায় নমঃ। এই মন্ত্র দ্বারা স্বমস্তকে বারত্রয় জলসেচন করিবে। তদনন্তর "শ্রীবাসু-দেবায় নমঃ।" এই মন্ত্র দ্বারা মিলিত অনামিকা-মধ্যমা-তর্জ্জনীদ্বয় মুখস্পর্শ করিবে। তাহার পর "শ্রীসঙ্কর্ষণায় নমঃ। শ্রীপ্রদ্যুম্নায় নমঃ।" এই মন্ত্রদ্বয় জপ করিতে করিতে, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিবে। তদনন্তর "শ্রীঅনিরুদ্ধায় নমঃ। শ্রীপুরু-ষোত্তমায় নমঃ।" এই মন্ত্রদ্বয় জপিতে জপিতে মিলিত অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা নয়নযুগল পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করিবে। তৎপরে "শ্রীঅধোক্ষজায় নমঃ। শ্রীনৃসিংহায় নমঃ।" এই মন্ত্রদ্বয় জপিতে জপিতে সংযত অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা কর্ণযুগল পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করিবে। তদনন্তর "শ্রীঅচ্যুতায় নমঃ।" এই মন্ত্র জপিতে জপিতে সংযত অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা নাভিদেশ স্পর্শ করিবে। তদনন্তর "শ্রীজনার্দ্দনায় নমঃ।" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক, করতল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে। তাহার পর "শ্রীউপেন্দ্রায় নমঃ।" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক, সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে। তদনন্তর "শ্রীহরয়ে

ততস্তু তিলকং কুর্য্যাৎ শ্রীগোপীচন্দনাদিনা।
তত্রাদাবনুলেপেন ভগবচ্চরণাব্জয়োঃ।
নির্ম্মাল্যেন প্রসাদেন সর্ব্বাণ্যঙ্গানি মার্জ্জয়েৎ॥ ৯৬॥
শালগ্রামশিলালগ্নং চন্দনং ধারয়েৎ সদা।
সর্ব্বাঙ্গেষু মহাশুদ্ধিসিদ্ধয়ে কমলাসনেতি॥ ৯৭॥
ততো দ্বাদশভিঃ কুর্য্যান্নামভিঃ কেশবাদিভিঃ।
দ্বাদশাঙ্গেষু বিধিবদূর্দ্ধপুণ্ড্রাণি বৈষ্ণবঃ॥ ৯৮॥

অথ দ্বাদশতিলকবিধিঃ।

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে।
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনং।
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ॥ ৯৯॥

নমঃ। শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।” এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে করাগ্র দ্বারা উভয়বাহুমূল স্পর্শ করিবে। ইতি। রোগাদি কর্ত্তৃক অসমর্থ হইলে, কেবল দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিবে; তাহা হইলেই ঐ আচমন সিদ্ধ হইবে। অতএব এই বিষয়ে বচন আছে। অথবা অসমর্থ ব্যক্তি কেবল দক্ষিণশ্রবণ মাত্র স্পর্শ করিবে, তদ্দ্বারাই ঐ আচমন নিশ্চয় সিদ্ধ হইবে। শৌচবিধির পর এই আচমন কেহ কেহ করেন। ৯৫। তদনন্তর গোপীচন্দনাদি দ্বারা তিলক নির্ম্মাণ করিবে। ঐ কার্য্যে অগ্রে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের চরণাব্জ বিলিপ্ত নির্ম্মাল্য-প্রসাদ চন্দন দ্বারা সমস্ত শরীর (নাভির উর্দ্ধ হইতে সর্ব্বাঙ্গ) বিলেপন করিবে। ৯৬। হে কমলাসন! মহতী শুদ্ধির জন্য শ্রীশালগ্রাম শিলালগ্ন চন্দন সর্ব্বদা সর্ব্বশরীরে ধারণ করিবে। ৯৭। তদনন্তর বৈষ্ণব ব্যক্তি কেশবাদিদ্বাদশনাম উচ্চারণ করতঃ যথোক্তবিধি অনুসারে দ্বাদশ অঙ্গে উর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা

তৎপ্রক্ষালনতোয়ন্তু বাসুদেবাদিমূর্দ্ধনি।
বাসুদেবেতি বাসুদেবায় নমঃ ইতি এতচ্চ সমস্ত
স্বরৈঃ সহ ন্যসেদিতিজ্ঞেয়ং ॥ ১০০ ॥

তৎ প্রয়োগঃ।

ললাটে—শ্রীকেশবায় নমঃ। উদরে—শ্রীনারায়ণায় নমঃ। বক্ষঃস্থলে—শ্রীমাধবায় নমঃ। কণ্ঠকূপকে—শ্রীগোবিন্দায় নমঃ। দক্ষিণকুক্ষৌ—শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। দক্ষিণবাহৌ—শ্রীমধুসূদনায় নমঃ। দক্ষিণকন্ধরে—শ্রীত্রিবিক্রমায় নমঃ। বামপার্শ্বকে—শ্রীহৃষীকেশায় নমঃ। পৃষ্ঠে—শ্রীপদ্মনাভায় নমঃ। কট্যাং—শ্রীদামোদরায় নমঃ ইতি ॥ ১০১ ॥

অথোর্দ্ধপুণ্ড্রনির্ম্মাণবিধিঃ।

আরভ্য নাসিকামূলং ললাটান্তং লিখেন্মৃদং।
নাসিকায়াস্ত্রয়ো ভাগা নাসামূলং প্রচক্ষতে।
সমারভ্য ভ্রুবোর্মূলমন্তরালং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১০২ ॥

করিবেন। ৯৮। অনন্তর দ্বাদশ তিলকের বিধি বলিতেছেন। ললাটে কেশবকে, উদরে নারায়ণকে, বক্ষঃস্থলে মাধবকে, কণ্ঠমূলে গোবিন্দকে, দক্ষিণকুক্ষিতে বিষ্ণুকে, দক্ষিণবাহুতে মধুসূদনকে, দক্ষিণকন্ধরে ত্রিবিক্রমকে, বামপার্শ্বে বামনকে, বামবাহুতে শ্রীধরকে, বামকন্ধরে হৃষীকেশকে, পৃষ্ঠে পদ্মনাভকে ও কটীতে দামোদরকে ন্যাস করিবে। ৯৯। তিলকের প্রক্ষালন জল "বাসুদেবায় নমঃ" বলিয়া অকারাদি দ্বাদশ স্বরের সহিত স্বমস্তকে ন্যাস করিবে, ইহাই পণ্ডিতগণের মত। ১০০। তিলকের মন্ত্র প্রয়োগ দেখাইতেছেন। ললাটে "শ্রীকেশবায় নমঃ" হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক, কট্যাং, "শ্রীদামোদরায় নমঃ" পর্য্যন্ত মন্ত্র বলিয়া যথানিয়মে তিলক করিবে। অনুবাদ মূলশ্লোকে দেখ। ১০১। তদনন্তর ঊর্দ্ধপুণ্ড্র (তিলক) নির্ম্মাণ বিধি বলিতেছেন। প্রথমতঃ নাসিকার মূল হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক, ললাটের

অথোর্দ্ধপুণ্ড্রস্য মধ্যছিদ্রনিত্যতা।

নিরন্তরালং যঃ কুর্য্যাদূর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজাধমঃ।
স হি তত্র স্থিতং বিষ্ণুং লক্ষ্মীঞ্চৈব ব্যপোহতি।
তস্মাচ্ছিদ্রান্বিতং পুণ্ড্রং দণ্ডাকারং সুশোভনং।
বিপ্রাণাং সততং ধার্য্যং স্ত্রীণাঞ্চ শুভদর্শনে॥ ১০৩॥

অতএবোক্তং হরিমন্দিরলক্ষণং।

নাসাদিকেশপর্য্যন্তমূর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনং।
মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরং।
বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু সদাশিবঃ।
মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াত্তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ॥ ১০৪॥
শুদ্ধসত্ত্বময়শ্রীমদ্গোপীশ্বরাখ্য যঃ শিবঃ।
সদাশিবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কথিতো ব্রহ্মণা স্বয়ং॥ ১০৫॥

হরেঃ পদাক্রান্তিমাত্মনি ধারয়তি যঃ স পরস্য প্রিয়ো ভবতি

শেষ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লেপন করিবে। নাসিকার তৃতীয়ভাগকে নাসা-মূল কহে। ভ্রূদ্বয়ের মূল হইতে আরম্ভ করত ছিদ্র রচনা করিবে। ১০২। অনন্তর ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যে ছিদ্রের নিত্যতা দেখাইতেছেন। যে দ্বিজাধম মধ্যে ছিদ্র না রাখিয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নির্ম্মাণ করে, সে নিশ্চয় তত্রস্থ বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীকে দূরীভূত করিয়া দেয়। অতএব হে শুভ-দর্শনে! দণ্ডাকৃতি, ছিদ্রান্বিত, সুশোভন পুণ্ড্র, ব্রাহ্মণ এবং স্ত্রী-জাতি সকলের সর্ব্বদা ধারণীয়। ১০৩। এই জন্যই শ্রীহরিমন্দিরাকৃতি তিলকের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। নাসা হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক কেশা-বধি বিস্তৃত, অত্যন্ত মনোহর, মধ্যছিদ্রবিশিষ্ট যে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, তাহাকেই হরিমন্দির বলিয়া জানিবে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের বামপার্শ্বে ব্রহ্মা, দক্ষিণপার্শ্বে সদাশিব এবং মধ্যে বিষ্ণু অবস্থিতি করেন; একারণ মধ্যভাগ লেপন করিবে না। ১০৪। এ স্থলে শুদ্ধসত্ত্বময়শ্রীমৎ গোপীশ্বর নামক যে শিব, তাহাকেই সদাশিব বলিয়া জানিবে;

স পুণ্যবান্। মধ্যে ছিদ্রমূর্দ্ধপুণ্ড্রং যো ধারয়তি স মুক্তিভাগ্ ভবতীতি ॥ ১০৬ ॥

বীক্ষ্যাদর্শে জলে বাপি যো বিদধ্যাৎ প্রযত্নতঃ।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মহাভাগ স যাতি পরমাং গতিং ॥ ১০৭ ॥

অথ তিলকরচনাঙ্গুল্যঃ।

অনামিকা কামদোক্তা মধ্যমায়ুষ্করী ভবেৎ।
অঙ্গুষ্ঠঃ পুষ্টিদঃ প্রোক্তস্তর্জ্জনী মোক্ষসাধিনী ॥ ১০৮ ॥

অথোর্দ্ধপুণ্ড্রমৃত্তিকাঃ।

পর্ব্বতাগ্রে নদীতীরে বিল্বমূলে জলাশয়ে।
সিন্ধুতীরে চ বল্মীকে হরিক্ষেত্রে বিশেষতঃ।
বিষ্ণোঃ স্নানোদকং যত্র প্রবাহয়তি নিত্যশঃ।
পুণ্ড্রাণাং ধারণার্থায় গৃহ্লীয়াত্তত্র মৃত্তিকাং।
শ্রীরঙ্গে বেঙ্কটাদ্রৌ চ শ্রীকূর্ম্মে দ্বারকে শুভে।

এই কথা ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন। ১০৫। যে মহাত্মা দেহেতে শ্রীহরির পাদচিহ্ন ধারণ করেন, তিনি অন্যের এবং হরির প্রিয় হন এবং তিনিই পুণ্যবান্। যিনি মধ্যভাগে ছিদ্রান্বিত পুণ্ড্র ধারণ করেন, তিনি মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েন। ১০৬। হে মহাভাগ! যে মানব আদর্শে (দর্পণে) কিম্বা জলে প্রতিবিম্ব দেখিয়া বিশেষ যত্ন সহকারে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করেন, তাঁহার পরমগতি লাভ হইয়া থাকে। ১০৭। অথ তিলক রচনায় অঙ্গুলি সকলের বিষয় বলিতেছেন। অনামিকা অভীষ্ট প্রদায়িকা, মধ্যমা পরমায়ুঃবৃদ্ধিকরী ও অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টিসাধক বলিয়া উক্ত এবং তর্জ্জনী মোক্ষসাধিকা। ১০৮। অনন্তর ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মৃত্তিকার বিষয় বলিতেছেন। পর্ব্বতের শিখর দেশ, নদীর তীর, বিল্বমূল, জলাশয়, সমুদ্রের তীর, বল্মীক (উই মৃত্তিকা) বিশেষরূপে হরিক্ষেত্র এবং যে স্থানে প্রতিদিবস বিষ্ণুর স্নানোদক নিক্ষিপ্ত হয়, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নির্ম্মাণ নিমিত্ত ঐ সকল স্থান হইতে মৃত্তিকা গ্রহণীয়।

প্রয়াগে নারসিংহাদৌ বরাহে তুলসীবনে।
গৃহীত্বা মৃত্তিকাং ভক্ত্যা বিষ্ণুপাদজলৈঃ সহ।
ধৃত্বা পুণ্ড্রাণি চাঙ্গেষু বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
যত্তু দিব্যং হরিক্ষেত্রং তস্যৈব মৃদমাহরেৎ॥ ১০৯॥
দিব্যঞ্চ শ্রীহরেঃ ক্ষেত্রং মাথুরং ধরণীতলে॥ ১১০॥

অথ শ্রীগোপীচন্দনমাহাত্ম্যং।

ব্রহ্মঘ্নো বাথ গোঘ্নো বা হেতুকঃ সর্ব্বপাপকৃৎ।
গোপীচন্দনসম্পর্কাৎ পূতো ভবতি তৎক্ষণাৎ॥ ১১১॥
শ্রীখণ্ডে ক্ব স আমোদঃ স্বরো বর্ণঃ ক্ব তাদৃশঃ।
তৎপাবিত্র্যং ক্ব বৈ তীর্থে শ্রীগোপীচন্দনে যথা॥ ১১২॥
স্ব স্ব গুরুপরম্পরানুসারেণ তিলকং কুর্য্যাৎ।

অথ মুদ্রাধারণবিধিঃ।

চক্রঞ্চ দক্ষিণে বাহৌ শঙ্খং বামেঽপি দক্ষিণে।
গদাং বামে গদাধস্তাৎ পুনশ্চক্রঞ্চ ধারয়েৎ।

শ্রীরঙ্গ, বেঙ্কট পর্ব্বত, শ্রীকূর্ম্ম, শুভা দ্বারকা, প্রয়াগ, শ্রীনরসিংহ ক্ষেত্র প্রভৃতি, বরাহক্ষেত্র এবং তুলসীকানন হইতে ভক্তি সহকারে মৃত্তিকা গ্রহণানন্তর শ্রীবিষ্ণু চরণামৃতের সহিত ললাটাদিতে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিলে শ্রীবিষ্ণু সাযুজ্য লাভ করিবে। যাহা সর্ব্বোত্তম হরি-ক্ষেত্র, সেই স্থান হইতেই মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে। ১০৯। ধরণীতলে শ্রীহরির সর্ব্বোত্তম ক্ষেত্র মথুরা জানিবে। ১১০। তথা শ্রীগোপী-চন্দন মাহাত্ম্য। ব্রহ্মঘাতক, বা গোঘাতক কিম্বা কুতর্কী, অথবা সর্ব্বপাপকারীই হউক, গোপীচন্দন স্পর্শ করিলে, তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইয়া থাকে। গোপীচন্দনে যেরূপ সৌরভ, চন্দনে সে সৌরভ কোথায়, তত্তুল্য স্বর ও বর্ণই বা কোথায় এবং তৎসম পবিত্র তীর্থই বা কোথায়। ১১১—১১২। স্ব স্ব গুরুপরম্পরা উপদিষ্ট তিলক করিবে। অথ মুদ্রা ধারণ বিধি। দক্ষিণ বাহুতে চক্র, বাম

শঙ্খোপরি তথা পদ্মং পুনঃ পদ্মঞ্চ দক্ষিণে।
খড়্গং বক্ষসি চাপঞ্চ সশরং শীর্ষ্ণি ধারয়েৎ।
ইতি পঞ্চায়ুধান্যাদৌ ধারয়েদ্বৈষ্ণবো জনঃ।
মৎস্যঞ্চ দক্ষিণে হস্তে কূর্ম্মং বামকরে তথা॥ ১১৩॥
দক্ষিণে তু ভুজে বিপ্রো বিভৃয়াদ্বৈ সুদর্শনং।
মৎস্যং পদ্ম চাপরেঽথ শঙ্খং পদ্মং গদাং তথেতি॥ ১১৪॥

অথ চক্রাদীনাং লক্ষণানি।

দ্বাদশারন্তু ষট্‌কোণং বলয়ত্রয়সংযুতং।
চক্রং স্যাদ্দক্ষিণাবর্ত্তঃ শঙ্খশ্চ শ্রীহরেঃ স্মৃতঃ।
গদাপদ্মাদিকং লোকসিদ্ধমেব মতং বুধৈঃ।
মুদ্রা বা ভগবন্নাম্নাঙ্কিতা বাষ্টাক্ষরাদিভিঃ॥ ১১৫॥
সাম্প্রদায়িকশিষ্টানামাচারাচ্চ যথারুচি।
শঙ্খচক্রাদিচিহ্নানি সর্ব্বেষ্বঙ্গেষু ধারয়েৎ।
ভক্ত্যা নিজেষ্টদেবস্য ধারয়েল্লক্ষণান্যপি॥ ১১৬॥

বাহুতে এবং দক্ষিণ বাহুতে শঙ্খ, বাম বাহুতে গদা এবং গদার নিম্নে পুনর্ব্বার চক্র ধারণ করিবে। শঙ্খের উপর পদ্ম, পুনরায় দক্ষিণ বাহুতে পদ্ম, বক্ষঃস্থলে খড়্গ এবং মস্তকে শরসহিত ধনু ধারণীয়। বৈষ্ণব ব্যক্তি অগ্রে এই পঞ্চ আয়ুধ ধারণ করিবেন, তদনন্তর দক্ষিণ হস্তে মৎস্য এবং বাম হস্তে কূর্ম্ম চিহ্ন ধারণ করিবেন। ১১৩। ব্রাহ্মণ দক্ষিণ বাহুতে সুদর্শন, মৎস্য ও পদ্ম ও বাম বাহুতে শঙ্খ, পদ্ম এবং গদা ধারণ করিবেন ইতি। ১১৪। অনন্তর চক্রাদির লক্ষণ বলিতেছেন। দ্বাদশ আর অর্থাৎ চাকার দ্বাদশ পাখী, ছয় কোণ ও তিনটী বলয় সংযুক্ত হইলে সুদর্শন চক্র হয়; কথিত হইয়াছে, শ্রীহরির শঙ্খ দক্ষিণাবর্ত্ত অর্থাৎ উহার দক্ষিণদিক হইতে আবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। গদা ও পদ্ম প্রভৃতি যেরূপ লোকে প্রসিদ্ধ আছে, পণ্ডিত সকল তদনুসারেই গ্রহণ করেন। অথবা মুদ্রা

ভগবন্নাম্না কৃষ্ণরামেত্যাদিনা অষ্টাক্ষরমন্ত্রাদিভির্বাঙ্কিতা। আদিশব্দেন পঞ্চাক্ষরাদিনা ॥ ১১৭ ॥

অথ মালাদিধারণং।

ততস্তু হরিনামানি তদ্‌ভৃত্যবোধকানি চ।
বিভৃয়াদ্বৈষ্ণবো ভক্ত্যা ক্রমেণ বক্ষসাদিষু ॥ ১১৮ ॥
ততঃ কৃষ্ণার্পিতা মালা ধারয়েত্তুলসীদলৈঃ।
পদ্মাক্ষৈস্তুলসীকাষ্ঠৈঃ ফলৈর্ধাত্র্যাশ্চ নির্ম্মিতা।
ধারয়েত্তুলসীকাষ্ঠভূষণানি চ বৈষ্ণবঃ।
মস্তকে কর্ণয়োর্বাহ্বোঃ করয়োশ্চ যথারুচি ॥ ১১৯ ॥

অথ মালাধারণবিধিঃ।

ক্ষালিতাং পঞ্চগব্যেন মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রিতাং।
গায়ত্র্যা চাষ্টকৃত্বো বৈ মন্ত্রিতাং ধূপয়েচ্চ তাং।
বিধিবৎ পরয়া ভক্ত্যা সদ্যোজাতেন পূজয়েৎ ॥ ১২০ ॥

ভগবানের "রাম-কৃষ্ণ" প্রভৃতি নাম সকল দ্বারা কিম্বা অষ্টাক্ষর বা পঞ্চাক্ষর মন্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ১১৫। সাম্প্রদায়িক শিষ্ট-গণের আচারানুসারে নিজাভিরুচিক্রমে শঙ্খ চক্রাদি চিহ্ন সকল সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিবেন। আর নিজেষ্টদেবতার চিহ্ন সকলও যথোক্ত সর্ব্বশরীরে ধারণ করিবেন। ১১৬—১১৭। তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্যবোধক তদীয় মঙ্গলময় নাম সকল, ভক্ত ভক্তি সহকারে যথানিয়মে প্রত্যহ অঙ্গে ধারণ করিবেন। ১১৮। অনন্তর মালাদি ধারণ বলিতেছেন। শ্রীতুলসীদল, পদ্মবীজ, তুলসীকাষ্ঠ ও আমলকী ফল দ্বারা গ্রথিত মালা শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ পূর্ব্বক, ভক্তি সহকারে ধারণ করিবে। বৈষ্ণবজন মস্তকে, দুই কর্ণে, দুই বাহুতে ও দুই হস্তে রুচি অনুসারে তুলসী কাষ্ঠের মাল্যভূষণ ধারণ করি-বেন। ১১৯। অনন্তর মালা ধারণের বিধি বলিতেছেন। মালা প্রস্তুত করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা ক্ষালন পূর্ব্বক, মালার উপর মূলমন্ত্র

তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতে মালে কৃষ্ণজনপ্রিয়ে।
বিভর্ম্মি ত্বামহং কণ্ঠে কুরু মাং কৃষ্ণবল্লভং।
যথা ত্বং বল্লভা বিষ্ণোর্নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়া।
তথা মাং কুরু দেবেশি নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ং॥ ১২১ ॥
দানে লা ধাতুরুদ্দিষ্টো লাসি মাং হরিবল্লভে।
ভক্তেভ্যশ্চ সমস্তেভ্যস্তেন মালা নিগদ্যসে॥ ১২২ ॥
এবং সংপ্রার্থ্য বিধিবন্মালাং কৃষ্ণগলেঽর্পিতাং।
ধারয়েদ্বৈষ্ণবো যো বৈ স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবং পদং॥ ১২৩ ॥
যস্য নারায়ণীমুদ্রা দেহং শঙ্খাদিচিহ্নিতং।
ধাত্রীফলকৃতা মালা তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা।
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রৈস্তু নিযুক্তানি কলেবরে।
আয়ুধানি চ বিপ্রস্য মৎসমঃ স চ বৈষ্ণবঃ॥ ১২৪ ॥

জপ করত আটবার গায়ত্রী জপ করিবে, তদনন্তর ধূপের ধূম স্পর্শ করাইয়া সদ্যোজাত মন্ত্র দ্বারা পরমভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিবে। ১২০। হে মালে! তুমি তুলসীকাষ্ঠে নির্ম্মিতা, কৃষ্ণভক্তগণ তোমাকে প্রিয়জ্ঞান করেন, আমি তোমাকে কণ্ঠে ধারণ করিতেছি, আমাকে কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র কর। হে কৃষ্ণবল্লভে! যেরূপ তুমি কৃষ্ণের প্রিয়া এবং যেমন কৃষ্ণভক্ত সকল তোমাকে সর্ব্বদা প্রীতি করেন, সেইরূপ আমাকে কৃষ্ণভক্তজনের প্রিয়পাত্র কর। ১২১। দানঅর্থে লা” ধাতুর প্রয়োগ হয়, হে হরিবল্লভে! তুমি আমাকে সমস্ত ভক্তজনকে দান করিলে; এই হেতু তোমাকে মালা বলিয়া উল্লেখ করা যায়। ১২২। যথা নিয়মানুসারে এইরূপ প্রার্থনা পূর্ব্বক যে বৈষ্ণব অগ্রে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকণ্ঠে মালা অর্পণ করতঃ পশ্চাৎ ধারণ করেন, তিনি বিষ্ণুপদে (বৈকুণ্ঠে) গমন করেন। ১২৩। শ্রীসনৎ-কুমার কহিলেন, যে ব্রাহ্মণের শরীরে শঙ্খ চক্র প্রভৃতি চিহ্নিত নারায়ণী মুদ্রা, আমলকী ফলের মালা, তুলসী কাষ্ঠের মালা এবং

তুলসীপত্রমালাঞ্চ তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাং।
ধৃত্বা বৈ ব্রাহ্মণো ভূয়ান্মুক্তিভাগী ন সংশয়ঃ ॥ ১২৫ ॥
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতা মালা ধার্য্যা সদা ময়া।
নৃত্যগীতং প্রকর্ত্তব্যং সংপ্রাপ্তে জাগরে তব ॥ ১২৬ ॥

ইত্যাদি শ্রীসনৎকুমারপাদ্মোত্তরখণ্ডকাশীখণ্ডে শ্রীচন্দ্রশর্ম্মণোক্তেন চ শ্রীমদ্বিষ্ণুপূজকব্রাহ্মণানাং শ্রীতুলসীকাষ্ঠবিনির্ম্মিতা মালাত্ত্ববশ্যং ধারণীয়েতি "বিষ্ণুদ্রোহী ভবেন্নরঃ" "নরকান্ন-নিবর্ত্তন্তে" চেত্যাদিবচনাৎ যে চ ন মন্যন্তে তে চ বিষ্ণুদ্রোহ-কারকাঃ নারকিনশ্চেতি। যজ্ঞোপবীতবদ্ধার্য্যেতিন্যায়াৎ তুলসী-কাষ্ঠমালিকা দ্বিকণ্ঠীন্যূনা ন ধারণীয়া। শাস্ত্রবিদাং মতমলমতি-বিস্তরেণ ॥ ১২৭ ॥

অথ পঞ্চমালাধারণং।

গুঞ্জা তু তুলসী ধাত্রী পট্টশ্যামাঞ্জনী তথা।
এতা পঞ্চমালাধার্য্যাঃ কথয়ামি তবাগ্রতঃ ॥ ১২৮ ॥

দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের সহিত অস্ত্র নিচয় অঙ্কিত হয়, সেই ব্রাহ্মণ আমার সমান বৈষ্ণব জানিবে। ১২৪। তুলসীদলমালা এবং তুলসীকাষ্ঠ সম্ভবামালা ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ নিশ্চয় মুক্তিভাগী হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। ১২৫। শ্রীচন্দ্র শর্ম্মা কহিলেন, হে ভগবন্! তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতা মালা মৎকর্ত্তৃক সর্ব্বদা ধারণীয় এবং ত্বদীয় বাসরজাগরে নৃত্য গীত বিশেষরূপে কর্ত্তব্য। অদ্য হইতে মৎকর্ত্তৃক ঐ সকল কার্য্য সম্পাদিত হইবে। ১২৬। ইত্যাদি সনৎ-কুমার, পাদ্মোত্তরখণ্ড ও কাশীখণ্ডে শ্রীচন্দ্র শর্ম্মার উক্তি দ্বারা শ্রীমৎ বিষ্ণুপূজক ব্রাহ্মণ সকলের তুলসীকাষ্ঠ বিনির্ম্মিতা মালা অবশ্য ধারণীয়, যাহারা তুলসীকাষ্ঠ মালা ধারণ না করে, তাহারা বিষ্ণুদ্রোহী হয় এবং তাহাদের নরকভোগের নিবৃত্তি নাই, ইহাই শাস্ত্রবিদ্গণের মত। এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন

অথ গৃহে সন্ধ্যোপাসনবিধিঃ।

সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকং কর্ম্ম ততঃ কুর্য্যাৎ যথাবিধি।
কৃষ্ণপাদোদকেনৈব তত্র দেবাদিতর্পণং॥ ১২৯॥
শিরসা বিষ্ণুনির্ম্মাল্যং পাদোদেনাপি তর্পণং।
পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ বৈষ্ণবৈস্তু সমং মতং॥ ১৩০॥
গৃহেত্বেকগুণা সন্ধ্যা গোষ্ঠে দশগুণস্মৃতা।
শতসাহস্রিকা নদ্যামনন্তা বিষ্ণুসন্নিধৌ॥ ১৩১॥
ঋতে বিষ্ণুং শিবাদীনাং তর্পণং চরণোদকৈঃ॥ ১৩২॥
যথোক্তমুপবিশ্যাথ সম্প্রদায়ানুসারতঃ।
শঙ্খাদিপূজাসম্ভারান্ ন্যস্যেত্তত্তৎপদেষু তান্॥ ১৩৩॥

অথ পূজা পাত্রাসাদনং।

স্বস্য বামাগ্রতঃ শঙ্খং সাধারং স্থাপয়েদ্বুধঃ।
তত্রৈবার্ঘ্যাদিপাত্রাণি ন্যসেচ্চ দ্বারিভাগশঃ।

নাই। যজ্ঞোপবীতের ন্যায় তুলসীকাষ্ঠমালা দুই কণ্ঠির ন্যূন ধারণ নিষেধ। ১২৭। গুঞ্জা, (শ্বেতকুঁচ) তুলসীকাষ্ঠ, ধাত্রীফল, বিষ্ণুর পট্টডোরি ও রাধাকুণ্ড মৃত্তিকার মালা, এই পঞ্চমালা বৈষ্ণবের ধারণীয়া, তোমার নিকট কহিলাম। ১২৮। অথ গৃহে সন্ধ্যাপাসনার বিধি। মালা ধারণের পর যথানিয়মে সন্ধ্যোপাসনা প্রভৃতি কর্ম্ম করিবে, ঐ কর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণের পাদোদক দ্বারা দেবতাদির তর্পণ করিবে। ১২৯। মস্তকে বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য, কৃষ্ণচরণামৃত দ্বারা পিতৃ ও দেবতাগণের তর্পণ, বৈষ্ণব সকল এই দুইকে সমান বলিয়াছেন। ১৩০। সন্ধ্যো-পাসনা গৃহে একগুণ, গোষ্ঠে দশগুণ, নদীতে শত সহস্রগুণ এবং বিষ্ণু সন্নিধানে করিলে অসংখ্যগুণ হইয়া থাকে। ১৩১। বিষ্ণু ব্যতীত শিব প্রভৃতি দেবগণের তর্পণ কৃষ্ণপাদোদক দ্বারা করিবে। ১৩২। অনন্তর যথোক্ত অর্থাৎ সম্প্রদায়ানুসারে উল্লিখিত আসনে উপবেশনানন্তর শঙ্খাদি পূজার দ্রব্য সমস্ত নিম্নলিখিত যথাযোগ্য স্থানে স্থাপন করিবে। ১৩৩। অনন্তর পূজা পাত্রের গ্রহণ।

তুলসীগন্ধপুষ্পাদি ভাজনানি চ দক্ষিণে।
বামে চ স্থাপয়েৎ পার্শ্বে কলসং পূর্ণমম্ভসা।
দক্ষিণে ঘৃতদীপঞ্চ তৈলদীপঞ্চ বামতঃ।
সম্ভারানপরান্ন্যস্যেৎ স্বদৃষ্টিবিষয়ে পদে।
করপ্রক্ষালনার্থঞ্চ পাত্রমেকং স্বপৃষ্ঠতঃ॥) ৩৪॥

কচিচ্চ।

গন্ধপুষ্পাদিপাত্রাণি স্বদক্ষে চ নিবেশয়েৎ।
দীপং বলিঞ্চ নৈবেদ্যং সুন্দরং পুরতো ন্যসেৎ।
সুবাসিতাম্বুসংপূর্ণং বামে কুম্ভং সুশোভনং।
পৃষ্ঠদেশে পাত্রমেকং করক্ষালনায় সংন্যসেৎ।
পদ্মাসনং স্বস্তিকাম্বা আচার্য্যো বিধিনাবিশেৎ।
ঊরোরুপরি বিন্যস্য সম্যক্ পাদতলে উভে।
পদ্মাসনমিদং প্রোক্তং যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমং।
জানূর্ব্বোরন্তরে কৃত্বা সম্যক্ পাদতলে উভে।
ঋজুকায়ো বিশেদ্যোগী স্বস্তিকং তৎপ্রচক্ষ্যতে॥১৩৫॥

(সুন্দরং যুবতীস্তনাকারমিত্যর্থঃ।)

বিদ্বান্ব্যক্তি নিজ বামদিকের সম্মুখে আধারের সহিত (ত্রিপদীর উপর) শঙ্খ স্থাপন করিবেন; সেই স্থানেই অর্ঘ্য প্রভৃতির অর্থাৎ অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয় ও মধুপর্কের পাত্র সকল স্থানে স্থানে বিভাগ পূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। স্বদক্ষিণে তুলসী, চন্দন ও পুষ্পাদির পাত্র এবং স্ববামদিকে জলপূর্ণ কুম্ভ সংস্থাপন করিবেন। দক্ষিণে ঘৃতদীপ ও বামে তৈলদীপ রাখিবেন। অন্যান্য পূজা সামগ্রী সকল নিজ নয়নপথে রক্ষা করিবেন। করপ্রক্ষালন জন্য একটি পাত্র নিজ পৃষ্ঠদেশে (পাছুতে) রাখিবেন। ১৩৪। কোন গ্রন্থে বলিয়াছেন, গন্ধ পুষ্পাদি পাত্র স্বদক্ষিণে রাখিবে। দীপ ও পূজার সুন্দর অর্থাৎ যুবতীস্তনাকার নৈবেদ্য সকল দেবতার সম্মুখেই সংস্থাপন করিবে।

অথ মঙ্গলঘটস্থাপনং।

মঙ্গলার্থঞ্চ কলসং সজলং করকান্বিতং।
ফলাদিসহিতং দিব্যং ন্যসেদ্ভগবতোঽগ্রতঃ॥
কুম্ভং সকরকং দিব্যং ফলকর্পূরসংযুতং।
ন্যস্যেদর্চ্চনকালে তু কৃষ্ণস্যাতীববল্লভমিতি॥ ১৩৬॥

ফলাদ্যর্পণেতু বিশেষঃ।

পুষ্পং বা যদি বা পত্রং সর্ব্বং নেষ্টমধোমুখং।
দুঃখদং তৎসমাখ্যাতং যথোৎপন্নং তথার্পণং।
অধোমুখং ফলং নেষ্টং পুষ্পাঞ্জলিবিধৌ ন চ॥ ১৩৭॥

অথার্ঘ্যদ্রব্যাদীনি।

প্রক্ষিপেদর্ঘ্যপাত্রে তু গন্ধপুষ্পাক্ষতান্ যবান্।
কুশাগ্রতিলদূর্ব্বাশ্চ সিদ্ধার্থানপি সাধকঃ।
কেচিচ্চাত্র জলাদীনি দ্রব্যাণ্যষ্টৌ বদন্তি হি॥

বামভাগে সুবাসিত জলপূর্ণ কলস এবং পৃষ্ঠদেশে করধৌতার্থ একটি পাত্র রাখিবে। তদনন্তর আচার্য্য (পূজক) পদ্মাসন বা স্বস্তিকাসনে যথাবিধি উপবেশন করিবেন। ঊরুদ্বয়ের উপরিভাগে উভয় পদতল রক্ষাপূর্ব্বক উপবেশনের নাম পদ্মাসন। এই পদ্মাসন যোগিসকলের অত্যন্ত প্রিয়। জানু ও ঊরুর মধ্যে উভয় পদতল রক্ষা পূর্ব্বক সরলকায়ে উপবেশনের নাম স্বস্তিকাসন। ১৩৫। অনন্তর মঙ্গল ঘটস্থাপন বলিতেছেন। পূজার সময় প্রস্তরখণ্ড সমন্বিত ফল—কর্পূর প্রভৃতি সংযুক্ত দিব্য কলসপূর্ণ জল, শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে স্থাপন করিবে। উহা কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। অতএব মঙ্গলের কারণ। ১৩৬। ফলাদি দানের বিশেষ এই,—পুষ্প, পত্র ও ফল অধোমুখ করিয়া দিবে না; তাহা হইলে সাধক দুঃখভাগী হয়। পুষ্প, ফল, পত্রাদি যে ভাবে উৎপন্ন হয়, সেই ভাবে দিবে। কিন্তু পুষ্পাঞ্জলি দানে এই নিয়ম আদরণীয় নহে। ১৩৭। অথ অর্ঘ্যদ্রব্য প্রভৃতি বলি-

আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রাণি দধ্যক্ষততিলাস্তথা।
যবাঃ সিদ্ধার্থকাশ্চৈবমর্ঘোঽষ্টাঙ্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১৩৮॥
পাদ্যপাত্রে চ কমলং দূর্ব্বাং শ্যামাকমেবচ।
বিনিক্ষিপেদ্বিষ্ণুপত্রীত্যেবং দ্রব্যচতুষ্টয়ং॥ ১৩৯॥
তথৈবাচমনীয়ার্থপাত্রে দ্রব্যত্রয়ং বুধঃ।
জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ কক্কোলমপি নিক্ষিপেৎ॥ ১৪০॥
মধুপর্কীয়পাত্রে চ গব্যং দধি পয়ো ঘৃতং।
মধুখণ্ডমপীত্যেবং নিক্ষিপেদ্দ্রব্যপঞ্চকং।
কেচিত্ত্রীণ্যেব পাত্রেঽস্মিন্ দ্রব্যাণীচ্ছন্তি সাধবঃ।
ঘৃতং দধি তথা ক্ষৌদ্রং মধুপর্কো বিধীয়তে॥ ১৪১॥
দধিসর্পিমধুসমং পাত্রে ঔড়ুম্বরে মম।
মধুনস্তু হ্যলাভে তু গুড়েন সহ মিশ্রয়েৎ॥

ঔড়ুম্বরে তাম্রে। অত্র চ ঘৃতংবিনেতি স্মৃত্যুক্ত্যা ঘৃত-

তেছেন। অর্ঘ্যপাত্রে (শঙ্খাদিতে) চন্দন, পুষ্প, আতপতণ্ডুল, কুশাগ্রভাগ, তিল, দূর্ব্বা এবং শ্বেতসর্ষপ প্রক্ষেপ করিবে। কেহ কেহ ঐ অর্ঘ্যপাত্রে জলাদি অষ্টদ্রব্যের ব্যবস্থা করেন। জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, দধি, আতপতণ্ডুল, যব, শ্বেত সর্ষপ, তিল, এই আট দ্রব্য অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য বলিয়া অভিহিত। ১৩৮। পাদ্য পাত্রে, পদ্ম, শ্যামাধান্য, দূর্ব্বা ও তুলসী, এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমর্পণ করিবে। ১৩৯। পণ্ডিত ব্যক্তি আচমনীয় পাত্রে, জাতীফল, লবঙ্গ ও কক্কোল (গন্ধদ্রব্য বিশেষ) এই তিন দ্রব্য নিক্ষেপ করিবেন। ১৪০। মধুপর্ক পাত্রে, গব্য দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও শর্করা (চিনি) এই দ্রব্য পঞ্চ অর্পণ করিবে। কতকগুলি সাধু ঐ মধুপর্ক পাত্রে তিনটী দ্রব্য ব্যবস্থা করেন। ঘৃত, দধি ও মধু এই তিন দ্রব্যে মধুপর্ক হইয়া থাকে॥ ১৪১॥ শ্রীবরাহদেব কহিলেন, আমার মধুপর্ক তাম্র পাত্রে, দধি, ঘৃত ও মধু প্রদান করিবে। মধুর অভাবে গুড় দিবে।

সাহিত্যেন তাম্রেঽপি গব্যস্য সংযোগেন দ্রব্যান্তরসংযোগেন চ মধুনোঽপি ন দূষ্যতেবেতি সূচিতং ॥ ১৪২ ॥

ঘৃতস্যালাভে সুশ্রোণি লাজৈশ্চ সহ মিশ্রয়েৎ।
তথা দধ্নোঽপ্যলাভে তু ক্ষীরেণ সহ মিশ্রয়েৎ।
তেষামভাবে পুষ্পাদি তত্তদ্ভাবনয়া ক্ষিপেৎ।
নারদস্ত্বাহ বিমলেনোদকেনৈব পূর্য্যতে ॥ ১৪৩ ॥
মূলেন পাত্রেণৈকৈকমষ্টকৃত্বোঽভিমন্ত্রয়েৎ।
কুর্য্যাচ্চ তেষাং পাত্রাণাং রক্ষণং চক্রমুদ্রয়া।
পূজামারভমানো হি যথোক্তাসনমাস্থিতঃ।
পঠেন্মঙ্গলশান্তিং তাং যার্চ্চনে সম্মতা সতাং ॥ ১৪৪ ॥

অথ স্বমূলমন্ত্রং শতমষ্টবারং জপ্ত্বা মঙ্গলশান্তিং পঠেৎ।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবান্
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষিভির্যজত্রাঃ।

ঔড়ুম্বর তাম্র এ স্থলে ঘৃত ব্যতীত, এই স্মৃতি বাক্যানুসারে ঘৃতাদি সহিত তাম্রপাত্রে মধুপ্রদানে কোন দোষ হয় না। দ্রব্যান্তর সংযোগ দ্বারা দোষ দূরীভূত হয়। ১৪২। হে সুশ্রোণি! ঘৃতের অলাভে লাজ (খৈ) সহ মিশ্রিত করিবে। দধির অলাভে দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিবে। আর উক্ত দ্রব্য সকলের অলাভে, তত্তৎ স্বরূপ ভাবনা পূর্ব্বক পুষ্পাদি নিক্ষেপ করিবে। শ্রীনারদ কহিলেন, কেবল পবিত্র জল দ্বারাই সকল পরিপূর্ণ হইবে। ১৪৩। প্রত্যেক পাত্রের উপর আটবার করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে। এবং চক্র মুদ্রা দ্বারা ঐ সমস্ত পাত্রের রক্ষা বিধান করিবে। (দুই কর সম্মুখীন পূর্ব্বক অঙ্গুলি সকল পরস্পর প্রোথিত করণানন্তর করতল মধ্যে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে সম্মিলিত করিবে; এইরূপে সম্মিলিত অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ভগ্ন অথচ প্রসারিত হইয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি স্পর্শ করিবে; ইহার নাম "চক্রমুদ্রা"। পূজা আরম্ভ করিয়াই যথোক্ত আসনে উপবেশনান্তর,

স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনুভি-
র্ব্বশ্যেম দেব হিতং যদায়ু ॥
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবঃ স্বস্তি নঃ পুষা।
বিশ্বেদেবাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষোঽরিষ্টনেমিঃ।
স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাত্বিতি পঠন্ ওঁ শান্তিঃ
শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মারাধনেষু শান্তির্ভবত্বিতি ॥ ১৪৫ ॥
ভাগবতা বদন্ত্যেবং শ্রীহরের্নামকীর্ত্তনং।
পরমং মঙ্গলং শান্তিমিহ চোত্র ন সংশয়ঃ ॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যমায়ুষ্যং ব্যাধিনাশনং।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং দিব্যং বাসুদেবস্য কীর্ত্তনং ॥

মধুসকল অর্চ্চনাকার্য্যে যে মঙ্গলশান্তির বিধান করিয়াছেন, সেই মঙ্গলশান্তি মন্ত্রপাঠ করিবে। ১৪৪। অনন্তর একশত আটবার নিজ মূলমন্ত্র জপ করিয়া মঙ্গলশান্তি মন্ত্র পাঠ করিবে। হে দেবগণ! আমরা যেন কর্ণে শ্রীকৃষ্ণ নামাদি সম্পূর্ণভাবে শুনিতে পাই; হে যাজ্ঞিক সকল, আমরা যেন নয়নে শ্রীকৃষ্ণরূপাদি সম্পূর্ণভাবে দেখিতে পাই, স্বচ্ছন্দতা ও দেহ লাভ করাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া যেন আমরা দেবগণের হিত অর্থাৎ প্রিয়তুল্য আয়ুঃ বশ করিতে সমর্থ হই। বৃদ্ধশ্রবা ইন্দ্র আমাদিগকে কৃষ্ণপূজায় নিযুক্ত করিয়া, আমাদিগের মঙ্গল করুন; পুষা আমাদিগের মনকে কৃষ্ণারাধনায় নিযুক্ত পূর্ব্বক, আমাদিগের মঙ্গল করুন, বিশ্ব দেবগণ আমাদিগের বুদ্ধি কৃষ্ণোন্মুখী করিয়া আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন, অরিষ্টনেমিতার্ক্ষ্য আমাদিগের জ্ঞানকে কৃষ্ণগত করিয়া, আমাদিগের মঙ্গল করুন, বৃহস্পতি আমাদিগের বিদ্যা ও ইন্দ্রিয়াদিকে কৃষ্ণনিষ্ঠ করিয়া, আমাদিগের মঙ্গল সাধন করুন, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক "ওঁ শান্তি" শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মারাধনে আমাদিগের মঙ্গল হউক ইতি। ১৪৫। ভাগবত সকল বলিয়াছেন যে, শ্রীহরি নাম কীর্ত্তন ইহ পরকালে পরম মঙ্গল

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥ ১৪৬॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥ ১৪৭॥

অথ সামন্যার্ঘাদিকং।

ভূমৌ ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা তন্মণ্ডলাভ্যন্তরে বর্ত্তুলাকার মণ্ডলং বিধায় তন্মণ্ডলমধ্যে চতুষ্কোণমণ্ডলমঙ্কয়িত্বা পুষ্পেণ তুলসীদলেন বা ত্রিকোণং মধ্যঞ্চ পূজয়েৎ। তন্মন্ত্রো যথা ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। মধ্যে ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। এবং ক্রমেণ পূজয়িত্বা চতুষ্কোণমণ্ডলমধ্যে ত্রিপদিকাস্থং শঙ্খং সংরক্ষ্য তাম্রপাত্রং সংস্থাপ্য বা পূজয়েৎ। তন্মন্ত্রো যথা—ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। ওঁ অংঅর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ।

শান্তি স্বরূপ, তাহাতে কোন সংশয় নাই। শ্রীবাসুদেব নামাদি কীর্ত্তন সকল মঙ্গলস্বরূপ, আয়ুবর্দ্ধক, সর্ব্বব্যাধিনাশক, ভুক্তিমুক্তিপ্রদ ও বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তির হেতুভূত। হে ভৃগুবর! সমস্ত মধুর হইতেও সুমধুর, সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গল, সমস্ত বেদবল্লীর সৎফল ব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণনাম, যদি একবারও শ্রদ্ধায় বা হেলায় কীর্ত্তিত হন, তাহা হইলে ঐ কৃষ্ণনাম নর মাত্রকে উদ্ধার করেন। ১৪৬। সকল মঙ্গলের মঙ্গল, বরেণ্য বরদ, পরমশুভ নারায়ণকে নমস্কার পূর্ব্বক সর্ব্ব কর্ম্ম করিবে। ১৪৭। অথ সামান্যার্ঘ্যাদি বলিতেছেন। প্রথমতঃ ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল নির্ম্মাণানন্তর, সেই মণ্ডলের ভিতরে গোলাকার মণ্ডল করিয়া, সেই মণ্ডল মধ্যে চতুষ্কোণ মণ্ডল আঁকিয়া পুষ্প বা তুলসী-পত্র দ্বারা ত্রিকোণ এবং মধ্যস্থল পূজা করিবে। তাহার মন্ত্র এই যে,

ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ। ইতি মন্ত্রেণ শঙ্খং তাম্রপাত্রং বা সম্পূজ্য অস্ত্রায় ফট্ ইতি মন্ত্রেণ শঙ্খমুড়ুম্বরপাত্রং বা ধৌতং কৃত্বা চতুষ্কোণমণ্ডলোপরি সংরক্ষ্য নমঃ ইতি মন্ত্রেণ শঙ্খং তাম্রপাত্রং বা জলেনাপূর্য্য শঙ্খতাম্র-পাত্রাগ্রে বা অর্ঘ্যং সংস্থাপ্য তত্র শ্রীকৃষ্ণদেবতায়ৈ নমঃ ইত্যুচ্চার্য্য অঙ্কুশমুদ্রয়া ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু। ইতি মন্ত্রেণ সূর্য্যমণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য জলশুদ্ধিং কুর্য্যাৎ॥ ততঃ ক্লীমিত্যুচ্চার্য্য তত্র জলে গন্ধপুষ্পতুলসীর্দত্ত্বা বং ইতি মন্ত্রমুচ্চারয়ন্ ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্য ক্লীঁ ইতি মন্ত্রং দশধা জপেৎ। ততস্তু তজ্জলং স্বশিরসি নৈবেদ্যাদৌ চ যৎকিঞ্চিন্নিক্ষিপেৎ। একঞ্চ স্বধাম্নি মূলদেবতাপূজনার্থং বিশেষার্ঘ্যং স্থাপয়েদিতি॥ ১৪৮॥

"ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" হইতে "ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ" পর্য্যন্ত। এইরূপে মণ্ডলের পূজা করিয়া চতুষ্কোণমণ্ডল মধ্যে ত্রিপদিকাস্থ শঙ্খ রাখিয়া অথবা তাম্রপাত্র (কোশা) রাখিয়া পূজা করিবে। তাহার মন্ত্র এই—"ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" হইতে "ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" পর্য্যন্ত। এই মন্ত্র দ্বারা শঙ্খ বা তাম্র পাত্র পূজা করিয়া "অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে শঙ্খ বা তাম্র পাত্র ধৌত করিয়া চতুষ্কোণমণ্ডলোপরি রাখিয়া "নমঃ" এই মন্ত্রে শঙ্খ বা কোশা জলপূর্ণ রাখিয়া শঙ্খ বা তাম্রপাত্রাগ্রে অর্ঘ্য স্থাপন করতঃ সেই অর্ঘ্য "শ্রীকৃষ্ণদেবতায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা "ওঁ গঙ্গে চ" হইতে "কুরু" পর্য্যন্ত মন্ত্রপাঠ সহকারে সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ সকলকে আবাহন করিয়া জল শুদ্ধি করিবে। তদনন্তর "ক্লীং" এই বীজ উচ্চারণ করণানন্তর শঙ্খ বা তাম্র পাত্রস্থ (কোশার) জলে চন্দন, পুষ্প ও তুলসী প্রদান করিয়া "বং" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে ধেনু মুদ্রা দেখাইয়া "ক্লীং"

অথাসনশুদ্ধিঃ।

স্বদক্ষিণে আসননিম্নে ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা "এতে গন্ধ পুষ্পে হ্রীঁ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ" ইতি মন্ত্রেণাসনোপরি পুষ্পং দত্ত্বা দক্ষিণহস্তেনাসনং ধৃত্বা ইমং মন্ত্রং পঠেৎ।

ওঁ আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ
কূর্ম্মো দেবতা আসনাভিমন্ত্রেণ বিনিয়োগঃ।
পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রমাসনং কুরু॥ ইতি॥

অথ পুষ্পশুদ্ধিঃ।

ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে পুষ্পচয়াবকীর্ণেচ হূং ফট্ স্বাহা।" ইমং মন্ত্রং পঠিত্বা "এঁ রং অস্ত্রায় ফট্" ইত্যুচ্চার্য্য করদ্বয়েন পুষ্পৈকং সংমর্দ্দ্য স্ববামভাগে নিক্ষিপেৎ। ততঃ পুষ্পোপরি যৎকিঞ্চিজ্জলং দত্ত্বা পাত্রস্থং পুষ্পং পশ্যেৎ॥ ১৪৯॥

এই মন্ত্র দশবার জপ করিবে। তাহার পর শঙ্খসহ বা তাম্রপাত্রস্থ জল নিজ মস্তকে এবং নৈবেদ্যাদিতে যৎকিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে স্ববামভাগে মূলদেবতা পূজনার্থ বিশেষ অর্ঘ্য স্থাপন করিবে, ইতি। ১৪৮। অনন্তর আসনশুদ্ধি বলিতেছেন। নিজ দক্ষিণভাগে আসনের নিম্নে ত্রিকোণমণ্ডল প্রস্তুত করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে" হইতে "কমলাসনায় নমঃ" পর্য্যন্ত মন্ত্রপাঠ সহকারে আসনের উপর পুষ্প প্রদান করিয়া দক্ষিণহস্তে আসন ধারণ পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে, "ওঁ আসনমন্ত্রস্য" হইতে "পবিত্রমাসনং কুরু" পর্য্যন্ত। ঐ মন্ত্রের অর্থ এই—আসন মন্ত্রের ঋষি মেরুপৃষ্ঠ, ছন্দঃ সুতল, দেবতা-কূর্ম্ম, আসনাভিমন্ত্রে প্রেরণ। হে পৃথ্বি! তুমি সর্ব্বলোক ধারণ করিয়াছ, হে দেবি! ভগবান্ বিষ্ণু তোমাকে ধারণ করিয়াছেন, তুমিও সর্ব্বদা আমাকে ধারণ কর; আসনকে পবিত্র কর ইতি। অনন্তর পুষ্পশুদ্ধি বলিতেছেন। "ওঁ পুষ্পে পুষ্পে" হইতে "স্বাহা"

অথ ভূতাপসারণং।

অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥
(ইত্যনেন মন্ত্রেণ ভূমৌ যৎ কিঞ্চিদাতপতণ্ডুলং নিক্ষেপেৎ)
ইত্যুদীর্য্যাস্ত্রমন্ত্রেণ বামপাদস্য পার্ষ্ণিনা।
ঘাতৈস্ত্রিভির্বুধো বিঘ্নান্ ভৌমান্ সর্ব্বান্নিবারয়েৎ॥
অন্তরীক্ষাংশ্চ তেনৈবোর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রয়েণ হি।
নিরস্যোৎসারয়েদ্দিব্যান্ তান্ত্রিকো দিব্যদৃষ্টিতঃ॥

তেন অস্ত্র মন্ত্রেণ দিব্যদৃষ্টিত ইতি মূলমন্ত্র সঞ্চিন্তিত দিব্যদৃষ্ট্যা দিব্যান্ বিঘ্নানুৎসারয়েদিত্যর্থঃ॥ ১৫০॥

অত্রৈকান্তভক্তানামাশয়ঃ।

যত্র শ্রীভগবান্ কৃষ্ণঃ যত্র তন্নামকীর্ত্তনং।
ন তিষ্ঠন্তি কচিত্তত্র ভূতাদ্যা বিঘ্নকারকাঃ॥ ১৫১॥

পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া "এঁ রং অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দুইকরে একটী পুষ্প মর্দ্দন করিয়া নিজের বামভাগে ফেলিয়া দিবে। পুষ্পোপরি যৎকিঞ্চিৎ জলের ছিটা দিয়া পাত্রস্থ পুষ্প সকল দেখিবে। ১৪৯। অনন্তর ভূতাপসারণ বলিতেছেন। "অপসর্পন্তু তে ভূতা" হইতে "শিবাজ্ঞয়া" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ভূমিতে যৎকিঞ্চিৎ আতপতণ্ডুল নিক্ষেপ করিবে। ঐ মন্ত্রের অর্থাদি এই— যে সকল ভূত ধরণীতে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা দূরে পলায়ন করুন; যে সমস্ত ভূত বিঘ্নকর্ত্তা, শিবাজ্ঞায় তাঁহারা বিনষ্ট হউন; পণ্ডিতব্যক্তি এইমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অস্ত্রমন্ত্র (অস্ত্রায় ফট্) উচ্চারণ করিয়া তিনবার বামপদের পার্ষ্ণি ভূমিতে প্রহার করিয়া ভূমিগত বিঘ্ন সকল নিবারণ করিবেন। তান্ত্রিকব্যক্তি "অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্র দ্বারাই অন্তরীক্ষের বিঘ্ননিচয় বিনষ্ট পূর্ব্বক মূলমন্ত্র দ্বারা দিব্য দৃষ্টি ভাবনা করিয়া, সেই দিব্য দৃষ্টি কর্ত্তৃক বিঘ্ন সমুদায় বিনাশ করিবেন। ১৫০। এইস্থলে একান্তভক্তগণের অভিপ্রায় বলিতেছেন।

ভূতপ্রেতপিশাচাদ্যা যে সর্ব্বে বিঘ্নকারকাঃ।
অপসর্পন্তি তে তূর্ণং হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥ ১৫২॥
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনং লোকে বিঘ্নাশেষহরং পরং।
ইতীরয়ন্তি শাস্ত্রাণি কিমত্র শঙ্করাজ্ঞয়া॥ ১৫৩॥
কীর্ত্তনাদ্দেবদেবস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
যক্ষরাক্ষসবেতালভূতপ্রেতবিনায়কাঃ।
ডাকিন্যো বিদ্রবন্তিস্ম যে তথান্যে চ হিংসকাঃ॥
সর্ব্বানর্থহরং তস্য নামসঙ্কীর্ত্তনং স্মৃতং॥ ১৫৪॥
যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি।
রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র জঙ্গমাঃ স্থাবরা অপি॥ ১৫৫॥
যন্নাম শ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিম্বা দাসানামবশিষ্যতে॥ ১৫৬॥

যেখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, যেখানে তাঁহার নামকীর্ত্তন, সেখানে ভূতাদি বিঘ্নকর্ত্তারা কখনই থাকিতে পারে না। ১৫১। ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি যে সকল বিঘ্নকর্ত্তা, শ্রীহরি নাম কীর্ত্তন হেতু তাহারা শীঘ্র দূরে পলায়ন করুক। ১৫২। ভুবনে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন অশেষ বিঘ্নাপহারক এবং সমস্ত যজ্ঞাদির শ্রেষ্ঠ, এই কথা শাস্ত্র সকল বলেন, অতএব ভূতাদি অপসারণ জন্য শিবাজ্ঞার প্রয়োজন কি? হরিনামোচ্চারণেই ঐ কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। ১৫৩। অমিততেজা দেবদেব বিষ্ণুর নামাদি সঙ্কীর্ত্তন মাত্রে যক্ষ, রাক্ষস, বেতাল, ভূত, প্রেত, বিনায়ক, ডাকিনী সকল ও অপরাপর হিংসকগণ পলায়ন করে. এই নিমিত্ত হরিনামসঙ্কীর্ত্তন সকল প্রকার অনর্থাপহারক বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। ১৫৪। যে ব্যক্তি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করেন, সেই ব্যক্তি হইতে অখিলজগৎ প্রীতিলাভ করে, এবং কি স্থাবর (বৃক্ষ ভূমি প্রভৃতি) কি জঙ্গম (গমনশীল) সকল প্রাণীই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন। ১৫৫।

অথ শ্রীগুর্ব্বাদিনতিঃ।

ততঃ কৃতাঞ্জলির্বামে শ্রীগুরুং পরমং গুরুং।
পরমেষ্ঠিগুরুঞ্চেতি নমেদ্‌গুরুপরম্পরাং।
গণেশং দক্ষিণে ভাগে দুর্গামগ্রেঽথ পৃষ্ঠতঃ।
ক্ষেত্রপালং নমেদ্ভক্ত্যা মধ্যে চাভেষ্টদৈবতং ॥ ১৫৭ ॥
ততশ্চাস্ত্রেণ সংশোধ্য করৌ কুর্ব্বীত তেন হি।
তালত্রয়ং দিশাং বন্ধমগ্নিপ্রাকারমেব চ ॥ ১৫৮ ॥

গণেশং মঙ্গলাধিষ্ঠাতৃদেববিশেষং। দুর্গাং মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবীং। ক্ষেত্রপালং ক্ষেত্রপালকগোপীশ্বরাখ্যশিববিশেষঞ্চেত্যর্থঃ।

যে শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণমাত্র পুরুষ নির্ম্মল অর্থাৎ অবিদ্যাসম্বন্ধমল রহিত হইয়া থাকে, সেই তীর্থপাদ শ্রীকৃষ্ণের দাসদিগের ভূতসারণাদি কোন্ কার্য্যই বা অবশেষ থাকে? অতএব হরিদাস সকলের ভূতাপসারণাদির আর প্রয়োজন কি? ১৫৬। অনন্তর শ্রীগুরু প্রভৃতির নমস্কার। তদনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া বামভাগে শ্রীগুরু, পরমগুরু ও পরমেষ্ঠি গুরু প্রভৃতি গুরু পরম্পরাকে নমস্কার করিবে। তাহার পর দক্ষিণে গণপতিকে, সম্মুখে দুর্গাকে, পৃষ্ঠভাগে ক্ষেত্রপালকে এবং মধ্যভাগে অন্যান্য অভীষ্ট দেবতাকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিবে। সেই সকল প্রণামের প্রয়োগ এইরূপে করিতে হইবে, "ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ। গং গণেশায় নমঃ। হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ" ইত্যাদি। ১৫৭। তদনন্তর অস্ত্রমন্ত্র "অস্ত্রায় ফট্" উচ্চারণ পূর্ব্বক করদ্বয় সংশোধন পূর্ব্বক সেই অস্ত্রমন্ত্র সহকারেই ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে তিনটি করতালি, দিগ্বন্ধন ও অগ্নির প্রাচীর আপনার দেহের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিবে। ১৫৮। এখানে মঙ্গলাধিষ্ঠাতৃ দেববিশেষকে গণেশ, মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী

অথ ভূতশুদ্ধিঃ।

শরীরাকারভূতানাং ভূতানাং যদ্বিশোধনং।
অব্যয়ব্রহ্মসম্পর্কাদ্ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা ॥ ১৫৯ ॥
ভূতশুদ্ধিং বিনা কর্ত্তুর্জপহোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ভবন্তি নিষ্ফলাঃ সর্ব্বা যথাবিধ্যপ্যনুষ্ঠিতাঃ ॥ ১৬০ ॥

তৎপ্রকারশ্চায়ং।

করকচ্ছপিকাং কৃত্বাত্মানং বুদ্ধ্যা হৃদব্জতঃ।
শিরঃ সহস্রপাত্রাব্জে পরমাত্মনি যোজয়েৎ।
পৃথিব্যাদীনি তত্ত্বানি তস্মিন্ লীনানি ভাবয়েৎ ॥ ১৬১ ॥

বিশেষকে দুর্গা ও ক্ষেত্রপালকরুদ্রবিশেষকে ক্ষেত্রপাল বলিয়া জানিতে হইবে। এই অর্থ। অথ ভূতশুদ্ধি। শরীরের উপাদান (গ্রহণ বা সমবায়ি কারণ) স্বরূপ ভূত সকল (ভূমি-জল-আকাশ-বায়ু-অগ্নি) অক্ষয় ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অংশ, সুতরাং তিনি কারণ এবং ইহারা কার্য্যস্বরূপ, অতএব তাঁহা হইতে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন, এইরূপ যে নিশ্চয়, তাহার নাম ভূতশুদ্ধি। ১৫৯। জপাদি-কারি ব্যক্তির জপাদি কর্ম্ম যথাবিধানে অনুষ্ঠিত হইলেও ভূতশুদ্ধি ব্যতীত সমুদায় নিষ্ফল হইয়া থাকে। ১৬০। ভূতশুদ্ধি প্রকারও এই,—কারকচ্ছপিকামুদ্রা রচনা পূর্ব্বক দীপশিখাকার জীবাত্মাকে চিন্তাযোগে হৃৎপদ্ম হইতে শিরস্থিত সহস্রদলপদ্মের মধ্যবর্ত্তী পরমাত্মাতে যোজনা করিবে, অনন্তর পৃথিব্যাদি তত্ত্বসকল ভাবনা পূর্ব্বক, তাঁহাতে লীন করিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই,—পূজকব্যক্তি প্রথমতঃ চিন্তা করিবেন, "মোহন" (তদংশত্বাত্তদভিন্নত্বেন তদীয়ত্বে বা স্বাত্মানং বিজানীয়াদিত্যর্থঃ। এবঞ্চ স হি সোঽহমিতি সঃ শ্রীভগবদংশঃ শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽহং। যদ্বা তদংশত্বেন তদধীনো নিত্যসেবকোঽস্মীত্যর্থঃ।) অর্থাৎ আমি সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ, শুদ্ধ জ্ঞানময় ও মুক্তস্বভাব হইয়াও কোনকারণে মায়াবদ্ধ, অথবা সেই শ্রীকৃষ্ণের অংশপ্রযুক্ত, আমি তাঁহার অধীন, নিত্য সেবক,

বামহস্তং তথোত্তানমধো দক্ষিণবন্ধিতং।
করকচ্ছপিকা মুদ্রা ভূতশুদ্ধৌ প্রকীর্ত্তিতা॥ ১৬২॥
দেহং সংশোষ্য দগ্ধ্বমমাপ্লাব্যমৃতবর্ষতঃ।
উৎপাদ্য দ্রঢ়য়িত্বাশু প্রতিষ্ঠাং বিধিনাচরেৎ॥ ১৬৩॥
আত্মানমেবং সংশোধ্য নীত্বা কৃষ্ণার্চ্চনার্হতাং।
বাৎসল্যাদ্ধৃদগতং কৃষ্ণং যষ্টুংহৃৎপুনরানয়েৎ।
অখণ্ডাৎ ব্রহ্মণঃ কৃষ্ণাৎ প্রেরকঃ পুরুষস্তথা।
প্রকৃতের্মহান্ মহতস্ততোঽহং ত্রিগুণাত্মকঃ।
তস্মাদ্বা এতস্মাদাকাশঃ সংভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ
বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী পৃথিব্যা
ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নং। অন্নাদ্রেতো। রেতসঃ
পুরুষঃ। স বৈ এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ॥ ১৬৪॥

এইপ্রকার নিশ্চয় করিবেন, তদনন্তর সেই পরমাত্মায় পৃথিব্যাদি কার্য্যকারণরূপ তত্ত্বনিচয় ঐ পরমাত্মাই সর্ব্বমূল হওয়াতেই তাহাতে লীন হইযাছে, এইমত ভাবনা করিবে, কিম্বা তৎসমুদায় তদীয় মায়াময় এইরূপ অবধারণ করিবে। ১৬১। ভূতশুদ্ধি কর্ম্মে যে করকচ্ছপিকা মুদ্রা বিহিত হইয়াছে, তাহা এই—বামহস্ত উত্তান করিয়া এবং তাহার নিম্নদিকে দক্ষিণহস্ত সম্বন্ধ করিতে হয়। ১৬২। বিধিপূর্ব্বক শরীর শুদ্ধি করিয়া দাহ করিবে। পুনর্ব্বার অমৃতবর্ষণ দ্বারা শরীরকে শীঘ্র উৎপাদন পূর্ব্বক দৃঢ়ীভূত করণানন্তর সেই শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। ১৬৩। এইরূপে শোধনপূর্ব্বক জীবাত্মাকে শ্রীকৃষ্ণ-পূজার উপযুক্ত করিয়া ভক্তবাৎসল্যহেতু হৃৎপদ্মে সমাগত শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবার জন্য ঐ আত্মাকে পুনর্ব্বার হৃদয়ে আনয়ন করিবে অখণ্ড অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতে পুরুষ। তাঁহা হইতে প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কারতত্ত্ব। অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু। বায়ু হইতে অগ্নি।

তত্র ভূতশুদ্ধিবিধিশ্চায়ং।

আদৌ পাপপুরুষং চিন্তয়েৎ। তথাচোক্তং। মূলাজ্ঞানং ততঃ পাপং জন্মাদিদুঃখদঞ্চ যৎ। প্রাণাপানৌ নিরুধ্যাথ তস্য রূপং বিচিন্তয়েৎ। মহাপাতকপঞ্চাঙ্গং পাতকোপাঙ্গ সংশ্রয়ং। উপপাতকরোমাণং কৃষ্ণং ক্রূরাতিভীষণং। ইতি। তন্নাশার্থমাদৌ যং ইতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং পরম শোষণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবার জপেন বায়ুমাপূর্য্য নাভিমণ্ডলে বীজং মনসা নীত্বা চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা যং বীজোত্থবায়ুনা সপাপপুরুষং সর্ব্বশরীরং সংশোষ্য যং বীজস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণনাসাপুটেন তং বায়ুং রেচয়েৎ। ততো রং ইতি বহ্নি বীজং রক্তবর্ণ বায়ুসম্বন্ধং দক্ষিণনাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুমাপূর্য্য মূলাধারে বীজং নীত্বা চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং

অগ্নি হইতে জল। জল হইতে পৃথিবী। পৃথিবী হইতে ওষধি। ওষধি হইতে অন্ন। অন্ন হইতে রেত। রেত হইতে অন্নরসময় পুরুষ।

১৬৪। এখন ভূতশুদ্ধির এই বিধি বলিতেছেন। সর্ব্বাদৌ পাপপুরুষকে চিন্তা করিবে। সেই পাপপুরুষ কিরূপ, তাহা বলিতেছেন। পাপপুরুষ জন্মমরণাদি দুঃখদাতা। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুপত্নীগমন ও ইহাদের সংসর্গ, এই পঞ্চ মহাপাতক পাপ পুরুষের পঞ্চাঙ্গ। পাতক সকল তাঁহার উপাঙ্গ। উপপাতক সমুদায় তাঁহার রোম। তিনি কৃষ্ণবর্ণ। ক্রূরমতি। অতি ভীষণ। (অন্যত্র এইরূপ বর্ণিত আছে,—ব্রহ্মহত্যাশিরস্কঞ্চ স্বর্ণস্তেয়ভুজদ্বয়ং। সুরাপানহৃদাযুক্তং গুরুতল্পকটিদ্বয়ং। তৎসংযোগিপদদ্বন্দ্বমঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাতকং। উপপাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রুবিলোচনং। খড়গচর্ম্মধরং পাপমঙ্গুষ্ঠ পরিমাণকং। অধোমুখং কৃষ্ণবর্ণং দক্ষকুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ॥ অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যা পাপপুরুষের মস্তক। স্বর্ণস্তেয় (চুরি) হস্তদ্বয়।

কৃত্বা বীজোত্থবহ্নিনা স-পাপপুরুষং সমস্তদেহং দগ্ধা দ্বাত্রিংশদ্বার জপেন ভস্মনা সহিতং বায়ুং বামনাসাপুটেন রেচয়েৎ। ততঃ ঠং ইতি চন্দ্রবীজং শ্বেতবর্ণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবার জপেন বায়ুমাপূর্য্য বীজং ব্রহ্মরন্ধ্রস্থং চন্দ্রং নীত্বা তচ্চন্দ্রমণ্ডলমধ্যে রং ইতি বরুণবীজং ধ্যাত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা ঠংবীজাত্মকচন্দ্রাদ্বর্ণ-

---

গুরুপত্নীগমন কটিদেশ। পাতকনিচয় পাদদ্বয় ও অপরাপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। উপপাতক সমূহ রোম। শ্মশ্রু (গোঁপ দাড়ি) ও চক্ষু রক্তবর্ণ। দুই করে খড়্গচর্ম্ম ধারণ। দেহের পরিমাণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সমান। অধোমুখ এবং কৃষ্ণবর্ণ এইমত চিন্তা করিয়া, তাঁহার নাশার্থ অগ্রে বামনাসাপুট মধ্যে "যং" এই ধূম্রবর্ণ পরমশোষণ বায়ুবীজ ভাবনা পূর্ব্বক ষোড়শবার ঐ বায়ুবীজ জপ করণানন্তর বায়ুপূর্ণ করিয়া, মনোদ্বারা ঐ বীজকে নাভিদেশে লইয়া যাইবে এবং চৌষট্টিবার জপিয়া কুম্ভক করিলে পর, "যং" বীজ হইতে যে বায়ু উত্থিত হইবে, তদ্দ্বারা পাপপুরুষের সহিত দেহকে শুষ্ক করিবে। তদনন্তর বত্রিশবার "যং" বীজ জপ করিয়া, দক্ষিণনাসাপুট দ্বারা ঐ বায়ু রেচন (ত্যাগ) করিবে। তদনন্তর "রং" এই রক্তবর্ণ, বায়ু সহ বহ্নিবীজ দক্ষিণ নাস্রাপুট মধ্যে চিন্তা করিবে। ষোড়শবার ঐ বীজ জপ পূর্ব্বক বায়ু পূর্ণ করণানন্তর বীজকে মূলাধারে লইয়া গিয়া চতুঃষষ্টিবার জপ করিয়া বায়ু পূর্ণ পূর্ব্বক বীজকে মূলাধারে লইয়া যে অগ্নি উত্থিত হইবে, উহার দ্বারা পাপ পুরুষের সহিত ঐ শরীর দগ্ধ করিয়া, দ্বাত্রিংশবার জপ করিয়া, ভস্মের সহিত ঐ বায়ুকে বামনাসাপুট দ্বারা রেচন করিবে। তদনন্তর "ঠং এই শ্বেতবর্ণ চন্দ্র বীজকে বামনাসাপুট মধ্যে ভাবনাপূর্ব্বক ষোড়শ বার জপ করিবে। তাহার পর বায়ুপূর্ণ করিয়া বীজকে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ চন্দ্রে লইয়া গিয়া, ঐ চন্দ্রমণ্ডলের

ময়ীমমৃতবৃষ্টিমুৎপাদ্য তয়াপ্লাব্য ততঃ সর্ব্বাবয়বপূর্ণং বিভাব্য শরীরমুৎপাদ্য লং ইতি পৃথিবীবীজস্য দ্বাত্রিংশদ্বার জপেন সমস্তং শরীরং দৃঢ়ীকুর্ব্বন্ দক্ষিণনাসাপুটেন বায়ুং রেচয়েদিতি। ততঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাৎ তন্মন্ত্রশ্চায়ং হৃদি হস্তং সন্নিধায় ইমং মন্ত্রং পঠেৎ। প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রস্য ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্রা ঋষয়ঃ ঋগ্‌যজুঃসামানি ছন্দাংসি অতিছন্দো বা ছন্দঃ ক্রিয়াময়বপুঃ প্রাণাখ্যাদেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠার্থে বিনিয়োগঃ। ওঁ কং খং গং ঘং ঙং অং পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশাত্মনে আং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ চং ছং জং ঝং ঞং ইং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাত্মনে ঈং শিরসে স্বাহা। ওঁ টং ঠং ডং ঢং ণং উং শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুজিহ্বাঘ্রাণাত্মনে ঊং শিখায়ৈ বষট্ ওঁ তং থং দং ধং নং এং বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাত্মনে ঐং কবচায় হুং। ওঁ পং ফং বং ভং মং ওঁ বচনাদানগমনবিসর্গানন্দাত্মনে ওঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং অং মনোবুদ্ধ্যহংকারচিত্তাত্মনে অঃ অস্ত্রায় ফট্। ওঁ আং

"রং" এই বরুণবীজ ধ্যান করিবে। এবং ঐ বীজ চতুঃষষ্টিবার জপ করিয়া কুম্ভক করণানন্তর "ঠং" এই বীজময়চন্দ্র হইতে বর্ণময়ী অমৃতধারা উৎপাদন করিবে। ঐ অমৃত ধারা দ্বারা দগ্ধ দেহকে প্লাবিত করিয়া কল্পনা দ্বারা সর্ব্বাবয়ব বিশিষ্ট শরীর উৎপন্ন করিয়া "লং" এই পীতবর্ণ পৃথিবী বীজ দ্বাত্রিংশদ্বার জপ পূর্ব্বক সমস্ত শরীরকে দৃঢ় করণান্তর দক্ষিণ নাসারন্ধ্রদ্বারা বায়ু নিঃসরণ করিবে। তদনন্তর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে, তাহার মন্ত্র এই,—"প্রাণ প্রতিষ্ঠা মন্ত্রস্য" হইতে "বিনিয়োগঃ" পর্য্যন্ত। মন্ত্রের অর্থ এই,—প্রাণ প্রতিষ্ঠা মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র। ঋক্ যজুঃ সাম কিম্বা ক্রিয়াময় অতিছন্দ ইহার ছন্দ। প্রাণ নামে ইহার দেবতা। এই মন্ত্র প্রাণপ্রতিষ্ঠায় প্রয়োগ হইয়া

নাভেরধঃ। ওঁ হ্রীং হৃদয়াদানাভিঃ। ওঁ হ্রৌঁ মস্তকাদা-হৃদয়ং। ততঃ, ওঁ যং ত্বগাত্মনে নমঃ হৃদি। ওঁ রং অসৃগাত্মনে নমঃ দক্ষিণাংসে। ওঁ লং মাংসাত্মনে নমঃ ককুদি। ওঁ বং মেদাত্মনে নমঃ বামাংসে। ওঁ শং অস্থ্যাত্মনে নমঃ হৃদয়াদক্ষিণপাণিপর্য্যন্তং। ওঁ ষং মজ্জাত্মনে নমঃ হৃদয়াদ্বাম-পাণিপর্য্যন্তং। ওঁ সং শুক্রাত্মনে নমঃ হৃদয়াদ্দক্ষিণপাদ পর্য্যন্তং। ওঁ হং প্রাণাত্মনে নমঃ হৃদয়াদ্বামপাদপর্য্যন্তং। ওঁ লং জীবাত্মনে নমঃ হৃদয়ান্নাভিপর্য্যন্তং। ওঁ ক্ষং পরমাত্মনে নমঃ হৃদয়ান্মস্তকপর্য্যন্তং।

তত্র ধ্যানং।

বক্ত্রাম্ভোধিস্থপোতোল্লসদরুণসরোজাধিরূঢ়াকরাগ্রৈঃ
পাশঙ্কোদণ্ডমিক্ষূদ্ভবমথগুণমপ্যঙ্কুশং পুষ্পবাণান্।

থাকে। "ওঁ কং খং গং" ইত্যাদি হইতে "অঃ অস্ত্রায় ফট্" পর্য্যন্ত মন্ত্র মূলোক্তি অনুসারে যথানিয়মে পাঠ করিবে। তদনন্তর নাভির অধোভাগে "ওঁ আং" ন্যাস করিবে। এবং হৃদয় হইতে নাভিস্থানাবধি "ওঁ হ্রীং", মস্তক হইতে হৃদয়াবধি "ওঁ হ্রৌঁ ন্যাস করিবে। তদনন্তর হৃদয়ে "ও যং ত্বগাত্মনে নমঃ"। দক্ষিণ স্কন্ধে "ওঁ রং অসৃগাত্মনে নমঃ।" ককুদভাগে "ও লং মাংসাত্মনে নমঃ।" বামস্কন্ধে "ও বং মেদাত্মনে নমঃ"। হৃদয় হইতে দক্ষিণ হস্তাবধি "ওঁ শং অস্থ্যাত্মনে নমঃ"। হৃদয় হইতে বামহস্তাবধি "ওঁ ষং মজ্জাত্মনে নমঃ। হৃদয় হইতে দক্ষিণপাদাবধি "ওঁ সং শুক্রাত্মনে নমঃ"। হৃদয় হইতে বামপাদাবধি "ওঁ হং প্রাণাত্মনে নমঃ"। হৃদয় হইতে নাভিপর্য্যন্ত "ওঁ লং জীবাত্মনে নমঃ"। এবং হৃদয় হইতে মস্তকাবধি "ওঁ ক্ষং পরমাত্মনে নমঃ"। এই প্রকার ন্যাস করিবে। তাহার পর মূলানুসারে ধ্যান করিবে। ধ্যানের অর্থ এই,—রক্তবর্ণসাগরস্থিতপোতে উল্লাসিত (বিকসিত) রক্ত-পদ্মোপরি উপবিষ্টা, হস্তসকলে পাশ, ধনু, ইক্ষুস্তবগুণ, অঙ্কুশ,

বিভ্রাণাসৃক্কপালং ত্রিনয়নললিতা পীনবক্ষোরুহাঢ্যা
দেবীবালার্কবর্ণা ভবতু শুভকারী প্রাণশক্তিঃ পরা নঃ ॥

ইতি ধ্যাত্বা হৃদি হস্তং নিধায়োচ্চারয়েৎ।

ওঁ আং হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং হোং হং সঃ মম প্রাণা ইহ প্রাণা ইতি। পুনস্তানেব বীজানুচ্চার্য্য মম জীব ইহস্থিত। ইতি। পুনস্তানেবোচ্চার্য্য মম সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি। ইতি। পুনস্তানুচ্চার্য্য মম বাঙ্মনস্ত্বকৃচক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহায়ন্তু স্বস্তয়ে চিরং সুখেন তিষ্ঠন্তু স্বাহা। ইতি মন্ত্রঃ। ততোজন্মাদিকদ্ব্যষ্টসংস্কারসিদ্ধয়ে ষোড়শ প্রণবাবৃত্তীঃ কৃত্বা শক্তিং পরাং স্মরেদিতি ॥ ১৬৫ ॥

পঞ্চবাণ (সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন, স্তম্ভন) এবং কপাল (ভাগ্য) ধারণ করিয়াছেন, ত্রিনয়না, পীনস্তনদ্বয়ে সুশোভনা, প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণা প্রাণশক্তি আমাদের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। এইরূপ ধ্যান করিয়া, হৃদয়ে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক উচ্চারণ করিবে, "ওঁ আং" হইতে "ইহ প্রাণা'ঃ' পর্য্যন্ত। অর্থাৎ মদীয় প্রাণ এই স্থানে। পুনর্ব্বার ঐ সমস্ত বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক কহিবে, "মম জীব ইহস্থিত" অর্থাৎ আমার জীব এই স্থানে রহিল। পুনর্ব্বার ঐ সমুদায় বীজ উচ্চারণ করিয়া কহিবে, "মম সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি" অর্থাৎ মদীয় ইন্দ্রিয় সকল এইস্থানে অর্থাৎ যথাযথা স্থানে। পুনরায় ঐ সমস্ত বীজ উচ্চারণ করিয়া কহিবে, "মম বাঙ্মন-স্ত্বক চক্ষুঃ" হইতে আরম্ভ করিয়া "তিষ্ঠন্তু স্বাহা" পর্য্যন্ত। অর্থাৎ মদীয় বাক্যাদি প্রাণাবধি সমস্ত এইস্থানে অবস্থিতি করুক; মঙ্গল সাধন জন্য দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সুখে অবস্থিতি করুক; তদনন্তর জন্মাদি দশসংস্কার সিদ্ধির জন্য ষোড়শবার প্রণব আবৃত্তি পূর্ব্বক পরমাশক্তি স্মরণ করিবে। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ, এই

কিম্বা চিন্তনমাত্রেণ ভূতশুদ্ধিং বিধায় তাং
প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যাৎ সম্প্রদায়ানুসারতঃ॥ ১৬৬॥

অত্রৈকান্তভক্তানামভিপ্রায়ঃ।

বধ্নীয়াৎ প্রেমদাম্না যো হৃদ্‌ধাম্নি শ্রীহরিং পরং।
স বধ্নাতি জগৎসর্ব্বং তস্য দিগ্বন্ধনং কিমু॥ ১৬৭॥
ভূতস্থা মায়য়া বদ্ধা স্থতির্যাবন্নমুচ্যতে।
যাবচ্চ হরিদাসোঽহ মিতিজ্ঞানং ন জায়তে।
কর্ত্তব্যা ভূতশুদ্ধির্হি হরেঃ সান্নিধ্যপ্রাপ্তয়ে॥ ১৬৮॥
নাগোঘৌ চাচরেদ্যস্তু মনসাপি হ্যনন্যধীঃ।
কৃষ্ণানন্দরসোন্মত্ত স্তস্য কিংভূতশোধনং॥ ১৬৯॥
দাসোঽহং শ্রীহরেরস্মীত্যাদিশ্চ যন্মতির্ধ্রুবা।
কিমলং ভূতশুদ্ধ্যাস্য প্রমাণং তত্র ভাবুকাঃ॥ ১৭০॥

দশবিধ সংস্কার। ১৬৫। কিম্বা অর্থাৎ কেহ যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকার ভূতশুদ্ধি করিতে অসমর্থ হন, তবে তিনি কেবল ভাবনা দ্বারাই অর্থাৎ কুম্ভক প্রভৃতি না করিয়াও কথিত প্রকার ভূতশুদ্ধি করিয়া সম্প্রদায়ানুসারে প্রণায়াম করিবেন। ১৬৬। ঐ স্থানে একান্তভক্ত সকলের অভিপ্রায় বলিতেছেন। যে ব্যক্তি প্রেমরজ্জু দ্বারা হৃদয়-মন্দিরে পরমেশ্বর শ্রীহরিকে বন্ধন করিয়াছেন, সেই মহাত্মা সমস্ত জগৎবন্ধন করিয়াছেন, তাঁহার আর দিগ্বন্ধের প্রয়োজন কি? ১৬৭। মায়াবদ্ধভৌতিকদশা যতদিন না মুক্ত হয় ও আমি হরিদাস এই জ্ঞান না জন্মে, ততদিন শ্রীহরির সান্নিধ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত ভূতশুদ্ধি করা কর্ত্তব্য। ১৬৮। যে অনন্যবুদ্ধি ভক্ত কখন মন দ্বারাও পাপ কি অপরাধ আচরণ করেন না, সর্ব্বদাই কৃষ্ণানন্দ রসোন্মত্ত, তাঁহার আর ভূত শোধন কি প্রয়োজন। ১৬৯। আমি শ্রীহরির নিত্যদাস, এইরূপ যাঁহার নিশ্চয়াবুদ্ধি, তাঁহার আর ভূতশুদ্ধির প্রয়োজন কি? এবিষয়ে পৃথিবীতে ভাবুকগণই প্রমাণ অর্থাৎ তাঁহারাই বলুন। ১৭০।

অথ প্রাণায়ামঃ।

রেচঃ ষোড়শমাত্রাভিঃ পূরোদ্বাত্রিংশতা ভবেৎ।
চতুঃষষ্ট্যা ভবেৎ কুম্ভ এবং স্যাৎ প্রাণসংযমঃ।
বিরেচ্য পবনং পূর্ব্বং সঙ্কোচ্য গুদমণ্ডলং।
পূরয়িত্বা বিধানেন স্বশক্ত্যা কুম্ভকেস্থিতঃ॥

অঙ্গুষ্ঠেন দক্ষিণনাসাপুটং ধৃত্বা বামনাসাপুটেন বায়ুমাপূর্য্য পুনরনামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং কুম্ভকং কৃত্বাঙ্গুষ্ঠমুত্তোল্য বায়ুং রেচয়েৎ ॥ ১৭১ ॥

তত্র প্রণবমভ্যস্যন্ বীজং বা মন্ত্রমূর্দ্ধগং।
ঋষ্যাদিস্মরণং কৃত্বা কুর্য্যাদ্ধ্যানমতন্ত্রিতঃ॥

মন্ত্রমূর্দ্ধগং অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রশিরঃস্থিতং মান্মথং বীজং বা অভ্যসন্। মনসা আবর্ত্তয়ন্। প্রণবাভ্যাসে চ ঋষ্যাদিকমুক্তং।

অথ প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণসংযম বলিতেছেন। ষোড়শমাত্রায় রেচক, (আপনার হস্ত আপনার জানুমণ্ডল পরিবেষ্টন করিতে যত সময় লাগে, তত সময়কে মাত্রা বলে। শরীর হইতে বায়ু নিঃসরণ করার নাম রেচক।) দ্বাত্রিংশন্মাত্রায় পূরক, (শরীরে বায়ুপূরণ করাকে পূরক বলে।) চতুঃষষ্টি মাত্রায় কুম্ভক, (দেহাভ্যন্তরে বায়ু রোধ করাকে কুম্ভক কহে) এই প্রকার করিলে প্রাণবায়ু সংযম করা হয়। সর্ব্বাগ্রে বায়ু বিরেচন পূর্ব্বক গুহ্যদেশ সঙ্কোচিত করিবে। স্ব শক্তি অনুসারে যথাবিধি বায়ুপূর্ণ করিয়া কুম্ভক করিবে। অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধারণ করিয়া, বামনাসাপুট দ্বারা বায়ু পূরণ পূর্ব্বক, পুনর্ব্বার অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কুম্ভক করিয়া, অঙ্গুষ্ঠ উত্তোলন করতঃ বায়ুরেচন করিবে। ১৭১। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র অথবা শিরস্থিত মন্মথবীজ মনদ্বারা আবৃত্তি করিতে করিতে প্রাণায়াম করিবে। এইরূপ যদি কামবীজ বা বীজমন্ত্র জপ করা হয়, তাহা হইলে ঋষ্যাদি স্মরণ পূর্ব্বক অনলস ভাবে ধ্যান করিবে।

অস্য প্রণবমন্ত্রস্য প্রজাপতিঋর্ষিদেবীগায়ত্রীছন্দঃ পরমাত্মা দেবতা আকারো বীজং উকারশক্তির্ম কারঃ কীলকং প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ॥ ১৭২ ॥

ধ্যানশ্লোক্তং।

বিষ্ণুং ভাস্বৎকিরীটাঙ্গদবলয়কলাকল্পহারোদরাঙ্ঘ্রি
শ্রোণীভূষং সবক্ষোমণিমকরমহাকুণ্ডলামৃষ্টগণ্ডং।
হস্তোদ্যচ্ছঙ্খচক্রাম্বুজগদমমলং পীতকৌশেয়বাসং
বিদ্যাভভ্তাসমুদ্যদ্দিনকরসদৃশং পদ্মসংস্থং নমামি ॥ ১৭৩ ॥
একান্তিভিশ্চ ভগবান্ সর্ব্বদেবময়ঃ প্রভুঃ।
কৃষ্ণঃ প্রিয়জনোপেতশ্চিন্তনীয়ো হি সর্ব্বতঃ ॥ ১৭৪ ॥

অথাঙ্গন্যাসঃ।

ক্লীঁ কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ। ইত্যনেন মন্ত্রেণ অঙ্গুষ্ঠবর্জ্জিত করশাখয়া হৃদয়ে। গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা। ইত্যনেন

প্রণবাভ্যাসে ঋষ্যাদি স্মরণ এই,—"অস্য প্রণব মন্ত্রস্য" হইতে "প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ" পর্য্যন্ত। অর্থ এই,—প্রণব মন্ত্রের ঋষি প্রজাপতি। গায়ত্রী ছন্দঃ। পরমাত্মা দেবতা। আকার বীজ। উকার শক্তি। মকার আধার দণ্ড। প্রাণায়ামে এই মন্ত্র প্রয়োগ হইয়া থাকে। ১৭২। ধ্যান এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা, "বিষ্ণুং ভাস্বৎ" ইত্যাদি। ধ্যানার্থ এই,—যাঁহার উজ্জ্বল কিরীট, অঙ্গদ, বলয় এবং শ্রেষ্ঠহার, যাঁহার উদর, চরণ ও শ্রোণীদেশ অলঙ্কারে বিভূষিত, যাঁহার গণ্ডদেশ বক্ষোমণি সংলগ্ন মহৎশ্রেষ্ঠ মকর কুণ্ডলে চুম্বিত। যাঁহার করচতুষ্টয়ে উদ্যত শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদা। যিনি অতি সূক্ষ্ম-নির্ম্মল পীতাম্বর পরিধান করিয়াছেন। যাঁহার অঙ্গ হইতে দিব্য দীপ্তি বহির্গত হইতেছে। যিনি দেখিতে উদয়োন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় এবং পদ্মাসনে অবস্থিত আছেন, আমি সেই বিষ্ণুকে নমস্কার করি। ১৭৩। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে একান্ত ভক্তিনিষ্ঠ, তাঁহাদিগের সকল কার্য্যেই গোপগোপী প্রভৃতি অভিমতজনবেষ্টিত

মন্ত্রেণ অঙ্গুষ্ঠরহিতকরশাখয়া শিরসি। গোপীজনশিখায়ৈ বষট্। ইত্যনেন মন্ত্রেণ অঙ্গুষ্ঠমধ্যগত মুষ্টিমাবদ্ধ্য শিখায়াং। বল্লভায় কবচায় হুং। ইত্যনেন মন্ত্রেণোভয়করয়োঃ সর্ব্বাঙ্গুলিভিঃ সর্ব্বাঙ্গে। স্বাহা। ইত্যনেন মন্ত্রেণ সর্ব্বাসুদিক্ষু ॥ ১৭৫ ॥

অথ করন্যাসঃ।

ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা, করতল পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইতি করদ্বয়ে। ক্লীঁ কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইতি অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে। গোবিন্দায়, তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ। ইতি তর্জ্জনীদ্বয়ে। গোপীজনায়, মধ্যমাভ্যাং নমঃ। ইতি মধ্যমাদ্বয়ে। বল্লভায়, অনামিকাভ্যাং নমঃ। ইত্যনামিকা-দ্বয়ে। স্বাহা, কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইতি কনিষ্ঠাদ্বয়ে ॥ ১৭৬ ॥

তথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ।

অস্য শ্রীগোপালমন্ত্রস্য শ্রীনারদ ঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ সকল লোকমঙ্গলো নন্দগোপতনয়ো দেবতা কামবীজং বহ্নিপ্রিয়া শক্তিঃ প্রকৃতিঃ কৃষ্ণঃ দুর্গা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অভিমতার্থে বিনিয়োগঃ।

তৎ প্রয়োগশ্চায়ং।

শ্রীনারদায় ঋষয়ে নমঃ। মস্তকে। গায়ত্র্যৈছন্দসে নমঃ। মুখে। সকললোকমঙ্গলায় নন্দগোপতনয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ।

সর্ব্বদেবময়, ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ প্রভু অর্থাৎ সর্ব্বদেবেশ্বর বা সর্ব্ব-শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণকেই চিন্তা করা কর্ত্তব্য। ১৭৪। অনন্তর অঙ্গ ন্যাস বলিতেছেন। প্রথম, অঙ্গুষ্ঠ বর্জ্জিত করশাখা দ্বারা হৃদয়ে। দ্বিতীয়, অঙ্গুষ্ঠ বর্জ্জিত করশাখা দ্বারা মস্তকে। তৃতীয়, অঙ্গুষ্ঠ মধ্যগত মুষ্টি দ্বারা শিখাতে। চতুর্থ, উভয় করের সর্ব্বাঙ্গুলি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে। পঞ্চম, সর্ব্বদিকে। মন্ত্র মূল গ্রন্থে দেখ। ১৭৫। অনন্তর করন্যাস। মন্ত্রাদি স্পষ্ট। ১৭৬। অনন্তর ঋষ্যাদি ন্যাস। অষ্টা-

হৃদয়ে। ক্লীঁ বীজায় নমঃ। দক্ষিণস্তনে। স্বাহাশক্তয়ে নমঃ। বামস্তনে। কৃষ্ণায় প্রকৃতয়ে নমঃ। হৃদয়ে। দুর্গায়ৈ অধিষ্ঠাতৃ-দেবতায়ৈ নমঃ। হৃদয়ে। ইতি॥ ১৭৭॥

ন্যাসত্রয়ং সদা কার্য্যমশক্তাবেকমেবহীতি গৌতমীয় বচনং॥ ১৭৮॥

তন্ময়ত্বাপ্তয়ে ভক্তঃ ন্যাসং কৃত্বা যথোদিতং।
আত্মরক্ষাদিকং কুর্য্যাৎ পারম্পর্য্যানুসারতঃ॥ ১৭৯॥

অথাত্মরক্ষা।

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে।
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌচ মধুসূদনং।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরেতু বামনং বামপার্শ্বকে।
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে।
পৃষ্ঠেতু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ॥ ১৮০॥

অথাত্মস্বরূপচিন্তনং।

দিব্যশ্রীহরিমন্দিরাঢ্যতিলকং কণ্ঠং সুমালান্বিতং
বক্ষঃ শ্রীহরিনামবর্ণসুভগং শ্রীখণ্ডলিপ্তং পুনঃ।

দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রের ঋষি প্রভৃতি সাত, অর্থাৎ ঋষি নারদ, ছন্দ গায়ত্রী সকললোকমঙ্গল নন্দগোপতনয় দেবতা, কাম বীজ, শক্তি বহ্নিপ্রিয়া (স্বাহা), প্রকৃতি কৃষ্ণ, দুর্গা মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতা, এই সাত ক্রমান্বয়ে মস্তকে, মুখে, হৃদয়ে, দুইস্তনে এবং পুনর্ব্বার বারদ্বয় হৃদয়ে ন্যাস করিবে। ১৭৭। এই ত্রিবিধ ন্যাসই সকলের কর্ত্তব্য। অসমর্থ হইলে একটি ন্যাসও করিবে। ১৭৮। ভক্তব্যক্তি তন্ময়লাভের নিমিত্ত যথোক্ত ন্যাস করিয়া, পরম্পরানুসারে আত্ম রক্ষাদি করিবেন। ১৭৯। অনন্তর আত্মরক্ষা করিবে। ললাটে "কেশবায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র প্রয়োগ ও অনুবাদ তিলক নির্ম্মাণস্থলে

শুভ্রং সূক্ষ্মনবাম্বরং বিলষতাং নিত্যং বহন্তীং তনুং
ধ্যায়েচ্ছ্রীগুরুপাদপদ্মনিকটে সেবোৎসুকাঞ্চাত্মনঃ ॥ ১৮১ ॥

অথ ঘণ্টাস্থাপনং।

স্ববামাধারোপরি কামবীজেন ঘণ্টাং সংস্থাপ্য "ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা" ইতি মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য গন্ধপুষ্পেন তামভ্যর্চ্চ্য বাদয়েৎ ॥ ১৮২ ॥

অথ ঘণ্টাদি মহাত্ম্যং।

আবাহনার্ঘ্যে ধূপে চ পুষ্পনৈবেদ্যযোজনে।
নিত্যমেতাং প্রযুঞ্জীত তন্মন্ত্রেণাভিমন্ত্রিতাং ॥ ১৮৩ ॥
সর্ব্ববাদ্যময়ীঘণ্টা দেবদেবস্য বল্লভা।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ঘণ্টানাদং তু কারয়েৎ ॥ ১৮৪ ॥
বৈনতেয়াঙ্কিতাং ঘণ্টাং সুদর্শনযুতাং যদি।
মমাগ্রে স্থাপয়েদযস্তু দেহে তস্য বসাম্যহং ॥
যস্তু বাদয়তে ঘণ্টাং বৈনতেয়েন চিহ্নিতাং।

করাইয়াছে। ১৮০। অনন্তর আত্মচিন্তা। মনোহর শ্রীহরিমন্দিরাঢ্য তিলক, কণ্ঠে শ্রীতুলসীকাষ্ঠবিনির্ম্মিত সুমাল্য, বক্ষঃস্থলে সুন্দর শ্রীহরিনামাঙ্কিত ও চন্দন বিলেপন এবং সূক্ষ্ম শুভ্রবর্ণ নবাম্বর পরিধান আর ঐরূপ অম্বরোত্তরীয় ধারণ, এইমত রূপবিশিষ্ট আপনাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিকটে সেবনোৎসুক ভাবনা করিবে। ১৮১। অতঃপর ঘণ্টাস্থাপন। নিজ বামে আধার অর্থাৎ পীত্তলাদি পাত্রোপরি কামবীজ (ক্লীঁ) দ্বারা ঘণ্টা স্থাপনপূর্ব্বক "ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গন্ধ-পুষ্প দ্বারা ঘণ্টা পূজা পূর্ব্বক বাজাইতে হইবে। ১৮২। অনন্তর ঘণ্টাদির মাহাত্ম্য বলিতেছেন। শ্রীগুর্ব্বাদির আবাহনে, অর্ঘ্যে, ধূপে, পুষ্পে ও নৈবেদ্যার্পণে ঘণ্টা বাদ্যের এই (পূর্ব্বোক্ত) মন্ত্র উচ্চারণানন্তর সর্ব্বদা এই ঘণ্টা বাজাইবে। ১৮৩। ঘণ্টা সর্ব্ববাদ্যময়ী, দেবদেবের বল্লভা, এই জন্য

ধূপে নীরাজনে স্নানে পূজাকালে বিলেপনে।
মমাগ্রে প্রত্যহং বৎস্য প্রত্যেকং লভতে ফলং ॥ ১৮৫ ॥
দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খেন তিলমিশ্রোদকেন চ।
উদকে নাভিমাত্রে তু যঃ কুর্য্যাদভিষেচনং।
প্রাক্ স্রোতসি চ নদ্যাং বৈ নরস্ত্বেকাগ্রমানসঃ।
যাবজ্জীবকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি।
দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খেন পাত্রে ঔডুম্বরে স্থিতং।
উদকং যঃ প্রতীচ্ছেত শিরসা কৃষ্ণমানসঃ।
তস্য জন্মকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ১৮৬ ॥
বৃহত্বং স্নিগ্ধতাঽচ্ছত্বং শঙ্খস্যেতি গুণত্রয়ং ॥
আবর্ত্তভঙ্গদোষস্তু হেমযোগান্নজায়তে।
নালিকায়াং স্বভাবেন যদি ছিদ্রং ভবেন্নহীতি ॥ ১৮৭ ॥

সর্ব্বপ্রযত্নে ঘণ্টাবাদ্য করিবে। ১৮৪। ভগবান্ কহিলেন, ঘণ্টায় যদি গরুড় কিম্বা সুদর্শনের চিহ্ন (মূর্ত্তি) থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ঐ ঘণ্টা মমাগ্রে স্থাপন করে, আমি তাহার দেহে বাস করি। যে ব্যক্তি প্রত্যহ ধূপ, নীরাজন, স্নান, পূজা ও বিলেপন-কালে মদীয় সম্মুখে গরুড়চিহ্নিত ঘণ্টাবাদন করেন, তিনি প্রত্যেক কার্য্যে অযুতযজ্ঞাদির ফললাভ করেন। ১৮৫। যে মানব নদীর স্রোতে পূর্ব্বাভিমুখে নাভিপরিমিত জলে দাঁড়াইয়া দক্ষিণাবর্ত্ত (ডাইনদিকে আবর্ত্তবিশিষ্ট) শঙ্খে সতিলজল লইয়া একাগ্রমনে স্নান করেন, তাঁহার আজন্মকৃত পাপ তখনি বিনষ্ট হয়। যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মননিধান পূর্ব্বক তাম্রপাত্রস্থজল শঙ্খে লইয়া মস্তকে অভিষেক করেন, তাঁহার আজন্মকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হয়। ১৮৬। বৃহত্ব, স্নিগ্ধতা ও স্বচ্ছত্ব, শঙ্খের এই তিনটী গুণ। যদি নালিকায় স্বভাবজাত ছিদ্র না থাকে, তাহা হইলে সুবর্ণসংযোগ থাকিলে,

অথ শ্রীগুরুদেবার্চ্চনং।

তত্রাদৌ যথোক্তোপচারেণ মন্ত্রগুরুং সংপূজ্য স্তুত্বা প্রণম্য চ স্বসম্প্রদায়ানুক্রমেণ সাঙ্গোপাঙ্গাদিসহিতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং শ্রীগোবিন্দঞ্চ পূজয়েৎ।

মানসৈরুপচারৈশ্চ সন্তর্প্য মনসা সুধীঃ।
স্তোত্রৈঃ স্তুত্বা নমস্কুর্য্যান্মন্ত্রদেবেশ মর্চ্চয়েদিতি
গৌতমীয় বচনাৎ॥ ১৮৮॥
শ্রীহরের্বামভাগে তু দিব্যসিংহাসনোপরি।
ধ্যায়েচ্ছ্রীগুরুদেবঞ্চ শুক্লাভং জ্ঞানদং প্রভুং।
পীঠে ভগবতো বামে শ্রীগুরূন্ গুরুপাদুকাং।
নারদাদীন্ পূর্ব্বসিদ্ধান্ যজেদন্যাংশ্চবৈষ্ণবান্॥ ১৮৯॥

কূর্ম্মমুদ্রয়াপুষ্পং গৃহীত্বা গুরুদেবং ধ্যায়েৎ।

ওঁ শশাঙ্কায়ুতসঙ্কাশং বরাভয়লসৎকরং।
শুক্লাম্বরধরং শ্রীমচ্ছুক্লমাল্যানুলেপনং।

আবর্ত্তভঙ্গ প্রভৃতি অপর কোন দোষ হয় না। ১৮৭। অনন্তর শ্রীগুরুদেবের পূজা বলিতেছেন। অগ্রে যথোক্ত উপচার দ্বারা মন্ত্রগুরুকে পূজা করিয়া, প্রণামানন্তর, স্তব পূর্ব্বক নিজ সম্প্রদায়ানুসারে সাঙ্গোপাঙ্গাদি সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে এবং শ্রীগোবিন্দকে পূজা করিবে। মানস এবং বাহ্যোপচারে শ্রীমন্ত্র-গুরুকে পূজা করিয়া, তদীয় স্তোত্র স্তব পাঠ পূর্ব্বক নমস্কার করণানন্তর মন্ত্রদেবেশ কৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিবে, ইতি। ১৮৮। শ্রীহরির বামভাগে মনোহর সিংহাসনোপরি শুক্লবর্ণ, জ্ঞানপ্রদ, প্রভুগুরুদেবকে ধ্যান করিবে। পীঠে ভগবানের বামে নিজগুরু, পরমগুরু, পরাপর গুরু, মহাগুরু, পরমেষ্ঠীগুরু তথা গুরুপাদুকা, নারদাদি পূর্ব্বসিদ্ধ ও অন্যান্য আধুনিক ভাগবতগণের পূজা করিবে। ।১৮৯। কূর্ম্মমুদ্রা দ্বারা পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক (বামকরের তর্জ্জনীতে

বামোরৌ বহুশক্ত্যা চ যুতং কৃষ্ণাখ্যমব্যয়ং।
শিবেনৈকং সমুন্নীয় ধ্যায়েৎ পরগুরুং ধিয়া॥ ইতি॥

ক্বচিচ্চ।

কৃপামরন্দান্বিত পাদপঙ্কজং
শ্বেতাম্বরং গৌররুচিং সনাতনং।
শুদ্ধং স্থমাল্যাভরণং গুণালয়ং
স্মরামি সদ্ভক্তিময়ং গুরুং হরিং॥ ইতি॥

এবমেকমপি ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ সম্পূজ্য স্বশিরসি পুষ্পং সংস্থাপ্য পুনর্ধ্যাত্বা স্বসামর্থ্যাহৃতবাহ্যোপচারেণ পূজয়েৎ। ইদমাসনং ঐঁ গুরবে নমঃ। এতৎ পাদ্যং ঐঁ গুরবে

দক্ষিণকরের কনিষ্ঠা ও দক্ষিণকরের তর্জ্জনীতে বামকরের অঙ্গুষ্ঠ সংযোগ পূর্ব্বক দক্ষিণকরের অঙ্গুষ্ঠ উন্নত এবং বামকরের মধ্যমা প্রভৃতি অঙ্গুলিসকল দক্ষিণকরের ক্রোড়ে সংযোজিত করণানন্তর দক্ষিণ করের মধ্যমা ও অনামিকা বামকরের মূলে অধোমুখে স্থাপন এবং করের উপরিভাগ কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার করিলেই কূর্ম্মমুদ্রা হইয়া থাকে) গুরুদেবকে ধ্যান করিবে। "ওঁ শশাঙ্কাযুত সঙ্কাশং" হইতে "ধিয়া" পর্য্যন্ত পাঠ পূর্ব্বক ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যানার্থ এই,—অযুত শশাঙ্কসমপ্রভান্বিত, বরাভয়লসৎকর, শুক্লাম্বর পরিধান, শুক্ল-মাল্যানুলেপন, বামউরুতে বহুশক্তি, অর্থাৎ বহুশক্তি সমন্বিত, অব্যয়, শ্রীকৃষ্ণাখ্য গুরুকে মঙ্গলময় ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানে চিন্তা করিবে। অপর স্থানে—সনাতন ও হরিস্বরূপ গুরুকে স্মরণ করি। ইনি গৌরকান্তি, গুণালয়, শ্বেতাম্বরধারী সদ্ভক্তিময় সংসারসম্বন্ধশূন্য। ইহাঁর চরণ হইতে সর্ব্বদা কৃপামকরন্দ বিগলিত হইতেছে। ইহাঁর গলদেশে উৎকৃষ্ট মাল্য ও অলঙ্কার। ইনি নির্ম্মল। এইরূপে গুরুকে ধ্যান করিয়া, মানসোপচারে অর্চ্চনা পূর্ব্বক, সেই কূর্ম্মামুদ্রাভ্যন্তরস্থিত পুষ্প স্বমস্তকে রক্ষাকরণানন্তর পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া, নিজ সামর্থাহৃত বাহ্যোপচার দ্বারা পূজা করিবে। "ইদমাসনং ঐঁ শ্রীগুরুবে নমঃ"

নমঃ। এষোঽর্ঘ্যঃ। ইদমাচমনীয়ং। এষ মধুপর্কঃ। ইদং পুনরাচমনীয়ং। ইদং স্নানীয়ং। ইদং সোত্তরীয়বস্ত্রং। ইদমাভরণং। এষ গন্ধঃ। ইদং পুষ্পং। ইদং সচন্দন তুলসীপত্রং। এষ ধূপঃ। এষ দীপঃ। ইদং নৈবেদ্যং। ইদং পানীয়জলং। ইদ মাচমনীয়ং। এতত্তাম্বূলং। ইদং পুনরাচমনীয়ং। ইদং যজ্ঞোপবীতং। ইদং মাল্যং। এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ঐঁ গুরবে নমঃ। সমর্থশ্চেদ্বহুবিধোপচারৈঃ পূজয়েৎ। ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্যোপচারান্ তন্মন্ত্রেণ সমর্পয়েৎ। কনিষ্ঠয়া গন্ধমর্পয়েৎ। কনিষ্ঠ্যাদাভির্গন্ধপুষ্পধূপদীপ নৈবেদ্যানি সমর্পয়েৎ। চন্দনঞ্চ শঙ্খপাণৌ স্থাপ্যং। এবং ক্রমেণ পূজয়িত্বা "ঐঁ গুরবে নমঃ" ইতি তন্মন্ত্রঃ ঐঁ গুরুদেবায় বিদ্মহে কৃষ্ণানন্দায় ধীমহি তন্নো গুরুঃ প্রচোদয়াৎ" ইতি তদ্গায়ত্রীঞ্চ দশ দশধা জপ্ত্বা ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণ মৎকৃতং জপং সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর

হইতে "এষঃ পুষ্পাঞ্জলিঃ ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ" পর্য্যন্ত পূজা জানিতে হইবে। যদি সমর্থ হয়, তবে বহুবিধ অর্থাৎ মহারাজোপচারে পূজা করিবে। ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া উপচারসকল গুরুমন্ত্র দ্বারা সমর্পণ করিবে। কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা গন্ধার্পণ এবং কনিষ্ঠা প্রভৃতি অঙ্গুলি দ্বারা গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি সমর্পণ করিবে। চন্দন শঙ্খপাণিতে স্থাপন করিবে। (অগ্রে অঙ্গুলি নিচয় পরস্পরাভিমুখ করণানন্তর দক্ষিণতর্জ্জনী বামমধ্যমাতে ও বামতর্জ্জনী দক্ষিণ মধ্যমাতে এবং বামকনিষ্ঠা দক্ষিণঅনামিকাতে ও দক্ষিণকনিষ্ঠা বাম-অনামিকাতে যোগ করিলেই ধেনুমুদ্রা হয়) এইরূপ নিয়মে পূজা করিয়া "ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ" এই গুরুমন্ত্র এবং "ঐঁ গুরুদেবায়" হইতে "প্রচোদয়াৎ" পর্য্যন্ত গুরুগায়ত্রী দশ দশবার জপ করিয়া, "ওঁ গুহ্যাতি" হইতে "সুরেশ্বর" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক গুরুদেবায়

ইতি মন্ত্রেণ গুরুদেবস্য দক্ষিণকরে জপং সমর্প্য স্তুত্বা চ প্রণমেৎ। "ত্রায়স্বভো জগন্নাথেত্যাদিস্তোত্রঞ্চ পূর্ব্বমুক্তং।

প্রণামঃ।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১৯০॥

অথ প্রণামবিধিশ্চায়ং।

ততশ্চোত্থায় পূর্ণাত্মা দণ্ডবৎ প্রণমেদ্‌গুরুং।
তৎপাদপঙ্কজং শিষ্যঃ প্রতিষ্ঠাপ্য স্বমূর্দ্ধনি॥ ১৯১॥

যদাস্মিন্ লোকে শ্রীগুরুদেবঃ সমাগত্য শিষ্যস্য পূজাং গৃহ্লাতি তদা শিষ্যদত্তং শ্রীতুলসীপত্রং স্বস্য করেণ গৃহ্লীয়াদিতি প্রাচীনৈরুক্তং। সম্প্রত্যস্মিন্ ভারতভূমৌ কেচিন্নবীনগৌড়ীয় বৈষ্ণবা শ্রীমন্ত্রগুরবে শ্রীহরিভুক্তাবশেষনৈবেদ্যমর্পয়ন্তি তস্য মূলংত এব জানন্তি। তদলমতিবিস্তরেণ॥ ১৯২॥

দক্ষিণকরে জপ সমর্পণ করিয়া, স্তবপাঠ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। (গায়ত্রীর অর্থ এই,—গুরুদেবকে অবগত হই, কৃষ্ণানন্দ স্বরূপ গুরুকে ধ্যান করি, সেই গুরু আমাদের নয়নপথে সেই পরমপ্রিয় পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশিত করুন) প্রণামের অর্থ এই,—যিনি অখণ্ডমণ্ডলাকার, চরাচরব্যাপী পরমব্রহ্মপদ সম্পূর্ণভাবে দর্শন করাইয়াছেন, সেই গুরুকে প্রণাম করি। পরমব্রহ্মপদ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপদ। "গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণে নরাকার পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই জানিতে হইবে। ১৯০। অনন্তর প্রণাম বিধি এই,—শিষ্য পূর্ণকাম হৃদয়ে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দণ্ডবৎ পতিত হইয়া, গুরুপাদপদ্ম মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে বহুক্ষণ যাবৎ প্রণাম করিবেন। ১৯১। যে সময় মনুষ্যলোকে নররূপ গুরুদেব প্রত্যক্ষ হইয়া, শিষ্যের পূজা গ্রহণ করিবেন, সে সময় শিষ্যদত্ত তুলসীপত্র নিজ কর দ্বারা গ্রহণ করিবেন, ইহাই প্রাচীনগণের

অথ শ্রীপরমগুর্ব্বাদীন্ পূজয়েৎ।

ওঁ গুরুপাদুকেভ্যো নমঃ। ওঁ পরম গুরুভ্যোঃ নমঃ। ওঁ পরাপরগুরুভ্যোঃ নমঃ। ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যোঃ নমঃ। ইত্যনেনমন্ত্রেণোপচারাণি সমর্প্য পূজাং কৃত্বা প্রণমেৎ।

প্রণাম বাক্যানি।

পাদাব্জমহসামহাকুমতিমোহবিধ্বংসকং
ব্রজপ্রণয়সুশ্রিয়ং প্রণততাপসংহারকং।
ব্রজেন্দ্রতনয়প্রিয়ং মধুরমূর্ত্তিমাহ্লাদকং
নমামি পরমং গুরুং ভবসমুদ্রসন্তারকং॥ ১৯৩॥
রাধাব্রজেন্দ্রাত্মজভাবমূর্ত্তয়ে
বৃন্দাবনপ্রেমসুখামরদ্রুমে।
কারুণ্যবারাং নিধয়ে মহাত্মনে
পরাৎপরস্মৈ গুরবে নমোঽস্ততে॥ ১৯৪॥

উক্তি। সম্প্রতি এই ভারতভূমিতে কতকগুলি নূতন গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রীমন্ত্রগুরুকে শ্রীকৃষ্ণের ভোজনাবশেষ নৈবেদ্য অর্পণ করিতেছেন, তাহার মূল (প্রমাণ) তাঁহারাই জানেন, তদ্বিষয় আর বেশী বিস্তারের প্রয়োজন নাই ১৯২। অনন্তর পরম গুরু প্রভৃতির পূজা করিবে। মূলের লিখিত মন্ত্র দ্বারা উপচার সকল সমর্পণ করিয়া পূজা পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। "পাদাব্জ মহসা" হইতে "সদা শঙ্করং" পর্য্যন্ত পরমগুরু আদির প্রণাম। তাহার অর্থ এই,—যাঁহার পাদাব্জজ্যোতি মহাকুমতিমোহ বিধ্বংসক, যিনি ব্রজভাবের চরমশোভা স্বরূপ, প্রণতজনের ত্রিবিধতাপ-সংহারক, যিনি শ্রীনন্দনন্দনপ্রিয়, যাঁহার মূর্ত্তি সর্ব্বজনাহ্লাদক মধুর, যিনি ভবসমুদ্রসন্তারক, সেই পরম গুরুকে আমি নমস্কার করি। ১৯৩। যিনি শ্রীরাধাব্রজেন্দ্রাত্মজ ভাবমূর্ত্তি স্বরূপ, যিনি শ্রীবৃন্দাবনপ্রেমসুখস্বরূপ অমরতরুস্বরূপ, যিনি করুণাগুণের সমুদ্রস্বরূপ, সেই মহাত্মা পরাপর গুরুকে

মহামহিমবন্দিতং সকলসত্ত্বভদ্রাকরং
ব্রজেন্দ্রসুতপ্রণয়সীধু বিশ্বম্ভরং।
কৃপাময়কলেবরং রসবিলাসভূষাধরং
নমামি পরমেষ্ঠিগুরুং সদা শঙ্করং ॥ ১৯৫ ॥

এবং প্রণম্য কৃতা[illegible] পুনশ্চ মন্ত্রপ্রদগুরুচরণসন্নিধৌ প্রার্থয়েৎ ॥

হে শ্রীগুরো [illegible] করুণৈকসিন্ধো।
বৃন্দাবনাসীনহিতাবতার প্রসীদ রাধা[illegible] ॥

অথ শ্রীগুর্ব্বাদৌ প্রাকৃতবুদ্ধি[illegible]

অর্চ্চ্যেবিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে [illegible]
র্বিষ্ণোর্ব্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থে[illegible]
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ॥ [illegible]

আমি নমস্কার করি। ১৯৪। যিনি মহামহিমান্বিতজনগণের বন্দিত যিনি সর্ব্বভুবনস্থ প্রাণীবৃন্দের মঙ্গলের কারণস্বরূপ, যিনি ব্রজেন্দ্রসুতের প্রণয়রূপসীধু-(গুড়জমদ্য) স্বরূপ, যিনি স্বকারুণ্যগুণে বিশ্বের ভরণপোষণাদি করেন, যিনি আপনার কৃপাময় কলেবরে রসবিলাসরূপ অলঙ্কার ধারণ করেন, সেই সর্ব্বমঙ্গলকর পরম গুরুকে আমি নমস্কার করি। ১৯৫। এইরূপ পরমগুরু প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক পুনর্ব্বার মন্ত্রদাতা গুরুচরণসন্নিধানে প্রার্থনা করিবে। হে শ্রীগুরো! হে কৃষ্ণস্বরূপজ্ঞানপ্রদ! হে দীনবন্ধো! হে সুআনন্দদ অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমানন্দদাতঃ! হে করুণৈক সিন্ধো! হে বৃন্দাবনস্থিতহিতাবতার! হে রাধাপ্রণয়প্রচারক! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ১৯৬। অনন্তর শ্রীগুরু আদিতে প্রাকৃতবুদ্ধি নিষেধ করিতেছেন। যে ব্যক্তির বিষ্ণুপ্রতিমায় শিলাবুদ্ধি, গুরুতে নরজ্ঞান, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু বা বৈষ্ণবদিগের

অথ শ্রীগৌরবিশ্বম্ভরার্চ্চনং।

শ্রীগুরোরনুজ্ঞাং গৃহীত্বা সপরিবারগৌরবিশ্বম্ভরং পূজয়েৎ ॥

শ্রীশচীনন্দনং নত্বা বংশীবদনপৌত্রকং।
শ্রীমদ্রামানুজং দেবং রামকৃষ্ণপ্রিয়ং প্রভুং ॥
তৎকৃতাং পদ্ধতিং দৃষ্ট্বা মন্দেন যত্নতোঽধুনা।
লিখ্যতে সম্মুদে কৃষ্ণচৈতন্যস্যার্চ্চনাক্রমঃ ॥ ১৯৮ ॥
তস্মাদ্ভক্তাবতারং তং প্রবদন্তি বিপশ্চিতঃ ॥
বিপ্রলম্ভরসেপ্সূণাং ভক্তানাং চিত্তুতুষ্টয়ে
সগণং গৌরচন্দ্রস্য পূজাং বক্ষ্যে যথোদিতাং ॥ ১৯৯ ॥

অথ শ্রীবিশ্বম্ভরধামাদিচিন্তনং।

মায়াপুরে নবদ্বীপে মিশ্রাবাসে সুমন্দিরে।
রত্নসিংহাসনে দিব্যে মৃদুচিত্রাসনস্থিতে।
ভক্তালিবেষ্টিতে শ্রীমদ্গৌরকৃষ্ণং স্মরেদ্বুধঃ ॥ ২০০ ॥

কলিকলুষনাশক চরণামৃতে জলবুদ্ধি, সর্ব্বপাপহারক শ্রীবিষ্ণুর নাম-রূপ-মন্ত্রে সামান্য শব্দবুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুতে অন্যদেবতার সহিত সমান জ্ঞান, সে ব্যক্তি নিশ্চয় নারকী। ১৯৭। অনন্তর শ্রীগৌরবিশ্বম্ভরার্চ্চন। শ্রীগুরুর অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক পরিবারগণের সহিত গৌরবিশ্বম্ভরের পূজা করিবে। রামকৃষ্ণপ্রিয়, বংশীবদন পৌত্র, শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর, দেব শ্রীশচীনন্দন প্রভুকে নমস্কার পূর্ব্বক, তৎকৃত পদ্ধতি দেখিয়া, আমি মন্দ হইলেও অধুনা সাধুসকলের আনন্দ বর্দ্ধনার্থ যত্ন সহকারে কৃষ্ণচৈতন্যদেবের পূজা নিয়ম লিখিতে অগ্রসর হইতেছি। ১৯৮। বিশ্বম্ভর হরি (গৌর) মূর্ত্তিমান্ বিপ্রলম্ভরস স্বরূপ, সেই হেতু পণ্ডিত সকল তাঁহাকে ভক্তাবতার বলিয়া থাকেন। অতএব বিপ্রলম্ভরসেচ্ছু ভক্তগণের বিনোদন জন্য আমি সপরিবার গৌরচন্দ্রের পূজাবিধি পূর্ব্বাপরানুসারে বলিতেছি। ১৯৯। অথ বিশ্বম্ভরধামাদিচিন্তন। নবদ্বীপ মায়াপুরে

ওঁ তরুণাদিত্যসঙ্কাশং হরিনামকরং পরং।
শ্বেতাম্বরধরং দিব্যং ভাবোন্মত্তকলেবরং।
দ্বিভুজং যজ্ঞসূত্রাঢ্যং প্রসন্নবদনাম্বুজং।
তুলসীমালিকোরস্কঊর্দ্ধপুণ্ড্রসুশোভিতং।
ভক্তাভীষ্টপ্রদং দেবং ভক্তসারঙ্গরঙ্গদং।
ভজামি সততং গৌরং ভক্তরূপং হরিং স্বয়ং ॥ইতি॥২০১॥

ক্বচিচ্চ।

শ্রীমন্মৌক্তিকদামবদ্ধচিকুরং সুস্মেরচন্দ্রাননং
শ্রীখণ্ডাগুরুচারুচিত্রবসনং স্রগ্দিব্যভূষাঞ্চিতং।
নৃত্যাবেশরসানুমোদমধুরং কন্দর্পবেশোজ্জ্বলং
চৈতন্যং কনকদ্যুতিং নিজজনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে ॥ইতি॥২০২

জগন্নাথমিশ্র ভবনে, মনোহরমন্দিরে, দিব্যরত্নসিংহাসনে, আশ্চর্য্য মৃদু আসনোপরি, ভক্তভৃঙ্গবেষ্টিত শ্রীমদ্গৌর কৃষ্ণকে পণ্ডিত ব্যক্তি ধ্যান করিবেন। ২০০। "ওঁ তরুণাদিত্য" হইতে "স্বয়ং" পর্য্যন্ত ধ্যান। তদর্থ এই,—উদয়োন্মুখসূর্য্যের ন্যায় বর্ণ, করে হরিনাম-মালা, দিব্য শ্বেতাম্বর পরিধান, দ্বিভুজ, যজ্ঞসূত্রাঢ্য, হরিমন্দির-তিলকে সুশোভিত, তুলসীমাল্যে কণ্ঠবক্ষঃস্থল অলঙ্কৃত, প্রসন্ন বদনাম্বুজ, রাধাভাবোন্মত্ত কলেবর, ভক্তাভীষ্টপ্রদ, ভক্তবৃন্দের রঙ্গদ, ক্রীড়ারত, পরমেশ্বর ভক্তরূপ স্বয়ং গৌরহরিকে, আমি সর্ব্বদা ভজনা করি। ইতি। ২০১। এবং কোন স্থানে বলিয়াছেন। যিনি কন্দর্পের ন্যায় বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া, অত্যুজ্জ্বলপ্রভা বিস্তার করিতে-ছেন। যিনি নৃত্যাবেশরসানন্দে নিরতিশয় মধুরভাবে পরিপূর্ণ। যাঁহার মুখচন্দ্র স্মিতবিকসিত, কুন্তলজাল পরমসুন্দর ও মুক্তামালায় সংবদ্ধ কণ্ঠোরস, শ্রীখণ্ড ও অগুরুচন্দনালিপ্ত বক্ষঃস্থল, মনোহর বিচিত্র বসন পরিধান, পুষ্পমাল্য ও দিব্যালঙ্কারশোভিত, চতুর্দ্দিকে অন্তরঙ্গ ভক্তজন যাঁহার সেবা করিতেছেন, আমি সেই কনককান্তি

এবমেকমপি ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ সম্পূজ্য পুনর্ধ্যাত্বা বাহ্যোপচারেণ পূজয়েৎ। ইদমাসনং ক্লীঁ গৌরবিশ্বম্ভরায় নমঃ, ইত্যনেনমন্ত্রেণ পূর্ব্বোক্তক্রমেণ সমভ্যর্চ্চ্য তন্মন্ত্রং "ক্লীঁ বিশ্বম্ভরায় বিদ্মহে চৈতন্যায় ধীমহি তন্নোগৌরঃ প্রচোদয়াৎ" ইতি তদ্গায়ত্রীং চ দশদশধা জপ্ত্বা "গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপমিত্যাদি মন্ত্রং পঠিত্বা গৌরচন্দ্রস্য দক্ষিণ করে জপং সমর্প্য স্তুত্বা চ প্রণমেৎ।

স্তুতিঃ।

সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম
ক্রোধাদিনক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনানিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বং ॥ ২০৩ ॥

প্রণামমন্ত্রশ্চায়ং।

আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥

চৈতন্যদেবকে ভজনা করি। ২০২। এইরূপ একটা ধ্যান করিয়া, মানসোপচার দ্বারা পূজা করতঃ পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া বাহ্যোপচার দ্বারা পূজা করিবে। "ইদমাসনং ক্লীং গৌরবিশ্বম্ভরায় নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা পূর্ব্বোক্ত গুরুপূজার নিয়মে অর্চ্চনা পূর্ব্বক, তদীয় মন্ত্র এবং "ক্লীঁ বিশ্বম্ভরায় হইতে" "প্রচোদয়াৎ" তদীয় গায়ত্রী দশ দশবার জপ করিয়া, "গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তাত্বং" ইত্যাদি মন্ত্র পঠনানন্তর গৌরচন্দ্রের দক্ষিণ করে জপ সমর্পণ পূর্ব্বক, স্তব করিয়া প্রণাম করিবে। স্তুতি এই। সংসাররূপদুঃখসাগরে পতিত, কাম ক্রোধাদিরূপ কুম্ভীরমকর দ্বারা কবলীকৃত, দুর্ব্বাসনারূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, নিরাশ্রয়, চৈতন্যচন্দ্র! আমাকে স্বচরণাবলম্বন দাও। ২০৩। গায়ত্রীর অর্থ পূর্ব্বানুসারে বুঝিতে হইবে। প্রণাম মন্ত্রের

যস্যৈব পাদাম্বুজভক্তিলভ্যঃ প্রেমাভিধানঃ পরমঃ পুমর্থঃ।
তস্মৈ জগন্মঙ্গলমঙ্গলায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥ ২০৪ ॥

অথ শ্রীগৌরবিশ্বম্ভরস্য দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দং পূজয়েৎ।

ওঁ বিদ্যুদ্দামমদাভিমর্দ্দনরুচিং বিস্তীর্ণবক্ষঃস্থলং
প্রেমোদ্ঘূর্ণিতলোচনাঞ্চললসৎস্মেরাভিরম্যাননং।
নানাভূষণভূষিতং সুমধুরং বিভ্রদ্‌ঘনাভাম্বরং
সর্ব্বানন্দকরং পরং প্রবরনিত্যানন্দচন্দ্রং ভজে ॥ ২০৫ ॥

ইতি ধ্যাত্বা পূর্ব্ববদভ্যর্চ্চ্য তন্মন্ত্রং গায়ত্রীঞ্চ যথাশক্তি জপ্ত্বা প্রণমেৎ ॥

"রাং নিত্যানন্দচন্দ্রায় নমঃ।" ইতি মন্ত্রং ॥

"রাং নিত্যানন্দায় বিদ্মহে বলদেবায় ধীমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ।" ইতি গায়ত্রীং চ ॥ ২০৬ ॥

অর্থ এই,—আনন্দলীলাময়বিগ্রহ, স্বর্ণবর্ণসুন্দরমনোহরমূর্ত্তি, রাধাকৃষ্ণপ্রেমরসদাতা, সেই চৈতন্যচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি, নমস্কার করি। যাঁহার পাদপদ্মে ভক্তি করিলে, প্রেম নামক পরম পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে, সেই জগন্মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ চৈতন্যচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি, নমস্কার করি। ২০৪। অনন্তর শ্রীগৌরবিশ্বম্ভরের দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দকে পূজা করিবে। "ওঁ বিদ্যুদ্দাম" হইতে "ভজে" পর্য্যন্ত নিত্যানন্দের ধ্যান। তদর্থ এই,—সর্ব্বানন্দকর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মধুরমূর্ত্তি, নিত্যানন্দচন্দ্রের ভজনা করি। ইহাঁর বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ, মেঘবর্ণাম্বর পরিধান, দেহকান্তি বিদ্যুন্মালার দর্প চূর্ণ করিতেছে, ইনি নানা ভূষণে ভূষিত, ইহাঁর মুখমণ্ডল সুমধুর হাস্যবিকাশে অতি রমণীয়, ইহাঁর নয়নপ্রান্ত প্রেমাবেশে ঘূর্ণিত হইতেছে। ২০৫। এইরূপ ধ্যান করিয়া পূর্ব্ববৎ পূজা করণানন্তর, তদীয় মন্ত্র ও গায়ত্রী যথাশক্তি জপ করিয়া প্রণাম করিবে। মন্ত্র ও গায়ত্রী মূলে দেখ।

প্রণামমন্ত্রশ্চায়ং।

নিত্যানন্দমহং নৌমি সর্ব্বানন্দকরং পরং।
হরিনামপ্রদং দেবমবধূতশিরোমণিং ॥ ২০৭ ॥

অথ শ্রীনিত্যানন্দস্য দক্ষিণে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যং পূজয়েৎ।

ওঁ স্মরামি শ্রীমদদ্বৈতং শুদ্ধস্বর্ণরুচিং প্রভুং।
শুক্লাম্বরধরং গৌরভক্তিলম্পটমানসং ॥ ২০৮ ॥

ইতি ধ্যাত্বা পূর্ব্ববদভ্যর্চ্চ্য তন্মন্ত্রং গায়ত্রীঞ্চ যথাশক্তি জপ্ত্বা প্রণমেৎ॥” “ওঁ অদ্বৈতায় নমঃ।” ইতি মন্ত্রং ॥ ওঁ অদ্বৈতায় বিদ্মহে গৌরভক্তায় ধীমহি তন্নো শিবঃ প্রচোদয়াৎ॥ ইতি গায়ত্রীঞ্চ॥ বৈষ্ণবোক্তশিবনৈবেদ্যপ্রদানবদদ্বৈতায় নৈবেদ্য-মর্পয়েদিতি বিশেষঃ॥

প্রণামশ্চায়ং।

অদ্বৈতায় নমস্তেঽস্তু মহেশায় মহাত্মনে।
যৎপ্রসাদেন গৌরাঙ্গচরণে জায়তে রতিঃ॥ ২০৯ ॥

প্রণামের অর্থ এই,—সর্ব্বানন্দকর, শ্রেষ্ঠ, হরিনামপ্রদ, অবধূত শিরোমণি, দেব নিত্যানন্দকে আমি নমস্কার করি। ২০৬। ২০৭। অনন্তর শ্রীনিত্যানন্দের দক্ষিণে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে পূজা করিবে। “ওঁ স্মরামি, হইতে “মানসং” পর্য্যন্ত অদ্বৈতের ধ্যান। তদর্থ এই,—পবিত্র স্বর্ণকান্তি শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুকে আমি স্মরণ করি। ইহাঁর পরিধানে শুক্লবসন, ইহাঁর নাম গৌরভক্তিলম্পট—অর্থাৎ তজ্জন্য লালায়িত। ২০৮। এইরূপ ধ্যানানন্তর পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া, তদীয় মন্ত্র ও গায়ত্রী যথাশক্তি জপ করিয়া প্রণাম করিবে। মন্ত্র ও গায়ত্রী মূলগ্রন্থে দেখ। বৈষ্ণবোক্ত শিবনৈবেদ্য প্রদানের ন্যায় অদ্বৈতকে নৈবেদ্য অর্পণ করিবে, ইহাই বিশেষ। প্রণামের অর্থ এই,—মহেশ্বর, মহাত্মা অদ্বৈতকে আমি নমস্কার করি। যাঁহার অনুগ্রহে

অথ শ্রীবিশ্বম্ভরস্য বামভাগে শ্রীগদাধরপণ্ডিতং পূজয়েৎ।

ওঁ কারুণ্যৈকমকরন্দপদ্মচরণং চৈতন্যচন্দ্রদ্যুতিং
তাম্বুলার্পণভঙ্গিদক্ষিণকরং শ্বেতাম্বরং সদ্বরং।
প্রেমানন্দতনুং সুধাস্মিতমুখং শ্রীগৌরচন্দ্রেক্ষণং
ধ্যায়েৎ শ্রীলগদাধরং দ্বিজবরং মাধুর্য্যভূষোজ্জ্বলং ॥ ২১০ ॥

ইতি ধ্যাত্বা পূর্ব্বোক্তক্রমেণ সম্পূজ্য তন্মন্ত্রং গায়ত্রীঞ্চ য[illegible] জপ্ত্বা প্রণমেৎ। "শ্রীঁ গদাধরায় নমঃ।" ইতি মন্ত্র॥ "শ্রীঁ গদাধরায় [illegible]হে প্রেমরূপায় ধীমহি [illegible] [illegible] ॥" ইতি গায়ত্রীঞ্চ ॥ শ্রীবিশ্বম্ভরভু[illegible] [illegible] শ্রীঁ গদা[illegible] নমঃ। ইতি [illegible] [illegible] ॥

প্রণামমন্ত্রশ্চায়ং।

[illegible]কান্তিলবতো হ্যজ্ঞানমো[illegible]
যৎকা[illegible]তঃ স্বয়মসৌ শ্রী[illegible] নমঃ।

গৌরাঙ্গচর[illegible] ২০৯। [illegible]রের বামভাগে শ্রীগদাধর প[illegible]বে। [illegible] হইতে "ভূষো-জ্জ্বলং" পর্য্যন্ত [illegible] ধ্যান। [illegible]চরণাম্বুজ কেবল মাত্র কারুণ্যমক[illegible] পরিপূর্ণ, চৈ[illegible] ন্যায় অঙ্গকান্তি, দক্ষিণকর তাম্বুলার্প[illegible], শ্বে[illegible] সদ্বরণীয়, প্রেমানন্দময় দেহ, [illegible]হাস্যান্বিত [illegible], দ্বিজবর, মাধুর্য্যময় ভূষণে উজ্জ্ব[illegible] করিতেছেন, এইরূপে শ্রীলগদাধরে[illegible] ২১০। [illegible]ধ্যান করিয়া, পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনাকরণা[illegible]শক্তি জপ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে[illegible] বিশ্বম্ভরের ভুক্তাবশেষসোপকরণ [illegible]ব, ইহাই বিশেষ। প্রণাম মন্ত্রের [illegible] এই, [illegible]গ্রকান্তির অত্যল্প প্রভাবে অজ্ঞানমো[illegible] দৃষ্টিমাত্রে

যাতিযত্তজনাচ্চ যস্য জগতাং প্রেমেন্দুরন্তর্নভো
নৌমি শ্রীলগদাধরং তমতুলানন্দৈককল্পদ্রুমং ॥ ২১১ ॥

অথ শ্রীগদাধরপণ্ডিতস্য বামভাগে শ্রীবংশীবদনমর্চ্চয়েৎ।

ওঁ শ্রীবংশীবদনং ধ্যায়েদ্গৌরাঙ্গগতমানসং।
শুক্লাম্বরধরং গৌরমূর্দ্ধপুণ্ড্রসুশোভিতং।
তুলসীমালিকোরস্কং শ্রীখণ্ডাগুরুচর্চ্চিতং।
প্রসন্নবদনাম্বুজং প্রেমোন্ম[illegible]লবরং।
হরিনামকরং দেবং সা[illegible] গুরুং ॥ ২১২ ॥

ইতি ধ্যাত্বা পূর্ব্ববদভ[illegible] শক্তি [illegible] প্রণমেৎ। "বং বংশী[illegible] বং [illegible] বিদ্মহে গৌরপ্রিয়ায় ধীমহি [illegible] [illegible] গায়ত্রীঞ্চ ॥ শ্রীভগব[illegible] [illegible] বদনায় নমঃ।" ইতি নৈবেদ্য[illegible] বিশেষঃ ॥

স্বয়ং গৌর[illegible] ন, যাঁহার ভজনপ্রভা দ্বারা হৃদয়াকাশে প্রেমচন্দ্রের উদয় [illegible] থাকে, অতুল আনন্দে একমাত্র কল্পতরু স্বরূপ সেই গদাধর [illegible] আমি নমস্কার করি। ২১১। অনন্তর শ্রীগদাধর পণ্ডিতের [illegible] শ্রীবংশীবদনে অর্চ্চনা করিবে। "ওঁ শ্রীবংশীবদনং ধ্যা[illegible] হইতে "সামবীজং গুরুং" পর্য্যন্ত বংশী-বদনের ধ্যান। [illegible] শুক্লাম্বরী গৌরকান্তি, উর্দ্ধপুণ্ড্র অর্থাৎ হরিমন্দির [illegible] কণ্ঠ হইতে বক্ষঃস্থল তুলসীমালায় শো[illegible] শ্রীখণ্ড [illegible] চর্চ্চিত, করে হরিনাম-মালা প্রসন্ন বদন [illegible] কলেবর, সামবীজের আশ্রয়, ক্রীড়ারত, শ্রীগৌ[illegible] আচার্য্য শ্রীবংশীবদনকে আমি ধ্যান করি। ২১২। [illegible] পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনা করিয়া, তদীয় মন্ত্র ও গায়[illegible] জপিয়া প্রণাম করিবে। মন্ত্র ও গায়ত্রী মূলগ্রন্থে দে[illegible]। শ্রীভগবানের ভোজনাবশেষ নৈবেদ্য

প্রণামমন্ত্রশ্চায়ং।

শ্রীবংশীবদনং নৌমি গোবিন্দভক্তদং গুরুং।
যস্থ বাক্যামৃতং হন্তি সংসারানলপর্ব্বতং ॥ ২১৩ ॥

অথ শ্রীবংশীবদনস্থ বামে শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিতমর্চ্চয়েৎ।

ওঁ আশ্রয়ামি শ্রীশ্রীবাসং তমাদ্যং পণ্ডিতাদ্ভুতং।
শুক্লাম্বরধরং গৌরং গৌরভক্তিপ্রদায়কং ॥ ২১৪ ॥

ইতি ধ্যাত্বা পূর্ব্বোক্তক্রমেণাভ্যর্চ্চ্য তন্মন্ত্রং গায়ত্রীঞ্চ যথাশক্তি জপ্ত্বা প্রণমেৎ। "নাং শ্রীবাসায় নমঃ।" ইতি মন্ত্রং। "নাং শ্রীবাসায় বিদ্মহে গৌরভক্তায় ধীমহি তন্নো ঋষিঃ প্রচোদয়াৎ।" ইতি গায়ত্রীঞ্চ ॥ শ্রীভগবদ্ভুক্তাবশেষং সোপকরণনৈবেদ্যং নাং শ্রীবাসায় নমঃ। ইতি নৈবেদ্যার্পণে বিশেষঃ ॥

প্রণামমন্ত্রশ্চায়ং।

শ্রীবাসপণ্ডিতং নৌমি গৌরাঙ্গপ্রিয়পার্ষদং।
যস্য কৃপালবেনাপি গৌরাঙ্গে জায়তে রতিঃ ॥ ২১৫ ॥

বংশীবদনকে অর্পণ করিবে। ইহাই বিশেষ। প্রণামের অর্থ এই,—যাঁহার বাক্যামৃত দ্বারা সংসাররূপ অনলপর্ব্বত নির্ব্বাপিত হয়, যিনি শ্রীগোবিন্দভক্তিপ্রদ, সেই গুরু বংশীবদনকে আমি নমস্কার করি।২১৩। অনন্তর বংশীবদনের বামে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের অর্চ্চনা করিবে। ওঁ আশ্রয়ামি" হইতে "পণ্ডিতাদ্ভুতং" পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাসের ধ্যান। তদর্থ এই,—গৌরবর্ণ, শুক্লাম্বরধারী, গৌরভক্তিপ্রদায়ক, আদিঅদ্ভুতপণ্ডিত, শ্রীশ্রীবাসকে আমি আশ্রয় করি। ২১৪। এইরূপ ধ্যান করিয়া পূর্ব্বোক্তক্রমে পূজা করতঃ তদীয় মন্ত্র ও গায়ত্রী যথাশক্তি জপ করিয়া প্রণাম করিবে। মন্ত্র ও গায়ত্রী মূলে দেখ। শ্রীভগবানের ভোজনাবশেষ নৈবেদ্য শ্রীবাসকে দিতে হইবে, ইহাই বিশেষ। প্রণাম মন্ত্রের অর্থ এই,—যাঁহার কৃপাকণামাত্রে গৌরাঙ্গচরণে ভক্তি উৎপন্ন হয়, সেই গৌরাঙ্গপ্রিয়পার্ষদ শ্রীবাসপণ্ডিতকে আমি নমস্কার

অথ শ্রীমদ্গৌরাঙ্গপার্ষদেভ্যো নমঃ। ইতি মন্ত্রেণ সর্ব্বান্ গৌরাঙ্গপার্ষদান্ তদ্ভুক্তাবশেষেণ পূজয়েৎ। সন্দর্ভবিস্তার ভয়াত্তেষাং ধ্যানমন্ত্রাদিকং ন লিখ্যতে ॥ ২১৬ ॥

অথোজ্জ্বলরসেপ্সূনাং স্বকীয়রসমিচ্ছতাং।
জনানাং প্রীতয়ে বক্ষ্যে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার্চ্চনং ॥ ২১৭ ॥
মিশ্রান্তঃপুরকে রম্যে দিব্যশ্রীমণিমন্দিরে।
স্মরামি প্রিয়য়া সার্দ্ধং গৌরং বল্লবীবল্লভং ॥ ২১৮ ॥
ওঁ রুক্মবর্ণং চিদানন্দং কর্ত্তারং জগতাং বিভুং।
বিশ্বেশং বিশ্বরূপঞ্চ বিশ্বকৃদ্বিশ্বভাবনং।
দ্বিভুজং দিব্যরূপঞ্চ পুরুষং পুরুষোত্তমং।
বিদগ্ধং ললিতং সৌম্যং নাগরং নাগরীপ্রিয়ং।
গোবিন্দং গোকুলাধ্যক্ষং গোবিপ্রসুরপালকং।
স্মরামি সততং দেবং বিষ্ণুপ্রিয়াপ্রিয়ং প্রভুং ॥ ২১৯ ॥

ইতি ধ্যাত্বা পূর্ব্বোক্তক্রমেণ পূজয়েৎ ॥

করি। ২১৫। অনন্তর মূলের লিখিত মন্ত্র দ্বারা গৌরভুক্তাবশেষে তদীয় পার্ষদবৃন্দের পূজা করিবে। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে তাঁহাদের ধ্যানমন্ত্রাদি লেখা হইল না। ২১৬। অনন্তর স্বকীয় শৃঙ্গাররস-লিপ্সু জনগণের প্রীতির নিমিত্ত গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার্চ্চন বলিতেছি। জগন্নাথ মিশ্রের রম্য অন্তঃপুরে মনোহর রত্নমন্দিরে, প্রিয়ার সহিত বল্লবীকুলবল্লভ গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি। ২১৭। । ২১৮। "ওঁ রুক্ম-বর্ণ" হইতে "প্রভুং" পর্য্যন্ত বল্লবীবল্লভ গৌরাঙ্গের ধ্যান। তদর্থ,—উত্তপ্তস্বর্ণবর্ণ, জ্ঞানানন্দ, সর্ব্বকর্ত্তা, জগৎকারণ, বিশ্বেশ, বিশ্বরূপ, বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বের আশ্রয়, দ্বিভুজ, দিব্যরূপ, পুরুষ, পুরুষোত্তম, রসিক, বিনোদ, বিষ্ণু, সৌম্যমূর্ত্তি, নাগরনাগরীপ্রিয়, গোবিন্দ, গোকুলাধ্যক্ষ, গো-বিপ্র-দেবপালক, দিব্যক্রীড়ারত, বিষ্ণুপ্রিয়াপ্রিয়, প্রভুকে আমি সর্ব্বদা স্মরণ করি। ২১৯। এইরূপ ধ্যান করিয়া

অথ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায়াধ্যানং।

ওঁ তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং শিখিপিচ্ছনিভাম্বরাং।
স্মেরাননাং ক্ষীণমধ্যাং পীনোন্নতপয়োধরাং।
শ্রীবিশ্বম্ভরবামস্থাং সুশীলাং চারুলোচনাং।
ধ্যায়েদ্বিষ্ণুপ্রিয়াং দেবীং নানালঙ্কারভূষিতাং॥ ২২০ ॥

ইতি ধ্যাত্বা "শ্রীঁ বিষ্ণুপ্রিয়ায়ৈ নমঃ" ইত্যনেন মন্ত্রেণ পূর্ব্বোক্তবিধিনা সমভ্যর্চ্চ্য তন্মন্ত্রং গায়ত্রীংচ যথাশক্তি জপ্ত্বা প্রণমেৎ॥

গায়ত্রী যথা।

শ্রীঁ বিষ্ণুপ্রিয়ায়ৈ বিদ্মহে ভক্তিরূপায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥

প্রণামশ্চায়ং।

তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং ভক্তাভীষ্টপ্রসাধিনীং।
সনাতনসুতাং দেবীং প্রণমামি হরিপ্রিয়াং॥ ২২১ ॥

অথ শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়াধ্যানং।

ওঁ শুদ্ধস্বর্ণরুচিং দিব্যং দ্বিভুজং বিশ্বমোহনং।
তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং নীলাম্বরবিধারিণীং।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পূজা করিবে। অনন্তর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার ধ্যান। "ওঁ তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং" হইতে "ভূষিতাং পর্য্যন্ত ধ্যান। তদর্থ,—উত্তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় অঙ্গের আভা, ময়ূরপুচ্ছের বর্ণসদৃশ বসন পরিধানা, সুহাস্যবদনা, মধ্যদেশক্ষীণা (মাজা কৃশ) উন্নতপয়োধর-যুগলা, সুশীলা, মনোহরলোচনা, নানালঙ্কারে ভূষিতা, শ্রীবিশ্বম্ভরের বামস্থিতা, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ধ্যান করিবে। ২২০। এইরূপ ধ্যানানন্তর মূলের লিখিত মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে পূজা করিয়া, তদীয় মন্ত্র ও গায়ত্রী যথাশক্তি জপ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। গায়ত্রী মূল গ্রন্থে দেখ। প্রণাম মন্ত্রের অর্থ এই,—তপ্তকাঞ্চন

শুক্লাম্বরধরং দেবং সুস্মেরবদনাম্বুজং।
করীন্দ্রগমনাং তন্বীং পীনোন্নতপয়োধরাং।
বিস্তীর্ণবক্ষসং রম্যং বনমালাবিভূষিতং।
পদাবলম্বিচিকুরাং মৃদুমন্দমধুস্মিতাং।
নাগরং নাগরীলুব্ধং নায়কং লোকরঞ্জনং।
নানাভূষান্বিতাং রম্যাং চকোরাক্ষীমচঞ্চলাং।
যজ্ঞসূত্রধরং দিব্যমূর্দ্ধপুণ্ড্র সুশোভিতং।
নানাভাবধরাং দেবীং গৌরবামস্থিতাং শুভাং।
ভজামি গৌরগোবিন্দং ভূশক্ত্যা সহিতং প্রভুং॥

ইতি ধ্যাত্বা "ক্লীঁ শ্রীঁ গৌরবিষ্ণুপ্রিয়াভ্যাং নমঃ" ইতি মন্ত্রেণ পূর্ব্বোক্তক্রমেণ সম্পূজ্য প্রণমেৎ।

গৌরাঙ্গী, ভক্তসকলের অভীষ্টপ্রসাধিনী, হরিপ্রিয়া, সনাতন-সুতা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রণাম করি। ২২১। অনন্তর শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার ধ্যান বলিতেছেন। "ওঁ শুদ্ধস্বর্ণরুচিং" হইতে "প্রভুং" পর্য্যন্ত ধ্যান। তদর্থ এই,—পবিত্র স্বর্ণের ন্যায় মনোহর অঙ্গকান্তি, দ্বিভুজ, বিশ্বমোহন। তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গী, নীলাম্বর পরিধানা। শুক্লাম্বরধারী, দেব, সহাস্যবদনাম্বুজ। করীন্দ্রগমনী, কৃশাঙ্গী উন্নত-পয়োধরা। বিস্তীর্ণবক্ষঃস্থল, রমণীয় বনমালা (পঞ্চবর্ণ পুষ্পে গ্রথিত চরণাবলম্বী মালা) বিভূষিত। চরণাবলম্বিকুন্তলা, সুমধুর মৃদুহাস্যান্বিতা। নাগর, নাগরীলুব্ধ, নায়ক, সর্ব্বলোক-রঞ্জন-কারী। নানাভূষান্বিতা, রমণীয়া, চকোরলোচনী, অচঞ্চলা। যজ্ঞ-সূত্রধারী, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র (হরিমন্দিরাকৃতি তিলক) সুশোভিত। নানা-ভাবধারিণী, ক্রীড়ারতা, গৌরবামস্থিতা, মঙ্গলদায়িনী। ভূশক্তি সহিত প্রভু গৌর গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। এইরূপ ধ্যান করিয়া, মূলের লিখিত মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পূজা করিয়া প্রণাম

প্রণামমন্ত্রশ্চায়ং।

নমস্তে গৌরগোবিন্দ নাগরীকুলনাগর।
বিষ্ণুপ্রিয়াপ্রিয়াধীশ প্রিয়েশ প্রিয়কৃৎ প্রভো॥

অথ গৌরবিষ্ণুপ্রিয়াভুক্তাবশেষনৈবেদ্যেন বিষ্ণুপ্রিয়ায়াঃ সহচরীঃ পূজয়েৎ। গ্রন্থবাহুল্যভয়াত্তাসাং ধ্যানাদিকং ন বর্ণ্যতে॥ ২২২॥

অথ শ্রীমদ্গৌরবিশ্বম্ভরস্যাষ্টকালীনা লীলা স্মরণীয়া।

তত্রৈবাষ্টকালনিরূপণং।

নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্নো মধ্যাহ্নশ্চাপরাহ্নকঃ।
সায়ং প্রদোষো নক্তঞ্চেত্যষ্টৌ কালাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
চত্বারোঽহ্নি প্রাতরাদ্যা এষাং শেষা নিশা স্মৃতা।
ঋতুদণ্ডা অমী কিন্তু তৃতীয়ৌ মাস্রদণ্ডকৌ।
কালে কালে প্রভোর্লীলা স্মরণীয়া চ মানসৈঃ॥ ২২৩॥

করিবে। প্রণামের অর্থ এই,—হে গৌরগোবিন্দ! হে নাগরীকুল নাগর! হে বিষ্ণুপ্রিয়াপ্রিয়াধীশ! হে প্রিয়েশ! হে প্রিয়কারিন্! হে প্রভো! তোমাকে নমস্কার। ইতি। অনন্তর গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার ভোজনাবশেষ নৈবেদ্যদ্বারা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহচরী সকলকে পূজা করিবে। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে তাঁহাদের ধ্যানাদি বর্ণিত হইল না। ২২২। অনন্তর শ্রীগৌরবিশ্বম্ভরের অষ্টকালীনলীলা স্মরণ বলিতেছেন। সেই স্থলে অষ্টকাল নিরূপণ করিতেছেন। রাত্রির অন্তে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব ছয় ঘটিকাত্মক কাল, শয়ন হইতে উত্থানআদির কাল। সূর্য্যোদয়ের পর ছয় ঘটিকাত্মক কাল, স্নানাদির কাল। তদনন্তর পূর্ব্বাহ্নে ছয় ঘটিকাত্মক কাল, নিজ ও ভৃত্যগণভবনে বিলাসাদির কাল। মধ্যাহ্ন হইতে দ্বাদশদণ্ডাত্মক কাল, ভক্তগণ সঙ্গে উদ্যান ভ্রমণ কীর্ত্তনবিলাস প্রভৃতি। অপরাহ্নে ছয় ঘটিকাত্মক কাল, মায়াপুর নবদ্বীপে পরিভ্রমণাদি। তদনন্তর সায়ং ছয় ঘটিকাত্মক

শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভোশ্চরণয়োর্যাকেশশেষাদিভিঃ
সেবাগম্যতয়া স্বভক্তবিহিতা সান্দ্রৈর্যয়া লভ্যতে।
তাং তন্মানসিকীং স্মৃতিং প্রথয়িতুং ভাব্যা সদা সত্তমৈ-
র্নৌমি প্রাত্যহিকং তদীয়চরিতং শ্রীমন্নবদ্বীপজং ॥ ২২৪ ॥
রাত্র্যন্তে শয়নোত্থিতঃ সুরসরিৎস্নাতো বভৌ যঃ প্রগে
পূর্ব্বাহ্ণে স্বগণৈর্লসত্যুপবনে তৈর্ভাতি মধ্যাহ্নকে।
যঃ পূর্য্যামপরাহ্ণকে নিজগৃহে সায়ং গৃহেঽথাঙ্গনে
শ্রীবাসস্য নিশামুখে নিশি বসন্ গৌরঃ স নো রক্ষতু ॥ ২২৫ ॥
রাত্র্যন্তে পিককুক্কুটাদিনিনদং শ্রুত্বা স্বতল্পোত্থিতঃ
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়য়া সমং রসকথাং সম্ভাষ্য সন্তোষ্য তাং।

কাল, স্বভবনে বিহারাদি। তদনন্তর প্রদোষে ছয়দণ্ডাত্মক কাল, শ্রীবাসগৃহে ভক্তগণসহিত শ্রীহরিকথালাপাদি। তাহার পর নিশায় দ্বাদশদণ্ডাত্মক কাল, শ্রীবাসভবনে কীর্ত্তনাদি সমাপন পূর্ব্বক, স্বগৃহে প্রত্যাগমনানন্তর নিজশয্যায় শয়ন প্রভৃতি। এই অষ্টকাল। মহাপ্রভুর অষ্টকালীন লীলা কালে কালে মানসে স্মরণীয়। ২২৩। শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর চরণসেবা শিব ব্রহ্মা প্রভৃতিরও অগম্য। ঐ সেবা কেবল তাঁহার নিজভক্তগণই করেন। এক্ষণে ঐ সেবা যে প্রকারে অন্য ব্যক্তিও লাভ করিতে সমর্থ হন, তজ্জন্য প্রভুর অষ্টকাল লীলা স্মরণ সবিস্তারে কীর্ত্তিত হইতেছে। ঐ সেবা সজ্জন সকল মনে মনে স্মরণ করিবেন। আমি তদীয় শ্রীমন্নবদ্বীপের প্রাত্যহিক চরিত্রকে নমস্কার করি। ২২৪। যিনি নিশান্ত সময়ে শয়ন হইতে উত্থান, প্রাতঃকালে সুরনদীস্নান, পূর্ব্বাহ্ণে স্বগণসম্মিলন, মধ্যাহ্নে ভক্তসকলের সহিত উপবনে বিহার, অপরাহ্নে নগর পরিভ্রমণ, সায়াহ্নে স্বভবনগমন, প্রদোষকালে শ্রীবাসগৃহে গমন, নিশাতে স্বগৃহে গমন ও মনোহর শয্যায় শয়ন, এই সকল লীলা করিয়া থাকেন, সেই গৌরবিধু আমাদিগকে রক্ষা অর্থাৎ স্বভক্তিদানে

গত্বান্যত্র ধরাসনোপরি বসন্ স্বদ্ভিঃ সুধৌতাননো
যো মাত্রাদিভিরীক্ষিতোঽহতিমুদিতস্তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ২২৬ ॥
প্রাতঃ স্বঃসরিতি স্বপার্ষদবৃতঃ স্নাত্বা প্রসূনাদিভি-
স্তাং সংপূজ্য গৃহীতচারুবসনঃ স্রকৃচন্দনালঙ্কৃতঃ।
কৃত্বা বিষ্ণুসমর্চ্চনাদি সগণো ভুক্ত্বান্নমাচম্য চ
দ্বিত্রং চান্যগৃহে ক্ষণং স্বপিতি যস্তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ২২৭ ॥
পূর্ব্বাহ্নে শয়নোত্থিতঃ সুপয়সা প্রক্ষাল্য বক্ত্রাম্বুজং
ভক্তৈঃ শ্রীহরিনামকীর্ত্তনপরৈঃ সার্দ্ধং স্বয়ং কীর্ত্তয়ন্।
ভক্তানাং ভবনেঽপি চ স্বভবনে ক্রীড়ন্নৃণাং বর্দ্ধয়-
ত্যানন্দং পুরবাসিনাং য উরুধা তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ২২৮ ॥

বাঁচান। ২২৫। নিশান্তে কোকিল ও কুক্কুটাদি পক্ষীধ্বনি শ্রবণ পূর্ব্বক স্বশয্যা হইতে গাত্রোত্থানানন্তর স্বপত্নী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত রসকথালাপ, সম্ভাষণ দ্বারা তদীয় সন্তোষ বিধান করিয়া, গৃহত্যাগানন্তর স্থানান্তরে গমনপূর্ব্বক পরিষ্কৃত ধরাসনে উপবেশন করিয়া নির্ম্মল জলে শ্রীমুখধৌত ও জননী প্রভৃতিকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া থাকেন, সেই গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি। ২২৬। যিনি প্রাতঃকালে নিজ পার্ষদগণে পরিবৃত হইয়া, গঙ্গাবগাহন পূর্ব্বক পুষ্পাদি আহরণ করিয়া গঙ্গাদেবীর পূজা করণানন্তর মনোহর বসন পরিধান ও মাল্য (তুলসীকাষ্ঠ মালা) চন্দনে অলঙ্কৃত হইয়া, শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে গমন পূর্ব্বক, তদীয় অর্চ্চনানন্তর স্বগণসহিত প্রসাদ ভোজন করিয়া আচমন পূর্ব্বক মনোমুগ্ধকর তাম্বূল ভক্ষণানন্তর অপর গৃহে কিঞ্চিৎকাল শয়ন করেন, আমি সেই গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি। ২২৭। যিনি পূর্ব্বাহ্নে শয়ন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সুবাসিত জল দ্বারা মুখপদ্ম প্রক্ষালন করিয়া, ভক্তগণের সহিত আনন্দসহকারে কখন স্বভবনে কখন বা শ্রীবাসাদি ভক্তসকলের ভবনে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা পুরবাসীগণের আনন্দাতিশয় বর্দ্ধন করেন, আমি সেই গৌরাঙ্গকে

মধ্যাহ্নে সহ তৈঃ স্বপার্ষদগণৈঃ সঙ্কীর্ত্তয়দ্ভির্ভৃশং
সাদ্বৈতেন্দুগদাধরঃ কিল সহ শ্রীলাবধূতঃ প্রভুঃ।
আরামে মৃদুমারুতৈঃ শিশিরিতৈর্ভৃঙ্গদ্বিজৈর্নাদিতে
স্বং বৃন্দাবিপিনং স্মরন্ ভ্রমতি যস্তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ২২৯ ॥
যঃ শ্রীমানপরাহ্লকে সহগণৈস্তৈস্তাদৃশৈঃ প্রেমবাৎ
স্তাদৃক্ষু স্বয়মপ্যলং ত্রিজগতাং শর্ম্মাণি বিস্তারয়ন্।
আরামাত্তত এতি পৌরজনতা চক্ষুশ্চকোরোড়ুপো
মাত্রাদূরমুদেক্ষিতো নিজগৃহং তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ২৩০ ॥
যস্ত্রিস্রোতসি সায়মাপ্তনিবহৈঃ স্নাত্বা প্রদীপালিভিঃ
পুষ্পাদ্যৈশ্চ সমর্চ্চিতঃ কলিতসৎপট্টাম্বরঃ স্রগ্ধরঃ।
বিষ্ণোস্তৎসময়ার্চ্চনঞ্চ কৃতবান্ দীপালিভিস্তৈঃ সমং
ভুক্ত্বান্নানি সুবীটিকামপি তথা তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ২৩১ ॥

স্মরণ করি। ২২৮। যিনি মধ্যাহ্নকালে স্বীয় পরিকরবৃন্দের সহিত উদ্বাহু হইয়া অত্যন্তরূপে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া, অদ্বৈতচন্দ্র, গদাধর পণ্ডিত, শ্রীল অবধূত প্রভু নিত্যানন্দ এবং বংশীবদন প্রভৃতির সঙ্গে মৃদুমন্দ পবনহিল্লোলে শিশিরিত ভৃঙ্গ-বিহগাদির কলরবে প্রমোদিত ভাগীরথী-তীরবর্ত্তিআরামে (বাগানে) শ্রীবৃন্দাবন স্মরণ করিতে করিতে ভ্রমণ করেন, আমি সেই গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি। ২২৯। যিনি অপরাহ্ণে প্রিয়সহচরগণের সহিত ত্রিজগতের মঙ্গলসাধন করিতে করিতে, উদ্যান হইতে আলয়ে আগমন করেন, যিনি পুরবাসি সকলের নয়নচকোরের পূর্ণশশধর, মাতা শচীদেবী দ্বারদেশে যাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাকেন ও দর্শনে আনন্দিত হন, আমি সেই গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি। ২৩০। যিনি সায়াহ্ন সময়ে স্বীয়ভক্ত-বৃন্দের সহিত সুরনদী স্নান করিয়া, তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক পুষ্প, দীপ, পট্টবসন ও মাল্যচন্দনাদি দ্বারায় অর্চ্চিত হইয়া, তৎকালোচিত শ্রীবিষ্ণুর পূজা করণানন্তর অন্নাদি ভোজন করিয়া উত্তম তাম্বূল সেবন করেন,

যঃ শ্রীবাসগৃহে প্রদোষসময়ে হ্যদ্বৈতচন্দ্রাদিভিঃ
সর্ব্বৈর্ভক্তগণৈঃ সমং হরিকথাপীযূষমাস্বাদয়ন্।
প্রেমানন্দসমাকুলশ্চটুলধীঃ সঙ্কীর্ত্তনে লম্পটঃ
কর্ত্তুং কীর্ত্তনমূর্দ্ধমুদ্যমপরস্তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ২৩২ ॥
শ্রীবাসাদিভিরাবৃতো নিজগণৈঃ সার্দ্ধং প্রভুভ্যাং নট-
ন্নুচ্চৈস্তালমৃদঙ্গবাদনপরৈর্গায়ন্তিরত্যুল্লসন্।
ভ্রাম্যন্ শ্রীলগদাধরেণ সহিতো নক্তং বিভাত্যদ্ভুতং
স্বাগারে শয়নালয়ে স্বপিতি যস্তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ২৩৩ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গবিধোঃ স্বধামনি নবদ্বীপেঽষ্টকালোদ্ভবাং
ভাব্যাং ভব্যজনেন গোকুলবিধোর্লীলাস্মৃতেরাদিতঃ।
লীলাং দ্যোতয়দেতদত্র দশকং প্রীত্যান্বিতো যঃ পঠেৎ
তং প্রীণাতি সদৈব যঃ করুণয়া তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ২৩৪ ॥

আমি সেই গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি। ২৩১। যিনি প্রদোষকালে শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র, গদাধর, ছকড়িমাধবাত্মজ বংশীবদনাদি ভক্তনিচয়ের সহিত শ্রীবাসগৃহে হরিকথামৃত আস্বাদন করিতে করিতে প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া, উদ্দণ্ড নর্ত্তন ও উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করেন, আমি সেই সঙ্কীর্ত্তন লম্পট গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি। ২৩২। যিনি নিশাকালে শ্রীবাস-গৃহে শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত প্রভুদ্বয় ও শ্রীলগদাধরাদি নিজজনগণের সহিত তালমানাদিসহ উচ্চ মৃদঙ্গাদি বাদ্য সহযোগে সঙ্কীর্ত্তন করণা-নন্তর স্বগৃহে গমন পূর্ব্বক শয়ন করেন, আমি সেই গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি। ২৩৩। শ্রীগৌরাঙ্গবিধুর স্বধাম নবদ্বীপে অষ্ট-কালোদ্ভবা এই লীলা, সজ্জনব্যক্তি শ্রীগোকুলচন্দ্রের লীলাস্মরণের অগ্রে স্মরণ করিবেন, তাহা হইলে অবশ্যই গৌরচন্দ্রের কৃপাভাজন হইবেন। আর প্রীতিযুক্ত হইয়া যে ব্যক্তি নিত্য এই গৌরাঙ্গের অষ্টকালীন লীলা পাঠ করেন, সেই ব্যক্তির উপর গৌরাঙ্গদেব প্রসন্ন হন, এমন যে করুণাময় গৌরহরি বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণবল্লভ,

অথ গৌরবিশ্বম্ভরাবতারঃ।

ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসিজগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ সত্বমিতি।

সপ্তমস্কন্ধীয়পদ্য প্রমাণাৎ শ্রীগৌরবিশ্বম্ভরাবতারশ্ছন্নঃ সিদ্ধঃ। গতকলেরভিপ্রায়াৎ প্রতিকলৌ তদবতারঃ প্রাচীনৈঃ স্বীকৃতঃ। তস্মাত্তদ্ধ্যানাদিকং সর্ব্বং ছন্নমিতি জানীয়াৎ। কেচিত্তদ্ভক্তাস্তৎকৃপয়ৈব সর্ব্বং জানন্তি। শ্রীমদ্গৌরাঙ্গাবতারসিদ্ধৌ তৎপরিবারাদীনামবতারঃ সিদ্ধইতি ভক্তা অনুভবন্তি। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা

তাঁহাকে আমি স্মরণ করি, স্তব করি, প্রণাম করি। ২৩৪। অনন্তর গৌরবিশ্বম্ভর অবতার বলিতেছেন। হে মহাপুরুষ! আপনি এইরূপে মনুষ্য, তির্য্যক্, ঋষি, দেব, মৎস্যাদি অবতার দ্বারা লোক সমূহের পালন এবং যে সকল ব্যক্তি জগতের প্রতিকূলাচারী, সেই সকলের বিনাশ আর যুগে যুগে যে ধর্ম্ম অনুবৃত্ত হয়, তাহা পরিরক্ষা করিয়া থাকেন; কিন্তু কলিযুগে আপনি ছন্ন হন, ঐ যুগে ঐ সকল করেন না; বস্তুতঃ আপনি বহিরীশ্বরভাবে যুগত্রয়ে আবির্ভূত হন, এইজন্য ত্রিযুগ বলিয়া আপনি প্রসিদ্ধ। এই সপ্তম স্কন্ধের পদ্য প্রমাণে শ্রীগৌরবিশ্বম্ভরাবতার ছন্ন, ইহা সিদ্ধ হইল। "অভবৎ" ক্রিয়াদ্বারা গত কলির অভিপ্রায় প্রকাশ হইতেছে হউক। গত কলির অভিপ্রায়হেতুই প্রতি কলিতেই গৌরবিশ্বম্ভরের অবতার প্রাচীনেরা স্বীকার করেন। সেই কারণ তদীয় ধ্যানাদি সমস্তই ছন্ন জানিতে হইবে। তাঁহার কতকগুলি ভক্ত তদীয় কৃপায় সকল জানেন। শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ অবতার প্রমাণে, তদীয় পরিকরাদির অবতার সিদ্ধ হয়, ইহা ভক্তগণ অনুভব করেন। আমি যে আত্মা সে আমি কেবল বেদবাক্যাদি দ্বারা কি মেধাদ্বারা কি বহু শ্রবণ দ্বারা

শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং। যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ। ভক্ত্যামামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়মিত্যাদি শ্রীভগবদ্বচনং তত্রৈবানুস্মর্ত্তব্যং। শ্রীকৃষ্ণপূজায়াশ্চোত্তরং শ্রীগৌরাঙ্গার্চ্চনমিতি কেচিৎ বৈষ্ণবাঃ॥ ২৩৫ ॥

অথাবাহনাদি মুদ্রা।

হস্তাভ্যামঞ্জলিং বদ্ধানামিকামূলপর্ব্বণোঃ।
অঙ্গুষ্ঠৌ নিক্ষিপেৎ সেয়ং মুদ্রাত্বাবাহনী স্মৃতা ॥ ২৩৬ ॥
এষৈবাধোমুখীমুদ্রা স্থাপনী শস্যতে বুধৈঃ ॥ ২৩৭ ॥
উন্নতাঙ্গুষ্ঠযোগেন মুষ্টীকৃতকরদ্বয়া।
সন্নিধীকরণীনামমুদ্রা দেবার্চ্চনে বিধৌ ॥ ২৩৮ ॥

লভ্য নহি। যিনি আমাকে ভক্তিদ্বারা বরণ করেন, তিনি আমাকে লাভ করিয়া থাকেন। আমি তাহাকে স্ব স্বরূপ দেখাই। এই অভিপ্রায় আর মদীয়স্বরূপ, সত্ত্ব, গুণ ও কর্ম্ম যে প্রকার, আমার অনুগ্রহে এই সকলের যথার্থ জ্ঞান তোমার হউক! ভক্তি দ্বারাই ভক্ত আমার স্বরূপ প্রভৃতি যথার্থরূপে জানিতে পারেন। আমি সর্ব্বত্র সর্ব্বাধারে প্রকাশ হই না। আমি যোগমায়া সমাবৃত। আমি অজ ও অব্যয়। মূঢ় অর্থাৎ ভক্তিহীন ব্যক্তি মদীয় এই ভাব জানিতে সমর্থ নহে। ভক্তই ভক্তিদ্বারা আমার অবতার প্রভৃতি জানিতে পারেন। ইত্যাদি শ্রীভগবানের বাক্য সেইস্থানে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ পূজার পর শ্রীগৌরাঙ্গ পূজা কতকগুলি বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন। ২৩৫। দুই হস্ত সরল পূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠদ্বয় অনামিকাঙ্গুলীদ্বয়ের মূলদেশে নত করার নাম আবাহনী মুদ্রা। ২৩৬। ঐ মুদ্রাকে অধোমুখী করিলেই স্থাপনী মুদ্রা হইয়া থাকে। ২৩৭।

অঙ্গুষ্ঠগর্ব্বিণী চৈব মুদ্রা স্যাৎ সংনিরোধিনী ॥ ২৩৯ ॥
উত্তানমুষ্টিযুগলা সংমুখীকরণী মতা ॥ ২৪০ ॥
অঙ্গৈরেবাঙ্গবিন্যাসঃ সকলীকরণী ভবেৎ ॥ ২৪১ ॥
অন্যোন্যাঙ্গুষ্ঠসংলগ্না বিস্তারিতকরদ্বয়া।
মহামুদ্রেয়মাখ্যাতা ন্যূনাধিকসমাপনী ॥ ২৪২ ॥
কনিষ্ঠানামিকা মধ্যা তথাঙ্গুষ্ঠান্তরেঽগ্রতঃ।
গোপিতাঙ্গুষ্ঠমূলেন সন্নতা মুকুলীকৃতা।
করদ্বয়েন মুদ্রা স্যাৎ শঙ্খাখ্যেয়ং সুরার্চ্চনে ॥ ২৪৩ ॥
অন্যোন্যাভিমুখস্পর্শব্যত্যয়েন তু বেষ্টয়েৎ।
অঙ্গুলীভিঃ প্রযত্নেন মণ্ডলীকরণং মুনে।
চক্রমুদ্রেয়মাখ্যাতা গদাপদ্মৌ ততঃ পরং ॥ ২৪৪ ॥
অন্যোন্যাভিমুখশ্লিষ্টাঙ্গুলী প্রোন্নতমধ্যমা।
অঙ্গুষ্ঠদ্বিতয়ং মধ্যে দত্ত্বাপি পরিতঃ করৌ।

দুইকর মুষ্টিকাবদ্ধ পূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উন্নত করিলেই সন্নিধিকরণী মুদ্রা হয়। ২৩৮। অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মধ্যে রক্ষাপূর্ব্বক মুষ্টিবদ্ধ করার নাম সংনিরোধিনী মুদ্রা। ২৩৯। দুইকর মুষ্টি করিয়া তাহাকে উত্তানীকৃত (চিৎ) রাখিলে সংমুখীকরণীমুদ্রা হইয়া থাকে। ২৪০। দেবতার হৃদয়াদি ষড়ঙ্গন্যাস করার নাম সকলীকরণীমুদ্রা। ২৪১। অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের পরস্পর সংযোগ পূর্ব্বক করদ্বয় বিস্তার করিলে মহামুদ্রা হয়। এই মহামুদ্রা কার্য্যের ন্যূনাধিকতা দোষ নষ্ট করে। ২৪২। কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা মুষ্টি করিয়া তর্জ্জনীকে সরলভাবে রক্ষাপূর্ব্বক, তাহার মূলে বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগগোপিত করিলে শঙ্খ-মুদ্রা হয়। দুই হস্তেই এই মুদ্রা হইতে পারে। ২৪৩। অধোমুখ স্থিত বামহস্তের উপরে উত্তানীকৃত দক্ষিণহস্ত রাখিয়া অঙ্গুলী সকলের পরস্পর অভিমুখ স্পর্শের নাম চক্রমুদ্রা। তাহার পর গদা পদ্ম-মুদ্রা। ২৪৪। অঙ্গুলী সকল পরস্পর সম্মুখীন ও সংলগ্ন পূর্ব্বক,

মণ্ডলীকরণং সম্যগঙ্গুলীনাং তপোধন।
পদ্মমুদ্রা ভবেদেষা ধেনুমুদ্রা ততঃ পরং ॥ ২৪৫ ॥
অনামিকে কনিষ্ঠাভ্যাং তর্জ্জনীভ্যাঞ্চ মধ্যমে।
অন্যোন্যাভিমুখশ্লিষ্টে ততঃ কৌস্তুভসংজ্ঞিতা ॥ ২৪৬ ॥
কনিষ্ঠেঽন্যোঽন্যসংলগ্নেঽভিমুখে চ পরস্পরং।
বামস্থ তর্জ্জনীমধ্যে সব্যনামিকয়োরপি।
বামানামিকসংস্পৃষ্টতর্জ্জনীমধ্যশোভিতা।
পর্য্যায়েণ ততাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ী কৌস্তুভলক্ষণা ॥ ২৪৭ ॥
কনিষ্ঠান্যোঽন্যসংলগ্না বিপরীতবিযোজিতা।
অধস্তাৎ প্রাপিতাঙ্গুষ্ঠা মুদ্রা গারুড়সংজ্ঞকা ॥ ২৪৮ ॥
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠমধ্যস্থা মধ্যমানামিকা দ্বয়া।
কনিষ্ঠানামিকামধ্যাতর্জ্জন্যগ্রকরদ্বয়ী।
মুনে শ্রীবৎসমুদ্রেয়ং বনমালা ভবেত্ততঃ ॥ ২৪৯ ॥
কনিষ্ঠানামিকামধ্যামুষ্টিরুত্তানতর্জ্জনী।
পরিভ্রান্তা শিরস্যুচ্চৈস্তর্জ্জনীভ্যাং দিবৌকসঃ।

মধ্যমাঙ্গুলীকে উন্নত করার নাম গদামুদ্রা। অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মধ্যে রাখিয়া, চতুর্দ্দিকে অপর অঙ্গুলীনিচয় দ্বারা মণ্ডলাকার করিলে পদ্মমুদ্রা হয়। তাহার পর ধেনুমুদ্রা। ২৪৫। অনামিকাদ্বয় কনিষ্ঠাদ্বয়ের সহিত এবং মধ্যমাঙ্গুলীদ্বয় তর্জ্জনীদ্বয়ের সহিত অগ্র অগ্রভাগে সংলগ্ন করার নাম ধেনুমুদ্রা। ২৪৬। কনিষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয় পরস্পর অভিমুখে সংলগ্ন পূর্ব্বক বামহস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও অনামিকাতে যোগ করিয়া বামহস্তের অনামিকাতে তর্জ্জনী মধ্যমারক্ষা করণানন্তর পর্য্যায়ক্রমে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় বিস্তার করিলে কৌস্তুভ মুদ্রা হয়। ২৪৭। হস্তদ্বয় বিপরীতভাবে রাখিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলী পরস্পর সংলগ্ন হইলে নিম্নভাগে অঙ্গুষ্ঠ বিন্যস্ত করিলে গরুড় মুদ্রা হয়। ২৪৮। তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যস্থানে মধ্যমা ও অনামিকা রাখিয়া কনিষ্ঠা

মুদ্রাযোনিঃ সমাখ্যাতা সঙ্কোচিতকরদ্বয়ী।
তর্জ্জন্যোশ্চাদিমধ্যান্তঃস্থিতানামিকযুগ্মিকা।
মধ্যমূলস্থিতাঙ্গুষ্ঠা সেয়ং শস্তার্চ্চনে মুনে॥ ২৫০॥
এতাভিঃ সপ্তভিশ্চৈব দশভিশ্চ বিচক্ষণঃ।
যঃ কৃষ্ণমর্চ্চয়েন্নিত্যং মোদয়েৎ স সুরেশ্বরং।
দ্রাবয়েদপি বিপ্রেন্দ্র ততঃ প্রার্থিতমাপ্নুয়াৎ॥ ২৫১॥

কচিচ্চ।

মোদনাৎ সর্ব্বদেবানাং দ্রাবণাৎ পাপসন্ততেঃ।
মুদ্রাস্তাঃ কথিতাঃ সদ্ভির্দেবসান্নিধ্যদায়িকাঃ॥ ২৫২॥
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ শক্তৌ করয়োরিতরেতরং।
তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ সংহতা ভুগ্নবর্জ্জিতা।
মুদ্রৈষা গালিনী প্রোক্তা শস্তা গোপালপূজনে॥ ২৫৩॥

ও অনামিকার মধ্যে তর্জ্জনী বিন্যস্ত করিলে শ্রীবৎস মুদ্রা হয়। ২৪৯। কনিষ্ঠাকে অনামিকার মধ্যে রাখিয়া করদ্বয় মুষ্টি পূর্ব্বক উত্তানীকৃত তর্জ্জনীদ্বয় দেবতার মস্তকোপরি ভ্রমণ করাইলেই বনমালামুদ্রা হয়। তর্জ্জনীদ্বয়ের মধ্যস্থানে অনামিকাদ্বয় অগ্রেঅগ্রে সংলগ্ন পূর্ব্বক, মধ্যমাঙ্গুলীদ্বয়ের মূলদেশে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সংলগ্ন করিলে যোনি মুদ্রা হয়। ২৫০। যে বিচক্ষণ ব্যক্তি এই সপ্তদশ মুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন, তিনি সুরেশ্বরকে আহ্লাদিত ও শত্রুগণকে পরাভূত করেন এবং তাঁহার সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণ হয়। ২৫১। ঐ বিষয় অন্যস্থানে বলিয়াছেন। যদ্দারা দেবতাগণের মোদন, পাপ-নিচয়ের দ্রাবণ হয়, দেবসন্নিধিকারক সেই ক্রিয়া বিশেষকেই পণ্ডিতগণ মুদ্রা বলিয়া থাকেন। ২৫২। সরল বামকরতলে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এবং দক্ষিণকরতলে বামকরের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা রক্ষাপূর্ব্বক বামাঙ্গুষ্ঠের সহিত দক্ষিণ কনিষ্ঠাগ্র ও দক্ষিণ কনিষ্ঠাগ্রের সহিত বামকনিষ্ঠাগ্র সংযোগ করিলেই

বনমালাভিনয়বৎ করাভ্যামাগলাদধঃ।
জানুপর্য্যন্তমিত্যেষা মুদ্রা স্যাদ্বনমালিকা ॥ ২৫৪ ॥
ওষ্ঠে বামকরাঙ্গুষ্ঠৌ লগ্নস্তস্য কনিষ্ঠিকা।
দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠসংসক্তা তৎকনিষ্ঠা প্রসারিতা।
তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ্য চালিতাঃ।
বেণুমুদ্রেহ কথিতা সুগুপ্তা প্রেয়সী হরেঃ ॥ ২৫৫ ॥
অঙ্গুলিসংহতাঃ কৃত্বা করয়োর্বামদক্ষয়োঃ।
বামনাসাসমাযুক্তা দক্ষপাণিকনিষ্ঠিকা।
দক্ষস্য মধ্যমাক্রান্তা বামহস্তস্য তর্জ্জনী।
বামমধ্যময়াক্রান্তা দক্ষহস্তস্য তর্জ্জনী।
সংযুতৌ কারয়েদ্বিদ্বানঙ্গুষ্ঠাবুভয়োরপি।
ধেনুমুদ্রা নিগদিতা গোপিতা সাধকোত্তমৈঃ ॥ ২৫৬ ॥
করৌ সংপুটিতৌ কৃত্বা বামপাণিকনিষ্ঠিকা।
নিষ্পীড্য দক্ষপাণিস্থ দক্ষিণাঙ্গুলিভির্দৃঢ়ং।
তথা বামাঙ্গুলিভবৈরতিগাঢ়ং নিপীড়য়েৎ।
ইতীয়ং বিল্বমুদ্রা স্যাৎ প্রশস্তা কৃষ্ণপূজনে ॥ ২৫৭ ॥

গালিনী মুদ্রা হয়। ২৫৩। করদ্বয়কে দেবের জানু পর্য্যন্ত মালার ন্যায় লম্বমানভাবে রক্ষা করিলেই বনমালামুদ্রা হয়। ২৫৪। ওষ্ঠে বামকরাঙ্গুষ্ঠ সংলগ্নপূর্ব্বক ঐ করেরই কনিষ্ঠাঙ্গুলিকে দক্ষিণকরের অঙ্গুষ্ঠার সহিত সংযুক্ত করণানন্তর দক্ষিণকরের কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রসারণ পূর্ব্বক তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত ও সঞ্চালিত করিলেই ধেনুমুদ্রা হয়। ২৫৫। উভয় হস্তের অঙ্গুলী সমুদায় সংহত পূর্ব্বক দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি বামনাসা সংযুক্ত করিয়া, বামহস্তের তর্জ্জনী দক্ষিণহস্তের মধ্যমার সহিত সংযোগ করণানন্তর, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী বামহস্তের মধ্যমার সহিত সংযুক্তপূর্ব্বক, উভয়হস্তের অঙ্গুষ্ঠা পরস্পর সংযুক্ত করিলেই ধেনুমুদ্রা হয়। ২৫৬। করদ্বয়

কৃত্বেতরং করং বামে কৃত্বা সম্যক্ সমাঙ্গুলীঃ।
অন্যোন্যপৃষ্ঠকরয়োর্মধ্যমানামিকাঙ্গুলীঃ।
বামকনিষ্ঠয়া দক্ষ-কনিষ্ঠাঞ্চ নিপীড্য চ।
বামানামিকয়া দক্ষ-তর্জ্জনীঞ্চ নিপীড়য়েৎ।
বামাঙ্গুলত্রয়োপরি কুর্য্যাদ্দক্ষিণহস্তকং।
তথৈব বামতর্জ্জন্যা দক্ষহস্তাঙ্গুলিত্রয়ং।
একত্র যোজিতং কৃত্বা মুদ্রা স্যাৎ কৌস্তভাত্মিকা ॥২৫৮॥
দক্ষিণে মণিবন্ধে চ বামাঙ্গুষ্ঠং নিযোজয়েৎ।
মুদ্রেয়ং কৌস্তভাখ্যোক্তা দর্শনীয়া প্রযত্নতঃ ॥ ২৫৯ ॥
কৃত্বেতরং করং বামে কৃত্বা সম্যক্ সমাঙ্গুলীঃ।
তর্জ্জন্যুপরি বামঞ্চ ন্যসেৎ করতলং ততঃ।
অঙ্গুষ্ঠৌ চালনীয়ৌ চ মৎস্য মুদ্রেবমীরিতা ॥ ২৬০ ॥
করৌ সংপুটিতৌ কৃত্বা মণিবন্ধৌ সুযোজিতৌ।
অঙ্গুষ্ঠে চ কনিষ্ঠে চ প্রবিধায় সুযোজিতে।

সংস্থাপিত পূর্ব্বক দক্ষিণকরের অঙ্গুলীসকল দ্বারা বামকরের কনিষ্ঠাঙ্গুলি নিষ্পীড়িত করিয়া বামাঙ্গুলিসমূহ দ্বারা ঐরূপে দক্ষিণকরের কনিষ্ঠাকেও নিষ্পীড়ন করিলেই বিল্বমুদ্রা হয়। ২৫৭। দক্ষিণহস্তের উপর বাম-করতল স্থাপন করিয়া, দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও অনামিকা বামকরের পৃষ্ঠে এবং বামহস্তের মধ্যমা ও অনামিকা দক্ষিণকরের পৃষ্ঠে সংস্থাপন পূর্ব্বক বামকনিষ্ঠা দ্বারা দক্ষিণ তর্জ্জনী নিষ্পীড়ন এবং দক্ষিণ কনিষ্ঠা দ্বারা বামতর্জ্জনী নিষ্পীড়ন করিয়া, বামাঙ্গুলিত্রয়ের উপর দক্ষিণহস্ত স্থাপন এবং দক্ষিণাঙ্গুলিত্রয়ের উপর বামহস্ত স্থাপন করিলেই কৌস্তভ মুদ্রা হয়। অথবা দক্ষিণ মণিবন্ধে (কব্জায়) বামাঙ্গুষ্ঠ নিয়োগ করিলেই ঐ মুদ্রা হয়। ২৫৮। ২৫৯। দক্ষিণকরের অঙ্গুষ্ঠনিচয় সমান করিয়া বামকরে স্থাপন পূর্ব্বক তর্জ্জনীর উপর বামকরতল স্থাপন করণানন্তর অঙ্গুষ্ঠদ্বয় পরিচালন করিলেই মৎস্যমুদ্রা হইয়া থাকে।

শেষা অঙ্গুলয়ঃ সর্ব্বা উভয়োর্ব্বামতঙ্গুরঃ।
পরস্পরমসংলগ্না শূন্যমধ্যে চ কারয়েৎ।
উক্তা কলস-মুদ্রেয়ং গোপালার্চ্চাবিধৌ শুভা॥ ২৬১॥
কৃত্বেতরে করতলে অন্তরাঞ্জলিসংযুতে।
অন্যোন্যমতিসংলগ্নে অঙ্গুষ্ঠান্তরমাহিতে।
কথিতা কূর্ম্মমুদ্রেয়ং সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা॥ ২৬২॥
আকুঞ্চিতং ততঃ কৃত্বা বামাঙ্গুলিচতুষ্টয়ং।
প্রসার্য্য চ তদঙ্গুষ্ঠং দক্ষহস্তেন বেষ্টয়েৎ।
প্রসার্য্য তর্জ্জনীং দক্ষাং তদঙ্গুষ্ঠঞ্চ মন্ত্রবিৎ।
শঙ্খমুদ্রেয়মুদিতা দর্শনাৎ পাপনাশিনী॥ ২৬৩॥
কায়েন মনসা বাচা বুদ্ধ্যাবুদ্ধ্যা চ যৎকৃতং।
ইহ জন্মনি পূর্ব্বস্মিন্ অথবা পাপসঞ্চয়ং।
ইমাং জানন্ যো জনস্তন্মুঞ্চত্যাশু ন সংশয়ঃ।
দেবাঃ সর্ব্বে নমস্যন্তি প্রণমন্তি তথা জনাঃ॥ ২৬৪॥
সর্ব্বত্রৈকান্তভক্তাশ্চ স্নানপূজাজপাদিষু।
নেচ্ছন্তি মোদনীং মুদ্রাং দ্রাবণীং কল্মষাদীনাং॥ ২৬৫॥

২৬০। করদ্বয় সংপুটিত করিয়া মণিবন্ধ দুইটি একত্র সযোগপূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ও কনিষ্ঠাদ্বয় যোজিত করণানন্তর অবশিষ্ট অঙ্গুলি সকল বামভগ্ন ও পরস্পর অসংলগ্নভাবে শূন্যমধ্যে স্থাপনের নাম কলস মুদ্রা। ২৬১। উভয় করতলে অন্তরাঞ্জলি সংযুক্তপূর্ব্বক পরস্পর দৃঢ়ভাবে অঙ্গুষ্ঠান্তর সংলগ্ন করিলেই কূর্ম্মমুদ্রা হয়। ২৬২। বামাঙ্গুলি চতুষ্টয় আকুঞ্চিত পূর্ব্বক ঐ হস্তেরই অঙ্গুষ্ঠ প্রসারিত করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা বেষ্টন করণানন্তর দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী প্রসারণ করিলেই শঙ্খমুদ্রা হইয়া থাকে। ২৬৩। মনুষ্য ইহজন্মে বা পূর্ব্বজন্মে কায়, বাক্য ও মন দ্বারা যে কিছু পাপসঞ্চয় করিয়াছেন, সেই সকল

ক্রিয়াং প্রাণেন্দ্রিয়াদীনাং সমর্প্য শ্রীহরেঃ পদে।
মোদয়েদ্ যো হরেশ্চিত্তং তস্য মুদ্রা কিমর্থিকা ॥ ২৬৬ ॥
যথা তরোঃ পল্লবাদ্যাস্তৃপ্যন্তি মূলসেচনে।
তথা কৃষ্ণার্চ্চনে বৎস তৃপ্যন্তি চ সুরাদয়ঃ ॥ ২৬৭ ॥

অথ বহিঃপূজা।

ধ্যাত্বা ষোড়শসংখ্যাতৈরুপচারৈশ্চ মানসৈঃ।
সম্যগারাধনং কৃত্বা বাহ্যপূজাং সমাচরেৎ ॥ ২৬৮ ॥
অনুজ্ঞাং দেহি ভগবন্ বহির্যাগে মম প্রভো।
শ্রীকৃষ্ণমিত্যনুজ্ঞাপ্য বহিঃপূজাং সমাচরেৎ ॥ ২৬৯ ॥
তত্র ত্বনেকশঃ সন্তি পূজাস্থানানি তত্র চ।
শ্রীমূর্ত্তয়ো বহুবিধাঃ শালগ্রামশিলাস্তথা ॥ ২৭০ ॥

পাপ এই মুদ্রার জ্ঞানে বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং ঐ ব্যক্তিকে দেবতা, মনুষ্য সকলেই প্রণাম করেন। ২৬৪। একান্ত ভক্তসকল স্নান, পূজা, জপ প্রভৃতি কোন কর্ম্মেই দেবমোদনী ও পাপাদি-বিনাশিনী মুদ্রাকে ইচ্ছা করেন না। ২৬৫। প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়া প্রভৃতি শ্রীহরির পাদপদ্মে সমর্পণ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি হরিকে আহ্লাদিত করিয়াছেন, সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তির মুদ্রার প্রয়োজন কি ? ২৬৬। যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে পল্লবাদি তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পূজাতেই দেবতা প্রভৃতি তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন, হে বৎস ! ইহা তোমায় নিশ্চয় বলিলাম। ২৬৭। অনন্তর বহিঃপূজা বলিতেছেন। ধ্যানকরতঃ ষোড়শ প্রকার মানসোপচারে সম্যক্রূপে আরাধনা পূর্ব্বক বাহ্যপূজা আরম্ভ করিবে। ২৬৮। হে ভগবন্ ! আমি বহিঃপূজা করিব, হে প্রভো ! তদ্বিষয়ে আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করুন ? শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানে এইরূপ প্রার্থনাপূর্ব্বক বাহ্যপূজা আরম্ভ করিবে। ২৬৯। সেই সকল পূজা স্থানের মধ্যে আবার শ্রীমূর্ত্তি বহুপ্রকার। শালগ্রাম শিলাও নানাপ্রকার। ২৭০।

অথ পূজাস্থানানি।

শালগ্রামে মণৌ যন্ত্রে স্থণ্ডিলে প্রতিমাদিষু।
হরেঃ পূজা তু কর্ত্তব্যা কেবলে ভূতলে ন তু॥ ২৭১॥
সূর্য্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণা গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলং।
ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্রপূজাপদানি মে॥ ২৭২॥
সূর্য্যে তু বিদ্যয়া ত্রয্যা হবিষাগ্নৌ যজেত মাং।
আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে গোষ্বঙ্গ যবসাদিনা॥
বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্য হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া।
বায়ৌ মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরস্কৃতৈঃ॥
স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়ৈর্ভোগৈরাত্মানমাত্মনি।
ক্ষেত্রজ্ঞং সর্ব্বভূতেষু সমত্বেন যজেত মাং॥
ধিষ্ণেষ্বিত্যেষু মদ্রূপং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ।
যুক্তং চতুর্ভুজং শান্তং ধ্যায়েদর্চ্চেৎ সমাহিতঃ॥ ২৭৩॥

অনন্তর পূজা স্থান সকল বলিতেছেন। শ্রীশালগ্রামশিলায়, মন্ত্রে, যন্ত্রে, মন্ত্রাদি দ্বারা সংস্কৃত বেদিকাতেও প্রতিমা প্রভৃতিতে শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে; কেবল ভূমিতলে করিবে না। ২৭১। সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথিবী, আত্মা ও সমুদায়ভূত এই একাদশ পদার্থ মৎ পূজার আধারস্বরূপ, এই কথা ভগবান্ কহিলেন। ২৭২। হে উদ্ধব! ত্রয়ী বিদ্যোক্ত সূক্ত উপস্থানাদি দ্বারা সূর্য্যেতে, ঘৃতাহুতিদ্বারা অগ্নিতে, অতিথি সৎকার দ্বারা ব্রাহ্মণেতে, তৃণ প্রভৃতি দানদ্বারা গো সকলে আমার পূজা করিবে। বন্ধুর ন্যায় সৎকার দ্বারা বৈষ্ণবেতে, ধ্যাননিষ্ঠদ্বারা হৃদয়াকাশে, প্রাণদৃষ্টি দ্বারা বায়ুতে, জলাদিদ্রব্য দ্বারা জলে, স্থণ্ডিলাধিকরণক মন্ত্রন্যাস দ্বারা পৃথিবীতে, ভোগ দ্বারা আত্মাতে, ক্ষেত্রজ্ঞরূপে সমভাব দ্বারা সমস্ত ভূতে আমার অর্চ্চনা করিবে। এইরূপে এই সকল অধিষ্ঠানেতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মযুক্ত চতুর্ভুজ শান্ত আমার বিগ্রহে সমাহিত চিত্তে

অথ শ্রীমূর্ত্তয়ঃ।

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা মতা।
চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরং ॥ ২৭৪ ॥
উদ্বাসাবাহনে ন্যস্তঃ স্থিরায়ামুদ্ধবার্চ্চনে।
অস্থিরায়াং বিকল্পঃ স্যাৎ স্থণ্ডিলে তু ভবেদ্দ্বয়ং।
স্নপনং ত্ববিলেপ্যায়ামন্যত্র পরিমার্জ্জনং ॥ ২৭৫ ॥
শালগ্রামে স্থাবরে চ নাবাহনবিসর্জ্জনে।
শালগ্রামশিলাদৌ হি নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ।
আদিপদেন শ্রীমূর্ত্ত্যাদৌ ॥ ২৭৬ ॥
শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপং গোকুলোৎসবং।
মনোজ্ঞং যষ্টুকামস্য মূর্ত্ত্যর্চ্চাবিধিরুচ্যতে ॥ ২৭৭ ॥

ধ্যানপূর্ব্বক পূজা করিবে। ২৭৩। অনন্তর শ্রীমূর্ত্তি সকল বলিতেছেন। শিলাময়ী, দারুময়ী, ধাতুময়ী, মৃচ্চন্দনাদিময়ী, লেখ্যা, (বস্ত্রাদ্যুপরিচিত্তময়ী ও গ্রন্থ) বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মণিময়ী, এই অষ্টপ্রকার আমার প্রতিমা। ইহাই কৃষ্ণের বাক্য। চল ও অচল এই দুই প্রকার প্রতিমাতে ভগবান্ প্রতিষ্ঠিত হয়েন। ভগবান জীবের চেতনকারী। হে উদ্ধব! তন্মধ্যে স্থির প্রতিমার পূজাতে আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই। অস্থির প্রতিমার পূজাতে কোন কোন স্থানে আবাহন ও বিসর্জ্জন আছে। চন্দনাদি নির্ম্মিত প্রতিমাকে বস্ত্রদ্বারা মার্জ্জন করিবে, তদ্ভিন্ন প্রতিমাকে জলদ্বারা স্নান করাইবে। ২৭৪। ২৭৫। শালগ্রামশিলাদিতে অর্চ্চনা করিতে হইলে আবাহন ও বিসর্জ্জন করিবে না; যেহেতু ইহাতে হরির নিত্য অধিষ্ঠান। আদি পদে শ্রীমূর্ত্তি প্রভৃতি জানিতে হইবে। ২৭৬। যিনি সেই শ্রীকৃষ্ণের মনোহর গোকুলের উৎসবস্বরূপমূর্ত্তি পূজা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগ্রহে মূর্ত্তিপূজার বিধান লিখিতে অগ্রসর হইলাম। যদি বল, শালগ্রামই

অথ শ্রীকৃষ্ণঃ।

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মাপ্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তিরঙ্গঃ॥

মা প্রেক্ষিষ্ঠা ইতি নিষেধব্যাজেনাবশ্যকবিধিরয়ং তদেতন্মাধুর্য্যেঽনুভূয়মানে স্বয়মেব সর্ব্বমেবতুচ্ছং মংস্যসে। তস্মাদেনামেব পশ্য অর্চ্চয়স্ব কীর্ত্তয়স্ব চেত্যাদ্যভিপ্রায়ঃ॥ ২৭৮॥

কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতং গোবিন্দান্মৃত্যুর্ব্বিভেতি। গোপীজনবল্লভজ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি। স্বাহয়েদং সংসরতি। তমুহোচুঃ। কঃ কৃষ্ণো গোবিন্দঃ কোঽসাবিতি গোপীজনবল্লভঃ কঃ কাস্বাহেতি। তানুবাচ ব্রাহ্মণঃ। পাপ-

---

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিষ্ঠান, অতএব শালগ্রাম শিলারই অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য, তবে আর কেন মূর্ত্তিপূজার বিধান লিখিতে অগ্রসর হইতেছ? এই আশঙ্কা পরিহার জন্য কহিতেছেন। মনোজ্ঞ অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তির অলৌকিক রূপদর্শন করিলে, অনায়াসেই চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং যাঁহারা ভগবানের ভক্ত তাঁহাদিগের শ্রীমূর্ত্তিরই অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। ২৭৭। অথ শ্রীকৃষ্ণ। হে সখে! যদি তোমার কুটুম্বগণের সহিত বাস-রঙ্গ করিতে বাসনা থাকে, তবে সুমধুর ঈষদ্ধাস্যান্বিত, ত্রিভঙ্গ, বঙ্কিম-বিশাল-নয়নশালী, বংশীবদন, ময়ূরপুচ্ছ চূড়াধারী, কেশীতীর্থবিহারী গোবিন্দ নামা হরিতনু অবলোকন করিও না। এই নিষেধব্যাজ দ্বারা আবশ্যক বিধি বলিলেন, অর্থাৎ অবশ্যই দর্শন করিবে। গোবিন্দের মাধুর্য্যানুভব দ্বারা প্রাপঞ্চিকবিষয়াদি সমস্ত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইবে। অতএব গোবিন্দমূর্ত্তি নিশ্চয় দর্শন, অর্চ্চন ও কীর্ত্তন কর ইত্যাদি অভিপ্রায়। ২৭৮। কৃষ্ণই পরমদেবতা, গোবিন্দ হইতে মৃত্যু ভয় পান, গোপীজনবল্লভের জ্ঞানদ্বারা সমুদায়

কর্ষণো গোভূমি বেদবিদিতো বেদিতাগোপীজনা বিদ্যাকলা প্রেরকস্তন্মায়াচেতি সকলং পরংব্রহ্ম তদ্যোধ্যায়তি রসতি ভজতি সোঽমৃতো ভবতীতি। তে হোচুঃ। কিং তদ্রূপং কিং রসনং কথং হো তদ্ভজনং তৎসর্ব্বং স্ববিদিষতামাখ্যাহীতি। তদুহোবাচ হৈরণ্যঃ। গোপবেশমভ্রাতং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতমিত্যাদি। কিঞ্চ। তত্রৈবাগ্রে। ভক্তিরস্য-ভজনং। তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্মনঃকল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যং কৃষ্ণং তং বহুধা বিপ্রা যজন্তি গোবিন্দং সন্তং বহুধা ধারয়ন্তি গোপীজনবল্লভো ভুবনানি দধ্রে স্বাহাশ্রিতো-জগদেজয়ৎ স্বরেতাঃ॥ ২৭৯॥

জ্ঞান হয়। মুনিগণ ব্রহ্মাকে স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কৃষ্ণ কে? এই গোবিন্দ কে? গোপীজনবল্লভ কে? স্বাহা কে? ব্রহ্মা মুনিগণকে কহিলেন, পাপকর্ষণ জন্য কৃষ্ণ। যিনি স্বর্গ, ভূমি ও বেদে বিদিত এবং ঐ সকলকে জানেন, তিনিই গোবিন্দ। গোপীজনার্থে অবিদ্যা কলা, অর্থাৎ অজ্ঞানাংশ তাহার বল্লভ, অর্থাৎ প্রেরক, এই অর্থে গোপীজন বল্লভ। স্বাহা শব্দে মায়া। এই সমস্ত পরমব্রহ্ম। যিনি তাঁহাকে (কৃষ্ণকে) ধ্যান করেন, কীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা আস্বাদন করেন ও ভজন করেন, তিনি মুক্ত হইয়া থাকেন। মুনি সকল স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার রূপ কি? তাঁহার আস্বাদন কি? তাঁহার ভজনই বা কি? সেই সকল আমরা সুন্দররূপে জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, আমাদিগকে সমস্তই বলুন? ব্রহ্মা মুনিগণকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, মুনিগণ! তোমরা নিশ্চয় জানিও, যিনি গোপবেশ, নবনীরদশ্যামবর্ণ, কিশোরাকৃতি, কল্পবৃক্ষমূলে বিরাজিত, তিনিই সর্ব্বোপাস্য পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিই ভজন, ইহলোক ও পরলোক এতদুভয়ের উপাধি পরিত্যাগানন্তর শ্রীকৃষ্ণে মনের ধারণা করার নামই ভক্তি; ঐ ভক্তিরই নাম কর্ম্মশূন্যতা। ব্রাহ্মণ

ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেন নবধাভক্তিলক্ষণৈঃ।
ভজন্তি ব্রাহ্মণা নিত্যং কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণং ॥ ২৮০ ॥
তমালশ্যামলং নৌমি শ্রীরাধামুরলীধরং।
সর্ব্বমাধুর্য্যসারং শ্রীবৃন্দাবনবিহারিণং ॥ ইতি ॥

অথ শ্রীশ্রীমদ্বৃন্দাবনস্য ধ্যানং৮

শ্রীমদ্বৃন্দাবনং রম্যং যমুনাবেষ্টিতং শুভং।
শুদ্ধস্বর্ণময়ং স্থানং কল্পবৃক্ষসুশোভিতং ॥
নানাবর্ণৈঃ কুসুমিতং তদ্রেণুপরিপূরিতং।
ধ্যায়েচ্ছুদ্ধমনা নিত্যং গোবিন্দস্থানমব্যয়ং ॥ ইতি ॥
তত্র যোগপীঠে দিব্যে স্বগণৈর্বেষ্টিতং হরিং।
পূজয়ন্তি সদা ভক্ত্যা বৈষ্ণবাঃ পাঞ্চরাত্রিকাঃ ॥
কেচিন্নন্দালয়ে কেচিদ্বিপিনে সুমনোহরে।
কেচিদ্যোগপীঠে রম্যে কেচিত্তৎ প্রিয়গোষ্ঠকে ॥
পূজয়ন্তি সদা ভক্তাঃ কৃষ্ণং তন্ত্রানুসারতঃ।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথাশৃণু ॥ ইতি ॥

সকল সেই শ্রীকৃষ্ণকে বহু প্রকারে অর্চ্চনা করেন, নিত্যস্বরূপ গোবিন্দকে নানারূপে ধ্যান করেন, আর গোপীজনবল্লভ সমস্ত ভুবন পালন করিতেছেন। স্বাহাকে আশ্রয় পূর্ব্বক নিজ হইতে উদ্ভূত জগৎ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ২৭৯। ইত্যাদি বেদবাক্যদ্বারা ব্রাহ্মণ সকল শ্রবণাদি নববিধা ভক্তি দ্বারা নিত্য অক্লেশ-কারী কৃষ্ণের ভজনা করেন)। ২৮০। তমালের ন্যায় শ্যাম-বর্ণ, সমস্ত মাধুর্য্যের সারস্বরূপ, শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীরাধামুরলী-ধরকে আমি নমস্কার করি। ইতি। অনন্তর শ্রীশ্রীমদ্বৃন্দাবনের ধ্যান বলিতেছেন। যমুনাবেষ্টিত, মঙ্গলময়, পবিত্রস্বর্ণময় স্থান, কল্পবৃক্ষ সকলে সুশোভিত, নানাবর্ণ কুসুমে কুসুমিত ও সেই সকল কুসুম রেণুতে পরিপূরিত এবং অব্যয়, গোবিন্দ স্থান রমণীয় শ্রীবৃন্দা-

অথ বহিঃপূজা।

অনুজ্ঞাং দেহি ভগবন্ বহির্যাগে মম প্রভো।
শ্রীকৃষ্ণমিত্যনুজ্ঞাপ্য বহিঃপূজাং সমাচরেৎ ॥ ইতি ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণপূজামারভতে।

কূর্ম্মমুদ্রয়া পুষ্পং গৃহীত্বা ধ্যায়েৎ।
ওঁ ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসংঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥ ইতি।২৮১

ততঃ স্বশিরসি পুষ্পং দত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজ্য স্বাত্মানং তদ্দাসরূপং বিভাব্য বিশেষার্ঘ্যং সংস্থাপ্য পুনর্ধ্যাত্বা শ্রীমূর্ত্তৌ শালগ্রামে বা পুষ্পং দদ্যাৎ। ততঃ "ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ" ইতি মন্ত্রেণ যথাশক্তি দশোপচারৈঃ ষোড়শোপচারৈর্ব্বা পূজয়েৎ।।

বনকে নিত্য পবিত্র মনে ধ্যান করিবে। ইতি। তথায় দিব্য যোগ-পীঠে স্বগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হরিকে সর্ব্বদা ভক্তি সহকারে পাঞ্চ-রাত্রিক বৈষ্ণবগণ পূজা করেন। কেহ কেহ শ্রীনন্দ ভবনে, কেহ কেহ সুমনোহর বনে, কেহ কেহ রম্যযোগপীঠে, কেহ তদীয় প্রিয় গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে নানা তন্ত্র অনুসারে সর্ব্বদা অর্চ্চনা করেন। কলিতে নানা তন্ত্র বিধানে শ্রীকৃষ্ণের পূজা হইয়া থাকে, ইহাই শ্রীভাগবতের প্রমাণে জানা যায়। ইতি। অনন্তর বহিঃপূজা বলিতেছেন। হে ভগবন্! এক্ষণে আমি বহিঃপূজা করিব, তদ্বিষয়ে আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানে এই প্রকার প্রার্থনা পূর্ব্বক বাহ্য পূজা আরম্ভ করিবে। ইতি। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনা আরম্ভ করিতেছেন, কূর্ম্মমুদ্রা দ্বারা পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক ধ্যান করিবে। যাঁহারা প্রস্ফুটিত নীলপদ্মের ন্যায় অঙ্গকান্তি, চন্দ্রতুল্য মনোহরামৃত-বর্ষি বদন, ময়ুরপুচ্ছের ভূষণে অত্যধিক প্রীতি অর্থাৎ শিরোপরি

ষোড়শোপচারে—

ওঁ আসনং স্বর্ণনির্ম্মাণং রত্নসারপরিচ্ছদং।
নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যং গৃহ্যতাং পরমেশ্বর ॥
ইদমাসনং ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ ॥
ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবব্রহ্মহরাদয়ঃ।
কৃপয়া দেবদেবেশ চিদানন্দময়াব্যয় ॥
অজ্ঞানাদ্বা প্রমাদাদ্বা বৈকল্যাৎ সাধনস্য চ।
যদ্যপূর্ণং ভবেৎ কৃত্যং তথাপি সুমুখো ভব।

ইত্যুচ্চার্য্য ভো ভগবন্ কৃষ্ণ! ভো রাধাকান্ত! ভো গোপীজনবল্লভ! স্বাগতং ইত্যুক্ত্বা। সুস্বাগতং ইতি বদেৎ ॥

ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, যিনি শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, বক্ষে শোভমান কৌস্তুভমণিধারী, পীতাম্বরপরিধান দ্বারা সুন্দর, যাঁহার শ্রীমূর্ত্তি গোপললনাদিগের নয়নোৎপল দ্বারা অর্চ্চিত, যিনি গো-গোপগণে আবৃত, অব্যক্ত মধুরধ্বনিসম্পন্ন, বংশীবাদনতৎপর, দিব্য অঙ্গভূষাধারী সেই গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। এইমত ধ্যান করিয়া, তদনন্তর নিজ মস্তকে সেই কূর্ম্ম মুদ্রাভ্যন্তরস্থ পুষ্পপ্রদানপূর্ব্বক মানসোপাচারে পূজা করিয়া, আপনাকে তদীয় দাসরূপে ভাবনাপূর্ব্বক বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করণান্তর পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া শ্রীমূর্ত্তিতে বা শালগ্রামে করস্থপুষ্প প্রদান করিবে। তাহার "ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ" এই মন্ত্রদ্বারা যথাশক্তি দশোপচার বা ষোড়শোপচার দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর ষোড়শোপচার মন্ত্র বলিতেছেন। "ওঁ আসনং স্বর্ণনির্ম্মাণং" হইতে আরম্ভ করিয়া, "ইদমাসনং ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ" পর্য্যন্ত পাঠপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে আসনপ্রদান করণানন্তর "ওঁ যস্যদর্শন মিচ্ছন্তি" হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক "সুমুখো ভব" পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া, হে ভগবন্ কৃষ্ণ! হে রাধাকান্ত! হে গোপীজনবল্লভ! আগমন করুন! সুন্দররূপে আগমন করুন! ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে আহ্বান

ওঁ যদ্ভক্তিলেশসম্পর্কাৎ পরমানন্দসম্ভবঃ।
তস্মৈ তে পরমেশায় পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পয়ে॥
এতৎ পাদ্যং ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ॥

ওঁ তাপত্রয়হরং দেবং পরমানন্দসম্ভবং।
তাপত্রয়বিমোক্ষায় তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহং॥ এষোঽর্ঘ্যঃ॥
ওঁ দেবানামপি দেবায় দেবানাং দেবতাত্মনে।
আচামং কল্পয়ামীশ শুদ্ধায় শ্রুতিহেতবে॥ ইদমাচমনীয়ং॥
ওঁ সর্ব্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণসুখাত্মনে।
মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে॥ এষ মধুপর্কঃ॥
ওঁ উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কং॥ ইদংপুনরাচমনীয়ং
ওঁ পরমানন্দধারাব্ধিনিমগ্ননিজমূর্ত্তয়ে।
স্বাঙ্গোপাঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহমীশ তে॥ ইদং স্নানীয়ং॥
ওঁ মায়াবিম্ন চ তে জন্ম নিজগূঢ়োরুতেজসে।
নিরাবরণবিজ্ঞানবাসস্তে কল্পয়াম্যহং॥
ওঁ যমাশ্রিত্য মহামায়া জগৎসম্মোহিনী সদা।
তস্মৈ তে পরমেশায় কল্পয়াম্যুত্তরীয়কং॥
ইদং সোত্তরীয়বস্ত্রং॥

ওঁ স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে।
ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়াম্যমরার্চ্চিত॥ ইদমাভরণং॥
ওঁ পরমানন্দসৌরভ্যপরিপূর্ণদিগন্তরং।
গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর॥ এষ গন্ধঃ॥
ওঁ তুরীয়গুণসম্পন্নং নানাগুণমনোহরং।
আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমং॥ ইদং পুষ্পং॥
ওঁ নমস্তে বহুরূপায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে স্বাহা
ইদং সচন্দনতুলসীপত্রং ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ॥

ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ এষ ধূপঃ ॥
ওঁ স্বপ্রকাশো মহাজ্যোতিঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ এষ দীপঃ ॥
ওঁ সৎপাত্রশুদ্ধং সুহবির্ব্বিবিধানেকভক্ষণং।
নিবেদয়ামি দেবেশ নৈবেদ্যং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ ইদং নৈবেদ্যং ॥
ওঁ সমস্তদেবদেবেশ সর্ব্বতৃপ্তিকরং পরং।
অখণ্ডানন্দসম্পূর্ণং গৃহাণ জলমুত্তমং ॥ ইদং পানীয়জলং ॥
ওঁ দেবানামপি দেবায় দেবানাং দেবতাত্মনে।
আচামং কল্পয়ামীশ শুদ্ধায় শ্রুতিহেতবে ॥ ইদমাচমনীয়ং ॥
ওঁ বাঞ্ছনীয়ঞ্চ সর্ব্বেষাং কর্পূরাদিসুবাসিতং।
ময়া নিবেদিতং নাথ তাম্বূলং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ এতত্তাম্বূলং ॥
ওঁ উচ্ছিষ্টোপ্যশুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কং ॥ ইদং পুনরাচমনীয়ং
ওঁ যস্য শক্তিত্রয়েণেদং সম্প্রোতমখিলং জগৎ।
যজ্ঞসূত্রায় তস্মৈ তে যজ্ঞসূত্রং প্রকল্পয়ে ॥ ইদং যজ্ঞোপবীতং
ওঁ নানাপ্রকারপুষ্পৈশ্চ গ্রথিতং সূক্ষ্মবস্তুনা।
প্রবরং ভূষণানাং হি মাল্যঞ্চ গৃহ্যতাং বিভো ॥
ইদং মাল্যং ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ ॥ ২৮১ ॥

ততঃ পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাৎ। ততঃ পরিবারপূজাং

পূর্ব্বক "ওঁ যদ্ভক্তিলেশসম্পর্কাৎ" হইতে আরম্ভ করিয়া, যথানিয়ম পাদ্যাদি উপচার সকল সমর্পণ দ্বারা পূজা করিবে। "ইদং মাল্যং ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ" পর্য্যন্ত উপচার মন্ত্র। ঐ উপচারে ষোড়শোপচার। উপচারের মন্ত্র সকলের অর্থ করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। অতএব অর্থ করা হইল না। অসমর্থ ব্যক্তি ইদমাসনং "ক্লীঁ কৃষ্ণায়

কৃত্বা পুনঃ পুষ্পাঞ্জলিপঞ্চকং দত্ত্বা ক্লীঁ ইতি মন্ত্রেণ প্রাণানায়ম্য "ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা" ইত্যষ্টদশাক্ষরং "ক্লীঁ গোপীজনবল্লভায় স্বাহা" ইতি দশাক্ষরং মন্ত্রং বা অষ্টাদশবারং অষ্টোত্তরশতং বা জপ্ত্বা "ক্লীঁ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।" ইতি কামগায়ত্রীমষ্টোত্তরশতং সংজপ্য "ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর"॥ ইতি পঠিত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য দক্ষিণকরে জপং সমর্প্য শ্রীমূর্ত্তিং শালগ্রামং বা স্ববামভাগে রক্ষয়িত্বা চতুর্ব্বারং প্রদক্ষিণং কৃত্বা প্রণমেৎ॥ অসমর্থশ্চেদিদমাসনং "ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ" ইত্যাদি ক্রমেণ পূজয়েৎ॥ ইতি॥ ২৮২॥

অথ প্রণামমন্ত্রশ্চায়ং।

ওঁ যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তন্বন্তি দিব্যৈস্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।

নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে পূজা করিবেন। ২৮১। তদনন্তর পাঁচটি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। তাহার পর কৃষ্ণপরিবার সকলের পূজা করিয়া, পুনর্ব্বার পাঁচটি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া "ক্লীং" এই মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া, "ক্লীং কৃষ্ণায়" হইতে "স্বাহা" পর্য্যন্ত অষ্টাদশাক্ষর কিম্বা "ক্লীং গোপীজন" হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক "স্বাহা" পর্য্যন্ত দশাক্ষরমন্ত্র অষ্টাদশবার কিংবা একশত আটবার জপ করিয়া "ক্লীং কামদেবায়" হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক "প্রচোদয়াৎ" পর্য্যন্ত কাম (কৃষ্ণ) গায়ত্রী একশত আটবার জপনানন্তর "ওঁ গুহ্যাতি" হইতে "সুরেশ্বর" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণকরে জপ সমর্পণ পূর্ব্বক, শ্রীমূর্ত্তি বা শালগ্রামকে স্ববামে রাখিয়া চারিবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিবে। ২৮২। প্রণামের মন্ত্র এই। যাঁহাকে ব্রহ্মা, বরুণ, শিব, বায়ু

ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥
নমো নলিননেত্রায় বেণুবাদ্যবিনোদিনে।
রাধাধরসুধাপানশালিনে বনমালিনে ॥ ২৮৩ ॥

অথ নীরাজনং।

ততশ্চ মূলমন্ত্রেণ দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং।
মহানীরাজনং কুর্য্যান্মহাবাদ্যজয়স্বনৈঃ।
প্রজ্বালয়েত্তদর্থঞ্চ কর্পূরেণ ঘৃতেন বা।
আরাত্রিকং শুভে পাত্রে বিষমানেকবর্ত্তিকং।
নবভিঃ সপ্তভির্মানৈরঙ্গুল্যাতুলবর্ত্তিভিঃ।
শশিগোঘৃতসিক্তাভিঃ পঞ্চভিরিষীকান্তরৈঃ।
প্রজ্বাল্য যত্নতো দীপং কামবীজং জপেৎ সুধীঃ।

দিব্য স্তববাক্য দ্বারা স্তব করিতেছেন, স্বাঙ্গগণসহ বেদ—উপনিষদ্ যাঁহার মহিমাদি প্রকাশ করিতেছেন, সামগায়ক সকল সামমন্ত্রে যাঁহার গুণাদি গান করিতেছেন, যোগীগণ তদ্গতমানস হইয়া ধ্যান যোগে যাঁহাকে হৃদয়মধ্যে দর্শন করিতেছেন, সুরাসুরগণ যাঁহার মহিমাদির অন্ত করিতে সমর্থ হন না, সেই দেব শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। যাঁহার নয়নযুগল কমলসদৃশ, যিনি বেণুবাদ্যক্রীড়ায় অতিশয় তৎপর, আর যিনি শ্রীরাধিকার অধরসুধাপানে একান্ত অনুরক্ত, সেই রাধাপ্রিয় বনমালীকে আমি প্রণাম করি। ২৮৩। অনন্তর নীরাজন অর্থাৎ আরাত্রিক বলিতেছেন। মূলমন্ত্রোচ্চারণ করিয়া বার-ত্রয় পুষ্পাঞ্জলি প্রদানানন্তর মহাবাদ্য ও জয়ধ্বনি সহিত মহানীরাজন করিবে এবং ঐ নীরাজন জন্য স্বর্ণাদি নির্ম্মিত উত্তমপাত্রে কর্পূর অথবা ঘৃতদ্বারা অযুগ্ম ও বহুবর্ত্তি (বাতি) যুক্ত দীপ প্রজ্বলিত করিবে। শরকাঠিতে নয় অঙ্গুলি কি সপ্তাঙ্গুলি প্রমাণে তুলবর্ত্তিক পাঁচটি প্রস্তুত করিয়া কর্পূরমিশ্রিত গোঘৃতে অভিষিক্ত পূর্ব্বক, যত্ন সহকারে দীপে

করয়োর্ব্যুৎক্রমেণৈব তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগতঃ।
ক্ষেপণং ভ্রাময়ংস্তস্যোপরিমুদ্রাং প্রদর্শ্য চ।
শঙ্খোদকেন সহিতং মূলমন্ত্রেণ চার্পয়েৎ।
ঘণ্টাং হি বাদয়ন্ বিপ্রো ধৃত্বা বামকরে শুভং।
নীরাজনং ততঃ কুর্য্যাদ্ভ্রাময়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
আদৌ চতুষ্পাদতলে চ বিষ্ণোর্দ্ধে নাভিদেশে মুখমণ্ডলৈকং।
সর্ব্বেষু চাঙ্গেষ্বপি সপ্তবারানারাত্রিকং ভক্তজনস্তু কুর্য্যাৎ।
তুলসীগরুড়পৃথ্বীবৈষ্ণবানাং ক্রমাত্ততঃ।
ভ্রাময়েৎ সজলং শঙ্খমষ্টধা মনুনা জপন্।
তজ্জলং গরুড়ং দত্ত্বা বৈষ্ণবেষু চ প্রক্ষিপেদিতি॥

দণ্ডায়মানো ভূত্বা দক্ষিণপদমাসনোপরি সংরক্ষ্য শ্রীহরেশ্চরণৌ লক্ষ্যীকৃত্য চতুর্ব্বারং নাভিমণ্ডলং লক্ষ্যীকৃত্য বারদ্বয়ং মুখপদ্মং লক্ষ্যীকৃত্য বারমেকং সর্ব্বাঙ্গং লক্ষ্যীকৃত্য সপ্তবারং চারাত্রিকং কৃত্বা তদ্দীপং তুলসীগরুড়বৈষ্ণবানাঞ্চ প্রীতয়ে বারমেকং ভ্রাময়েৎ। এবঞ্চ সজলশঙ্খবস্ত্রাদিকং। শঙ্খভ্রামণমষ্টবারং।

অর্থাৎ আধারে প্রথিত করিয়া জ্বালিবে। তাহার পর সেই দীপোপরি কামবীজ জপ করিবে তদনন্তর তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সংযোগ পূর্ব্বক বামহস্তের উপর দিয়া দক্ষিণহস্ত বামদিকে ও বামহস্ত দক্ষিণ দিকে রক্ষা পূর্ব্বক, সেইভাবেই যুগলহস্তই উক্ত প্রজ্জ্বলিত দীপোপরি ঘুরাইবে। পরে মূলমন্ত্র স্মরণ সহকারে ধেনুমুদ্রা দ্বারা ঐ দীপ কৃষ্ণকে নিবেদন করিবে। (কেহ কেহ এইস্থলে গায়ত্রী জপপূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলির ব্যবস্থা করেন) শঙ্খোদকের সহিত ঐ দীপ মূলমন্ত্র দ্বারা অর্পণ করিতে হয়। তদনন্তর বামকরে ঘণ্টাবাদ্য করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ আরাত্রিক ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া করিবে। দক্ষিণপদ আসনে ও বামপদ ভূমিতে রাখিয়া, দণ্ডায়মান হইয়া, অগ্রে শ্রীহরির চরণ লক্ষ্য পূর্ব্বক চারিবার, নাভিদেশ লক্ষ্য পূর্ব্বক দুইবার, মুখমণ্ডল

নীরাজনাবসরে মৃদঙ্গাদিবাদ্যপুরঃসরং তৎকালোচিতং সঙ্গীতং কুর্য্যাদিতি। যোনিযন্ত্রাকৃতির্বর্ত্তিকাধারদীপঃ শ্রীচন্দ্রাবল্যাদি-সখীনাং গোলাকারবর্ত্তিকাধারঃ শ্রীযশোদায়াশ্চেতি বৈষ্ণবাঃ॥ ২৮৪॥

অত্রেয়ং স্তুতিঃ।

ওঁ যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মমবাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্নমো ভাগবতে পুরুষায় তুভ্যং॥ ২৮৫॥
একস্তমেব ভগবন্নিদমাত্মশক্ত্যা
মায়াখ্যয়োরুগুণয়া মহদাদ্যশেষং।
সৃষ্ট্বানুবিশ্বপুরুষস্তদসদ্‌গুণেষু
নানেব দারুষু বিভাবসুবদ্বিভাসি॥ ২৮৬॥

লক্ষ্য পূর্ব্বক একবার ও সর্ব্বাঙ্গ লক্ষ্য পূর্ব্বক ভক্ত ব্যক্তি সাতবার আরাত্রিক করিবেন। তদনন্তর সেই দীপ তুলসী, গরুড় ও বৈষ্ণব-দিগের প্রীতির জন্য যথানিয়ম দ্বারের দিকে সম্মুখ করিয়া একবার ঘুরাইবে। এইরূপ সজল শঙ্খাদিও ঘুরাইবে। (শঙ্খ ঘুরাইবার বিধি আটবার) নীরজনের সময় মৃদঙ্গাদি বাদ্যপূর্ব্বক, তৎকালোচিত সঙ্গীত করিতে হয়। শঙ্খ বস্ত্রাদির আরাত্রিক শেষ হইলে পর সেই শঙ্খজল গরুড় ও বৈষ্ণবগণের অঙ্গে নিক্ষেপ করিবে। যোনীযন্ত্রা-কৃতি অর্থাৎ ত্রিকোণ বর্ত্তিকাধারদীপ শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতি সখীগণের এবং গোলাকার বর্ত্তিকাধার শ্রীযশোদার, এই কথা বৈষ্ণবগণ বলেন। ২৮৪। অত্রস্থলে শ্রীকৃষ্ণের এই স্তুতি বলিতেছেন। যিনি চক্ষু-রাদি সমস্ত জ্ঞানক্রিয়াশক্তি ধারণ করেন, এই হেতু মদীয় অন্তঃকরণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, নিজ চিৎশক্তি দ্বারা প্রসুপ্ত বাক্য ও কর-চরণ শ্রবণ-ত্বক্ প্রভৃতি অপরাপর ইন্দ্রিয়নিচয়কে জীবিত করিতেছেন,

ত্বদ্দত্তয়াবয়ুনেদমচষ্ট বিশ্বং
সুপ্তপ্রবুদ্ধইব নাথ ভবৎপ্রপন্নঃ।
তস্যাপবর্গ্য শরণং তবপাদমূলং
বিস্মর্য্যতে কৃতবিদা কথমার্ত্তবন্ধো॥ ২৮৭॥
নূনং বিমুষ্টমতয়স্তব মায়য়া তে
যে ত্বাং ভবাপ্যয়বিমোক্ষণমন্যহেতোঃ।
অর্চ্চন্তি কল্পকতরুং কুণপোপভোগ্য-
মিচ্ছন্তি যৎস্পর্শজং নরকেঽপি নৃণাং॥ ২৮৮॥

সেই পুরুষরূপী ভগবান্ আপনাকে নমস্কার। ২৮৫। হে ভগবন্! অগ্নি আদি দেবতাগণ বাক্যাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তি ধারণ করেন, লোকে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে সত্য, কিন্তু আপনিই সেই সকল দেবতা। প্রভো! মায়া নামে যে ভবদীয় আত্মশক্তি, তাহার যথেষ্ট গুণ, সেই মায়া দ্বারা এক আপনিই মহদাদি অশেষ পদার্থের সৃজন করেন এবং সর্ব্বান্তর্যামী আপনিই মায়ার অসদ্গুণ যে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি, তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া সেই সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপ হন, অতএব যেরূপ অগ্নি এক হইলেও কাষ্ঠের বিভিন্নতা প্রযুক্ত নানাভাবে প্রকাশ পায়, সেইরূপ আপনি এক হইলেও নানাভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, বস্তুতঃ আপনা ব্যতীত জ্ঞানক্রিয়াশক্তি-ধারী আর কেহই নাই। ২৮৬। হে নাথ কৃষ্ণ! ব্রহ্মা ভবদীয় চরণারবিন্দে শরণাপন্ন হইয়া ভবৎপ্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা (যেমন প্রসুপ্ত পুরুষ জাগ্রৎ হইয়া দর্শন করে, তদ্রূপ) এই বিশ্ব অবলোকন করিয়াছিলেন, অতএব আপনার পাদমূল মুক্তপুরুষ সকলেরও আশ্রয়, হে আর্ত্তবন্ধো! যে ব্যক্তি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সজীবতা দ্বারা আপনার কত উপকার বিদিত আছে, সে ব্যক্তি কিরূপে ঐ পাদমূল বিস্মৃত হইবে? ২৮৭। প্রভো! আপনি জন্ম-মরণ মোচনের একমাত্র কারণ, আমার ন্যায় যে সকল ব্যক্তি কামাদির নিমিত্ত আপনার

যা নির্ব্বৃতি স্তনুভৃতাং তবপাদপদ্ম
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ
কিম্বন্তকাসি লুলিতাং পততাং বিমানাৎ॥ ২৮৯॥
ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাং।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্গুণকথামৃতপানমত্তঃ॥ ২৯০॥

ভজনা করে, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আপনার মায়াতে তাহাদের চিত্ত বঞ্চিত হইয়াছে। প্রভো! একি সামান্য আক্ষেপের কথা! তাহারা অভিলষিত ফলদাতা কল্পতরুর উপাসনা করিয়া শবসম দেহের উপভোগ্য অকিঞ্চিৎকর বিষয়সুখ আকাঙ্ক্ষা করে। হায়! বিষয়সম্বন্ধনিমিত্ত সুখ কি সুখমধ্যে গণ্য হইতে পারে? তাহা কি কল্পতরুর সন্নিধানে প্রার্থনা করিতে হয়? ছি! ছি! ঐ সুখ যে নরকেও আছে। ২৮৮। হে নাথ! আপনার চরণ-কমল ধ্যান অথবা ভবদীয়ভক্তগণের কথা শ্রবণে দেহধারী ব্যক্তিগণের যে আনন্দ হইয়া থাকে, আত্মানন্দরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেও সে সুখলাভ হয় না, ইহাতে যে সকল লোক অন্তকের কালরূপ অসি দ্বারা ছেদিত বিমান হইতে পতিত হইতেছে, তাহাদের কথা কি? অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোকের ঐ আনন্দলাভ সম্ভাবনা নাই, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। ২৮৯। হে অনন্ত! আপনার সন্নিধানে আমার এই প্রার্থনা যে, যে সকল অমলাশয় মহাপুরুষ আপনার প্রতি সর্ব্বদা ভক্তি করেন, আপনার লীলাকথাদি শ্রবণার্থ তাঁহাদের সহিত যেন আমার সর্ব্বদা সঙ্গ হয়। হে প্রভো! মহৎ সঙ্গলাভ হইলেই আমি আপনার গুণকথামৃতপানে মত্ত হইয়া যত্ন ব্যতীত এই ভয়ঙ্কর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইব, ইহাতেও যদিও ভূরি

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাংপ্রিয়মীশমর্ত্ত্যং
যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্‌গৃহবিত্তদারাঃ।
যেত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ ॥ ২৯১ ॥
তির্য্যঙ্‌নগদ্বিজসরীসৃপদেবদৈত্য
মর্ত্ত্যাদিভিঃ পরিচিতং সদসদ্বিশেষং।
রূপংস্থবিষ্ঠমজ তে মহদাদ্যনেকং
নাতঃ পরং পরম বেদ্মি ন যত্র বাদঃ ॥ ২৯২ ॥
কল্পান্ত এতদখিলং জঠরেণ গৃহ্লন্
শেতেপুমান্ স্বদৃগনন্তসখস্তদঙ্কে।
যন্নাভিসিন্ধুরুহকাঞ্চনলোকপদ্ম
গর্ভেদ্যুমান্ ভগবতে প্রণতোঽস্মিতস্মৈ ॥ ২৯৩ ॥

ভূরি বিপদ আছে, তথাচ তখন এই ভবসাগর আমার দুস্তর হইবে না। ২৯০। হে অব্জনাভ! আপনার পদারবিন্দসৌগন্ধ্যে যাঁহাদের হৃদয় অত্যন্ত লোলুপ অর্থাৎ যাঁহারা আপনার একান্তানুগত ভক্ত, তাঁহাদের সহিত যে সকল ব্যক্তি সঙ্গ করেন, সেই সকল ব্যক্তি অতিশয় প্রিয় যে মর্ত্ত্যদেহ ও এই মর্ত্ত্যদেহের অনুবর্ত্তী অর্থাৎ উপযোগী যে সকল গৃহ, বিত্ত, পুত্র, কলত্র, সে সকল কিছুই স্মরণ করেন না। ২৯১। হে পরম! হে অজ! আপনার এই আশ্চর্য্য বিরাট রূপ, যেরূপ তির্য্যক্-নগ-বিহগ-সরীসৃপ-দেব-দৈত্য-মর্ত্ত প্রভৃতিতে পরিব্যাপ্ত এবং সৎ ও অসৎ উভয় যাহার বিশেষ, মহৎ প্রভৃতি যাহার কারণ, আমি কেবল এই মতই জানি, এতদ্ব্যতীত যে ঈশ্বর স্বরূপ আছেন, আর যাহা শব্দব্যপারের বিষয় নহে, আমি তাহার সন্ধানও জানি না, একারণ আমার অভিমান নিবৃত্তি হয় নাই, সুতরাং আমি সৎসঙ্গই বাঞ্ছা করি। ২৯২। যে পুরুষ কল্পান্তে অনন্তনাগকে সহায় পূর্ব্বক এই নিখিল জগৎ নিজ জঠরে গ্রহণানন্তর

ত্বংনিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিবুদ্ধআত্মা
কূটস্থ আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ।
যদ্বুদ্ধ্যবস্থিতিমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা
দ্রষ্টাস্থিতাবধিমখো ব্যতিরিক্ত আস্সে ॥ ২৯৪ ॥
যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশংপতন্তি
বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্ব্যা।
তদ্ব্রহ্মবিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্য
মানন্দমাত্রমবিকারমহংপ্রপদ্যে ॥ ২৯৫ ॥

যোগনিদ্রা অবলম্বন করেন এবং নিজ প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক ঐ শেষনাগের অঙ্করূপ পর্য্যঙ্কে শয়ন করেন এবং যাঁহার নাভিরূপ সমুদ্রোৎপন্ন কাঞ্চনময় পদ্মের কনিকায় অতি তেজস্বী ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন, আমি সেই পরম পুরুষ ভগবানকে প্রণাম করি। ২৯৩। প্রভো! যদিও আপনার স্বপ্নাদি অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি আপনি জীব হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ ব্যতিরিক্ত, কারণ আপনি নিত্যমুক্ত, জীব সেরূপ নহে, আপনার কৃপা ব্যতীত জীবমুক্ত হইতে পারেনা, আপনি সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ, জীব সেরূপ নহে অর্থাৎ অতিশয় মলিন। আপনি বিবুদ্ধ (সর্ব্বজ্ঞ) জীব অজ্ঞ। আপনি আত্মা, জীব জড়। আপনি কূটস্থ (নির্ব্বিকার) জীববিকারী। আপনি আদিপুরুষ, জীবআদিমান্। আপনি ভগবান্ (ষড়ৈশ্বর্য্যশালী) জীব-ভগহীন (ঐশ্বর্য্যাদি শূন্য) আপনি সত্ব-রজ-তমো এই গুণত্রয়ের অধীশ্বর, জীব ঐ গুণত্রয়ের অধীন। প্রভো! এইরূপ পার্থক্যতা না হইবেই বা কেন? যেহেতু আপনি অখণ্ডিত চিৎশক্তিদ্বারা বুদ্ধির অবস্থা সর্ব্বদা দর্শন করিতেছেন এবং ঐরূপ হইয়াও জগৎ পালন সম্বন্ধে সর্ব্বাধিষ্ঠাতা বিষ্ণুস্বরূপে বর্ত্তমান আছেন, একারণ আপনি জীব হইতে সম্পূর্ণভাবেই বিভিন্ন, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। ২৯৪। অহো! যাহাদের গতি পরস্পর বিরুদ্ধ এবং

সত্যাশিষো হি ভগবংস্তব পাদপদ্ম
মাশীস্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমূর্ত্তেঃ।
অপ্যেব মর্য্যভগবান্ পরিপাতি দীনান্
বাশ্রেব বৎসকমনুগ্রহকাতরোঽস্মান্ ॥ ২৯৬ ॥

তত উত্থায় প্রার্থয়েৎ।

ওঁ সংসারসাগরেমগ্নং দীনংমাংকরুণানিধে।
কর্ম্মগ্রাহগৃহীতাঙ্গং সমুদ্ধর ভবার্ণবাৎ ॥ ২৯৭ ॥

তত পুনঃপ্রণমেৎ।

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥
হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে ॥২৯৮॥

যাহাদের শক্তি নানাপ্রকার, সেই সমস্ত বিদ্যাদি নিরন্তর যথাক্রমে যাহা হইতে উদ্ভাবিত হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই এই বিশ্বের স্রষ্টা, তিনিই অখণ্ড, অনাদি, অনন্ত, অবিকার, আনন্দমাত্র, অদ্য আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম। ২৯৫। হে ভগবান্কৃষ্ণ! আপনার মূর্ত্তি পরমানন্দস্বরূপ, যে সকল ব্যক্তি নিষ্কাম হইয়া আপনাকেই পুরুষার্থ নিশ্চয় পূর্ব্বক ভজনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে যদিও ভবদীয় চরণারবিন্দ রাজ্যপ্রভৃতি অপেক্ষাও পরমার্থ, ইহা সত্য, তথাচ হে স্বামিন্! ধেনু যে প্রকার অজ্ঞ বৎসকে দুগ্ধ পান করায় এবং বৃকাদি হিংস্র জন্তু হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করে, সেইরূপ অতিদীনও সকাম যে আমরা আমাদিগকে আপনি কৃপাপূর্ব্বক সংসারভয় হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করেন, কারণ আপনি লোকের কল্যাণসাধনার্থ সর্ব্বদাই তৎপর। ২৯৬। তদনন্তর উত্থান পূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে। হে করুণানিধে! আমি অতিদীন, সংসারসাগরে মগ্ন, কর্ম্মরূপ কুম্ভীরে আমায় ধরিয়াছে, দয়া করিয়া এই ভবার্ণব হইতে আমায় উদ্ধার

অথ প্রণামবিধিঃ।

শিরোমৎপাদয়োঃকৃত্বা বাহুভ্যাঞ্চ পরস্পরং।
প্রপন্নং পাহিমামীশ ভীতংমৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ ॥ ২৯৯ ॥
দোর্ভ্যাংপদ্ভ্যাঞ্চ জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
মনসাবচসাচেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥ ৩০০ ॥
জানুভ্যাঞ্চৈব বাহুভ্যাং শিরসা বচসা ধিয়া।
পঞ্চাঙ্গকঃপ্রণামঃস্যাৎ পূজাসুপ্রবরাবিমৌ ॥ ৩০১ ॥
গরুড়ংদক্ষিণেকৃত্বা কুর্য্যাত্তৎ পৃষ্ঠতো বুধঃ।
অবশ্যঞ্চ প্রণামাংস্ত্রীন্ শক্তশ্চেদধিকাধিকান্ ॥ ৩০২ ॥

করুন। কৃষ্ণ! আর আমার কেহই নাই। ইতি। ২৯৭। তদনন্তর পুনর্ব্বার প্রণাম করিবে। কৃষ্ণ, বাসুদেব, হরি, পরমাত্মা প্রণত-ক্লেশনাশন, গোবিন্দকে নমস্কার। হে কৃষ্ণ! হে করুণাসাগর! হে দীনবন্ধো! হে জগৎস্বামিন্! হে গোপেশ! হে গোপীকান্ত! হে শ্রীরাধাকান্ত! আপনাকে প্রাণাদি সমর্পণপূর্ব্বক প্রণাম করি। ২৯৮ অথ প্রণামবিধি। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, উভয়করদ্বারা মদীয়চরণদ্বয় ধারণ করিয়া মস্তক অবনত পূর্ব্বক, এই বলিয়া প্রণাম করিবে যে, হে ঈশ! মৃত্যুর আক্রমণরূপসাগর হইতে ভীত এবং শরণাগত আমাকে কৃপাপূর্ব্বক রক্ষা করুন। ২৯৯। বাহুদ্বয়, পদদ্বয়, জানুদ্বয়, বক্ষঃস্থল, মস্তক, দৃষ্টি, মন এবং বাক্য, এই অষ্টাবয়বদ্বারা প্রমাণই অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলিয়া অভিহিত। চক্ষুর ঈষৎ নিমীলন দৃষ্টিগত প্রণাম, করদ্বারা প্রভুর চরণধারণান্তর অবনত মস্তকে প্রণত হইয়া রহিয়াছি, এইরূপ ধ্যানই মানসিক প্রণাম। হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা স্তুতিকরার নাম বাক্যগত প্রণাম। ৩০০। জানুদ্বয়, বাহুদ্বয়, মস্তক, বাক্য ও বুদ্ধি এই পাঁচ অঙ্গদ্বারা প্রণামই পঞ্চাঙ্গপ্রণাম বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। অর্চ্চন-বিষয়ে এই পঞ্চাঙ্গ ও অষ্টাঙ্গ প্রণামই প্রশস্ত জানিবে। ৩০১।

সন্ধিংবীক্ষ্যহরিংচাদ্যং গুরূন্‌স্বগুরুমেবচ।
দ্বিচতুর্ব্বিংশদথবা চতুর্ব্বিংশত্তদর্দ্ধকং।
নমেত্তদর্দ্ধমথবা তদর্দ্ধংসর্ব্বথা নমেৎ॥ ৩০৩॥
দেবার্চ্চাদর্শনাদেব প্রণমেন্মধুসূদনং।
স্থানাপেক্ষা ন কর্ত্তব্যা দৃষ্ট্বার্চ্চাংদ্বিজসত্তমাঃ।
দেবার্চ্চাদৃষ্টিপূতংহি শুচিসর্ব্বংপ্রকীর্ত্তিতং॥ ৩০৪॥

অথ নমস্কারে নিষিদ্ধানি।

জন্মপ্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ পুমান্ বৈ ধর্ম্মমাচরেৎ।
সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং যাতি একহস্তাভিবাদনাৎ॥ ৩০৫॥
বস্ত্রপ্রাবৃতদেহস্ত যো নরঃ প্রণমেত মাং।
শ্বিত্রী সজায়তে মূর্খঃ সপ্তজন্মনি ভামিনি॥ ৩০৬॥

পণ্ডিতজন প্রণামসময়ে ভগবানের সম্মুখস্থ শ্রীগরুড়কে স্বদক্ষিণে রাখিয়া, তদীয় পৃষ্ঠে অর্থাৎ বামভাগে প্রণাম করিবে। প্রভুর অতি নিকটে প্রণাম অত্যন্ত নিষিদ্ধ। প্রণাম তিনবার অবশ্যই করিতে হইবে, কিন্তু সমর্থ হইলে তদপেক্ষা অধিক প্রণাম করিতে ক্ষতি নাই। ৩০২। শয়ন, ভোজনাদি ব্যতীতকালে সর্ব্বাগ্রে হরিকে, তাহার পর গুরুবর্গকে (পিতা, মাতা, অধ্যাপক, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পতি, এই পাঁচজনকে) এবং মন্ত্রপ্রদ গুরুকে অষ্টচত্বারিংশৎ (৪৮) বার কিম্বা ষট্‌ত্রিংশৎ (৩৬) বার অথবা অষ্টাদশবার কি নয়বার প্রণাম বিধেয়। ৩০৩। দেবপ্রতিমা দর্শন করিলেই মধুসূদনকে প্রণাম করিবে, স্থানের অপেক্ষা করিবে না। দেবমূর্ত্তি দর্শনের পর যে কোন বস্তু দেখা যায়, তৎসমুদায় বস্তুই পবিত্র। ৩০৪। অথ নমস্কারে নিষিদ্ধ। যদি কেহ একহস্ত ভূমিতে রাখিয়া ভগবান্‌কে প্রণাম করে, তাহা হইলে সেব্যক্তি জন্মাবধি যে কিছু ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, সে সকল নিষ্ফল হয়। ৩০৫। যদি কোন ব্যক্তি বস্ত্রাবৃতাঙ্গ হইয়া প্রণাম করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি সপ্তজন্ম ধবল কুষ্ঠরোগী ও মূর্খ হইয়া থাকে। ৩০৬।

অগ্রেপৃষ্ঠে তথা বামে সমীপে গর্ত্তমন্দিরে।
জপহোমনমস্কারান্নকুর্য্যাৎ কেশবালয়ে॥ ৩০৭॥
সকৃদ্ভূমৌনিপতিতো ন শক্তঃ প্রণমেন্মুহুঃ।
উত্থায়োত্থায়োকর্ত্তব্যং দণ্ডবৎ প্রণিপাতনং॥ ৩০৮॥

অথ প্রদক্ষিণা।

ততঃপ্রদক্ষিণাংকুর্য্যাদ্ভক্ত্যা ভগবতো হরেঃ।
নামানি কীর্ত্তয়ন্ শক্তৌতাঞ্চ সাষ্টাঙ্গবন্দনাং॥
একাচণ্ড্যাং রবৌসপ্ত তিস্রোদদ্যাদ্বিনায়কে।
চতস্রঃকেশবে দদ্যাৎ শিবেত্বর্দ্ধপ্রদক্ষিণাং॥ ৩০৯॥
বামে কৃত্বা তু গোবিন্দং কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণাং দ্বিজঃ।
অন্যথা নাচরে দেবং নমস্কারস্য ন্যায়তঃ॥ ৩১০॥

প্রদক্ষিণা মন্ত্রশ্চায়ং।

হে কৃষ্ণ রাধিকাকান্ত গোবিন্দ মধুসূদন।
প্রদক্ষিণাং করোমি ত্বং করুণাং কুরু মাধব॥ ৩১১॥

কৃষ্ণমন্দির, কৃষ্ণের সম্মুখে, তদীয় পশ্চাৎ ও বামভাগে ও নিকটে এবং মন্দিরের ভিতর জপ-হোম ও নমস্কার করিবে না। ৩০৭। সমর্থ হইলে একবারমাত্র ভূমিতে পতিত হইয়া বারংবার প্রণাম করিবে। ৩০৮। অথ প্রদক্ষিণ অর্থাৎ পরিক্রমা। ভক্তিসহকারে ভগবান্ শ্রীহরিকে প্রদক্ষিণ ও তদীয় নাম কীর্ত্তন করিবে। সমর্থ হইলে অষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিবে। চণ্ডীকে একবার, সূর্য্যকে সাতবার, গণাধীশকে বারত্রয়, বিষ্ণুকে চতুর্ব্বার এবং শিবকে দুইবার প্রদক্ষিণ করিবে। ৩০৯। শ্রীগোবিন্দকে স্ববামভাগে রাখিয়া প্রদক্ষিণ করিবে, নমস্কারের অনুসারে ইহাতে অন্যথা করিবে না। ৩১০। প্রদক্ষিণের মন্ত্র এই—হে কৃষ্ণ! হে রাধিকাকান্ত! হে গোবিন্দ! হে মধুসূদন! আমি তোমাকে প্রদক্ষিণ করিতেছি, হে মাধব! আমায়

অথ প্রদক্ষিণায়াং নিষিদ্ধং।

একহস্তপ্রণামশ্চ একাচৈব প্রদক্ষিণা।
অকালে দর্শনং বিষ্ণোর্হন্তিপুণ্যং পুরাকৃতং॥ ৩১২॥
কৃষ্ণস্য পুরতোনৈব সূর্য্যস্যেব প্রদক্ষিণাং।
কুর্য্যাদ্ভ্রমরিকারূপাং বৈমুখ্যাপাদনীংপ্রভৌ।
প্রদক্ষিণং ন কর্ত্তব্যং বিমুখত্বাচ্চ কারণাৎ॥ ৩১৩॥
শয়নাশনয়াদৌ চ হ্যকালো বুধসম্মতঃ।
শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদৌচ নিষেধোঽস্তীতি শুশ্রুম॥ ৩১৪॥
নাকালে দর্শয়েদ্বিষ্ণুমিতি যন্মুনিনোদিতং।
তস্যকাম্য পরত্বঞ্চ বচনস্যেতিবৈষ্ণবাঃ॥ ৩১৫॥
মৃত্যোর্দ্দিনংস্থিরংনাস্তি জ্ঞাত্বেতিপণ্ডিতাজনাঃ।
অকালাদি ন মন্যন্তে শ্রীহরেদর্শনাদিষু॥ ৩১৬॥

অথ কর্ম্মাদ্যর্পণং।

ততঃ শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জে দাস্যেনৈবসমর্পয়েৎ।
এভির্ম্মন্ত্রৈঃ স্বকর্ম্মাণি সর্ব্বমাত্মানমপ্যথ॥ ৩১৭॥

দয়া কর! ৩১১। অথ প্রদক্ষিণকার্য্যে নিষেধ বলিতেছেন। এক হস্তে প্রণাম একবার প্রদক্ষিণ, এবং অকালে বিষ্ণুকে দর্শন করিলে পূর্ব্বকৃত পুণ্য বিনষ্ট হয়। ৩১২। কৃষ্ণের সম্মুখে মণ্ডলাকারে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবে না। ঐরূপ করিলে প্রভুর অভিমুখে পশ্চাদ্ভাগ হয়। বৈমুখ্যরূপ কারণপ্রযুক্ত প্রদক্ষিণ করিবে না। ৩১৩। শ্রীকৃষ্ণের শয়ন-ভোজনাদি-কাল অকাল, ইহাই পণ্ডিতব্যক্তির মত। শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাদি ঐ সময় নিষেধ আছে, ইহাই আমরা শ্রুত আছি। ৩১৪। অকালে বিষ্ণুকে দর্শন করিবে না, মুনি কর্ত্তৃক এই যে উক্ত হইয়াছে, সেই মুনিবাক্য কাম্যপর জানিতে হইবে, ইহাই বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত। ৩১৫। এই বৈষ্ণব সিদ্ধান্তকে গ্রহণপূর্ব্বক পণ্ডিতেরা বলেন যে, পণ্ডিতসকল মৃত্যুর দিন স্থির নাই জানিয়া, শ্রীহরির দর্শনাদিতে অকালাদি স্বীকার

মন্ত্রশ্চৈতে।

ইতঃপূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারবতো জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্ত্য-বস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাংপদ্ভ্যামুদরেণশিশ্না যৎকৃতং যদুক্তং যৎস্মৃতং তৎসর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণার্পণং ভবতু স্বাহা। মাং মদীয়ঞ্চ সকলং হরয়ে সমর্পয়ামীতি। ওঁ তৎসদিতি ॥ ৩১৮ ॥

অথ তত্রকর্ম্মার্পণং।

বিরাগীচেৎকর্ম্মফলে ন কিঞ্চিদপি কারয়েৎ।
অর্পয়েৎ স্বকৃতংকর্ম্ম প্রীয়তামিতি মে হরিঃ ॥ ৩১৯ ॥

অথ কর্ম্মার্পণবিধিঃ।

দক্ষেণ পাণিনার্ঘ্যস্থং গৃহীত্বা চুলুকোদকং।
নিধায় কৃষ্ণপাদাব্জসমীপে প্রার্থয়েদিদং ॥
পদত্রয়ক্রমাক্রান্ত ত্রৈলোক্যেশ্বর কেশব।
তৎপ্রসাদাদিদং তোয়ং পাদ্যং তেঽস্তু জনার্দ্দন ॥৩২০॥

করেন না। ৩১৬। অথ কর্ম্মাদি অর্পণ। অনন্তর মন্ত্র পাঠদ্বারা নিজ কর্ম্ম সকল দাসত্বভাবে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে সমর্পণ করিবে। তাহার পর আত্মাকেও সমর্পণ করিবে। ৩১৭। সেই মন্ত্র এই,—প্রাণ, বুদ্ধি, দেহ ও ধর্ম্মে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া, আমি ইহার পূর্ব্বে জাগ্রৎ-স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় মনে যাহা ভাবনা করিয়াছি, বাক্যদ্বারা যাহা বলিয়াছি, কর্ম্ম অর্থাৎ হস্ত-পদ-উদর-শিশ্ন দ্বারা যাহা করিয়াছি, সেই সকল শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হউক। আপনাকে অর্থাৎ স্বদেহকে এবং আমার সকল বস্তু শ্রীহরিকে সমর্পণ করিতেছি। ৩১৮। তন্মধ্যে প্রথমতঃ কর্ম্মার্পণ। কর্ম্মফলে বিরক্তি জন্মিলে আর কিছুই করিবে না। হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, এই বলিয়া স্বকৃত কর্ম্ম হরিকে সমর্পণ করিবে। ৩১৯। অনন্তর কর্ম্মার্পণ বিধি। দক্ষিণ হস্তে অর্ঘ্যপাত্রস্থ এক চুলুক জল গ্রহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণের পাদপদ্ম নিকটে রাখিয়া এই প্রার্থনা করিবে। হে ত্রিবিক্রম! হে ত্রৈলোক্যাধিপতে! হে কেশব! হে জনার্দ্দন! আপনার কৃপায় এই জল আপনার চরণোদক

অথ স্বার্পণবিধিঃ।

অহংভগবতোহংশোহস্মি সদা দাসোহস্মিসর্ব্বথা।
তৎকৃপাপেক্ষকো নিত্যমিত্যাত্মানং সমর্পয়েৎ।
সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বং।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥ইতি॥৩২১॥

অথ মূলমন্ত্রজপঃ।

জপস্য পুরতঃ কৃত্বা প্রাণায়ামত্রয়ং বুধঃ।
মন্ত্রার্থস্মৃতিপূর্ব্বঞ্চ জপেদষ্টোত্তরং শতং।
শক্তোহষ্টাধিকসাহস্রং জপেত্তং চার্পয়ন্ জপং।
প্রাণায়ামাংশ্চ কৃত্বা ত্রীন্ দদ্যাৎ কৃষ্ণকরে জলং॥

তত্র চায়ং মন্ত্রঃ।

গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাত্ত্বয়ি স্থিতে॥ ৩২২ ॥

হউক। ইতি। ৩২০। অনন্তর স্বার্পণবিধি। আমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপ জীব। এই হেতু সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তদীয় দাস। আমি সর্ব্বদা তাঁহার কৃপাপ্রার্থী। এইরূপে আত্মসমর্পণ করিবে। ঐ বিষয়ে মায়াবাদী আচার্য্য শঙ্করস্বামি বলিয়াছেন, হে নাথ! ব্রহ্ম ও অবিদ্যায় ভেদবুদ্ধি না থাকিলেও আমি আপনা হইতে ভিন্ন। "তবাহং দাসোহস্মীত্যর্থঃ নতু মামকীনস্ত্বং।" আমি আপনার দাস। আপনি আমি নহি। কিন্তু আপনি আমা হইতে ভিন্ন নহেন। কারণ সমুদ্রের তরঙ্গ জলময় হইলেও তরঙ্গ বলিয়া কথিত। কখন তাহা সমুদ্র বলিয়া অভিহিত হয় না। ইতি। ৩২১। অনন্তর মূলমন্ত্র জপ। বিজ্ঞজন জপের পূর্ব্বে বারত্রয় প্রাণায়াম করিয়া মন্ত্রের অর্থ চিন্তা করিবেন এবং পশ্চাল্লিখিত বিধিঅনুসারে একশত আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবেন। সমর্থ হইলে এক সহস্র আটবার জপ করিবেন। জপ সম্পূর্ণ হইলে তিনবার প্রাণায়াম পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণকরে জল প্রদান করিবেন। তাহার মন্ত্র

অথ সর্ব্বশ্রেষ্ঠমন্ত্রৌ।

সর্ব্ববর্ণাধিকারশ্চ নারীণাংযোগ্য এবচ।
তং ব্রূহি ভগবন্মন্ত্রং মম সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে॥ ৩২৩॥
সর্ব্বেষুমন্ত্রবর্গেষু শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণব উচ্যতে।
গাণপত্যেষু শৈবেষু তথা শাক্তেষু সুব্রত॥ ৩২৪॥
বৈষ্ণবেষু সমস্তেষু কৃষ্ণমন্ত্রাঃ ফলাপ্তয়ে।
অধুনা ব্রূহিমে ব্রহ্মন্ মন্ত্ররাজং দশাক্ষরং॥ ৩২৫॥
সাম্প্রতং সংপ্রবক্ষ্যামি বিধানং মুনিনির্ম্মিতং।
যাবন্মন্ত্র ঋষিচ্ছন্দো দেবতাদীন্যনুক্রমাৎ॥ ৩২৬॥
ক্লীঁ গোপীজন বল্লভায় স্বাহা॥
ক্লীঙ্কারাদসৃজদ্বিশ্বমিতি প্রাহুঃশ্রুতেগিরঃ।
লকারৎ পৃথিবীজাতা ককারাজ্জল সম্ভবঃ।
ঈকারাদগ্নিরুৎপন্নো নাদাদ্বায়ুরজায়ত।
বিন্দোরাকাশসম্ভূতিরিতি ভূতাত্মকো মনুঃ॥ ৩২৭॥

"গুহ্যাতি গুহ্য গোপ্তাত্বং" ইত্যাদি। ইতি। ৩২২। অথ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মূলমন্ত্রদ্বয়। হে ভগবন্। সর্ব্ববর্ণের অধিকার ও স্ত্রী সকলের যোগ্য ভগবন্মন্ত্র সর্ব্বার্থ সিদ্ধি জন্য আমাকে বলুন। সকল মন্ত্রাপেক্ষা বিষ্ণুমন্ত্র শ্রেষ্ঠ। শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্যাদি যত মন্ত্র আছে, সেই সকল অপেক্ষা বিষ্ণুমন্ত্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আবার কৃষ্ণমন্ত্র সকল বিশেষ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বফল লাভের হেতুভূত। এক্ষণে দশাক্ষর মন্ত্ররাজ আমাকে বলুন। ৩২৩। ৩২৪। । ৩২৫। এখন আমি মুনি নির্ম্মিত দশাক্ষর মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ ও দেবতাদির সহিত প্রয়োগ কীর্ত্তন করিতেছি। ৩২৬। "গোপীজন বল্লভায় স্বাহা"। ইহার নাম দশাক্ষর মন্ত্র। "ক্লীঁ" ঐ মন্ত্রের বীজ। ঐ বীজ হইতেই বিশ্বসংসারের উৎপত্তি। ইহাই বেদের বাক্য। লকার হইতে পৃথিবী। ককার হইতে জল। ঈকার হইতে অগ্নি।

স্বশব্দেন চ ক্ষেত্রজ্ঞো হেতি চিৎ প্রকৃতিঃ পরা।
তয়োরৈক্যসমুদ্ভূতির্মুখবেষ্টনকার্ণকঃ।
অতএব হি বিশ্বস্য লয়ঃ স্বাহার্ণকোভবেৎ॥ ৩২৮॥
গোপীতি প্রকৃতিং বিদ্যাজ্জনস্তত্ত্ব সমূহকঃ।
অনয়োরাশ্রয়ব্যাপ্তৌ কারণত্বেন চেশ্বরঃ।
সান্দ্রানন্দঃ পরং জ্যোতির্ব্বল্লভেন চ কথ্যতে।
ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎপুরুষ ইত্যাহুঃ প্রথমাগিরঃ।
বীজোচ্চারণমাত্রেণ চিৎস্বভাবঃ প্রজায়তে।
বল্লভেন তু তদ্দার্ঢ্যং স্বাহয়া জ্ঞানদাহনঃ॥ ৩২৯॥
অথবা গোপীপ্রকৃতির্জ্জনস্তদংশমণ্ডলং।
অনয়োর্ব্বল্লভঃ স্বামী কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বরঃস্মৃতঃ।
কার্য্যকারণয়োরীশঃ শ্রুতিভিস্তেন গীয়তে।
অনেকজন্ম সিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা।
নন্দনন্দন ইত্যুক্তস্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধনঃ।

নাদ হইতে বায়ু। বিন্দু হইতে আকাশের উৎপত্তি, সুতরাং ঐ বীজ পঞ্চভূতাত্মক।৩২৭। স্ব শব্দে ক্ষেত্রজ্ঞ। হ শব্দে চিদ্রূপা প্রকৃতি। এই কারণ এতদুভয় বর্ণ সংযোগ সম্ভূত "স্বাহা" শব্দ বিশ্বলয়ের হেতুভূত।৩২৮। গোপী শব্দে প্রকৃতি। জন শব্দে তত্ত্ব সকল। অতএব এতদুভয়ের আশ্রয়ভূত, ব্যাপক, সান্দ্রানন্দ, জ্যোতিরূপ, কারণতত্ত্ব পরবস্তু পরমেশ্বর কৃষ্ণই বল্লভ শব্দে অভিহিত। বেদে পুরুষকে ত্রিপাদরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ ত্রিপাদ শব্দ দ্বারা সৎ, চিৎ, আনন্দই উপলব্ধি হয়। বীজের উচ্চারণে চিৎ, গোপীজন বল্লভ শব্দে সৎ ও স্বাহা শব্দ দ্বারা জ্ঞানের সারভূত আনন্দ।৩২৯। অথবা গোপী শব্দে প্রকৃতি। জন শব্দে তদংশ-মণ্ডল। বল্লভ শব্দে উহাদের স্বামী অর্থাৎ কার্য্যকারণাধীশ্বর কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বর। রজোগুণাদি বিহীন সাধক সর্ব্বার্থসিদ্ধির জন্য

চিন্তয়েদ্বিরজোমন্ত্রী সর্ব্বসম্পত্তি হেতবে।
দশানামপি তত্ত্বানাং সাক্ষীবেত্তা তথাক্ষরং।
দশাক্ষর ইতিখ্যাতো মন্ত্ররাজঃ পরাৎপরঃ।
বীজপূর্ব্বো জপশ্চাস্য রহস্য কথিতং মুনে।
লুপ্তবীজ স্বভাবত্বাৎ দশার্ণ ইতি কথ্যতে॥ ৩৩০॥
নারদোঽস্য মুনিঃ প্রোক্তচ্ছন্দো বিরাড়িতিস্মৃতং।
শ্রীকৃষ্ণোদেবতাচাস্য দুর্গাধিষ্টাতৃদেবতা।
মহেশ্বরমুখাজ্জ্ঞাত্বা যঃ সাক্ষাত্তপসা মনুং।
সংসাধয়তি শুদ্ধাত্মা স তস্য ঋষিরীরিতঃ।
গুরুত্বান্মস্তকে চাস্য ন্যাসস্তু পরিকীর্ত্তিতঃ।
সর্ব্ববেদ ব্যাপকত্বাদ্বিরাড়িতি নিগদ্যতে।
সর্ব্বেষামপি তত্ত্বানাং ছাদনাচ্ছন্দ উচ্যতে।
অক্ষরত্বাৎ পদত্বাচ্চ মুখে ছন্দঃ প্রকীর্ত্তিতং।
বিনিয়োগোঽস্য মন্ত্রস্য পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে।
ঋষিচ্ছন্দোঽপরিজ্ঞানান্নমন্ত্র ফলভাগ্ ভবেৎ।
দৌর্ব্বল্যং যাতিমন্ত্রাণাং বিনিয়োগমজানতাম্॥ ৩৩১॥

এই মন্ত্র দ্বারা অনেক জন্ম সংসিদ্ধ গোপীগণের পতি, আনন্দ বর্দ্ধন নন্দনন্দনকে চিন্তা করিবেন। এই দশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা দশতত্ত্বের মধ্যবর্ত্তী সাক্ষিস্বরূপ, অক্ষর, পরমব্রহ্মরূপ দশমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায় বলিয়া, ইহাকে দশাক্ষর মন্ত্ররাজ বলা হয়। এই মন্ত্রের বীজ বর্ণ সংখ্যার মধ্যে গণিত হয় না বলিয়াই, ইহাকে দশাক্ষর মন্ত্র বলে। জপকালে বীজযুক্ত পূর্ব্বক জপিতে হয় জানিবে। ৩৩০। এই মন্ত্রের ঋষি নারদ, বিরাট ছন্দ, দেবতা শ্রীকৃষ্ণ এবং মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গা। যিনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের মুখ হইতে শ্রবণ পূর্ব্বক, তপস্যা দ্বারা যে মন্ত্রের সাধন করেন, তিনি সেই মন্ত্রের ঋষি। ঐ ঋষিই ঐ মন্ত্রের গুরু বলিয়া, তাঁহাকে মস্তকে ন্যাস করিতে

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি মন্ত্ররাজং পরাৎপরং।
অষ্টাদশার্ণমন্ত্রস্তু গুহ্যাদ্গুহ্যতরঃ স্মৃতঃ।
তং মন্ত্রং শ্রোতুমিচ্ছামি যদি যোগ্যোঽস্মি সত্তম ॥৩৩২॥
মন্ত্ররাজো মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্ববেদাগমানুগঃ।
ততঃ প্রভৃতি বিপ্রর্ষে হরিতামাপ্তবানহং।
তবস্নেহাৎ প্রবক্ষ্যামি যতস্ত্বং পুরুষপ্রিয়ঃ ॥ ৩৩৩ ॥
ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা ॥
কৃষ্ণশব্দশ্চ সত্ত্বার্থো ণশ্চানন্দ স্বরূপকঃ।
সুখরূপোভবেদাত্মা ভাবানন্দময়স্ততঃ।
গোশব্দেন জ্ঞানমুক্তং তেন বিন্দেত তৎপদং।
গোশব্দাদ্বেদ ইত্যুক্ত স্তেন বা লভতে বিভুং।

হয়। সর্ব্ববেদব্যাপক হইতে বিরাট। সকল তত্ত্বের আচ্ছাদক হইতে ছন্দ। অক্ষর ও পদ হেতু ছন্দ মুখে। ঋষি ও ছন্দ না জানিলে মন্ত্রের ফলভাগী হওয়া যায় না। মন্ত্রের বিনিয়োগ না জানিলে মন্ত্রের বল হয় না। যে প্রয়োজনে যে মন্ত্র আলোচিত হয়, সেই প্রয়োজনকেই সেই মন্ত্রের বিনিয়োগ বলা যায়। মন্ত্রের বিনিয়োগ পুরুষার্থ চতুষ্টয় সিদ্ধির কারণ। ৩৩১। ইদানী গুহ্য হইতে গুহ্যতর অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররাজ প্রকাশ করুন। যদি আমি শ্রবণেয়োগ্য হই। নারদ বলিলেন, ঐ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র সকল মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ ও বেদাগম সম্মত। ঐ মন্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়াই আমি হরিভক্তিলাভ অর্থাৎ হরিতে তন্ময় হইয়াছিলাম। এক্ষণে, তদীয় স্নেহ পরবশ হইয়া, তোমাকে ঐ মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩৩২। ।৩৩৩। "ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা"। কৃষ্ণশব্দ সত্তাবাচী। ণকার আনন্দবাচী। এতদুভয় সংযোগে জ্ঞানানন্দময় পরমাত্মা নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই জানিতে হইবে। গো শব্দে জ্ঞান মুক্তকে বোধ করায়। তাদৃশ মোক্ষ (মোচন) লাভ

নারদোঽস্য মুনিঃ প্রোক্তো গায়ত্রীচ্ছন্দ উচ্যতে।
কৃষ্ণঃ প্রকৃতিরেতস্য দুর্গাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধকঃ।
নারায়ণ ইতি খ্যাতঃ পদপঞ্চাত্মকঃ পরঃ।
অক্ষরার্থস্তু কথিতঃ পদস্যার্থ ইতীরিতঃ।
বীজশক্তি পুরাপ্রোক্তা বিনিয়োগশ্চ পূর্ব্ববৎ॥ ৩৩৪॥

"ভক্তির্ভজন সম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিঃ পরং।
জ্ঞায়তেঽত্যন্ত দুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ।
দুর্গেতি গায়তে সদ্ভিরখণ্ড রসবল্লভেতি।" শ্রুতিবিদ্যা সম্বাদনারদপঞ্চরাত্রীয়াৎ শ্রীভগবৎসেবাসমুত্থাপ্যায়াঃ পরমেশ্বর পরায়াঃ চিচ্ছক্ত্যাখ্যস্বরূপভূতভগবচ্ছক্তি বিশেষ বৃত্তিরূপায়াঃ পরমানন্দময্যা দুর্গাপরনাম্ন্যাঃ ভক্তিত্ববোধনাত্তস্যাশ্চরমত্বেন

হইলেই পরমাত্ম কৃষ্ণ পরিজ্ঞান হয়, এই জন্যই তাঁহার নাম গোবিন্দ। কিম্বা গো শব্দে ঐ বেদ দ্বারাই মনুষ্য সকল বিভু পরমাত্মা কৃষ্ণকে লাভ করেন, এই হেতু তাঁহার নাম গোবিন্দ। ঐ মন্ত্রের ঋষি নারদ। ছন্দ গায়ত্রী। কৃষ্ণ প্রকৃতি, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুর্গা। এই মন্ত্রোক্ত পাঁচটীপদে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহ সমন্বিত নারায়ণ। এই অক্ষরার্থ ও পদের অর্থ জানিবে। বীজের শক্তি এবং বিনিয়োগ পূর্ব্বের ন্যায়। ৩৩৪। এখন দুর্গা শব্দের অর্থ বিশেষরূপে করিতেছেন। আত্মার যে প্রকৃতি পরতত্ত্ব স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করে, তাহাই ভজন সম্পত্তিরূপা ভক্তি। আত্মার ঈদৃশী প্রকৃতি অতি দুঃখে অবগত হওয়া যায়। দুর অর্থাৎ দুঃখে এই প্রকৃতির গতি অর্থাৎ অবগতি হয় বলিয়াই, এই চিচ্ছক্তি পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক দুর্গানামেও অভিহিতা। শ্রীকৃষ্ণ ভজনপরায়ণা বলিয়া এই দুর্গানাম্নী চিচ্ছক্তি পূর্ণানন্দ রসানুভবে অধিকারিণী। পরমেশ্বর পরা, চিচ্ছক্তিস্বরূপভূতা, ভগব-

প্রেমাখ্যত্বং স্ফুটং। পরমপ্রেমময়ী সর্ব্বলক্ষ্ম্যংশিনী চ শ্রীরাধেতি বৃহদ্গৌতমীয়াদি প্রসিদ্ধা। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা। অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্মোবিহায় গোবিন্দঃ প্রীতোযামনয়দ্রহঃ॥ তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দ হৃতমানসা ইত্যাদিনা। বিশেষ জিজ্ঞাসাচেৎ শ্রীগুরুমুখাৎ শ্রোতব্যঃ॥ ৩৩৫॥

অর্পিতং তঞ্চ সঞ্চিত্য স্বীকৃতং প্রভুনাখিলং।
পুনঃস্তুত্বা যথাশক্তি প্রণম্য প্রার্থয়েদিদং॥ ৩৩৬॥

অথ প্রার্থনং।

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন।
যৎপূজিতং ময়াদেব পরিপূর্ণং তদস্তুমে।

চ্ছক্তি বিশেষ বৃত্তিরূপা, পরমানন্দময়ী, দুর্গানাম্নীর ভক্তি আখ্যাসিদ্ধ। সেই ভক্তির অপর নাম প্রেম। ইহাই শ্রুতিবিদ্যাসম্বাদ নারদপঞ্চরাত্রের মত। সেই প্রেম শ্রীরাধিকা, তিনিই সর্ব্বলক্ষ্মীর অংশিনী। ইহাই গৌতমীয়াদি প্রসিদ্ধ। দেবী-কৃষ্ণময়ী-পরদেবতা, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বকান্তি সম্মোহিনী, সর্ব্বশক্তি শ্রেষ্ঠা রাধিকা। সেই রমণী রাধিকা নিশ্চয় ভগবান্ হরিরীশ্বরের আরাধনা করিয়াছিল, তাহা না হইলে কি গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, প্রীতমনে তাঁহাকে নির্জ্জনস্থানে আনয়ন করেন। কৃষ্ণের একান্ত ভক্তসকল শ্রেষ্ঠ, গোবিন্দ হৃতমানস, অতএব পরম প্রেমরূপ। সেই প্রেমরূপ রাধাই এ স্থলে দুর্গানামে অভিহিতা। ইত্যাদি। বিশেষ জানিতে হইলে শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিবে। আমি সার বলিলাম। ৩৩৫। ভগবান্ কৃষ্ণে সমর্পিত হইলে, সেই সমস্ত কৃত জপ যেন কৃষ্ণ গ্রহণ করিলেন, এইরূপ ভাবনা করিবে ও যথাশক্তি পুনর্ব্বার স্তব এবং প্রণাম পূর্ব্বক এই প্রার্থনা করিতে হইবে। ৩৩৬। অথ প্রার্থনা। হে দেব! হে জনার্দ্দন! মন্ত্র;

অজ্ঞানাদথবাজ্ঞানাদশুভং যন্ময়াকৃতং।
ক্ষন্তুমর্হসি তৎসর্ব্বং দাস্যেনৈব গৃহাণ মাং॥ ৩৩৭॥
কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ বামন বাসুদেব জগদ্গুরো
মৎস্য কচ্ছপ নারসিংহ বরাহ রাঘব পাহি মাং।
দেব দানব নারদাদি বন্দ্য দয়ানিধে
দেবকীসুত দেহি মে তব পাদভক্তিমচলাং॥ ৩৩৮॥
ন ধ্যাতোঽসি ন কীর্ত্তিতোঽসি ন মনাগারাধিতোঽসি প্রভো
নো জন্মান্তরগোচরে তব পদাম্ভোজে চ ভক্তিঃ কৃতা।
তেনাহং বহুদুঃখভাজন তয়া প্রাপ্তো দশামীদৃশীং
ত্বং কারুণ্যনিধে বিধেহি করুণাং শ্রীকৃষ্ণ দানে ময়ী॥ ৩৩৯॥
শরণমসি হরে প্রভো মুরারে জয়মধুসূদন বাসুদেব বিষ্ণো।
নিরবধি কলুষৌঘকারিণং গতিরহিতং জগদীশ রক্ষ রক্ষ॥ইতি॥

ক্রিয়া ও ভক্তিহীন হইয়া, আমি যে আপনার পূজা করিয়াছি, সেই সকল আপনার প্রসাদে পূর্ণ হউক। অজ্ঞান আর জ্ঞানবশতই হউক, আমি যে যে অশুভ কর্ম্ম করিয়াছি, সে সকল আপনি ক্ষমা করুন। এবং আমাকে সেবকরূপে গ্রহণ করুন। ৩৩৭। হে কৃষ্ণ! হে বলরাম! হে মুকুন্দ! হে বাসুদেব! হে জগদ্‌গুরো! হে মীন! হে কূর্ম্ম! হে নৃকেশরী! হে বরাহ! হে রাঘব! আমাকে রক্ষা করুন। হে দেবদৈত্য নারদাদির বন্দনীয়! হে দয়ানিধি! হে দেবকী-নন্দন! আপনার পাদপদ্মে আমাকে অচলা ভক্তি প্রদান করুন। ৩৩৮। হে প্রভো! আমি তদীয় ধ্যান বা কীর্ত্তন অথবা কিঞ্চিন্মাত্র আরাধনা করি নাই এবং জন্মান্তরে তদীয় চরণারবিন্দে কিঞ্চিন্মাত্র ভক্তিও করি নাই। হে কল্যাণবারিধে! এই হেতু আমি এই প্রকার দশা লাভ করিয়াছি অর্থাৎ সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয় সকলের তর্পণ জন্য হা হা করিতেছি। যাহাই হউক, হে কৃষ্ণ! আমি অতি দীন, আমার প্রতি কৃপা বিতরণ করুন। ৩৩৯। হে

নাথ যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥ ৩৪০ ॥

অথ দৈন্যোক্তিঃ।

নামানি প্রণয়েন তে সুকৃতিনাং তন্বন্তি তুণ্ডোৎসবং
ধামানি প্রথয়ন্তি হন্ত জলদশ্যামানি নেত্রাঞ্জনং।
সামানি শ্রুতিশঙ্কুলীং মুরলিকার্জাতান্যলং কুর্ব্বতে
কামানির্ব্বৃত চেতসামিহ বিভো নাশাপি নঃ শোভতে ॥৩৪১॥

অথ মোক্ষানাদরঃ।

ভক্তিঃ সেবাভগবতো মুক্তিস্তৎপদলঙ্ঘনং।
কো মূঢ়ো দাসতাং প্রাপ্য প্রাভবং পদমিচ্ছতি ॥

হরে! হে মুরারে! হে প্রভো! আমি অনন্যভাবে তোমার শরণাগত হইয়াছি। তুমিও আমার আশ্রয় হইয়াছ। হে মধুসূদন! হে বাসুদেব! তোমার জয় হউক। হে বিষ্ণো! আমি নিরন্তর ভূরি ভূরি পাপ করিয়াছি। এখন বহু চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, তুমি ব্যতীত আমার আর গত্যন্তর নাই। হে জগদীশ! আমায় রক্ষা কর। রক্ষা কর। হে নাথ! হে অচ্যুত! আমি স্বকৃত কর্ম্মফলে চণ্ডালাদি যোনি সহস্রের মধ্যে যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করিব, সেই সেই জন্মে যেন আপনার পদারবিন্দে আমার অবিচলিতা ভক্তি থাকে। ৩৪০। অনন্তর দৈন্যোক্তি। হে ভগবন্! আপনার "কৃষ্ণ" ইত্যাদি সুমধুর নাম সকল প্রণয় (প্রীতি) বশতঃ পুণ্যবান মানব সকলের বদনের মহোৎসব বিধান করিতেছেন। আপনার নবনীরদ তুল্য শ্যামবর্ণ কান্তি তাঁহাদিগের নয়নের প্রেমরূপ অঞ্জন বিস্তার করিতেছেন। আপনার মুরলীজাত সামধ্বনি (কামবীজ প্রভৃতি) তাঁহাদিগের শ্রবণরন্ধ্রকে অলঙ্কৃত করিতেছেন। কিন্তু হে বিভো! আমাদিগের চিত্ত হইতে কামাদি বাসনা নির্ব্বৃত না হওয়াতে অদ্যাপি আশাও পূর্ণ হইতেছে না। অতএব আমাদিগকে ধিক্! ধিক্! ধিক্! ৩৪১। অথ মোক্ষ অনাদর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের

শ্রীগোপীভর্ত্তুঃপদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসইত্যুপাধিংবিহায় যো জনঃ প্রাভবং প্রভুসম্বন্ধীয়ং প্রভ্বাদিপদমিচ্ছতি স চ মূঢ়ঃ "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনে" ত্যাদি প্রভুবাক্যাবহেলক স্তস্মাদপরাধী চ ॥ ৩৪২ ॥

অথ শ্রীবালগোপাল ধ্যানং।

অব্যাদ্ব্যাকোষনীলাম্বুজরুচিররুণাম্ভোজনেত্রোঽম্বুজস্থো
বালো জঙ্ঘাকটীরস্থলকলিত রণৎ কিঙ্কিণীকো মুকুন্দঃ।
দোর্ভ্যাং হৈয়ঙ্গবীনং দধদতিবিমলং পায়সং বিশ্ববন্দ্যো
গো গোপী গোপবীতো রুরুনখবিলসৎকণ্ঠভূষশ্চিরংবঃ॥৩৪৩॥

"গ্লীং গোপালায় নমঃ" ইতি তন্মন্ত্রঃ। "গ্লীং গোপালায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নো কৃষ্ণঃ প্রচোদয়াৎ" ইতি তদ্গায়ত্রী। পূজা পূর্ব্ববদিতি॥

সেবার নাম ভক্তি, আর তদীয় পদলঙ্ঘনের নাম মুক্তি, অতএব কোন মূঢ় দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া, মুক্তিপদ অর্থাৎ প্রভু সম্বন্ধীয় সাযুজ্যাদি ইচ্ছা করে, অর্থাৎ "প্রভুপদ" বাসনা করে। "শ্রীগোপীপতি শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাস দাসানুদাস" এই উপাধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি প্রভু সম্বন্ধীয় "প্রভু" আদি পদ ইচ্ছা করিতেছে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় মূঢ় এবং "তৃণ হইতে আপনাকে নীচজ্ঞান, তরু হইতে সহিষ্ণুতা" ইত্যাদি প্রভুবাক্য অবহেলক, সেই হেতু অপরাধী। ।৩৪২। অথ বালগোপালের ধ্যান। বিকসিত নীলোৎপলের ন্যায় অঙ্গকান্তি। অরুণাম্ভোজের ন্যায় নয়নযুগল। পদ্মোপরি উপবিষ্ট। চরণে ও কটীদেশে শব্দায়মান কিঙ্কিণী। একহস্তে নবনীত ও অপর হস্তে পায়স। জগতের বন্দনীয় বালকরূপী গোপাল গো, গোপ এবং গোপীগণে পরিবেষ্টিত। তদীয় কণ্ঠদেশে রুরুনখখচিত বহুবিধ ভূষণ। এমন বালগোপাল তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৩৪৩। (তদীয়মন্ত্র ও গায়ত্রী মূলে দেখ) পূজাপূর্ব্ববৎ। তাঁহার প্রণাম।

তৎপ্রণামং।

নবীন নীরদশ্যামং নীলেন্দীবরলোচনং।
বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণং ॥ ৩৪৪ ॥

অথ শ্রীকৌমারগোপাল ধ্যানং।

পঞ্চবর্ষমতিলোলমঙ্গনে ধাবমানমলকাকুলেক্ষণং।
কিঙ্কিণীবলয়হার নূপুরৈ রঞ্জিতং নমত নন্দ নন্দনং ॥৩৪৫॥

প্রণাম মন্ত্রশ্চায়ং।

যশোদানন্দনং নৌমি কৌমার বয়সান্বিতং।
খেলন্তং স্বগণৈঃ সার্দ্ধং নন্দালিন্দে ঘনপ্রভং ॥ ৩৪৬ ॥

অথ শ্রীপৌগণ্ডগোপাল ধ্যানং।

অব্যান্মীলৎ কলায়দ্যুতিরহিরিপুপিচ্ছোল্লসৎ কেশজালো
গোপীনেত্রোৎপলারাধিত ললিতবপুর্গোপ গো বৃন্দবীতঃ।
শ্রীমদ্বক্ত্রারবিন্দপ্রতিহসিত শশঙ্কাকৃতিঃ পীতবাসা
দেবোঽসৌ বেণুনাদ ক্ষপিত জনধৃতি র্দেবকীনন্দনো নঃ ॥৩৪৭॥

নবীন নীরদ শ্যামবর্ণ, নীলেন্দীবর লোচন, বল্লবীনন্দন, গোপালরূপী কৃষ্ণকে বন্দনা করি। ৩৪৪। অথ কৌমার গোপালের ধ্যান। যিনি পঞ্চবর্ষ বয়সান্বিত, অতিশয় চঞ্চল, যশোদার অঙ্গনে ধাবমান, অলকায় আকুল লোচন এবং যিনি কিঙ্কিণী, হার ও নূপুর প্রভৃতি দ্বারা রঞ্জিত, সেই নন্দনন্দন গোপালকে ধ্যান করি ও নমস্কার করি। তাঁহার প্রণাম মন্ত্র এই,—যশোদানন্দন, কৌমারবয়সান্বিত, যিনি নন্দের অঙ্গনে স্বগণের সহিত খেলা করিতেছেন, সেই ঘনপ্রভ কৃষ্ণকে নমস্কার করি। ৩৪৫। ৩৪৬। অথ পৌগণ্ড গোপালের ধ্যান। সেই দেবকী নন্দন আমাদিগকে রক্ষা করুন। তাঁহার অঙ্গকান্তি বিকসিত কলায় কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ, কেশকলাপ ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা শোভা পাইতেছে, গোপীগণ নয়নাম্বুজ দ্বারা তদীয় মনোহর-মূর্ত্তি পূজা করিতেছেন, গোপ ও গো-বৃন্দ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, সুশোভন বদনকমল মধুর হাস্যপ্রভা সংযোগে

অথ শ্রীকৈশোরগোপাল ধ্যানং।

অংসালম্বিত বামকুণ্ডলধরং মন্দোন্নত ভ্রূলতং
কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত কোমলাধর পুটং সাচি প্রসারেক্ষণং।
আলোলাঙ্গুলি পল্লবৈর্মুরলিকামাপূরয়ন্তং মুদা
মূলে কল্পতরোস্ত্রিভঙ্গললিতং ধ্যায়েজ্জগন্মোহনং॥
পূজাদি পূর্ব্ববৎ॥ ৩৪৮॥
স্ব স্ব ভাবানুসারেণ সাধবো ব্রজমণ্ডলে।
ভজন্তি কেবলাভক্ত্যা কৃষ্ণং গোপালরূপিণং॥ ৩৪৯॥
সমর্থশ্চেদ্ব্রজেবাসং কৃত্বাতু পূজয়েদ্ধরিং।
মনসাপিহ্যশক্তস্ত বাসং কৃত্বা ব্রজে সদা।
পূজয়েন্নন্দবালঞ্চ কৃষ্ণং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরং॥ ৩৫০॥

অথ শ্রীকৃষ্ণভজনমাহাত্ম্যং।

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমুনামরূপমধিকং কিন্তৎ সুদাম্নোধনং।
বংশঃকো বিদুরস্য যাদপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তি প্রিয়োমাধবঃ॥৩৫১॥

যেন নিশাকর সদৃশ, সেই দেব কৃষ্ণের পরিধান পীতবসন, তিনি বেণুবাদ্য পূর্ব্বক জনগণের ধৈর্য্যাপহরণ করিতেছেন। ৩৪৭। অথ কৈশোর গোপালের ধ্যান। যিনি স্কন্ধদেশাবলম্বিত মনোহরমকরাকৃতি রত্নকুণ্ডলধারী, ঈষদুন্নত ভ্রূলতা বিশিষ্ট, যাঁহার কোমলাধরপুট কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত, বক্র ও বিশাল নয়নযুগল, যিনি চঞ্চলাঙ্গুলিপল্লব দ্বারা মুরলীবাদ্য করিতেছেন, যিনি আনন্দসহকারে কল্পতরুমূলে ত্রিভঙ্গভঙ্গিমায় মনোহর দণ্ডায়মান, সেই জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি। পূজাদি পূর্ব্বের ন্যায়। ৩৪৮। নিজ নিজ ভাবানুসারে সাধুসকল কেবলাভক্তি দ্বারা ব্রজমণ্ডলে গোপালরূপী কৃষ্ণকে ভজনা করেন। ৩৪৯। অশক্ত হইলে মন দ্বারা সর্ব্বদা ব্রজে বাস পূর্ব্বক

অথ সেবাপরাধাঃ।

যানৈর্ব্বা পাদুকৈর্ব্বাপি গমনং ভগবদ্গৃহে।
দেবোৎসবাদ্যসেবাচ অপ্রণামস্তদগ্রতঃ।
উচ্ছিষ্টেবাঽথ বাঽশৌচে ভগবদ্দর্শনাদিকং।
একহস্ত প্রণামশ্চ তৎপুরস্তাৎ প্রদক্ষিণং।
পাদপ্রসারণং চাগ্রে তথা পর্য্যঙ্কবন্ধনং।
শয়নং ভক্ষণং বাপি মিথ্যাভাষণমেব চ।
উচ্চৈর্ভাষা মিথোজল্পো রোদনানিচ বিগ্রহঃ।
নিগ্রহানুগ্রহৌ চৈব নৃষু চ ক্রূরভাষণং।
কম্বলাবরণঞ্চৈব পরনিন্দা পরস্তুতিঃ।
অশ্লীলভাষণং চৈব অধোবায়ু বিমোক্ষণং।
শক্তৌ গৌণোপচারশ্চ অনিবেদিতভক্ষণং।
তত্তৎ কালোদ্ভবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণং।
বিনিযুক্তাবশিষ্টস্য প্রদানং ব্যঞ্জনাদিকে।
পৃষ্ঠীকৃত্যাসনঞ্চৈব পরেষামভিবাদনং।
গুরৌমৌনং নিজস্তোত্রং দেবতানিন্দনং তথা।
অপরাধাস্তথা বিষ্ণোর্দ্বাত্রিংশৎ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ৩৫২॥

সর্ব্বেশ্বরেশ্বর নন্দনন্দন কৃষ্ণকে ভজনা করিয়া থাকেন। ৩৫০। অথ কৃষ্ণভজন মাহাত্ম্য। ব্যাধের সদনুষ্ঠান কি ছিল? ধ্রুবের বয়ঃক্রম কি ছিল? গজরাজের বিদ্যা কি ছিল? সুদাম ব্রাহ্মণের ধন কি ছিল? বিদুর মহাশয়ের বংশসম্ভ্রম কি ছিল? যাদবপতি উগ্রসেনেরই বা কি পরাক্রম ছিল? তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁদের প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়াছেন? অতএব ভক্তিপ্রিয় মাধব কেবল ভক্তি দ্বারাই সন্তুষ্ট হয়েন। কেবল সদাচারাদি সকল দ্বারা কখনই সন্তুষ্ট হন না। ৩৫১। অথ সেবাপরাধ কথন। যানে আরোহণ পূর্ব্বক বা পাদুকা লইয়া শ্রীভগবদালয়ে গমন। ১। শ্রীকৃষ্ণের উৎসবাদি অদর্শন। ২। দেবতাদির

দ্বাত্রিংশদপরাধা যে কীর্ত্ত্যন্তে বসুধে ময়া।
বৈষ্ণবেন সদা তে তু বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥ ৩৫৩॥

অথাপরাধ ক্ষমাপনং।

অপরাধ সহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্ন্নিশং ময়া।
দাসোঽহমিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব মধুসূদন॥ ৩৫৪॥
যঃ করোতি হরেঃ পূজাং কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্কিতো নরঃ।
অপরাধ সহস্রাণি নিত্যং হরতি কেশবঃ।
এতদধিকং জ্ঞাতুমিচ্ছাচেৎ শ্রীহরিভক্তি বিলাসো
দ্রষ্টব্যঃ॥ ৩৫৫॥

সম্মুখে অপ্রণাম। ৩। উচ্ছিষ্ট বা অশৌচাবস্থায় হরি দর্শনাদি। ৪। একহস্ত ভূমিতে রাখিয়া প্রণাম। ৫। ভগবানের সম্মুখে প্রদক্ষিণ। ।৬। তদীয় অগ্রে পাদপ্রসারণ। ৭। পর্য্যঙ্ক বন্ধন, অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তিকে উদরোপরি রক্ষা পূর্ব্বক বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া নৃত্যাদি। ।৮। শ্রীমন্দিরে শয়ন। ৯। ভোজন। ১০। মিথ্যাভাষণ। ১১। উচ্চবাক্য প্রয়োগ। ১২। পরস্পর গল্প। ১৩। শোকাদিতে রোদন। ।১৪। বিরোধ। ১৫। নিগ্রহ। ১৬। অনুগ্রহ। ১৭। মনুষ্যের প্রতি নিষ্ঠুরবাক্য প্রয়োগ। ১৮। কম্বলাবরণ। ১৯। পরনিন্দা। ২০। পরস্তুতি। ২১। অশ্লীল বচন। ২২। আধোবায়ু পরিত্যাগ। ২৩। সমর্থ থাকিতে গৌণ উপচার অর্পণ। ২৪। অনিবেদিত ভক্ষণ। ২৫। যে কালে যে ফল উৎপন্ন হয়, সৎসমুদায় অনর্পণ। ২৬। যে দ্রব্যের অগ্রভাগ অপরে লইয়াছে, সে দ্রব্যের অবশিষ্ট প্রদান। ২৭। শ্রীকৃষ্ণকে পশ্চাতে রাখিয়া উপবেশন। ২৮। কৃষ্ণাগ্রে অন্যকে অভিবাদন। ২৯। গুরুকে স্তবাদি না করণ। ৩০। আপনার মুখে আপনার প্রশংসা। ৩১। অন্যদেবতা নিন্দন। ৩২। শ্রীবিষ্ণুর সন্নিধানে এই দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৩৫২। ভগবান্ কহিলেন, হে বসুধে! আমি যে বত্রিশ অপরাধ কীর্ত্তন করিলাম, বৈষ্ণব ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বদা তৎসমুদায় বর্জ্জন করিবেন। ৩৫৩।

অথ শ্রীশালগ্রামার্চ্চনং।

আদৌ সম্পূজ্য দেবশং কৃষ্ণং ত্রিভুবনেশ্বরং।
শালগ্রামার্চ্চনং কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণো বিষ্ণুতৎপরঃ॥ ৩৫৬॥
ওঁ বিষ্ণুং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদা-
মম্ভোজং দধতং সিতাব্জনিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনং।
আবদ্ধাঙ্গদহার কুণ্ডল মহামৌলিং স্ফুরৎ কঙ্কণং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার কৌস্তুভধরং বন্দে মুনীন্দ্রৈঃ স্তুতং॥
ইতি॥ ৩৫৭॥

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরিটী-
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃত শঙ্খ চক্রঃ॥ ইতি॥ ৩৫৮॥

অথ অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা। হে মধুসূদন! আমি দিবারাত্রির মধ্যে যে সহস্র সহস্র অপরাধ করিতেছি, আমাকে স্বদাস বিবেচনা করিয়া, তৎসমুদায় ক্ষমা করুন। ৩৫৪। কৃষ্ণশস্ত্রে অঙ্কিত অর্থাৎ তিলকাদি ধারণ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, কেশব সর্ব্বদা তাঁহার সহস্র প্রকার অপরাধ ক্ষমা করেন। আর অধিক জানিতে যদি বাসনা থাকে, তবে শ্রীহরিভক্তিবিলাস দেখিলেই হইবে। ৩৫৫। অনন্তর শ্রীশালগ্রাম পূজা বলিতেছেন। ত্রিভুবনেশ্বর দেবেশ কৃষ্ণকে অগ্রে পূজা করিয়া, বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ শ্রীশালগ্রাম পূজা করিবেন। "ওঁ বিষ্ণুং" হইতে "স্তুতং" পর্য্যন্ত একটী ধ্যান। আর "ওঁ ধ্যেয়ঃ" হইতে "চক্রঃ" পর্য্যন্ত আর একটী ধ্যান। ধ্যানার্থ। শরৎকালীন কোটি শশির সদৃশ সমুজ্জ্বল অঙ্গ। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী চতুর্ভুজ। শ্বেত সরোজে উপবিষ্ট। স্বীয় অঙ্গকান্তিতে জগৎ বিমোহিত করিতেছেন। অঙ্গদ, হার, কুণ্ডল ও কঙ্কণ প্রভৃতি নানা অলঙ্কারে বিভূষিত। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কণ্ঠে কৌস্তুভমণি। মুনীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক স্তুত। ইতি। ৩৫৬। ৩৫৭।

এবমেকমপি ধ্যাত্বা "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" ইতিমন্ত্রেণ পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ। তদ্গায়ত্রী "ওঁ কৃষ্ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।" তৎ-প্রণামমন্ত্রশ্চায়ং। "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়ে"ত্যাদি। অন্যৎ সমানমিতি ॥ ৩৫৯ ॥

তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দ হৃতমানসাঃ।
যেষাং শ্রীশপ্রসাদোঽপি মনোহর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ ॥
সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ ৩৬০ ॥

অথ বৈষ্ণবানাং নিত্যং শালগ্রামার্চ্চনং কর্ত্তব্যং।

শালগ্রামশিলায়াস্তু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবনং।
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র বাসুদেবো জগদ্গুরুঃ।
সুবর্ণার্চ্চা ন রত্নার্চ্চা ন শিলার্চ্চা সুরোত্তম।
শালগ্রাম শিলায়াস্তু সর্ব্বদা বসতে হরিঃ ॥ ৩৬১ ॥

সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী সরোসিজাসনে আসীন, কেয়ূর ও স্বর্ণকুণ্ডল ভূষণে ভূষিত। শিরে মুকুট এবং দুই হস্তে শঙ্খ-চক্র ধারণ করিয়াছেন। যাঁহার হেমময় বপু, এইরূপ নারায়ণকে আমি সর্ব্বদা ধ্যান করি। ইতি। ৩৫৮। এইরূপ একটী ধ্যান করিয়াও "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। তাঁহার গায়ত্রী "ওঁ কৃষ্ণায়" হইতে "প্রচোদয়াৎ" পর্য্যন্ত। তদীয় প্রণামমন্ত্র "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" ইত্যাদি পূর্ব্বে দেখ। অন্য সমান। ৩৫৯। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণরাশিতে যাঁহাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, একান্ত ভক্তগণের মধ্যে তাঁহারাই প্রধান। যে-হেতু পরব্যোমাধিপতি শ্রীপতির প্রসন্নতাও তাঁহাদিগের চিত্তাপহরণ করিতে সমর্থ হন না। যদিও শ্রীনাথ নারায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণে তত্ত্ব-গত কোন প্রভেদ দেখা যায় না, কিন্তু কেবল প্রেমময় রসনিবন্ধন

শালগ্রামশিলাপূজা বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন।
স চণ্ডালাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিঃ ॥ ৩৬২ ॥

অথ শালগ্রামক্রয় বিক্রয় নিষেধঃ।

শালগ্রাম শিলায়াং যো মূল্যমুদ্ঘাটয়েন্নরঃ।
বিক্রেতা চানুমন্তাচ যঃ পরীক্ষামুদীরয়েৎ।
সর্ব্বে তে নরকং যান্তি যাবদাভূত সংপ্লবং।
অতঃ সংবর্জ্জয়েদ্বিপ্র চক্রস্য ক্রয় বিক্রয়ং ॥ ৩৬৩ ॥

অথ তৎপ্রতিষ্ঠা নিষেধঃ।

শালগ্রামশিলায়াস্তু প্রতিষ্ঠা নৈব বিদ্যতে।
মহাপূজান্তু কৃত্বাদৌ পূজয়েত্তাং ততোবুধঃ ॥ ৩৬৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ (শ্রেষ্ঠতা) লক্ষিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক প্রেমেরও এইরূপ স্বভাব যে, তাহা আলম্বনকে (আশ্রয়কে) উৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করায়। ৩৬০। অথ বৈষ্ণবদিগের নিত্য শাল-গ্রাম পূজা করা কর্ত্তব্য, তাহাই বলিতেছেন। শ্রীশালগ্রাম শিলার পূজা করিলে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা হয়। জগদ্গুরু বাসু-দেব নিত্য উহাতে অধিষ্ঠিত। হে সুরোত্তম! সুবর্ণের, কি রত্নের কি প্রস্তর প্রতিমায় হরি সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন না। শালগ্রাম শিলায় সর্ব্বদা অবস্থিত থাকেন। ৩৬১। যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা না করিয়া কিছু ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি যতকাল কল্প থাকে, ততকাল চণ্ডালাদির বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া বাস করে। ৩৬২। শালগ্রাম ক্রয় বিক্রয় নিষেধ। যে ব্যক্তি শালগ্রামের মূল্যাবধারণ করে, যে ব্যক্তি বিক্রয় করে, যে ব্যক্তি মূল্যাবধারণে সম্মতি প্রদান করে এবং যে ব্যক্তি শিলার গুণদোষ পরীক্ষা করে, তাহারা সকলেই যতকাল মহাপ্রলয় না হয়, ততকাল নরকে অবস্থান করে। অতএব হে ব্রাহ্মণ! শালগ্রামচক্র ক্রয় বা বিক্রয় করিবে না। ৩৬৩। শালগ্রাম প্রতিষ্ঠা নিষেধ। শালগ্রাম শিলার প্রতিষ্ঠা নাই। সর্ব্বাগ্রে মহাপূজা করিয়া, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পরে ঐ শিলাই

এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যা ভগবতঃ পরৈঃ।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন।
স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্র ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদম্॥
ইতি স্কান্দাদ্যভিধানাৎ॥ ৩৬৫॥

অতো নিষেধকং যদ্যদ্বচনং শ্রূয়তে স্ফুটং।
অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ৩৬৬॥

শ্রীশালগ্রামশিলায়াঃ প্রতিষ্ঠাভাবাদযথোক্ত ভক্তলক্ষণান্বিতানাং শূদ্রকুলোৎপন্নানাং বৈষ্ণবানাং শ্রীশালগ্রামার্চ্চনেঽধিকারোঽস্তি অন্যেষামসতাং শূদ্রানামনধিকারঃ। অতএব শূদ্রমধিকৃত্যোক্তং

অর্চ্চনা করিবেন। ৩৬৪। এইরূপ যথোক্ত দীক্ষাগ্রহণানন্তর ভগবদর্চ্চন নিরত কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি স্ত্রী-শূদ্র, সকলেই নিরত হইয়া, শালগ্রামরূপী ভগবানের অর্চ্চনা করিবেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ইহাঁদিগের শালগ্রাম পূজনে অধিকার আছে। আর শূদ্র সৎ হইলে, তাহারও অধিকার আছে, অপরের নাই। স্ত্রী হউক বা শূদ্র হউক, কিংবা ব্রাহ্মণ হউক অথবা ক্ষত্রিয়াদি হউক, শালগ্রাম পূজা করিলে নিত্য বিষ্ণুপদলাভ করিবে। এই কথা স্কান্দ প্রভৃতি পুরাণে বর্ণিত আছে। ৩৬৫। শাস্ত্রান্তরে স্ত্রী শূদ্রাদির শালগ্রাম পূজার সম্বন্ধে যে সকল নিষেধ বাক্য স্পষ্ট শ্রবণ করা যায়, সেই সকল নিষেধ বাক্য বিষ্ণুর অভক্ত স্ত্রী-শূদ্রাদির পক্ষে। ইহাই তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত সকল বলেন। ৩৬৬। শালগ্রাম শিলার প্রতিষ্ঠা অভাবপ্রযুক্ত যথোক্ত ভক্ত লক্ষণান্বিত শূদ্রকুলোৎপন্ন বৈষ্ণবগণের শ্রীশালগ্রাম পূজায় অধিকার আছে। অন্য অসৎ শূদ্র সকলের অধিকার নাই। অতএব শূদ্রকে অধিকার

বায়ুপুরাণে। অযাচকঃ প্রদাতাস্যাৎ কৃষিং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ। পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েদিতি। শ্রীভগবদ্দীক্ষাদি প্রভাবেণ শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব। যথা কাঞ্চনতাং যাতীত্যাদি। অতএব বিপ্রৈঃসহ বৈষ্ণবানামেকত্রৈব গণনা পশ্যামঃ। তীর্থান্যশ্বত্থতরবো গাবো বিপ্রাস্তথা স্বয়ং। মদ্ভক্তাশ্চেতি বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চৈতেতনবো মমেত্যাদি বচন প্রমাণেন বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণৈঃসহ সাম্যমেব সিদ্ধতি। কিন্তু, ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজেত্যাদি বাক্য প্রমাণতঃ। দেশেঽস্মিন্তাদৃশা ভক্তাশ্চাত্যন্তবিরলোদয়াঃ। অতএব শূদ্রাদীনামধিকৃত্য মৎপিতৃদেব শ্রীমদ্দীননাথ গোস্বামি প্রভুপাদেনোক্তং।

সম্প্রত্যস্মিন্ পুণ্যভূমৌ বসন্তি যে হরিপ্রিয়াঃ।
প্রায়স্তে দাম্ভিকাঃ সর্ব্বে বিষয়াবিষ্টচেতসঃ।

পূর্ব্বক বায়ুপুরাণে বলিয়াছেন। যাচ্ঞা করিবে না। যথেষ্ট দান করিবে। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কৃষিকর্ম্ম করিবে। নিত্য পুরাণ শ্রবণ করিবে। এই প্রকার সৎশূদ্র শালগ্রাম পূজা করিতে পারে। শ্রীভগবদ্দীক্ষাদি প্রভাবে শূদ্রাদির ব্রাহ্মণ তুল্যত্ব সিদ্ধ হয়। "যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং। ইতি তত্ত্বসাগর। যেমন বিধানানুসারে পারদ যোগ করায়, কাংস্য স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই মত দীক্ষা-বিধান দ্বারা মানব সকলের দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হয়। অতএব ব্রাহ্মণ সহ বৈষ্ণব সকলের একত্র গণনা দেখা যায়। তীর্থসকল, অশ্বত্থ বৃক্ষ, গো, বিপ্র ও আমার ভক্ত সকল, এই পাঁচ আমার তনু বলিয়া জানিবে। ভগবানের এই বাক্য প্রমাণ দ্বারা বৈষ্ণবগণের ব্রাহ্মণের সহিত সমত্ব নিশ্চয় হইল। কিন্তু "হে মহারাজ! কোথাও কোথাও" ইত্যাদি ভাগবত প্রমাণ অনুসারে এদেশে সেই মত ভগবদ্ভক্ত অত্যন্ত বিরল প্রচার। এই হেতু শূদ্রাদিকে অধিকার পূর্ব্বক আমার পিতৃদেব

সদাচারবিহীনাস্ত হ্যুৎপথপ্রতিপাদকাঃ।
শিশ্নোদরপরাঃশশ্বৎ পরবিত্তাপহারকাঃ।
শালগ্রামার্চ্চনং তেষাং কেবলং লোকবঞ্চনং॥ ৩৬৭॥

অথ শ্রীরাধিকার্চ্চনং।

কৃষ্ণস্য বামভাগে তু তস্যাতিপ্রিয়বল্লভাং।
রাধিকাং পূজয়েদ্বিপ্র সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়িকাং॥ ৩৬৮॥

ওঁ হেমাভাং দ্বিভুজাং বরাভয়করাং নীলাম্বরেণাবৃতাং
শ্যামক্রোড়বিলাসিনীং ভগবতীং সিন্দূরপুঞ্জোজ্জ্বলাং।
লোলাক্ষীং নবযৌবনাং স্মিতমুখীং বিম্বাধরাং রাধিকাং
নিত্যানন্দময়ীং বিলাসনিলয়াং দিব্যাঙ্গভূষাং ভজে॥ইতি॥৩৬৯॥

ওঁ তপ্তস্বর্ণপ্রভাং রাধাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং।
নীলবস্ত্রপরিধানাং ভজে বৃন্দাবনেশ্বরীং॥ ইতি॥ ৩৭০॥

শ্রীমৎদীননাথ গোস্বামি প্রভুপাদ বলিয়াছেন। সম্প্রতি এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যে সকল বৈষ্ণব আছেন, প্রায় তাঁহারা সকলেই দাম্ভিক, বিষয়াবিষ্ট, সদাচারবিহীন, অসৎ পথ প্রতিপাদক, শিশ্নোদরপরায়ণ ও পরধনাপহারক, অতএব তাঁহাদের শালগ্রামার্চ্চন কেবল লোকবঞ্চন মাত্র। ৩৬৭। অনন্তর শ্রীরাধিকার পূজা। শ্রীকৃষ্ণের বামে তদীয় অত্যন্ত প্রিয়বল্লভা, সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়িকা রাধিকাকে ব্রাহ্মণ পূজা করিবেন। ৩৬৮। "ওঁ হেমাভাং" হইতে "ভজে" পর্য্যন্ত একটী ধ্যান। আর "ওঁ তপ্তস্বর্ণপ্রভাং" হইতে "বৃন্দাবনেশ্বরীং" পর্য্যন্ত আর একটী ধ্যান। ধ্যান দুইটীর অর্থ এই—শ্যামক্রোড়বিলাসিনী, নিত্যানন্দময়ী, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণা, শ্রীরাধিকার ভজনা করি। ইতি শিরস্থিত সিন্দূরপুঞ্জে সমুজ্জ্বল, বিলাসের আলয়স্বরূপা, মন্দমধুর হাস্যমুখী, নবযৌবনা ও চঞ্চলনয়না। বিম্বফলের তুল্য ইহাঁর অধর, অঙ্গে মুক্তাদি নির্ম্মিত মনোহর অলঙ্কার, বর্ণ সুবর্ণসদৃশ, যুগলহস্ত, সেই যুগল হস্তে বর ও অভয়, পরিধান সূচীন নীলবসন। শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরী

এবমেকমপি ধ্যাত্বা "শ্রীঁরাধিকায়ৈ নমঃ" ইতি মন্ত্রেণ পাদ্যাদিভিঃ সম্পূজ্য শ্রীকৃষ্ণভুক্তাবশেষ নৈবেদ্যং সমর্প্য পানীয় জলাদিকং দত্বা তন্মন্ত্রং "শ্রীঁরাধিকায়ৈ বিদ্মহে, প্রেমরূপায়ৈ ধীমহি, তন্নো রাধা প্রচোদয়াৎ" ইতি গায়ত্রীঞ্চ যথাশক্তি জপ্ত্বা প্রণমেৎ॥

ওঁ তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গি রাধেবৃন্দাবনেশ্বরি।
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে॥ ইতি॥ ৩৭১॥
ওঁ রাসোৎসববিলাসিন্যৈ নমস্তে পরমেশ্বরি।
কৃষ্ণ প্রাণাধিকে রাধে পরমানন্দবিগ্রহে॥ ইতি॥ ৩৭২॥

অথ তস্যাশ্রয় গ্রহণং।

ওঁ অমলকমলকান্তিং নীলবস্ত্রাং সুকেশীং
শশধরসমবক্ত্রাং খঞ্জনাক্ষীং মনোজ্ঞাং।
স্তনযুগগতমুক্তাদাম দীপ্তাং কিশোরীং
ব্রজপতিসুতকান্তাং রাধিকামাশ্রয়েঽহং॥ ইত্যাশ্রয়ং গৃহীত্বা পুনঃ প্রণমেৎ॥ ৩৭৩॥

রাধিকার ভজনা করি। ইতি। ৩৬৯। গলিত স্বর্ণের সদৃশ ইহাঁর বর্ণ, পরিধান নীলাম্বর এবং অঙ্গে সর্ব্বপ্রকার ভূষণ। ইতি। ৩৭০। এইরূপ একটী ধ্যানও করিয়া মূলের লিখিত মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ নৈবেদ্য অর্পণানন্তর পানীয় জলাদি প্রদান পূর্ব্বক তদীয় মন্ত্র ও মূলের লিখিত তদীয় গায়ত্রী যথাশক্তি জপ করিয়া প্রণাম করিবে। প্রণামের অর্থ এই,—হে তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গি! হে রাধে! হে বৃন্দাবনেশ্বরি! হে বৃষভানু-নন্দিনি! হে হরিপ্রিয়ে! হে দেবি! তোমাকে প্রণাম করি। ইতি। ৩৭১। হে পরমেশ্বরি! হে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাণাধিকে! হে রাধে! তুমি রাসবিলাসিনী, তদীয় মূর্ত্তি পরমপ্রেমে গঠিত, তোমাকে নমস্কার করি। ইতি। ৩৭২। অনন্তর শ্রীরাধিকার পদাশ্রয় গ্রহণ। আমি

অথ শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চনং।

ওঁ তাপিঞ্ছচ্ছবিরঙ্গগাং প্রিয়তমাং স্বর্ণপ্রভামম্বুজ
প্রোদ্যদ্বামভুজাং স্ববামভুজয়াশ্লিষ্যন্ সচিন্তাস্ময়া।
শ্লিষ্যন্তীং স্বয়মন্যহস্ত বিলসৎসৌবর্ণবেত্রশ্চিরং
পায়ান্নঃ শনসূনপাতবসনো নানাবিভূষো হরিঃ ॥ ৩৭৪ ॥

ইতি ধ্যাত্বা "শ্রীঁ ক্লীঁ রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ" ইতি মন্ত্রেণ পূর্ব্ববৎ সম্পূজ্য প্রণমেৎ ॥

ওঁ বন্দে বৃন্দাবনগুরুং কৃষ্ণং কমললোচনং।
বল্লবীবল্লভং দেবং রাধালিঙ্গিত বিগ্রহং ॥ ৩৭৫ ॥
ইত্থং কল্পতরোর্ম্মূলে রত্নসিংহাসনোপরি।
বৃন্দারণ্যে স্মরেৎ কৃষ্ণং সুস্থিতং প্রিয়য়াসহ ॥ ৩৭৬ ॥

ব্রজপতি সুতপ্রিয়া কিশোরী রাধিকার পদারবিন্দ আশ্রয় করি। অমল পদ্মের ন্যায় ইহাঁর অঙ্গকান্তি। নীলবসন পরিধানা, সুকেশী, খঞ্জনলোচনা, শশিমুখী ও মনোহারিণী। ইহাঁর উচ্চ পয়োধর যুগলোপরি মুক্তামালা বিলম্বিত। সেই মুক্তামালায় ইহাঁর অনুপম জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে বহির্গত হইতেছে। এইরূপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রণাম করিবে। ৩৭৩। অথ শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলার্চ্চন বলিতেছেন। "ওঁ তাপিঞ্ছচ্ছবি" হইতে "হরিঃ" পর্য্যন্ত যুগল ধ্যান। ধ্যানার্থ। তমাল তরুর ন্যায় শ্যামবর্ণ, বামাঙ্গে হেমপ্রভা স্বপ্রিয়া, ঐ প্রিয়ার বামহস্তে একটী পদ্ম ও দক্ষিণ হস্তদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণও বামহস্ত দ্বারা নিজ কান্তাকে গাঢ়ালিঙ্গন করিতেছেন। কৃষ্ণের দক্ষিণহস্তে সুবর্ণবেত্র, শণকুসুমের ন্যায় পীতবস্ত্র পরিধান। নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, এইরূপ ধ্যান করিবে। ৩৭৪। এই প্রকার ধ্যানপূর্ব্বক মূলের লিখিত মন্ত্রদ্বারা পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। বৃন্দাবনগুরু, কমললোচন, বল্লবীবল্লভ, রাধালিঙ্গিত বিগ্রহ দেব কৃষ্ণকে বন্দনা করি। ৩৭৫। এইরূপ

অথ শ্রীবলদেবার্চ্চনং।

কৃষ্ণস্য দক্ষিণে ভাগে দেবং হলধরং হরিং।
পূজয়েদ্ব্রাহ্মণো নিত্যং স্বস্য ভাবানুসারতঃ॥
ওঁ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং রক্তাম্বুজদলেক্ষণং।
নীলচেলধরং স্নিগ্ধং দিব্যগন্ধানুলেপনং।
কুণ্ডলাশ্লিষ্টসদ্গণ্ডং দিব্যভূষাম্বরস্রজং।
মধুপানে সদাসক্তং মদাঘূর্ণিতলোচনং।
মুষলং দক্ষিণে পানৌ বলরামং সদা স্মরেৎ॥ইতি॥৩৭৭॥
ওঁ বলদেবং দ্বিবাহুঞ্চ শঙ্খকুন্দেন্দু সন্নিভং।
বামে হলায়ুধধরং দক্ষিণে মুষলং করে।
হালালোলং নীলবস্ত্রং হেলাবন্তং স্মরেৎপরং॥ইতি॥৩৭৮
এবমেকমপি ধ্যাত্বা "রাং বলরামায় নমঃ" ইতি মন্ত্রেণ

বৃন্দাবনে, কল্পতরুমূলে, রত্নসিংহাসনোপরি প্রিয়ার সহিত কৃষ্ণকে স্মরণ করিবে। ৩৭৬। অনন্তর শ্রীবলদেবার্চ্চন বলিতেছেন। কৃষ্ণের দক্ষিণে দেব-হলধর-হরিকে নিজ ভাবানুসারে ব্রাহ্মণ নিত্য পূজা করিবেন। "ওঁ শুদ্ধস্ফটিক" হইতে "স্মরেৎ" পর্য্যন্ত একটী ধ্যান। "ওঁ বলদেবং" হইতে "পরং" পর্য্যন্ত আর একটী ধ্যান। উভয় ধ্যানার্থ এই,—শুদ্ধস্ফটিকের তুল্য অঙ্গকান্তি, রক্তপদ্মদলের ন্যায় লোচনযুগল, পরিধান নীলাম্বর, সুস্নিগ্ধ মূর্ত্তি, অঙ্গে মনোহর গন্ধ ও চন্দন, শ্রবণের কুণ্ডল পরম সুন্দর গণ্ডস্থলে আসিয়া দোদুল্যমান হইতেছে। দিব্যাম্বরভূষণ ও দিব্য মালা ধারণ করিয়াছেন। সর্ব্বদা মধুপানাসক্ত। আসবরসে নিরন্তর লোচনদ্বয় ঘূর্ণিত হইতেছে। দক্ষিণ-করে মুষল। এইরূপে সর্ব্বদা বলরামকে চিন্তা করিবে। ইতি। ৩৭৭। দুই হস্ত, বামকরে হল ও দক্ষিণকরে মুষল, নীলাম্বর পরিধান, শঙ্খ-কুন্দ ইন্দুর ন্যায় অঙ্গকান্তি, মদিরাপানে চঞ্চল, বিবিধ হাব-ভাব-পরায়ণ। শ্রীবলদেবকে এইরূপে স্মরণ করিবে। ইতি। ৩৭৮। এই-

শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনবৎ সমভর্চ্চ্য তন্মন্ত্রং "রাং বলরামায় বিদ্মহে সঙ্কর্ষণায় ধীমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ", ইতি গায়ত্রীঞ্চ যথাশক্তি জপ্ত্বা প্রণমেৎ ॥

প্রণামমন্ত্রশ্চায়ং।

ওঁ নমস্তে তু হলগ্রাম নমস্তে মুষলায়ুধ।
নমস্তে রেবতীকান্ত নমস্তে ভক্তবৎসল ॥
নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে ধরণীধর।
প্রলম্বারে নমস্তে তু ত্রাহি মাং কৃষ্ণপূর্ব্বজ ॥ ইতি॥৩৭৯॥

অথ শ্রীরেবত্যর্চ্চনং।

বামে শ্রীবলরামস্য তৎপ্রিয়াং রেবতীং ভজেৎ ॥ ৩৮০ ॥

ওঁ শ্রীমদ্রামমুখাম্বুজার্পিতদৃশাং তদ্বামভাগে স্থিতাং
গৌরাঙ্গীং বিশদস্মিতাঢ্যবদনাং রত্নাদিভূষাযুতাং।
হস্তাগ্রেণ সুবারুণীচষকতঃ সন্তর্পয়ন্তীং প্রিয়ং
তাং কৃষ্ণাগ্রজবল্লভাং সুনয়নীং শ্রীরেবতীং সংস্তুমঃ ॥৩৮১॥

রূপ একটী ধ্যানও করিয়া মূলের লিখিত মন্ত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনবৎ অর্চ্চনা করিয়া, মূলের অনুসারে তদীয় মন্ত্র ও গায়ত্রী যথাশক্তি জপ করিয়া প্রণাম করিবে। প্রণামের মন্ত্র এই,—হে রেবতীকান্ত! আপনাকে নমস্কার। হে ভক্তবৎসল! আপনাকে নমস্কার। হে বলিগণাগ্রগণ্য! আপনাকে নমস্কার। হে ধরণীধর! আপনাকে নমস্কার। হে প্রলম্ব-শত্রু! আপনাকে নমস্কার। আপনি হলগ্রাম-(সমূহ) ধারী, আপনাকে নমস্কার। মুষল আপনার অস্ত্র, আপনাকে নমস্কার। হে পরমেশ্বর! আপনি শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ, আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে রক্ষা করুন। ইতি। ৩৭৯। অনন্তর শ্রীরেবতীর পূজা বলিতেছেন। শ্রীবলরামের বামভাগে তদীয় প্রিয়া রেবতীর ভজনা করিবে। ৩৮০। "ওঁ শ্রীমদ্রাম" হইতে "সংস্তুমঃ" পর্য্যন্ত রেবতীর ধ্যান। তদর্থ এই,—শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ শ্রীবলরামের হৃদয়বল্লভা

এবং ধ্যাত্বা "শ্রীঁ রেবত্যৈ নমঃ" ইতিমন্ত্রেণ সম্পূজ্য তন্মন্ত্র "শ্রীঁ রেবত্যৈ বিদ্মহে রামপ্রিয়ায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ" ইতি গায়ত্রী চ যথাশক্তি সংজপ্য প্রণমেৎ॥

প্রণামমন্ত্রশ্চায়ং।

ওঁ তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং শিখিপিঞ্ছনিভাম্বরাং।
আনর্ত্তাধিপতেঃ পুত্রীং বলরামপ্রিয়াং ভজে॥ ৩৮২॥

অথ শ্রীরেবতীরামার্চ্চনং।

ওঁ অন্তরে দিব্য উদ্যানে হরিচন্দনসংজ্ঞিতে।
তত্রাধস্তাৎ স্বর্ণপীঠে বিচিত্রমণিমণ্ডপে।
তন্মধ্যে মণিমাণিক্যদিব্যসিংহাসনোজ্জ্বলে।
তত্রোপরি চ রেবত্যা সঙ্কর্ষণহলায়ুধং॥
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং নীলাম্বরবিধারিণং।
নানাভূষাধরং ধ্যায়েদ্রেবত্যালিঙ্গিতং প্রভুমিতি॥৩৮৩॥

সুনয়নী শ্রীমতী রেবতীর বন্দনা (ধ্যান) করি। ইনি শ্রীবলদেবের বদনাম্বুজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন ও তদীয় বামপার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন। ইনি রত্ন প্রভৃতি ভূষণে বিভূষিতা। ইহাঁর বদনচন্দ্রমণ্ডলে মৃদুমধুর বিশদ হাস্য প্রকাশ পাইতেছে। ইনি গৌরবরণী। ইনি দক্ষিণকরাগ্র দ্বারা অত্যুত্তম বারুণীর (পুষ্পাসবের) পাত্রার্পণপূর্ব্বক স্ব প্রিয়তমের চিত্তরঞ্জন করিতেছেন। ইতি। ৩৮১। এইরূপ ধ্যান করিয়া, মূলোক্ত মন্ত্রদ্বারা পূজা করিয়া, তদীয় মন্ত্র ও মূলোক্ত তদীয় গায়ত্রী যথাশক্তি জপ করণানন্তর প্রণাম করিবে। প্রণামের মন্ত্র এই,—তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, ময়ূরপুচ্ছ-নিভ নীলাম্বরপরিধানা, ইনি আনর্ত্তাধিপতির কন্যা, ইনি শ্রীবলরামের প্রিয়া, ইহাঁকে ভজনা (প্রণাম) করি। ৩৮২। তদনন্তর শ্রীরেবতীরামার্চ্চন বলিতেছেন। "ওঁ অন্তরে" হইতে "প্রভুং" পর্য্যন্ত যুগল ধ্যান। তাহার অর্থ এই,—মনোহর উদ্যানাভ্যন্তরে হরিচন্দননামক বৃক্ষের তলায় বিচিত্র

এবং ধ্যাত্বা "শ্রীঁরাং রেবতীরামাভ্যাং নমঃ" ইতি মন্ত্রেণ সম্পূজ্য প্রণমেৎ॥ অন্যং সমানং॥

প্রণামমন্ত্রশ্চায়ং।

ওঁ বলরামমহং বন্দে শর্ব্বাদিসুরবন্দিতং।
ভাবোন্মত্তং বিরূপাক্ষং রেবত্যাশ্লিষ্টসুন্দরং॥ ৩৮৪॥

অথ পূজাবিধিবিবেকঃ।

অয়ং পূজা বিধির্ম্মন্ত্র সিদ্ধ্যর্থস্য জপস্য হি।
অঙ্গং ভক্তেস্তু তন্নিষ্ঠৈর্ন্যাসাদীনন্তরেষ্যতে॥
তত্র দেবালয়ে পূজা নিত্যত্বেন মহাপ্রভোঃ।
কাম্যত্বেনাপি গেহে তু প্রায়ো নিত্যতয়া মতা॥
সেবাদিনিয়মো দেবালয়ে দেবস্য চেষ্যতে।
প্রায়ঃ স্বগেহে স্বচ্ছন্দসেবা স্বব্রতরক্ষয়া॥ ৩৮৫॥

মণিমণ্ডপ; তন্মধ্যে স্বর্ণপীঠ, সেই পীঠ মধ্যে মণিমাণিক্য নির্ম্মিত মনোহর উজ্জ্বল সিংহাসনোপরি শ্রীরেবতীর সহিত সঙ্কর্ষণ হলায়ুধকে স্মরণ করিবে। শুদ্ধস্ফটিকের ন্যায় বর্ণ, নীলাম্বর পরিধান, নানালঙ্কারধারী, রেবতীকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। ইতি। ৩৮৩। এইমত ধ্যান ধরিয়া মূলের লিখিত মন্ত্র দ্বারা রেবতীরামের পূজা করণানন্তর প্রণাম করিবে। অপর সমস্তই একরূপ। প্রণামের মন্ত্র এই,—শিবাদিদেববন্দিত, বিরূপাক্ষ, ভাবোন্মত্ত, রেবত্যাশ্লিষ্ট সুন্দর বলরামকে আমি বন্দনা (প্রণাম) করি। ৩৮৪। অনন্তর পূজা বিবেক (বিধি) বলিতেছেন। এই পর্য্যন্ত যে সমস্ত অর্চ্চনবিধি বর্ণন করিলাম, এ সকল মন্ত্রসিদ্ধির জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা জপের অঙ্গস্বরূপ। ভক্তির অঙ্গ যে পূজা ভক্ত সকল করেন, সেই পূজা ন্যাস প্রভৃতি ব্যতিরেকেও হইতে পারে। ভক্তি পূজা স্থলে দেবালয়ে পূজা উপাসক সকলের পক্ষে নিত্যও হইতে পারে এবং

অসমর্থো জনঃ কুর্য্যাৎ কেবলং যুগলার্চ্চনং।
সমর্থশ্চেৎ সদা কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষামর্চ্চনং পৃথগিতি ॥ ৩৮৬ ॥
একান্তিভিস্তু রাধাদ্যা যথাধ্যানং প্রভোঃ প্রিয়াঃ।
প্রথমাবরণে পূজ্যাঃ কালে কৃষ্ণান্তিকং গতাঃ ॥
ততো গোপকুমারশ্চ তদ্বয়স্যাস্ততো বহিঃ।
নন্দো যশোদারোহিণ্যৌ গোপা গোপ্যশ্চ তৎসমাঃ ॥
ততশ্চ বৎসা গাবশ্চ বৃষারণ্যমৃগাদয়ঃ।
ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ প্রাপ্তনীরাজনোৎসবে।
রামং কদাচিৎ কৃষ্ণস্য কদাচিন্মাতুরন্তিকে ॥
শ্রীনারদশ্চ পরিতো ভ্রমন্ হর্ষভয়াকুলঃ।

কাম্যও হইতে পারে; কিন্তু স্বগৃহে পূজা তাঁহাদিগের পক্ষে নিত্য কর্ত্তব্য জানিতে হইবে। দেবালয়ে পূজা করিতে হইলেই সেবা প্রভৃতির নিয়ম প্রতিপালন অবশ্য করিতে হইবে। স্বগৃহে স্বেচ্ছামত পূজা করিতে পরিবেন। কেবলমাত্র আপনার ব্রত ভঙ্গ না করিলেই হইল। ৩৮৫। অসমর্থ ব্যক্তি কেবলমাত্র যুগলার্চ্চন করিবেন। ৩৮৬। একান্ত ভগবদ্ভক্তগণ প্রথমাবরণে শ্রীরাধাদি প্রভুর প্রিয়াগণকে তৎতৎ ধ্যানানুসারে পূজা করিবেন। তাঁহারা লজ্জাপ্রযুক্ত দূরবর্ত্তী থাকিলেও পূজাকালে তাঁহার নিকটে থাকেন। তদনন্তর কৃষ্ণের বয়স্য শ্রীদামাদি গোপবালকগণের অর্চ্চনা করিবেন। তাহার বহির্ভাগে শ্রীনন্দ ও তৎসদৃশ গোপসকলকে এবং শ্রীযশোদা-রোহিণী আর তাঁহাদের তুল্য গোপীগণকে পূজা করিবেন। তাহার পর বৎস, গাভি, বৃষভ, ও অরণ্য এবং মৃগাদির আরাধনা করিবেন। তৎপর নীরাজনা উৎসবকালে প্রাপ্ত ব্রহ্মাদির অর্চ্চনা করিবেন। শ্রীবলরামকে কখন কৃষ্ণের সন্নিধানে, কখন মাতা রোহিণীর নিকট অর্চ্চনা করিবেন। আর হর্ষভাবে চারিদিগে ভ্রমণকারী শ্রীনারদকেও আরাধনা করিবেন। এই প্রকার ধ্যানপূজাদি বিষয়ে কৃষ্ণভক্ত সকলের যাহা রুচিজনক,

এবং যদ্ধ্যানপূজাদাবেকান্তিভ্যঃ প্ররোচতে।
কৃষ্ণায় রোচতেঽত্যন্তং তদেব চ সতাং মতং॥
কৃষ্ণভুক্তাবশেষেণ তদ্ভক্তেভ্যো দ্বিজাদয়ঃ।
পূজয়ন্তি সদা ভক্ত্যা পারম্পর্য্যানুসারতঃ॥

সগণৈঃ শ্রীকৃষ্ণং সম্পূজ্য তন্নৈবেদ্যাদি বহিঃ সংরক্ষ্য পূজাস্থানং সম্মার্জ্য চ "সুখং সুস্বাপ" ইতি মন্ত্রেণ শ্রীকৃষ্ণায় শয়নং দত্বা মন্দিরদ্বারমাবধ্য পিঠাদিপূজনার্থং তত্তৎ স্থানং বিশেদিতি॥ ৩৮৭॥

অথ শ্রীগোপীশ্বরাখ্যশিবার্চ্চনং।

গোপীশ্বরমহং বন্দে বৈষ্ণবানাং শিখামণিং।
যস্য কৃপালবেনাপি গোবিন্দে জায়তে রতিঃ॥ ৩৮৮॥
গোবিন্দপ্রিয়ভক্তেশমুমেশমুময়া প্রিয়ং।
শঙ্করং সর্ব্বভক্তানামুমালিঙ্গিতসুন্দরং॥ ৩৮৯॥
বৈষ্ণবানাং সদা পূজ্যং পাদ্মবাক্যানুসারতঃ॥ ৩৯০॥
আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনং।

তাহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকর ও সাধুগণের অভিমত। ব্রহ্মাদি শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ নৈবেদ্য দ্বারা তদীয় ভক্ত সকলের পূজা করিয়া থাকেন। স্বগণ সহিত শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিয়া, তদীয় নৈবেদ্যাদি রক্ষাপূর্ব্বক পূজাস্থান মার্জ্জনা করণানন্তর "সুখং সুস্বাপ" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কৃষ্ণকে শয়ন দিয়া, মন্দিরের দ্বার আবদ্ধ পূর্ব্বক শিবাদি পূজনার্থ সেই সেই স্থানে প্রবেশ করিবে। ৩৮৭। অনন্তর শ্রীগোপীশ্বরাখ্য শিবার্চ্চন বলিতেছেন। বৈষ্ণবগণের শিখামণি গোপীশ্বরকে আমি বন্দনা করি। যাঁহার অত্যল্প কৃপায় গোবিন্দে ভক্তি জন্মিয়া থাকে। ৩৮৮। গোবিন্দের প্রিয় সকলের প্রধান, উমেশ, উমাপ্রিয়, ভক্ত সকলের মঙ্গলকারী, উমালিঙ্গিত সুন্দর শ্রীগোপীশ্বর, পাদ্ম-

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা।
সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চ্চনাৎ॥ ৩৯১॥
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুশ্চেতি শ্রীমুখবাক্যতঃ।
বৈষ্ণবানাং সদা পূজ্যঃ সত্ত্বপূর্ণমহেশ্বরঃ॥ ৩৯২॥
নান্যং দেবং নমস্কুর্য্যান্নান্যং দেবং নিরীক্ষয়েৎ।
চক্রাঙ্কিতঃ সদা তিষ্ঠেন্মদ্ভক্তঃ পাণ্ডুনন্দন॥ইতি বচনাৎ॥

শ্রীবিষ্ণুরেকো দেবঃ শিবশ্চান্যো দেব ইত্যেবমন্যত্বে ভাসমানে তন্নমস্কারাদিকং বৈষ্ণবানামযুক্তমেব কিন্তু যথামৎস্যাদয়ো লীলাবতারাস্তথা শ্রীশিবশ্চ গুণাবতারোঽয়মিত্যভেদেন ন দোষাবহং অপিতু গুণএব ভগবদ্ভক্তিবিশেষ এব পর্য্যবসনাদিতি। শ্রীশিবাবতারাঃ ঘোরাঃ রুদ্রাদয়ো বৈষ্ণবানাং নার্হনীয়াইতিদিক্॥ ৩৯৩॥

বাক্যানুসারে বৈষ্ণবগণের সর্ব্বদা পূজনীয়। ৩৮৯। ৩৯০। যত যত আরাধনা আছে, সকল অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও বৈষ্ণব সকলের আরাধনা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি গোবিন্দের পূজা করিয়া, তদীয় অধিষ্ঠান স্বরূপ বৈষ্ণবগণের পূজা করে না, সে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত বলিয়া বিদিত হইতে পারে না, তাহাকে কেবল দাম্ভিক জানিতে হইবে। অতএব সকল সময় বিশেষ যত্নের সহিত বৈষ্ণব সকলকে পূজা করিবেন; কেননা, মহা ভাগবতগণের পূজা করিলে, সকল দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হয়। ৩৯১। "বৈষ্ণবগণের মধ্যে শম্ভু" শ্রীমুখের এই বাক্যানুসারে সত্ত্বপূর্ণমহেশ্বর বৈষ্ণব সকলের সর্ব্বদাই পূজনীয়। ৩৯২। হে পাণ্ডুনন্দন! চক্রাঙ্কিত মদীয় একনিষ্ঠ ভক্ত আমা ব্যতীত অন্য দেবতাকে নমস্কার কি দর্শন করিবেন না, এই বচন হেতু শ্রীবিষ্ণু একদেব এবং শিব অন্যদেব

অতএব বিষ্ণুভক্তা শুদ্ধসত্ত্বময়ং শিবং।
পূজয়ন্তি সদা ভক্ত্যা ভক্তিশাস্ত্রানুসারতঃ॥ ৩৯৪॥
ওঁ কর্পূরকুন্দধবলং প্রসন্নবদনেক্ষণং।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং যোগীন্দ্রং শশিশেখরং।
নানালঙ্কারশোভাঢ্যং ত্রিশূলবরধারিণং।
গঙ্গাধরং জগদ্বন্দ্যং করুণামৃতসাগরং।
ত্রিলোচনং ত্রিলোকেশমুমালিঙ্গিতসুন্দরং।
আনন্দরসসংমগ্নং বৈষ্ণবানাং গুরুং পরং।
হরিনামমনুং শশ্বজ্জপন্তং সংযতাত্মনং।
গোপেশং গোকুলাধীশং গোপালপ্রিয়কারিণং।
গোপীশ্বরং সদাধ্যায়েচ্ছুদ্ধসত্ত্বময়ং বিভুং॥ ৩৯৫॥

জানা যাইতেছে; অতএব শিবকে নমস্কারাদি করা বৈষ্ণবগণের নিশ্চয় অযুক্ত; কিন্তু যেমন মৎস্যাদি লীলাবতার সেইরূপ শ্রীশিবগুণাবতার, এই প্রকার অভেদ হেতু শিবকে নমস্কারাদি করায় বৈষ্ণবগণের দোষ হয় না, বরং ভগবদ্ভক্তিলাভরূপ বিশেষ গুণই দেখা যায়। ভয়ঙ্কর রুদ্রাদি যে সকল শিবের অবতার, তাহারাই বৈষ্ণবদিগের পূজার্হ নহে, ইহাই দেখা যাইতেছে। ৩৯৩। অতএব বিষ্ণুভক্ত সকল শুদ্ধ সত্ত্বময় শিবকে ভক্তি শাস্ত্রানুসারে নিত্য পূজা করিয়া থাকেন। ৩৯৪। "ওঁ কর্পূরকুন্দ" হইতে "বিভুং" পর্য্যন্ত গোপীশ্বর শিবের ধ্যান। তদর্থ এই,—কর্পূর কুন্দের ন্যায় ধবলবর্ণ, প্রসন্ন বদন ও নয়ন, ব্যাঘ্রচর্ম্মবসনপরিধান, যোগী সকলের শ্রেষ্ঠ, চন্দ্রমুকুট ধারণ, নানা অলঙ্কারে শোভমান, ত্রিশূলশ্রেষ্ঠধারী, গঙ্গাধর, জগতের বন্দনীয়, করুণামৃতসাগর, ত্রিলোচন, ত্রিলোকের ঈশ্বর, শ্রীউমা আলিঙ্গিত সুন্দর, আনন্দরসে নিমগ্ন, বৈষ্ণব সকলের আচার্য্য, প্রধান, নিরন্তর হরিনাম মন্ত্র জপ করিতেছেন, সংযতাত্মা, গোপদিগের ঈশ্বর, গোকুলের রাজা অর্থাৎ রক্ষক, শ্রীগোপালদেবের প্রিয়কারী, শুদ্ধ

এবং ধ্যাত্বা "ওঁ হ্রীং গোপাশ্বরোমাভ্যাং নমঃ" ইতি মন্ত্রেণ পাদ্যাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য শ্রীকৃষ্ণভুক্তাবশেষনৈবেদ্যং সমর্প্য পানীয়জলাদিকং দত্ত্বা তন্মন্ত্রং "ওঁ গোপীশ্বরায় বিদ্মহে উমাপতয়ে ধীমহি তন্নো শিবঃ প্রচোদয়াৎ" ইতি তদ্গায়ত্রীঞ্চ যথাশক্তি জপ্ত্বা "ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর।" ইত্যনেন মন্ত্রেণ জপং সমর্প্য প্রণমেৎ॥

প্রণামমন্ত্রশ্চায়ং।

ওঁ গোপীশ্বরায় শিবায় শঙ্করায় মহাত্মনে।
হরিপ্রিয়ায় দেবায় উমেশায় নমোঽস্তু তে॥
বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোমসোম
মৌলে সনন্দনসনাতননারদেড্য।
গোপীশ্বর ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥ ৩৯৬॥

অথোমাং প্রণমেৎ।

ওঁ কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ।

সত্ত্বময়, বিভু গোপীশ্বরকে নিত্য ধ্যান করিবে। ৩৯৫। এইরূপ ধ্যান করিয়া মূলোক্ত মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করণানন্তর শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ নৈবেদ্য সমর্পণ পূর্ব্বক পানীয় জলাদি প্রদান করিয়া, তদীয় মন্ত্র ও মূলের লিখিত তদীয় গায়ত্রী যথাশক্তি জপিয়া মূলোক্ত মন্ত্রে জপ সমর্পণ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। প্রণামের মন্ত্র এই,—গোপীশ্বরকে, শিবকে, শঙ্করকে, দেবকে, হরিপ্রিয়াকে, মহাত্মা উমাপতিকে নমস্কার। হে বৃন্দাবনাবনিপতে! তোমার জয় হউক। হে সোম! হে সোমমৌলে! হে সনন্দনসনাতননারদপূজ্য! হে গোপীশ্বর! ব্রজবিলাসী রাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলে নিরুপাধি প্রেম

ওঁ গোকুলাধিষ্ঠাত্রীদেবীং শঙ্করীং শঙ্করপ্রিয়াং।
যোগমায়াং যোগাধীশাং হরিলীলাপ্রসাধিনীং।
বৈষ্ণবীং বৈষ্ণবারাধ্যাং নমামি হরিবল্লভাং॥ ৩৯৭॥

অত্র সংশয়নিরাসঃ।

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরং।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥
বিষ্বক্সেনায় দাতব্যং নৈবেদ্যং তচ্ছতাংশকং।
পাদোদকং প্রসাদঞ্চ লিঙ্গে চণ্ডেশ্বরায় চ॥

লিঙ্গে চেৎ শ্রীশিবপূজা ক্রিয়েত তদা চণ্ডেশ্বরায় তদ্গণাধ্যক্ষায় তন্নৈবেদ্যাদিকং দাতব্যমিত্যাদি ভারতপঞ্চরাত্রবচনপ্রমাণেন চ শ্রীকৃষ্ণভুক্তাবশেষনৈবেদ্যাদিনা শিবাদিদেবতান্তরাণাং পূজনমবশ্যং কর্ত্তব্যং। কেচিচ্চ। শিবনাভশিলা তু হরিহরয়ো-

---

আমাকে প্রদান করুন্। ৩৯৬। অনন্তর উমাকে প্রণাম করিবে। হে কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনীর অধিশ্বরি! হে দেবি! তোমাকে নমস্কার। তুমি নন্দগোপসুতকে আমার পতিরূপে প্রদান কর। গোকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, শঙ্করী, শঙ্করপ্রিয়া, যোগমায়া, যোগাধীশা, হরিলীলা সংসাধিনী, বৈষ্ণবী, বৈষ্ণবগণের পূজ্যা হরিবল্লভাকে আমি নমস্কার করি। ৩৯৭। এইস্থলে সংশয় নিরাস করিতেছেন। বিষ্ণুর নিবেদিত অন্ন দ্বারা অন্যান্য দেবতা সকলের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য এবং পিতৃলোক সকলকেও সেই বিষ্ণুভুক্তাবশেষ অন্ন প্রদান করিবে; তাহা হইলে তাহা অনন্তফলের জন্য কল্পিত হয়। বিষ্ণুনৈবেদ্যের শতাংশের একাংশ, পাদোদক ও প্রসাদ বিষ্বক্সেনকে অর্পণ করিবে। আর যদি লিঙ্গে শিবার্চ্চন করা যায়, তাহা হইলে ঐ নৈবেদ্য তদ্গণাধ্যক্ষ চণ্ডেশ্বরকেও দিবে। ইত্যাদি ভারত ও পঞ্চরাত্র প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণভুক্তাবশেষ নৈবেদ্যাদি দ্বারা শিবাদি দেবতান্তর সকলের পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেহ

রধিষ্ঠানং। শালগ্রামশিলালিঙ্গে নিত্যং সন্নিহিতো হরিরিতি পাদ্মেঽভিধানাৎ। তথা স্কান্দে শিববাক্যং। শালগ্রামশিলা-লিঙ্গে যঃ করোতি মমার্চ্চনং। তেনার্চ্চিতঃ কার্ত্তিকেয় যুগানামেকসপ্ততিরিতি। যদা সর্ব্বদেবাধিষ্ঠানং শ্রীশালগ্রাম-শিলায়াং শিবার্চ্চনং ভবতি তদা তন্নৈবেদ্যং বৈষ্ণবানাং গ্রাহ্যং নত্বপেক্ষণীয়ং। অনর্হং মম নৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলং। শালগ্রামশিলালিঙ্গে সর্ব্বং যাতি পবিত্রতামিতি তেন শিবেনৈ-বোক্তত্বাৎ॥ অন্যে কেচিদাহুঃ। "ভক্তা হি হৃদয়ং মহ্যং ভক্তানাং হৃদয়ং ত্বহ" মিত্যাদি শ্রীমুখবচনপ্রমাণেন শ্রীহরে-র্হৃদয়ং শিবঃ শিবস্থ হৃদয়ং হরিরিতি। এবং গুণগুণিনোর্ভেদা-ভেদঃ সর্ব্বথা সিদ্ধঃ। বৈষ্ণবোত্তমোত্তমস্য শিবস্থ হৃদয়ে নিত্যং

কেহ বলেন, শিবনাভশিলা হরি ও হরের অধিষ্ঠান স্বরূপ। শাল-গ্রাম শিলালিঙ্গে হরি সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত আছেন। পদ্মপুরাণে এইরূপ উল্লেখ আছে। তথা স্কন্দপুরাণে শিববাক্য এই,—শিব কহিলেন, হে কার্ত্তিকেয়! শালগ্রামশিলালিঙ্গে যে ব্যক্তি মদীয় অর্চ্চনা করে, সেই ব্যক্তি একসপ্ততিযুগ আমাকে পূজা করিয়াছে! যখন সর্ব্ব-দেবের অধিষ্ঠানস্বরূপ শ্রীশালগ্রামশিলায় শিবপূজা হয়, তখন তন্নৈবেদ্য বৈষ্ণবগণের গ্রহণীয়, কদাপি উপেক্ষণীয় নহে। শিব কহিলেন, আমার নৈবেদ্য, পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রভৃতি সমস্তই অগ্রাহ্য, কিন্তু সেই সকল যদি শালগ্রামশিলালিঙ্গে সমর্পিত অর্থাৎ সেই সকল দ্রব্য দ্বারা শালগ্রামে যদি আমার পূজা করা হয়, তাহা হইলে তৎসমুদায় পবিত্রতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অন্য কতকগুলি মহাত্মা বলিয়াছেন। "ভক্তগণ আমার হৃদয়, ভক্তগণের আমি হৃদয়" ইত্যাদি শ্রীমুখ বচন প্রমাণদ্বারা শ্রীহরির হৃদয়, শিব ও শ্রীশিবের হৃদয় হরি, ইতি। আর গুণ ও গুণীর ভেদাভেদ সর্ব্বদা সিদ্ধই আছে। বৈষ্ণবোত্তমোত্তম শিবের হৃদয়ে সর্ব্বদা হরির অধি-

হরেরধিষ্ঠানং ভক্তোত্তমোত্তমত্বাৎ পরমপ্রিয়ত্বাচ্চ শ্রীবিষ্ণোঃ হৃদয়েঽপি হরস্য নিত্যাধিষ্ঠানং সিদ্ধঞ্চ। অতএব পৃথঙ্ নৈবেদ্যমাহৃত্য শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রেণ শিবলিঙ্গশ্রীগোপাশ্বরার্চ্চনং বৈষ্ণবানাং ন দোষঃ অপি তু গুণ এব স্যাৎ। গোপালিনীশক্তিত্বাৎ শ্রীমদ্ভুবনেশ্বরাখ্যশিবস্য শ্রীগোপালমন্ত্রেণার্চ্চনং ভবতি। তস্মাৎ শ্রীমচ্চৈতন্যদেবেন তন্নৈবেদ্যং ভক্ষিতং। সুতরাং বৈষ্ণবোক্তবিধানেন যত্র শিবার্চ্চনং ভবতি তত্র শিবনৈবেদ্যভক্ষণে বৈষ্ণবানাং ক্বচিন্নদোষঃ। যত্র শৈবোক্তবিধানেন শিবার্চ্চনং ভবতি তত্র তন্নৈবেদ্যং বৈষ্ণবানামগ্রাহ্যমলমতি বিস্তরেণ ॥ ৩৯৮ ॥

বিহারিলালরামায় বিশ্বনাথাত্মজায় বৈ।
করুণাং কুরু দেবেশ গোপীশ্বর হরিপ্রিয় ॥ ৩৯৯ ॥

অথ শ্রীতুলসীবৃন্দাবনং গত্বা শ্রীতুলসীং পূজয়েৎ।

ওঁ ধ্যায়েদ্দেবীং নবশশিমুখীং পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীং
বিদ্যোতন্বীং কুচযুগভরানম্রকল্পাঙ্গযষ্টিং।

ষ্ঠান। ভক্তোত্তমোত্তমত্ব হেতু ও পরমপ্রিয়ত্বহেতু শ্রীবিষ্ণুর হৃদয়েও হরের নিত্যাধিষ্ঠান সিদ্ধই আছে। অতএব ভিন্ন নৈবেদ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রদ্বারা শিবলিঙ্গ শ্রীগোপীশ্বরার্চ্চন করা বৈষ্ণব সকলের দোষ নহে, বরং গুণই দেখা যাইতেছে। গোপালিনীশক্তি হেতু শ্রীমৎ ভুবনেশ্বর নামক শিবের শ্রীগোপালমন্ত্রে পূজা হইয়া থাকে; সেইজন্য শ্রীমৎ চৈতন্যদেব তদীয় নৈবেদ্য (প্রসাদ) ভক্ষণ করিয়াছিলেন। সুতরাং যেখানে বৈষ্ণবোক্ত অর্থাৎ ভক্তিশাস্ত্রোক্ত বিধানে শ্রীশিব পূজা হয়, সেস্থলে শিবনৈবেদ্যভক্ষণে বৈষ্ণব সকলের কিছুমাত্র দোষ নাই। শৈবোক্ত বিধান দ্বারা যেখানে শিবার্চ্চন হইয়া থাকে, সেস্থলে শিবনৈবেদ্যাদি বৈষ্ণবগণের অগ্রহণীয়। এ বিষয়ে আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। ৩৯৮। শ্রীবিশ্বনাথ রামের পুত্র

ঈষদ্ধাসাং ললিতবদনাং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনেত্রাং
শ্বেতাঙ্গীং তামভয়বরদাং শ্বেতপদ্মাসনস্থাং ॥ ৪০০ ॥
এবং ধ্যাত্বা পাদ্যাদিভিঃ সম্পূজ্য প্রণমেৎ।

অর্ঘ্যমন্ত্রশ্চায়ং।

শ্রিয়ঃ শ্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধরসৎকৃতে।
ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি অর্ঘ্যং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে ॥ ৪০১ ॥
ইত্যর্ঘ্যং দত্বাচমনীয়ং সমর্প্য স্নাপয়েৎ।
গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীং।
স্নাপয়ামি জগদ্বন্দ্যাং বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনীং ॥ ৪০২ ॥
ইত্যনেন মন্ত্রেণ স্নাপয়িত্বা গন্ধপুষ্পাদিভিঃ সমর্চ্চয়েৎ।

শ্রীবিহারিলাল রামকে দেবেশ, হরিপ্রিয়, গোপীশ্বর, করুণা করুন্ অর্থাৎ শ্রীহরিভক্তি প্রদান করুন্। ৩৯৯। অনন্তর শ্রীতুলসীকাননে গমনপূর্ব্বক শ্রীতুলসীদেবীকে পূজা করিবে। "ওঁ ধ্যায়েদ্দেবীং" হইতে "পদ্মাসনস্থাং" পর্য্যন্ত তুলসী ধ্যান। তদর্থ এই,—নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় বদন, পক্কবিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধর, ঈষৎ হাস্যান্বিতা, সুললিতবয়না, চন্দ্র-সূর্য্য-অগ্নিতুল্য অত্যুজ্জ্বল নেত্রত্রয় শোভিতা, অতিশয় দীপ্তিমতী, কুচযুগভরে আনম্র দেহযষ্টি, শ্বেতাঙ্গী, দ্বিভুজা, বরাভয়করা, শ্বেতপদ্মাসনোপরি অধিষ্ঠিতা শ্রীতুলসী-দেবীকে ধ্যান করিবে। ৪০০। এইরূপ ধ্যান করিয়া পাদ্যাদিদ্বারা পূজা করণানন্তর প্রণাম করিবে। অর্ঘ্যমন্ত্র এই,—হে দেবি! আপনি লক্ষ্মীর আশ্রয় ও নিবাসস্থান, শ্রীধর সর্ব্বদাই আপনার আদর করেন, আমি আপনাকে ভক্তি সহকারে অর্ঘ্য প্রদান করিলাম, গ্রহণ করুন্। আপনাকে নমস্কার। ৪০১। এইরূপে অর্ঘ্য দিয়া আচমনীয় অর্পণানন্তর স্নান করাইবে। ভক্ত চৈতন্যকারিণী, বিষ্ণুভক্তি-প্রদায়িনী, জগতের বন্দনীয়া, গোবিন্দবল্লভা দেবীকে স্নান করাইতেছি। এই মন্ত্র দ্বারা স্নান করাইয়া গন্ধপুষ্প প্রভৃতি

পূজামন্ত্র শ্চায়ং।

নির্ম্মিতা ত্বং পুরাদেবৈরর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
তুলসি হর মে পাপং পূজাং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে ॥ ৪০৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণভুক্তাবশেষং সোপকরণনৈবেদ্যং শ্রীতুলস্যৈ নমঃ।
ইতি নৈবেদ্যার্পণে বিশেষঃ।

শ্রিয়ং দেহি যশো দেহি কীর্ত্তিমায়ুস্তথা সুখং।
বলং পুষ্টিং তথা ধর্ম্মং তুলসি ত্বং প্রযচ্ছ মে ॥ ৪০৪ ॥

ইতি সংপ্রার্থ্য দণ্ডবন্নমস্কুর্য্যাৎ।

নমস্কারমন্ত্রশ্চায়ং।

যা দৃষ্টা নিখিলাঘসঙ্ঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃ পাবনী
রোগাণামভিবন্দিতানিরসনী সিক্তান্তকত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ ॥৪০৫॥

দ্বারা পূজা করিবে। পূজার মন্ত্র এই,—হে তুলসি! পুরাকালে দেবতা সকল আপনাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; দেবাসুরগণ আপনার পূজা করিয়া থাকেন। এক্ষণে মদীয় পাপনাশ এবং পূজাগ্রহণ করুন্। আপনাকে প্রণাম। ৪০২। ৪০৩। শ্রীকৃষ্ণের অবশেষ নৈবেদ্য তুলসীকে দিবে, মন্ত্র মূলগ্রন্থে দেখ। ("গৃহ্ণ" পদটী আর্ষ-প্রয়োগ,) হে তুলসি! আপনি আমাকে লক্ষ্মী, যশঃ, কীর্ত্তি, আয়ু, সুখ, বল, পুষ্টি ও ধর্ম্ম প্রদান করুন্। ৪০৪। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া দণ্ডবন্নমস্কার করিবে। নমস্কারের মন্ত্র এই,—যিনি নয়ন-গোচর হইলে, পাপ সমুদায় বিনষ্ট করেন, স্পর্শ করিলে শরীর পবিত্র করেন, প্রণাম করিলে রোগনিচয় নষ্ট করেন, জলদ্বারা সিক্ত করিলে অন্তকভয় দূর করেন, যাঁহাকে রোপণ করিলে ভগবানের সান্নিধ্যলাভ করান এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পণ করিলে যিনি বিমুক্তি ফল অর্থাৎ কৃষ্ণপাদপদ্মে নির্ম্মল প্রেম প্রাপ্ত করাইয়া দেন, সেই

অথ শ্রীতুলসীপ্রদক্ষিণং।

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
তৎসর্ব্বং বিলয়ং যান্তি তুলসি ত্বৎ প্রদক্ষিণাৎ ॥ ৪০৬ ॥

ইতি মন্ত্রমুচ্চরন্ স্বদক্ষিণে শ্রীতুলসীং সংরক্ষ্য বারত্রয়ং প্রদক্ষিণং কৃত্বা পুনঃ প্রণমেৎ। মহিমা তুলস্যাঃ স্মৃতি পুরাণাদি সঙ্কটেষু ন মাতীতিকৃতং মাদৃশমশকমনীষাপক্ষপ্রান্ত বাহনাভিমান প্রৌঢ়িম্না ॥ ৪০৭ ॥

অথ পঞ্চবটী।

অশ্বত্থবিল্ববৃক্ষঞ্চ বটধাত্রী অশোককং।
বটীপঞ্চকমিত্যুক্তং স্থাপয়েৎ পঞ্চদিক্ষু চ।
অশ্বত্থং স্থাপয়েৎ প্রাচি বিল্বমুত্তর ভাগতঃ।
বটং পশ্চিমভাগে তু ধাত্রীং দক্ষিণতস্তথা।
অশোকং বহ্নিদিক্স্থাপ্যং তপস্যার্থং সুরেশ্বরি ॥ ৪০৮ ॥

তুলসীকে নমস্কার করি। ৪০৫। অনন্তর তুলসী প্রদক্ষিণ। আমার শরীরে ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যত পাপ আছে, হে তুলসি! তদীয় প্রদক্ষিণ হইতে সেই সকল পাপ বিনষ্ট হইতেছে। ৪০৬। এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে তুলসীকে নিজ দক্ষিণে রাখিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রণাম করিবে। তুলসীর মহিমা দুর্গম, স্মৃতি ও পুরাণাদিতেও অপরিমিত সুতরাং ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতম, মাদৃশ ব্যক্তির বুদ্ধিতে তাহার বর্ণনার ইচ্ছা করা, ক্ষুদ্রতম মশক অর্থাৎ দংশক বা মশার পক্ষপ্রাপ্তের চালনার ন্যায় বিফল, এই নিমিত্ত তদ্বিষয়ে অভিমান ও প্রৌঢ়িতার (প্রগল্ভতার) কোনই প্রয়োজন নাই। ৪০৭। অথ পঞ্চবটী। অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, ধাত্রী, (আমলকী) ও অশোক, এই পাঁচে পঞ্চবটী বলিয়া উক্ত। এই পঞ্চ বৃক্ষ পঞ্চদিকে স্থাপনা করিবে। পূর্ব্বদিকে অশ্বত্থ, উত্তরদিকে বিল্ব, পশ্চিমদিকে বট, দক্ষিণদিকে ধাত্রী এবং অগ্নিকোণে অশোক, হে সুরেশ্বরি! তপস্যার নিমিত্ত এইরূপে পঞ্চবটী নির্ম্মাণ করিবে। ৪০৮।

অথ পঞ্চবটীপ্রণামঃ।

ব্রহ্মাদীনামধিষ্ঠানং বনং পঞ্চবটীং শুভাং।
কৃষ্ণাজ্ঞয়া নমামীশাং সর্ব্বব্যাধিবিনাশিনীং ॥ ৪০৯ ॥
ইতি প্রণম্য বারত্রয়ং প্রদক্ষিণং কুর্য্যাৎ।

তন্মন্ত্রশ্চায়ং।

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবেন্দ্রাদিস্বরূপাং সুরমোদনীং।
প্রদক্ষিণং করোমীশাং দেবীং পঞ্চবটীং শুভাং ॥ ৪১০ ॥

ইতি মন্ত্রমুচ্চরন্ শ্রীতুলস্যাঃ প্রদক্ষিণবৎ প্রদক্ষিণং কৃত্বা- পুনঃ প্রণমেৎ ॥ অথাচার্য্যবেদগুরুসমীপং গত্বা কৃতন্যাসো গুরৌ ন্যাস পূর্ব্বকং পূজাং কৃত্বা পুষ্পাঞ্জলিং সমর্প্য বারত্রয়ং দণ্ডবৎপ্রণামং কৃত্বা বেদ-ভাগবতশাস্ত্রাদিগুরূন্ সমভ্যর্চ্চ্য নমস্কৃত্য চ স্বগৃহমাগত্য শুচির্ভূত্বা কাংস্যাদ্যুদ্ঘোষপূর্ব্বকং শ্রীমন্দিরদ্বারমুদ্ঘাট্যাচম্য শ্রীমূর্ত্তেঃ কর-চরণ-বদনপ্রক্ষালনান্তরং গুড়-পায়স-সর্পিঃ-শষ্কুল্য-পূপ-মোদক-সূপ-সংযাবাদিকং নৈবেদ্যং সতি বিভবে যথাশক্তি বা হরয়ে সমর্প্য যবনিকামন্তর্ধাপ্য শ্রীমন্দিরদ্বারমাবদ্ধ্য বা বহির্গচ্ছেৎ ॥

অনন্তর পঞ্চবটী প্রণাম বলিতেছেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদির অধিষ্ঠান স্বরূপা, সর্ব্বব্যাধিবিনাশিনী, শুভা পঞ্চবটীকে কৃষ্ণের আজ্ঞায় আমি নমস্কার করি। ইতি। ৪০৯। এই মন্ত্রে নমস্কার পূর্ব্বক তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে। প্রদক্ষিণের মন্ত্র এই,—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব ইন্দ্রাদিস্বরূপা, দেবানন্দদায়িনী, মঙ্গলময়ী, দেবী পঞ্চবটীকে আমি প্রদক্ষিণ করিতেছি। ৪১০। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীতুলসী প্রদক্ষিণার ন্যায় প্রদক্ষিণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রণাম করিবে। অনন্তর আচার্য্য বেদগুরু সমীপে গমন পূর্ব্বক নিজাঙ্গে ন্যাস করণানন্তর গুরুতে ন্যাস করিয়া, পূজাপূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি প্রদানানন্তর তিনবার দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, বেদ ভাগবত শাস্ত্রাদি ও গুরুবর্গকে

ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহ্যপেয়ং চোষ্যমন্নং গুণান্বিতং।
দদ্যাৎ শ্রীহরয়ে নিত্যং লভেৎ পুণ্যমনন্তকং।
প্রক্ষিপ্য তুলসীং প্রোক্ষ্য সপ্তকৃত্বোঽভিমন্ত্রয়েৎ।
প্রদর্শ্য ধেনুচক্রাস্ত্রং বামাঙ্গুষ্ঠেন সংস্পৃশেৎ।
পানীয়ঞ্চামৃতীকৃত্য পরেশায় নিবেদয়েৎ ॥ ৪১১ ॥

অন্নব্যঞ্জনাদিনৈবেদ্যনিবেদনমন্ত্রশ্চায়ং।

"নিবেদয়ামি ভব তে জুষাণেদং হবির্হরে।" ইত্যুচ্চার্য্য "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" ইতি পঠিত্বা স্ববামপাণিনা বিধিবদ্বারিগণ্ডূষং শ্রীকৃষ্ণায় সমর্প্য প্রফুল্লোৎপলসন্নিভাং গ্রাসমুদ্রাং প্রদর্শ্য "ওঁ প্রাণায় স্বাহা—ওঁ অপানায় স্বাহা—ওঁ

অর্চ্চনা এবং নমস্কার পূর্ব্বক, স্বগৃহে আগমন করত শুচি হইয়া, কাঁসরাদি বাদ্য পূর্ব্বক শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মোচন করিয়া আচমন পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির কর-চরণ-বদন প্রক্ষালনানন্তর, গুড়-পায়স-সর্পি (ঘৃত) শস্কুল্য (অপূপ) পূপ (পিঠা), মোদক (মিষ্টান্ন) সূপ (ব্যঞ্জন বিশেষ ও দাইল) সংযাবাদিক (ঘৃতাদিপক্ক গোধূম চূর্ণ প্রভৃতির) নৈবেদ্য বিভব সত্ত্বে, অথবা যথাশক্তি নৈবেদ্য হরিকে সমর্পণ পূর্ব্বক যবনিকা আচ্ছাদন কিম্বা শ্রীমন্দির দ্বার আবদ্ধ করিয়া বাহিরে গমন করিবে। ভক্ষ্য, ভোজ্য বা চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধ গুণান্বিত অর্থাৎ পবিত্র অন্ন শ্রীহরিকে প্রদান করিলে অসীম পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। নৈবেদ্যে তুলসীপত্র বিন্যস্ত পূর্ব্বক অভ্যুক্ষণ ও সাতবার অভিমন্ত্রিত করিবে। তদনন্তর ধেনু, চক্র ও অস্ত্রমুদ্রা দেখাইয়া, বামাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নৈবেদ্য স্পর্শপূর্ব্বক সজলনৈবেদ্য পরেশকে নিবেদন করিবে। ৪১১। অন্ন ব্যঞ্জনাদি নৈবেদ্য নিবেদন মন্ত্র এই,—"নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে" অর্থাৎ হে হরে! আপনাকে এই হবিঃ (চতুর্ব্বিধান্ন) নিবেদন করিতেছি, আপনি ইহা সেবা (ভক্ষণ) করুন্! এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" এইটী পাঠ করিয়া নিজ বামপাণি দ্বারা যথাবিধি

ব্যানায় স্বাহা—ওঁ উদানায় স্বাহা—ওঁ সমানায় স্বাহা" ইত্যুচ্চার্য্য প্রাণাদিপঞ্চমুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ। কনিষ্ঠানামিকে অঙ্গুল্যৌ স্বাঙ্গুষ্ঠমূর্দ্ধ্না চেৎ স্পৃশেৎ তদা আদ্যা মুদ্রা স্যাৎ। তর্জ্জনীমধ্যমে চেদঙ্গুষ্ঠমূর্দ্ধ্না স্পৃশেত্তদা দ্বিতীয়া। অনামিকা-মধ্যমে চেৎ স্পৃশেত্তদা তৃতীয়া। অনামিকাতর্জ্জনীমধ্যমাশ্চেৎ স্পৃশেৎ তদা চতুর্থী। তা অনামিকাতর্জ্জনীমধ্যমাকনিষ্ঠা সহিতাশ্চেৎ স্পৃশেত্তদা পঞ্চমীতি প্রাণাদিপঞ্চমুদ্রা। ঘণ্টা-বাদয়ন্ পানীয়জলাদিকং দত্ত্বা শ্লোকমিমং পঠেৎ।

শালের্ভক্তং সুভক্তং সসিতমশিতিরুক্পায়সাপূপসূপং
লেহ্যং পেয়ং সুচোষ্যং পরমমমৃতফলং ঘারিকাদ্যং সুখাদ্যং।
আজ্যং প্রাজ্যং সমজ্যানয়নরুচিকরং রাজিকৈলামরীচ-
স্বাদীয়ঃ শাকরাজী পরিকরমমৃতাহারজোষং জুষস্ব ॥ ৪১২ ॥

জলগণ্ডূষ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদানানন্তর প্রফুল্ল, পদ্মসদৃশ গ্রাসমুদ্রা দেখাইয়া "ওঁ প্রাণায় স্বাহা" হইতে "সমানায় স্বাহা" পর্য্যন্ত পাঁচটী মন্ত্র পড়িয়া প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা দেখাইবে। কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয় নিজ অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ স্পর্শ করিলে "প্রাণমুদ্রা" হয়। তর্জ্জনী ও মধ্যমা ঐরূপে স্পৃষ্ট হইলে "অপান মুদ্রা" হয়। অনামিকা ও মধ্যমা ঐ ভাবে স্পৃষ্ট হইলে "ব্যানমুদ্রা" হয়। অনামিকা, তর্জ্জনী ও মধ্যমা ঐরূপে স্পর্শ করিলে "উদান মুদ্রা" হয়। অনামিকা, তর্জ্জনী, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা ঐমত স্পৃষ্ট হইলে "সমানমুদ্রা" হইয়া থাকে। ইহাকেই প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা কহে। ঘণ্টাবাদ্য করিতে করিতে পানীয় জলাদি প্রদানপূর্ব্বক এই শ্লোক পাঠ করিবে। হে হরে! শালীভক্ত (উৎকৃষ্ট তণ্ডুলের অন্ন) হিমকণার ন্যায় শুভ্রবর্ণ, তদ্ব্যতীত অন্যান্য উত্তমান্ন পায়স, পিষ্টক, সূপ, লেহ্য, পেয়, চোষ্য এবং অত্যুত্তম অমৃতময় ফল, ঘারিকা (ঘিওর) প্রভৃতি উত্তম খাদ্য, ঘৃত, সজ্জন সকলের নয়নের তৃপ্তিকর প্রচুর ঘৃত, এলাইচ ও মরীচ

অথ ভোজনবিজ্ঞপ্তিরেষা।

দ্বিজস্ত্রীণাং ভক্তে মৃদুনি বিদুরান্নে ব্রজগবাং
দধিক্ষীরে সখ্যুঃ স্ফুটচিপিটমুষ্টৌ মুররিপো।
যশোদায়াং স্তন্যে ব্রজযুবতিদত্তে মধুনি তে
যথাসীদামোদস্তমিমমুপহারেঽপি কুরুতাং ॥ ৪১৩ ॥
যা প্রীতির্বিদুরার্পিতে মুররিপো কুন্ত্যর্পিতে যাদৃশী
যা গোবর্দ্ধনমূর্দ্ধ্নি যা চ পৃথুকে স্তন্যে যশোদার্পিতে।
ভারদ্বাজসমর্পিতে শবরিকাদত্তেঽধরে যোষিতাং
যা বা তে মুনিভাবিনীবিনিহিতেঽন্নেঽত্রাপিতামর্পয় ॥৪১৪॥

প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত অতি সুস্বাদু অত্যুত্তম ঘৃতবহুলপক্কান্ন এবং সুস্বাদু শাকাদি উপকরণ, এই সকল অমৃত তুল্য বস্তুর আস্বাদন-জনিত সুখভোগ করুন্। ৪১২। অনন্তর ভোজন বিজ্ঞপ্তি বলিতেছেন। হে মুররিপো শ্রীকৃষ্ণ! বৃন্দাবনে যজ্ঞপত্নী সকলের প্রদত্ত অন্নে, মহাত্মা বিদুরের মৃদু অন্নে, ব্রজস্থ গাভীগণের দধি-দুগ্ধে, সখা শ্রীদামবিপ্রের চিপিটকমুষ্টিতে, মাতা যশোদার স্তনক্ষীরে, ব্রজযুবতিদিগের প্রদত্ত অধরাদি মধুতে, আপনার যেরূপ আমোদ হইয়াছিল, হে কৃষ্ণ! সেইরূপ মদ্দত্ত এই অন্নব্যঞ্জনাদি উপহারেও আমোদ প্রকাশ করুন্। ৪১৩। হে মুররিপো হরে! ভাগ্যবান বিদুরের অর্পিতান্নে আপনার যেরূপ প্রীতি, পাণ্ডুগৃহিণী ভক্তিমতী শ্রীমতী কুন্তীর প্রদত্তান্নে আপনার যেরূপ প্রীতি, সমাধ্যায়িভক্ত শ্রীদাম ব্রাহ্মণের চিপিটকে আপনার যেরূপ প্রীতি, শ্রীমন্নন্দরাজ-গৃহিণী মাতা শ্রীমতী যশোদা দেবীর স্তনদুগ্ধে আপনার যেরূপ প্রীতি, বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীমদ্গোবর্দ্ধন পর্ব্বত প্রদত্ত ফলাদিতে আপনার যেরূপ প্রীতি, পরমপ্রেমময়ী ব্রজাঙ্গনাসকলের অধরসুধায় আপনার যেরূপ প্রীতি এবং মুনিপত্নীবৃন্দের প্রদত্তান্নে আপনার যেরূপ প্রীতি, হে কৃষ্ণ! সেইরূপ প্রীতি মদ্দত্ত এই অন্নের প্রতিই প্রকাশ করুন। ৪১৪।

ক্ষীরে শ্যামলয়ার্পিতে কমলয়া বিশ্রাণিতে ফাণিতে
দত্তে লডডুনি ভদ্রয়া মধুরসে সোমাভয়ালম্ভিতে।
তুষ্টির্যাভবতস্ততঃ শতগুণাং রাধানিদেশান্ময়া
ন্যস্তেঽস্মিন্ পুরতস্ত্বমর্পয় হরে রম্যোপহারে রতিং ॥৪১৫॥

হে কৃষ্ণ হে রমাকান্ত হে হে কৃপণবৎসল।
গৃহাণ কৃপয়া নাথ মদ্দত্তমোদনাদিকং ॥ ৪১৬ ॥

ন কিঞ্চিন্মে সংসারেঽস্মিন্ সর্ব্বং তে মধুসূদন।
মদ্দত্তমোদনাদীংশ্চেত্যাদি কাকুর্ম্মুধা ময়া ॥ ৪১৭ ॥

ইত্যাদি বিজ্ঞাপ্য বহিরাগত্য যবনিকামন্তর্ধাপ্য শ্রীমন্দির দ্বারমাবদ্ধ্য বা দ্বাত্রিংশদুত্তরচতুঃশতবারং শ্রীহরিনামমালিকা-মথবৈকাগাভীদোহনকালমপেক্ষয়া অষ্টোত্তরশতবারং গায়ত্রীং জপেচ্চ ॥

হে হরে! শ্রীশ্যামাসখীর অর্পিত ক্ষীরে শ্রীকমলার দত্ত, ফাণিতে (বাতাসায়), শ্রীভদ্রার দত্ত লড্ডুতে, শ্রীচন্দ্রাবলীদত্ত মধুররসে আপনার বড়ই প্রীতি জন্মিয়াছিল, হে নাথ! শ্রীমতী রাধিকার আজ্ঞাধীন আমা কর্ত্তৃক তদীয় সম্মুখে ন্যস্ত এই মনোরম ভোজ্যদ্রব্য সকলে তদপেক্ষা শতগুণ প্রীতি প্রকাশ করুন্। অবশ্যই করিতে হইবে, যেহেতু আমি রাধিকার আজ্ঞাধীন। ৪১৫। হে হরে! হে রাধাকান্ত! হে হে দরিদ্রবৎসল! হে নাথ! কৃপাপূর্ব্বক মদ্দত্ত অন্নব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করুন। ৪১৬। হে মধুসূদন! এই সংসারে আমার কিছুই নাই। সমস্তই আপনার! অতএব মদ্দত্ত অন্নব্যঞ্জনাদি কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করুন। আমার এই কাকুবাক্য মিথ্যা মাত্র। ৪১৭। ইত্যাদি কৃষ্ণাগ্রে বিজ্ঞাপন করিয়া মন্দির হইতে বাহিরে আগমন পূর্ব্বক পর্দ্দাচ্ছাদন, বা মন্দিরের দ্বার আবদ্ধ করণানন্তর ৪৩২ চারিশত বত্রিশবার (একগ্রন্থ) শ্রীহরিনাম মালা অথবা একটী গাভীদোহন সময় পর্য্যন্ত ১০৮ একশত আটবার গায়ত্রী জপ করিবে। অনন্তর জপমালার

অথ জপমালা ।

তুলসীকাষ্ঠঘটিতৈর্ম্মণিভির্জপমালিকা ।
সর্ব্বকর্ম্মণি সর্ব্বেষামীপ্সিতার্থফলপ্রদা ।
পুণ্ডরীকভবা মালা গোপালমনুসিদ্ধিদা ।
আমলক্যা ভবা মালা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মতা ।
তথামলকসম্ভূতৈস্তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মিতৈঃ ।
জপমালাং সদা কুর্য্যান্মতিমান্ বৈষ্ণবে মনৌ ।
তুলসীসম্ভবা যা তু মোক্ষং বিতনুতেঽচিরাৎ ॥ ৪১৮ ॥

অথ মালানির্ম্মাণবিধিঃ ।

মুখে মুখং প্রকর্ত্তব্যং মুখং মূলে বিবর্জ্জয়েৎ ।
ধাত্রীফলপ্রমাণেন শ্রেষ্ঠমেতদুদাহৃতং ।
বদরাণ্ডপ্রমাণেন গদ্যতে মধ্যমাধমে ।
নবত্রিতন্তুনা চৈতদ্‌গ্রন্থনীয়মসংস্পৃশৎ ।
ঊর্দ্ধবক্ত্রঞ্চ মের্ব্বাখ্যং কর্ত্তব্যং তন্ন লঙ্ঘয়েৎ ॥

বিষয় বলিতেছেন। তুলসীকাষ্ঠমণিবিনির্ম্মিতা জপমালিকা সর্ব্বকর্ম্মে সকলের বাঞ্ছিত ফলদান করেন। শ্বেতপদ্মবীজ বিনির্ম্মিতা মালা শ্রীগোপালমন্ত্রের সিদ্ধিপ্রদায়িনী, আমলকী রচিতমালা সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদারূপে সম্মতা। এইজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্রে আমলক ও তুলসীকাষ্ঠ নির্ম্মিত জপমালা সর্ব্বদাই করিবেন। তন্মধ্যে তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা মালা অল্পকাল মধ্যে মোক্ষ প্রদান করেন। ৪১৮। অনন্তর মালা-প্রস্তুত-বিধি বলিতেছেন। মালার মুখের দিকে মুখ যোজনা করিবে। মূলের দিকে মুখ যোজনা করিবে না। ধাত্রীফল পরিমিত মালা শ্রেষ্ঠ। কুল এবং কুলবীজ তুল্য মালা মধ্যম ও কনিষ্ঠ। সর্ব্বাগ্রে ত্রিগুণ করিয়া পশ্চাৎ ত্রিগুণ করণানন্তর নবগুণিত সূত্রে মালা গ্রন্থন করিবে। কিন্তু যাহাতে পরস্পর সংলগ্ন না হয়, এমন করিয়া প্রত্যেক মালাদ্বয়ের মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মগ্রন্থি সংযোগ করিবে। ঊর্দ্ধমুখ পূর্ব্বক মেরুসংস্থাপন করিবে। জপকালীন

মুখে মুখন্তু সংযোজ্য পুচ্ছে পুচ্ছন্তু যোজয়েৎ।
গোপুচ্ছসদৃশী কার্য্যা যদ্বা সর্পাকৃতিঃ শুভা॥
তৎসজাতীয়মেকাক্ষং মেরুত্বেনাগ্রতো ন্যসেৎ।
একৈকমণিমধ্যে তু ব্রহ্মগ্রন্থিং প্রকল্পয়েৎ।
জপমালাং বিধায়েত্থং তৎ সংস্কারান্ সমাচরেৎ॥
অথবা—মণিমেকৈকমাদায় সূত্রে চ যোজয়েৎ সুধীঃ॥৪১৯॥

অথ মালাসংস্কারঃ।

ক্ষালয়েৎ সদ্যো জাতেন বামদেবেন ঘর্ষয়েৎ।
ধূপয়েদপ্যঘোরেণ লেপয়েৎ পুরুষেণ তু।
মন্ত্রয়েৎ পঞ্চমেনৈব প্রত্যেকন্তু শতং শতং।
মেরুঞ্চ পঞ্চমেনৈব তথাঘোরেণ মন্ত্রয়েৎ॥ ৪২০ ॥

ক্ষালয়েৎ পঞ্চগব্যেন উত্তম জলেন প্রক্ষালয়েৎ। তদুক্তং। ক্ষালয়েৎ পঞ্চগব্যেন সদ্যো জাতেন সজ্জলৈরিতি। ওঁ সদ্যো জাতং প্রপদ্যামি সদ্যো জাতায় বৈ নমো নমঃ। ভবে ভবে নাদি ভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ। ঘর্ষয়েচ্চন্দনাদিভিঃ। তথাচোক্তং। চন্দনাগুরুগন্ধাদ্যৈর্বামদেবেন ঘর্ষয়েৎ। ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ

মেরুলঙ্ঘন করিবে না। মুখে মুখ ও পুচ্ছে পুচ্ছ যোজনা করিবে। গোপুচ্ছ অথবা সুন্দরসর্পাকৃতি করিয়া মালা গ্রন্থন করিবে। ঐ সজাতীয় মালার মধ্যে একটি মালাকে অগ্রে মেরুরূপে কল্পনা করিবে। একএকটি মালার মধ্যে ব্রহ্মগ্রন্থি দিবে। এই মত জপমালা প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহার সংস্কার করিবে। অথবা এক একটি মালা গ্রহণানন্তর সূত্রে গ্রন্থন পূর্ব্বক সংস্কার করিবে। ৪১৯। অনন্তর মালা-সংস্কার বলিতেছেন। সদ্যোজাত মন্ত্রদ্বারা পঞ্চগব্যে উত্তম জলে মালাকে ক্ষালন করিবে। "ওঁ সদ্যোজাতং" হইতে "ভবোদ্ভবায় নমঃ" পর্য্যন্ত সদ্যোজাত মন্ত্র। বামদেবমন্ত্রে চন্দন প্রভৃতি

কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলপ্রমথায় নমঃ সর্ব্বভূত-দমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ। ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নম-স্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ। লেপয়েচ্চন্দনাদিনা। ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। পঞ্চম-শ্চারং। ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানং ব্রহ্মা-ধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মেঽস্তু সদাশিবোমিতি। একৈকং মণিং শতং শতং বারান্মন্ত্রয়েদিতি। ততঃ প্রত্যেকং মণিং মেরুঞ্চ পূজয়েৎ। এবং ক্রমেণ গুরুণা মালাং সংস্কার-য়িত্বা গুরুং সংপূজ্য তদ্ধস্তাম্মালাং গৃহ্লীয়াৎ। গুরুং সংপূজ্য-তদ্ধস্তাদ্গৃহ্লীয়াৎ সর্ব্বসিদ্ধয় ইতি তন্ত্রবাক্যং। শ্রীগুরু দেবোঽপি যথাবিধি মালাং সংস্কৃত্য শ্রীকৃষ্ণায় সমর্প্য শিষ্যকরে দাস্যতীতি। বিশেষ জিজ্ঞাসা চেৎ গুরুমুখাচ্ছ্রোতব্যঃ ॥ ৪২১ ॥

দ্বারা মালাকে ঘর্ষণ করিবে। "ওঁ বামদেবায়" হইতে "মনোন্মথনায় নমঃ" পর্য্যন্ত বামদেব মন্ত্র। অঘোর মন্ত্র দ্বারা মালাকে ধূপন করিবে। "ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ" হইতে "রুদ্ররূপেভ্যঃ" পর্য্যন্ত অঘোর মন্ত্র। তৎপুরুষ মন্ত্রদ্বারা মালাতে চন্দনাদি লেপন করিবে। "ওঁ তৎপুরুষায়" হইতে "প্রচোদয়াৎ" পর্য্যন্ত তৎপুরুষ মন্ত্র। এবং ঈশানাদি পঞ্চম মন্ত্রদ্বারা প্রত্যেক মালাকে একশতবার মন্ত্রিত করিবে। "ওঁ ঈশানঃ" হইতে "শিবোমিতি" পর্য্যন্ত পঞ্চম মন্ত্র। মেরুকে পঞ্চমমন্ত্র ও অঘোরমন্ত্র দ্বারা মন্ত্রিত করিবে। তদনন্তর প্রত্যেক মালা ও মেরুকে পূজা করিবে। এইরূপ ক্রমে গুরু দ্বারা মালা সংস্কার করাইয়া, গুরুকে বিশেষরূপে পূজা করিয়া মালা গ্রহণ করিবে। তন্ত্রে বলিয়াছেন, গুরুকে বিশেষভাবে পূজা করিয়া, তদীয় হস্ত হইতে মালা গ্রহণ করিলে, সেই মালা জপ দ্বারা সর্ব্ববাসনা পূর্ণ হয়। আর শ্রীগুরুদেবও যথাবিধি মালা সংস্কার

অথ জপাঙ্গুল্যাদিনির্ণয়ঃ।

অনামামধ্যমাক্রম্য জপং কুর্য্যাত্তু মানসঃ।
মধ্যামামধ্যমাক্রম্য জপং কুর্য্যাদুপাংশুকং।
তর্জ্জনীন্তু সমাক্রম্য জপং নৈব তু কারয়েৎ।
একৈকমণিমঙ্গুষ্ঠেনাকর্ষন্ প্রজপেন্মনুং।
মেরৌ তু লঙ্ঘিতে দেবি ন মন্ত্রঃ ফলভাগ্ ভবেৎ।
জীর্ণে সূত্রে পুনঃ সূত্রং গ্রথয়িত্বা শতং জপেৎ।
তাবন্নিষিদ্ধসংস্পর্শে ক্ষালয়িত্বা যথোদিতং।
প্রমাদাৎ পতিতে হস্তাজ্জপেদষ্টোত্তরং শতং।
পাদয়োঃ পতিতে তস্মিন্ প্রক্ষাল্য দ্বিগুণং জপেদিতি ॥৪২২॥
উচ্চরেদর্থমুদ্দিশ্য মানসঃ স জপঃ স্মৃতঃ।
জিহ্বোষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিদ্দেবতাগতমানসঃ।
কিঞ্চিচ্ছ্রবণযোগ্যঃ স্যাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ।
মন্ত্রমুচ্চারয়িত্বা চ বাচিকঃ স জপঃ স্মৃতঃ ॥ ৪২৩ ॥

করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণপূর্ব্বক শিষ্যকরে প্রদান করিবেন ইতি। ৪২০। ৪২১। অনন্তর জপ অঙ্গুলি আদি নির্ণয়। অনামিকার মধ্যকে আমক্রণ পূর্ব্বক মানস জপ করিবে। মধ্যমার মধ্য আক্রমণ করিয়া উপাংশু জপ করিবে। কদাচ তর্জ্জনীকে আক্রমণ পূর্ব্বক জপ করিবে না। এক একটি মালাকে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা আকর্ষণ করণানন্তর মন্ত্র জপ করিবে। মেরুলঙ্ঘিত হইলে মন্ত্রজপের ফললাভ হয় না। মালার সূত্র জীর্ণ হইলে পুনর্ব্বার নবসূত্রে গাঁথিয়া শতবার মন্ত্র জপ করিবে। অনবধান বশতঃ হস্ত হইতে পতিত হইলে ১০৮ একশত আটবার জপ করিবে। দৈবাৎ হস্ত হইতে পদে পতিত হইলে যথোক্ত পঞ্চগব্যাদি দ্বারা প্রক্ষালনানন্তর ২১৬ দুইশত যোলবার মন্ত্র জপিবে। নিষিদ্ধ সংস্পর্শেও ঐ ব্যবস্থা। মন্ত্রার্থ উদ্দেশ পূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণের নাম মানস জপ। কৃষ্ণে মনোর্পণ পূর্ব্বক, জিহ্বা ও

অঙ্গুল্যগ্রেষু যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনে।
অসংখ্যাতঞ্চ যজ্জপ্তং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৪২৪ ॥
ন নিষ্কামোঽপ্যনাসক্তো নিষেধবিধিগোচরঃ ॥
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥
সদয়ঃ কৃষ্ণচন্দ্রোঽয়ং বিশেষং নেচ্ছতি ক্বচিৎ।
রসনাস্পৃক্ ফলত্যেব পাবকঃ সংস্কৃতো যথা ॥ ৪২৫ ॥

অথ হরিনামমন্ত্রঃ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ৪২৬ ॥

অথ নামাপরাধাঃ।

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগরিহাং।

ওষ্ঠ ঈষৎ চালিত করণানন্তর ধীরে ধীরে অল্প শ্রবণযোগ্যরূপে মন্ত্র উচ্চারণের নাম উপাংশু জপ। মন্ত্র স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ পূর্ব্বক জপ করার নাম বাচিক জপ যজ্ঞ। অঙ্গুলীর অগ্রভাগে, মেরুলঙ্ঘন পূর্ব্বক ও সংখ্যা না রাখিয়া যে জপ করা হয়, সে জপ নিষ্ফল। ৪২২। ৪২৩। ৪২৪। নিষ্কাম অনাসক্ত ব্যক্তি বিধিনিষেধের বাধ্য নহেন। শ্রীভগবান কহিলেন, যেকাল পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্যোদয়াদি না হয়, কিংবা যেকাল পর্য্যন্ত আমার লীলা কথা প্রভৃতি শ্রবণে রতি না হয়, সেইকাল পর্য্যন্ত স্মৃত্যাদি অনুসারে কর্ম্ম করিবে। পাবক যেরূপ সংস্কৃত হইলেই ফল দান করেন, সেইরূপ কৃপাময় কৃষ্ণচন্দ্র রসনাতে বিরাজমান হইলেই ফল প্রদান করেন, ভক্তের বিধি-নিষেধজনিত কোন পরিশ্রমের অপেক্ষা করেন না। ইহার তাৎপর্য্য এই—নিরপরাধ হইয়া যথা ইচ্ছা নাম করিবে। অনন্তর শ্রীহরিনাম মন্ত্র। ঐ মন্ত্র মূলগ্রন্থে দেখ। ৪২৫।৪২৬।

শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহগুণনামাদিসকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥ ৪২৭ ॥

গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং
তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনং।
নাম্নো বলাদ্যস্য হি পাপবুদ্ধি-
র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ ॥ ৪২৮ ॥

ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব্ব-
শুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি
যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ॥ ৪২৯ ॥

শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ।
অহংমমাদি পরমোনাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ ॥ ৪৩০ ॥

সাধুগণের সমীপেই শ্রীনামের প্রকট হইয়া থাকে, এ কারণ নাম সজ্জন সকলের নিন্দাবাদ সহ্য করিতে পারেন না। এই জন্যই বলিলেন যে, সাধুদিগের নিন্দা করিলে নামের কাছে গুরুতর অপরাধ হয়। আর ইহলোকে যে ব্যক্তি শ্রীশিব ও শ্রীবিষ্ণুর নাম এবং গুণাদি সকল ভিন্নবোধে অন্তঃকরণে বিভিন্নভাবে সন্দর্শন করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় হরিনামের অনিষ্টকারী। ৪২৭। যে ব্যক্তি গুরুর অবজ্ঞা, বেদশাস্ত্রনিন্দন, শ্রীহরিনামে বৃথা অর্থ কল্পনা করে এবং নামের প্রচুর প্রভাব দেখিয়া পাপে প্রবৃত্ত হয় (অর্থাৎ মনে করে, আমি যে পাপ করিয়াছি ও করিতেছি এবং করিব, তাহা নাম করিলেই নষ্ট হইবে) বহু বহু যম-যন্ত্রণাভোগেও তাহার নিষ্কৃতি নাই। ৪২৮। ধর্ম্ম, ব্রত, দান ও যজ্ঞাদি শুভকর্ম্মের সহিত নামের সমানজ্ঞান করা অপরাধ, অশ্রদ্দধান জনে, বিমুখ জনে ও শ্রবণপরাঙ্মুখ জনে নামোপদেশ করা, তাহা শিবনামে অপরাধ। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীশিবের অভেদত্ব হেতু, শিবনামে অপরাধ বলা

জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন।
সদা সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ॥ ৪৩১॥
নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥ ৪৩২॥
মহিম্নামপি যন্নাম্নঃ পরং গন্তুমনীশ্বরাঃ।
মনবোঽপি মুনীন্দ্রাশ্চ কথং তং ক্ষুণ্ণধীর্ভজে॥ ৪৩৩॥

বিশেষজিজ্ঞাসা চেৎ শ্রীহরিভক্তিবিলাসং তথা বৈষ্ণবসভাবিভূষণমচ্ছিষ্যশ্রীমৎকেদারনাথ ভক্তিবিনোদকৃতান্ শ্রীহরিনামচিন্তামণি-ভজনরহস্যাদিগ্রন্থান্ পশ্য। রুদ্রগানাধিকং ভবেদিতি লিঙ্গপুরাণবচনমনুস্মৃত্য দ্বেষাদিদোষান বিহায় প্রাচীনাদিভক্তকৃতগ্রন্থাদিষনাদরং মাকুরু। অলমতি বিস্তরেণ॥ ৪৩৪॥

হইয়াছে। ৪২৯। যে ব্যক্তি নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নামে প্রীতি প্রকাশ করে না ও আমি আমার এবং ভোগাদি বিষয়ে তৎপর, সে ব্যক্তিও নামসন্নিধানে অপরাধী। ৪৩০। যদি কখন প্রমাদ বশতঃ নামাপরাধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নাম সর্ব্বদা কীর্ত্তন পূর্ব্বক একমাত্র নামেরই শরণাগত হইবে। ৪৩১। নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিগণের নামই অপরাধ হরণ করেন। নাম অবিশ্রান্ত কীর্ত্তিত হইলে সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করেন। ৪৩২। মনু ও মুনীন্দ্র সকলও যে হরিনামের মহিমাদির পারঙ্গত হইতে অক্ষম, আমি অল্পবুদ্ধি হইয়া কিরূপে সেই হরিনামের মহিমাদির পারঙ্গত হইব? ইতি। ৪৩৩। আর যদি বিশেষ জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হয়, তবে শ্রীহরিভক্তিবিলাস তথা বৈষ্ণবসভাবিভূষণ মদীয় শিষ্য শ্রীমান্ কেদারনাথ ভক্তিবিনোদকৃত শ্রীহরিনামচিন্তামণি ও ভজনরহস্য প্রভৃতি গ্রন্থ দেখ। "ভক্তকৃতগানাদি রুদ্রকৃতগানাদি হইতেও অধিক, এই লিঙ্গপুরাণের বাক্য অনুস্মরণ পূর্ব্বক দ্বেষাদি দোষসকল পরিত্যাগানন্তর প্রাচীনাদি ভক্তকৃত গ্রন্থাদিতে অনাদর করিও না, বেশী আর কি বলিব। ৪৩৪।

এবঞ্চ শ্রীহরিনামাদিকং কৃত্বা কাংস্যোদ্ঘোষপূর্ব্বকং যবনিকামপসার্য্য দ্বারমুদ্ঘাট্য বা "অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" ইত্যনেন মন্ত্রেন জলগণ্ডূষং সমর্প্য "ইদমাচমনীয়ং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" ইত্যুচ্চার্য্যাচমনার্থং জলাদিকমর্পয়িত্বা তাম্বূল-পুষ্পগুচ্ছ দর্পণাদিকং সমর্পয়েৎ। ততঃ মহাপ্রসাদান্নব্যঞ্জনাদিকং শ্রীরাধিকাদিগোপীবৃন্দেভ্যঃ শ্রীদামাদিগোপবৃন্দেভ্যশ্চ সমর্প্য তন্মহাপ্রসাদান্নব্যঞ্জনাদিকং শ্রীমন্দিরাদ্বহিঃ সংরক্ষ্য শ্রীমন্দির-প্রক্ষালনানন্তরং শঙ্খ-ঘণ্টা-কাংস্য-ঝর্ঝর-দামামেত্যাদিবাদ্য-পুরঃসর মহানীরাজনং কৃত্বা পুষ্পাঞ্জলিপ্রদানানন্তরমপরাধ ভঞ্জনস্তোত্রাদিকং পঠিত্বা "সুখং সুস্বাপ" ইতি মন্ত্রেণ পর্য্য-ঙ্কোপরি সুকোমলশয্যায়াং শ্রীদেবায় শয়ানং দত্বা মৃদুমৃদ্বুরণং চরণং সংনিষেব্য মন্দিরাদ্বহিরাগম্য তন্মহাপ্রসাদান্নব্যঞ্জনাদিকং যথাভাগং শ্রীমদ্বিষ্বক্সেনাদিভ্যঃ সমর্পয়েৎ। তন্মন্ত্রশ্চায়ং।

এইরূপে হরিনামাদি করিয়া, কাঁসর বাদ্যপূর্ব্বক যবনিকা অপসারণ বা দ্বার খুলিয়া "অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক একগণ্ডূষ জলার্পণ করত "ইদমাচনীয়ং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" ইহা বলিয়া আচমনার্থ জলাদি দিয়া তাম্বূল-পুষ্পগুচ্ছ (তোড়া) দর্পণাদি প্রদান করিবে। তদনন্তর মহাপ্রসাদান্নব্যঞ্জনাদি শ্রীরাধিকাদি গোপীগণকে ও শ্রীদামাদি গোপসকলকে সমর্পণ পূর্ব্বক, সেই প্রসাদান্নাদি শ্রীমন্দিরের বাহিরে রাখিয়া শ্রীমন্দির প্রক্ষালনানন্তর শঙ্খ, ঘণ্টা, কাসর, ঝর্ঝর ও দামামা প্রভৃতি বাদ্যের সহিত আরাত্রিক করণানন্তর পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক অপরাধ ভঞ্জনস্তোত্রাদি পাঠপূর্ব্বক "সুখং সুস্বাপ" অর্থাৎ সুখে শয়ন করুন, এই মন্ত্র দ্বারা খাটের উপরে সুকোমলশয্যাতে শ্রীদেবকে শয়ান দিয়া, ধীরে ধীরে শরণ চরণ সেবা পূর্ব্বক মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া, সেই মহাপ্রসাদান্নাদি

বলির্বিভীষণো ভীষ্মঃ কপিলো নারদোঽর্জ্জুনঃ।
প্রহ্লাদশ্চাম্বরীষশ্চ বসুর্ব্বায়ুসুতঃ শিবঃ।
বিষ্বক্সেনোদ্ধবাক্রূরাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদোঽয়ং সর্ব্বে গৃহ্ণন্তু বৈষ্ণবাঃ॥ ৪৩৫॥
বিষ্বক্সেনায় দাতব্যং নৈবেদ্যং তচ্ছতাংশকং।
পাদোদকং প্রসাদঞ্চ লিঙ্গে চণ্ডেশ্বরায় চ॥ ৪৩৬॥

তদ্বিধিশ্চোক্তঃ।

মুখ্যাদীশানতঃ পাত্রান্নৈবেদ্যাংশং সমুদ্ধরেৎ।
সর্ব্বদেবস্বরূপায় পরায় পরমেষ্ঠিনে।
শ্রীকৃষ্ণসেবাযুক্তায় বিষ্বক্সেনায় তে নমঃ॥
পশ্চাচ্চ বলিরিত্যাদিশ্লোকাবুচ্চার্য্য বৈষ্ণবঃ।
সর্ব্বেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যস্তচ্ছতাংশং বিনিবেদয়েৎ॥ ৪৩৭॥

ভাগানুসারে শ্রীবিষ্বক্সেনাদিকে অর্পণ করিবে। তাহার মন্ত্র এই,—বলি, বিভীষণ, ভীষ্ম, কপিল, নারদ, অর্জ্জুন, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, বসু, বায়ুনন্দন, শ্রীশিব, বিষ্বক্সেন, উদ্ধব, অক্রূর, সনক প্রভৃতি ও শুকাদি বৈষ্ণবগণ আপনারা সকলে শ্রীকৃষ্ণের এই প্রসাদ গ্রহণ করুন। ৪৩৫। নৈবেদ্যের শতাংশের একাংশ, পাদোদক ও প্রসাদান্নাদি বিষ্বক্সেনকে দিবে। আর লিঙ্গে শিবার্চ্চন করা যায়, তাহা হইলে নৈবেদ্যাদি চণ্ডেশ্বর শিবপ্রধানকেও দিবে। ৪৩৬। তাহার বিধি এই। প্রধান পাত্রের ঈশানকোণ হইতে নৈবেদ্যাংশ উদ্ধৃত পূর্ব্বক "সর্ব্বদেবস্বরূপায়" হইতে "তে নমঃ" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া নৈবেদ্যাদি দিবে। মন্ত্রার্থ এই,—শ্রীকৃষ্ণের সেবাপরায়ণ পরমেষ্ঠী ও সর্ব্বদেবস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ বিষ্বক্সেন তোমাকে নমস্কার। পশ্চাৎ বৈষ্ণবব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বলিঃ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত সমুদায় বৈষ্ণবগণকে ঐ নৈবেদ্যের শতাংশের-একাংশ নিবেদন করিবেন। ৪৩৭।

কচিচ্চ।

অথবা মূলমন্ত্রেণ হরৌ সর্ব্বং নিবেদ্য চ।
তচ্ছেষন্তু শিবাদিভ্যো বৈষ্ণবো বিনিবেদয়েৎ ॥ ৪৩৮ ॥
প্রজ্জ্বাল্য দীপধূপাদিনৈবেদ্যমর্পয়েদ্বুধঃ ॥ ৪৩৯ ॥

শ্রীবিষ্ণুনৈবেদ্যপ্রদানবৎ সর্ব্বেভ্যো দেবাদিভ্যো নৈবেদ্য মর্পয়েদিতি ॥ ৪৪০ ॥

বিহারিলালরামস্য বিশ্বনাথাত্মজস্য বৈ।
জিহ্বায়াং স্ফুরতান্নিত্যং শ্রীহরের্নামমঙ্গলং ॥ ৪৪১ ॥

অথ সংক্ষেপপূজাপদ্ধতিঃ।

মনসি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গয়োরনুজ্ঞাং গৃহীত্বা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণং ধ্যায়েৎ। ওঁ শ্রীগোবিন্দং ঘনশ্যামং পূর্ণানন্দকলেবরং। দ্বিভুজং বেণুমুদ্রাঢ্যং রাধালিঙ্গিতবিগ্রহং ॥ ইতি ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ সম্পূজ্য পুনর্ধ্যাত্বা পঞ্চোপচারৈর্দশোপচারৈর্বা পূজয়েৎ। শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নম” ইত্যনেন মন্ত্রেণ পাদ্যাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য শ্রীগুর্ব্বাদীন্ প্রণমেৎ।

অথবা মূলমন্ত্র দ্বারা হরিকে নৈবেদ্যাদি নিবেদন পূর্ব্বক, তদীয় শেষ শিবাদিকে বৈষ্ণব ব্যক্তি অর্পণ করিবেন। ইতি। ৪৩৮। পণ্ডিত ব্যক্তি ধূপদীপাদি জ্বালিয়া নৈবেদ্য অর্পণ করিবেন। ইতি। ৪৩৯। শ্রীবিষ্ণু-নৈবেদ্য প্রদানের ন্যায় সমস্ত দেবদেবীকে নৈবেদ্য অর্পণ করিবে। ৪৪০। শ্রীমান্ বিশ্বনাথ রামের আত্মজ শ্রীমান্ বিহারিলাল রামের রসনায় শ্রীহরির মঙ্গলময় নাম সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি পাউক। ৪৪১। সংক্ষেপ পূজা পদ্ধতি বলিতেছেন। মন দ্বারা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অনুমতি গ্রহণানন্তর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ধ্যান করিবে। “ওঁ শ্রীগোবিন্দং” হইতে “বিগ্রহং” পর্য্যন্ত রাধাকৃষ্ণের ধ্যান। তাহার অর্থ এই,—ঘনশ্যামবর্ণ, পূর্ণানন্দ কলেবর, দ্বিভুজ, বেণুধারী, রাধালিঙ্গিত মূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দকে আমি ধ্যান করি। এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতান্ শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥৪৪২॥

ইতি চতুর্থপঞ্চমযামার্দ্ধকৃত্যং ॥

পিতৃপাদানহং বন্দে সর্ব্বদেবস্বরূপিণং।
যস্মিন্ প্রীতিসমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা ॥ ৪৪৩ ॥
ততঃ কৃষ্ণার্পিতেনৈব শুদ্ধেনান্নেন বৈষ্ণবঃ।
বৈশ্বদেবাদিকং দৈবং কর্ম্মপৈত্র্যঞ্চ সাধয়েৎ ॥ ৪৪৪ ॥
ষষ্ঠে দিনবিভাগেতু কুর্য্যাৎ পঞ্চমহামখান্।
দৈবো হোমেন যজ্ঞঃ স্যাৎ ভৌতস্তু বলিদানতঃ।
পৈত্র্যো বিপ্রান্নদানেন পৈত্র্যেণ বলিনাথবা।
কিঞ্চিদন্নপ্রদানাদ্বা তর্পণাদ্বা চতুর্ব্বিধঃ।

করণানন্তর পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া পঞ্চ উপচার বা দশোপচার দ্বারা পূজা করিবে। "শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ এই মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা পূর্ব্বক শ্রীগুরু প্রভৃতিকে প্রণাম করিবে। শ্রীগুরুর শ্রীযুত পদকমল, শিক্ষাগুরুগণ, বৈষ্ণব সকল, শ্রীসনাতনের সহিত শ্রীরূপ, সগণ সহিত রঘুনাথ, শ্রীজীব, অদ্বৈত, অবধূত নিত্যানন্দ, পরিজন সহিত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব, শ্রীললিতাবিশাখাদির সহিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি। ৪৪২। এই চতুর্থ পঞ্চম যামার্দ্ধকৃত্য শেষ হইল। সর্ব্ব-দেবস্বরূপ যে পিতৃদেবের প্রীতিতেই সমস্ত দেবতা প্রীত হইয়া থাকেন, সেই সর্ব্বদেব স্বরূপ পিতৃপাদ শ্রীমদ্দীননাথ গোস্বামী প্রভুর বন্দনা করি। ৪৪৩। তদনন্তর বৈষ্ণব ব্যক্তি কৃষ্ণার্পিত পবিত্রান্ন দ্বারা বৈশ্বদেবাদি দৈব ও পৈত্র (পিতৃসম্বন্ধীয়) কর্ম্মসাধন করিবেন। ৪৪৪। দিবসের ষষ্ঠভাগে দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিবে। হোম দ্বারা

নৃযজ্ঞোঽতিথিসৎকারাৎ হস্তাকারেণ চাম্বুনা।
ব্রহ্মযজ্ঞো বেদজপাৎ পুরাণপঠনেন বা ॥ ৪৪৫ ॥
অকৃত্বা চ দ্বিজঃ পঞ্চমহাযজ্ঞান্ দ্বিজোত্তমাঃ।
ভুঞ্জীত চেৎ স্বমূঢ়াত্মা তির্য্যগ্যোনিং স গচ্ছতি ॥ ৪৪৬ ॥
বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরং।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৪৪৭ ॥
দেবান্ পিতৃন্ সমুদ্দিশ্য যদ্বিষ্ণোর্ব্বিনিবেদিতং।
তানুদ্দিশ্য ততঃ কুর্য্যাৎ প্রদানং তস্য চৈব হি ॥ ৪৪৮ ॥
এক এব নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেমে দ্যাবা পৃথিব্যৌ
সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে পিতরঃ সর্ব্বে মনুষ্যাঃ বিষ্ণুনা অশিত
মশ্নন্তি বিষ্ণুনাঘ্রাতং জিঘ্রন্তি বিষ্ণুনা পীতং পিবন্তি
তস্মাদ্বিদ্বাংসৌ বিষ্ণূপহৃতং ভক্ষয়েয়ুরিতি ॥ ৪৪৯ ॥

দৈবযজ্ঞ, পূজা প্রদান দ্বারা ভূতযজ্ঞ, ব্রাহ্মণ সকলকে অন্নদান দ্বারা অথবা পিতৃসম্বন্ধীয় বলি (পূজা) প্রদান দ্বারা কিম্বা কিঞ্চিৎ অন্নদান বা তর্পণ দ্বারা এই চারি প্রকার পিতৃযজ্ঞ করিবে। অতিথিসৎকার (ভোজন) অথবা হস্তাকার (পানীয়শালা কিম্বা জল দ্বারা মনুষ্য যজ্ঞ এবং বেদ পাঠ বা পুরাণ পাঠ দ্বারা ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে। ৪৪৫। হে দ্বিজোত্তমগণ ! দ্বিজ যদি পঞ্চমহাযজ্ঞ না করিয়া ভোজন করেন, তাহা হইলে মূঢ়াত্মা পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। ৪৪৬। বিষ্ণুর নিবেদিত অন্ন দ্বারা অন্যান্য দেবতাদিগের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য ও পিতৃগণকেও সেই বিষ্ণুনিবেদিত অন্নার্পণ করিবে, তাহা হইলে তাহা অনন্তফলের নিমিত্ত কল্পিত হয়। ৪৪৭। দেবগণ ও পিতৃগণকে উদ্দেশ পূর্ব্বক বিষ্ণুকে যাহা নিবেদন করা হয়, সেই বিষ্ণু নিবেদিত দ্রব্য সেই সেই দেব ও পিতৃগণকে উদ্দেশ পূর্ব্বক সমর্পণ করিবে, ইহা নিশ্চয় বলিলাম। ৪৪৮। সৃষ্টির অগ্রে একমাত্র নারায়ণ ছিলেন, ব্রহ্মা ও দ্যাবা পৃথিবী কিছুই ছিল না। সমস্ত দেবতা,

প্রাণেভ্যো জুহুয়াদন্নং মন্নিবেদিতভক্ষণাৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রদেয়ং মন্নিবেদিতং।
মমাপি হৃদয়স্থস্য পিতৃণাঞ্চ বিশেষতঃ॥ ৪৫০॥
ভোক্ষ্যং ভোজ্যং চ যৎকিঞ্চিদনিবেদ্যাগ্রভোক্তরি।
ন দেয়ং পিতৃদেবেভ্যঃ প্রায়শ্চিত্তী যতো ভবেৎ।
সর্গাদৌ কথিতো দেবৈরগ্রভুগ্ ভগবান্ হরিঃ।
যজ্ঞভাগভুজো দেবাস্ততস্তেন প্রকল্পিতাঃ॥ ৪৫১॥

ইত্যাদিশ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণপ্রমাণাদ্বিশ্বদেবাদিভ্যঃ শ্রীহরের্নিবেদিতান্নাদিকমবশ্যং দেয়ং। কেচিদ্দূরাগ্রহাঃ স্বার্থাধীনাঃ-স্মার্ত্তাশ্চাত্রার্থান্তরং কল্পন্তে। অহো! কালস্য কূটিলা গতিরিয়মলমতিবিস্তরেণ॥ ৪৫২॥

সমস্ত পিতৃলোক ও সমস্ত মনুষ্য, বিষ্ণুর ভুক্তান্ন ভোজন, বিষ্ণুর আঘ্রাত বস্তু আঘ্রাণ এবং বিষ্ণুর পীতদ্রব্য পান করেন, এ কারণ পণ্ডিত সকল সদা বিষ্ণুনিবেদিত বস্তু সকল ভোজন করিবেন। ইহাই শ্রুতি বলেন। ৪৪৯। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমাতে সমর্পিত অত্যুত্তম অন্নে প্রাণ সকলকে আহুতি দিবে। আমাতে সমর্পিত অন্নাদির ভক্ষণ-হেতু প্রাণাদি বায়ু সকল সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত হন। অতএব বিশেষ যত্নে প্রত্যেকের হৃদয়স্থ পরমাত্মরূপ আমাকে (মদংশভূতহেতু জীবাত্মা ও পরমাত্মা আমাকেই জানিবে) এবং বিশেষ পূর্ব্বক পিতৃগণকে আমাতে সমর্পিত অন্নার্পণ করিবে। ৪৫০। অগ্রভোক্তা পরমেশ্বর শ্রীহরিকে যাহা কিছু ভোক্ষ্য ভোজ্য নিবেদন না করিয়া পিতৃগণকে প্রদান করিবে না; কারণ অনিবেদিত প্রদান করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়। সৃষ্টির অগ্রে দেবতা সকল ভগবান্ হরিকে অগ্রভোক্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই হেতু তিনিও দেবতা সকলকে যজ্ঞভাগ ভোক্তারূপে কল্পনা করেন। ৪৫১। ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রমাণহেতু বিশ্বদেবাদি সকলে শ্রীহরির নিবেদিত অন্নাদি

তত্র শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণামভিপ্রায়ঃ।

দেবর্ণমোচনার্থং হোমাদি। ঋষীণামৃণমোচনার্থমধ্যয়নং। ভূতর্ণমোচনার্থং বলিকর্ম্ম। পৈত্র্যর্ণমোচনার্থং শ্রাদ্ধাদি পুত্রোৎপাদনঞ্চ। নৃণামৃণমোচনার্থমাতিথ্যং। আপ্তানাং দারাদীনামৃণমোচনার্থং তৎ পোষণাদি। অয়ন্তু ন তথা। শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণামেব গৃহস্থানামৃণিত্বাদিতি সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণিনা শ্রীমদ্ভাগবতপ্রমাণেন জ্ঞাতব্যং।

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্যকর্ত্তং ॥৪৫৩॥

এবমধিকং জ্ঞাতুমিচ্ছা চেৎ তর্পণপদ্ধত্যাং দ্রষ্টব্যং ॥

অবশ্য প্রদান করিবে। কতকগুলি দুরাগ্রহ-স্বার্থাধীন স্মার্ত্ত এই স্থলে অর্থান্তর কল্পনা করিয়া থাকেন। আহা! ইহাই কালের কুটিল গতি। তাহা আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। ৪৫২। সেই স্থলে শ্রীকৃষ্ণানুরাগি সকলের অভিপ্রায় বলিতেছেন। দেবঋণ মোচন নিমিত্ত হোমাদি। ঋষিঋণ মোচনার্থ বেদাদি অধ্যয়ন। ভূতঋণ মোচন কারণ বলিকর্ম্ম (পূজা)। পিতৃঋণ মোচনার্থ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ও পুত্রোৎপাদন। মনুষ্যঋণ মোচন নিমিত্ত অতিথি-সৎকার। আপ্ত অর্থাৎ পত্নী প্রভৃতির ঋণ মোচনার্থ তাহাদের পোষণাদি। এই সকল ঋণে কৃষ্ণানুরাগিব্যক্তিগণ বাধ্য নহেন। শ্রীকৃষ্ণানুরাগী গৃহস্থ সকল দেবাদির ঋণ হইতে সর্ব্বদাই পরিমুক্ত, তাহা নিশ্চয় জানিতে হইবে। সর্ব্বশাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণ দ্বারা ঐ বিষয় জানা যাইতেছে। যে ব্যক্তি আশ্রমোচিত সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করণানন্তর কায়মনোবাক্যে শরণাগতবৎসল মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই ব্যক্তির আর দেবতা ঋষি, ভূত, পিতৃগণ ও মানবচয়ের প্রীতির উদ্দেশে কোন প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয় না। যেহেতু কৃষ্ণাশ্রয় গ্রহণেই সেই ব্যক্তি

অথ নির্ম্মাল্যধারণং।

ততো ভগবতা দত্তং মন্যমানো দয়ালুনা।
মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা শেষং শিরসি ধারয়েৎ ॥
অম্বরীষ হরের্লগ্নং নীরং পুষ্পং বিলেপনং।
ভক্ত্যা ন ধত্তে শিরসা শ্বপচাদধিকো হি সঃ ॥ ৪৫৪ ॥

এবঞ্চ নির্ম্মাল্যং ধৃত্বা শ্রীগুরুচরণোদকাদিকং পিবেৎ ॥

অথ শ্রীগুরুচরণোদকপানমন্ত্রঃ।

ত্রিতাপহরণং পুণ্যং সংসারব্যাধিভেষজং।
হরিভক্তিপ্রদং নিত্যং শ্রীগুরোশ্চরণোদকং ॥ ৪৫৫ ॥

অথ পিতৃপাদোদকপানমন্ত্রঃ।

সর্ব্বরোগহরং পুণ্যং সর্ব্বসুখবিবর্দ্ধকং।
পিতৃপাদোদকং নিত্যং পিবামি দুর্ল্লভং পরং ॥ ৪৫৬ ॥

এই সকল ঋণ হইতে মোচনলাভ করেন। ৪৫৩। ইহার অধিক যদি জানিতে বাসনা হয়, তবে তর্পণপদ্ধতি দেখিতে হইবে। অনন্তর নির্ম্মাল্য ধারণ। তাহার পর যেন শ্রীভগবান কৃষ্ণ দয়া করণানন্তর আমাকে মহাপ্রসাদ প্রদান করিলেন, এইরূপ ভাবনাপূর্ব্বক "মহাপ্রসাদ" এই বাক্যোচ্চারণ করিয়া নির্ম্মাল্য শিরে ধারণ করিবে। হে অম্বরীষ! হরির গাত্রলগ্নজল, পুষ্প, চন্দন যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে মস্তকে ধারণ না করে, সে ব্যক্তি চণ্ডাল হইতেও অধম জানিবে। ৪৫৪। এইরূপে নির্ম্মাল্য ধারণপূর্ব্বক শ্রীগুরুচরণোদকাদি পান করিবে। অথ গুরুচরণোদকপান মন্ত্র। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, এই ত্রিতাপহারক, সংসারব্যাধির পরমৌষধ, হরিভক্তিপ্রদ, সর্ব্বদা পবিত্র শ্রীগুরুর চরণোদক। ৪৫৫। অথ পিতৃপাদোদকপান মন্ত্র। সর্ব্বরোগাপহারক, পবিত্র, সর্ব্বসুখবিবর্দ্ধক, পরমদুর্ল্লভ পিতৃপাদোদক নিত্য আমি পান করি। ৪৫৬।

অথ মাতৃপাদোদকপানমন্ত্রঃ ।

চতুর্বর্গপ্রদং শুদ্ধং সর্ব্বৈশ্বর্য্যবিবর্দ্ধকং ।
মাতৃপাদোদকং নিত্যং পিবামি পরমং শুভং ॥ ৪৫৭ ॥

অথ বিপ্রচরণোদকপানমন্ত্রঃ ।

ত্রিপাপহরণং শুদ্ধং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং ।
পিবামি শ্রদ্ধয়া নিত্যং বিপ্রপাদোদকং শুভং ॥ ৪৫৮ ॥

অথ ভক্তপাদোদকপানমন্ত্রঃ ।

হরিভক্তিপ্রদং পুণ্যং সর্ব্বোপদ্রবনাশনং ।
ভক্তপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং ॥ ৪৫৯ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণচরণোদকপানমন্ত্রঃ ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানামার্ত্তিনাশনঃ ।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং পাদোদকং প্রযচ্ছ মে ॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যমায়ুষ্যমমৃতং পরং ।
পিবামি ভক্তিতো নিত্যং শ্রীকৃষ্ণচরণোদকং ॥ ৪৬০ ॥

অথ শ্রীগুরুচরণরজোনিষেবণমন্ত্রঃ ।

অবিদ্যাহরণং পুণ্যং সর্ব্বক্লেশনিবারণং ।
গুরুপাদরজো নিত্যং ভক্ষয়ামি শুভপ্রদং ॥ ৪৬১ ॥

অথ মাতৃপাদোদকপান মন্ত্র। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষপ্রদ, শুদ্ধ, সর্ব্বৈশ্বর্য্য বর্দ্ধক, পরমমঙ্গল মাতৃপাদোদক নিত্য পান করি। ৪৫৭। অথ বিপ্রপাদোদকপান মন্ত্র। ত্রিপাপনাশন, পবিত্র, সর্ব্বব্যাধি-নাশক, শুভ, বিপ্রপাদোদক শ্রদ্ধার সহিত নিত্য পান করি। ৪৫৮। অথ ভক্তপাদোদকপান মন্ত্র। সর্ব্বোপদ্রবনাশক, পবিত্র, হরিভক্তি-প্রদ, ভক্তপাদোদক পান পূর্ব্বক আমি শিরে ধারণ করি। ৪৫৯। অথ শ্রীকৃষ্ণচরণোদক পান মন্ত্র। হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাবাহো! হে ভক্তপীড়ানাশন! সমস্ত পাপনাশক ভবদীয় পাদোদক আমায় অর্পণ করুন। সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গল, পরমায়ুবর্দ্ধক, পরমামৃত শ্রীকৃষ্ণচরণোদক ভক্তিপূর্ব্বক নিত্য পান করি। ৪৬০। অথ গুরু-

অথ ভক্তপদরজোনিষেবণমন্ত্রঃ।

সর্ব্বানর্থহরং শুদ্ধং সর্ব্বাভীষ্টপ্রপূরকং।
ভক্তপাদরজো নিত্যং ভক্ষয়ামি সুভক্তিদং॥ ৪৬২॥

অথ বিপ্রপদরজোনিষেবণমন্ত্রঃ।

সর্ব্বরোগহরং পুণ্যমায়ুর্বৃদ্ধিকরং পরং।
বিপ্রপাদরজো নিত্যং ভক্ষয়ামি বিমুক্তিদং॥ ৪৬৩॥

অথ শ্রীব্রজরজোনিষেবণমন্ত্রঃ।

বন্দেনন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ং॥ ৪৬৪॥

অথ বৈষ্ণবসেবনং।

আরাধনং মুকুন্দস্য ভবেদাবশ্যকং যথা।
তথা তদীয়ভক্তানাং নোচেদ্দোষোঽস্তি দুস্তরঃ॥ ৪৬৫॥
মার্কণ্ডেয়োঽম্বরীষশ্চ বসুর্ব্যাসো বিভীষণঃ।
পুণ্ডরীকো বলিঃ শম্ভুঃ প্রহ্লাদো বিদুরো ধ্রুবঃ।
দাল্ভ্যঃ পরাশরো ভীষ্মো নারদাদ্যাশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
সেব্যা হরিং নিষেব্যামী নোচেদাগঃ পরং ভবেৎ॥৪৬৬॥

চরণধূলি নিষেবণমন্ত্র। অবিদ্যানাশক, পবিত্র; সর্ব্বদুঃখনিবারক, মঙ্গলপ্রদ, গুরুপাদরজ নিত্য ভক্ষণ করি। ৪৬১। অথ ভক্তপদধূলি নিষেবণ মন্ত্র। সমস্ত অনর্থাপহারক, শুদ্ধ, সর্ব্বাভীষ্টপূরক, নির্ম্মলাভক্তিপ্রদ, ভক্তপাদরজ নিত্য ভক্ষণ করি। ৪৬২। অথ বিপ্র পদরজ নিষেবণ মন্ত্র। সর্ব্বরোগাপহারক, পবিত্র, আয়ুর্বৃদ্ধিকারী, মুক্তিপ্রদ, বিপ্রপাদধূলি নিত্য ভক্ষণ করি। ৪৬৩। অথ ব্রজরজ নিষেবণ। আমি সর্ব্বদা শ্রীনন্দব্রজরমণীগণের পাদরেণুকে বন্দনা করি। যে সকল রমণীবৃন্দের মুখোদ্গীর্ণ হরিকথা গান ভুবনত্রয় পবিত্র করিতেছেন। ৪৬৪। অথ বৈষ্ণবসেবা। যেমন মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণের সেবার আবশ্যক, সেইরূপ তদীয় ভক্তগণেরও সেবার আবশ্যক; তাহা না হইলে দুস্তর দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৪৬৫।

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণোঃ প্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকাঃ স্মৃতাঃ ॥৪৬৭॥
আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
ততঃ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনং ॥ ৪৬৮ ॥

অথ শ্রীমন্মহাপ্রসাদভক্ষণবিধিঃ।

দৃষ্ট্বা মহাপ্রসাদান্নং তৎপ্রাঙ্ নত্বাভিমন্ত্রয়েৎ।
স্বেষ্টনাম্না ততো মূলমনুনা বারসপ্তকং ॥ ৪৬৯ ॥
ধর্ম্মরাজাদিভাগঞ্চাপাস্য শ্রীচরণামৃতং।
তুলসীঞ্চাত্র নিক্ষিপ্য শ্লোকান্ সংকীর্ত্তয়েদিমান্ ॥ ৪৭০ ॥
যস্যোচ্ছিষ্টং হি বাঞ্ছন্তি ব্রহ্মাদ্যা ঋষয়োঽমলাঃ।
সিদ্ধাদ্যাশ্চ হরেস্তস্য বয়মুচ্ছিষ্টভোজিনঃ ॥

মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ, বসু, ব্যাস, বিভীষণ, পুণ্ডরীক, বলি, শিব, প্রহ্লাদ, বিদুর, ধ্রুব, দাল্‌ভ্য, পরাশর, ভীষ্ম ও নারদ প্রভৃতি ভগবদ্ভক্ত; বৈষ্ণবগণ ইহাঁদের সেবা করিবেন। হরিকে আরাধনা পূর্ব্বক যদি ইহাঁদের আরাধনা না করেন, তাহা হইলে বিশেষ অপরাধ হয়। ৪৬৬। যাঁহারা শ্রীগোবিন্দকে পূজা করিয়া, তদীয় ভক্তজনকে পূজা না করেন, তাঁহারা কদাচ বিষ্ণুর কৃপাপাত্র হইবেন না। প্রত্যুত তাঁহাদিগকে দাম্ভিক বলিয়া জানিতে হইবে। ৪৬৭। সকলের আরাধনাপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা তদীয় ভক্তের আরাধনা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৪৬৮। অথ শ্রীমহাপ্রসাদ ভক্ষণ বিধি। মহাপ্রসাদান্ন দর্শনপূর্ব্বক অগ্রে নমস্কার করিয়া, সেই অন্নকে গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে, তদনন্তর মূলমন্ত্র দ্বারা সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিবে। ৪৬৯। পরে সেই মহাপ্রসাদ অন্ন হইতে ধর্ম্মরাজাদির ভাগ অপনয়ন পূর্ব্বক তাহাতে চরণামৃত ও তুলসীপত্র নিক্ষেপ করিয়া, বক্ষ্যমাণ এই সকল শ্লোক পাঠ করিবে। ৪৭০। যাঁহার উচ্ছিষ্ট ব্রহ্মাদি নির্ম্মল ঋষিগণ ও সিদ্ধ

যস্য নাম্না বিনশ্যন্তি মহাপাতকরাশয়ঃ।
তস্য শ্রীকৃষ্ণদেবস্য বয়মুচ্ছিষ্টভোজিনঃ॥
উচ্ছিষ্টভোজিনস্তস্য বয়মদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
যো বাল্যলীলয়া তাংস্তান্ পূতনাদীনপাতয়ৎ॥
ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তবমায়াং জয়েমহি॥ ৪৭১॥
ততোঽমৃতোপস্তরণমসীত্যুক্ত্বা যথাবিধি।
পঞ্চপ্রাণাহুতীঃ কৃত্বা ভুঞ্জীত পুরতঃ প্রভোঃ॥ ৪৭২॥

তত্র চ বিশেষঃ।

প্রশস্তরত্নপাণিস্তু ভুঞ্জীত প্রয়তো গৃহী॥ ৪৭৩॥
পুণ্যগন্ধধরঃ শস্তমাল্যধারী নরেশ্বর।
নৈকবস্ত্রধরোঽথার্দ্রপাণিপাদো নরাধিপ।
বিশুদ্ধবদনঃ প্রীতো ভুঞ্জীত ন বিদিঙ্মুখঃ।
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি ন চৈবান্যমুখো নরঃ॥ ৪৭৪॥

সকল প্রার্থনা করেন, আমরা সেই হরির উচ্ছিষ্টভোজী দাস। যাঁহার নামে রাশি রাশি মহাপাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে, আমরা সেই শ্রীকৃষ্ণদেবের উচ্ছিষ্টসেবী সেবক। যিনি বাল্যলীলায় সেই পূতনা প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়াছেন, আমরা সেই অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্টভোজী ভৃত্য। হে কৃষ্ণ! আমরা তোমার দাস; তোমাতে সমর্পিত মাল্য, চন্দন, বসন ও অলঙ্কারাদিতে ভূষিত হইয়া, তদীয় উচ্ছিষ্ট ভোজন পূর্ব্বক ভবদীয়া মায়া নিশ্চয় জয় করিব। ৪৭১। তদনন্তর "অমৃতোপস্তরণমসি" যথাবিধি এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া, পঞ্চপ্রাণোদ্দেশে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক প্রভুর অগ্রে অর্থাৎ দেবালয়ের বহির্ভাগে ভোজন করিবে। ৪৭২। ঐ সম্বন্ধে বিশেষবিধি। গৃহী-ব্যক্তি প্রশস্ত রত্নপাণি এবং পবিত্র হইয়া ভোজন করিবেন। ৪৭৩। মনুষ্য ভোজনকালীন অঙ্গে পবিত্র গন্ধ লেপন ও সুগন্ধ মাল্যধারণ

দত্ত্বা তু ভক্তং শিষ্যেভ্যঃ ক্ষুধিতেভ্যস্তথা গৃহী।
প্রশস্তশুদ্ধপাত্রেষু ভুঞ্জীতাকুপিতো নৃপ।
নাসন্দীসংস্থিতো পাত্রে নাদেশে চ নরেশ্বর।
নাকালে নাতিসংকীর্ণে দত্ত্বাগ্রঞ্চ নরোঽগ্নয়ে।
নাশেষং পুরুষোঽশ্নীয়াদন্যত্র জগতীপতে ॥ ৪৭৫ ॥
ন কিঞ্চিদ্রক্ষয়েৎ পাত্রে ভুক্তাবশেষং বৈষ্ণবঃ ॥ ৪৭৬ ॥

সর্ব্বাদৌ "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" ইত্যুচ্চার্য্য জলধারয়া অন্নং বেষ্টয়িত্বা "অমৃতোপস্তরণমসি" ইত্যনেন মন্ত্রেণ আচম্য "ওঁ প্রাণায় স্বাহা। ওঁ অপানায় স্বাহা। ওঁ ব্যানায় স্বাহা। ওঁ উদানায় স্বাহা। ওঁ সমানায় স্বাহা" ইতিমন্ত্রমুচ্চার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রসাদান্নেন পঞ্চপ্রাণাহুতিং দত্ত্বা যদৃচ্ছয়াবশিষ্টান্ন

পূর্ব্বক প্রফুল্লবদনে আর্দ্রপাণি ও আর্দ্রপদে এবং প্রসন্নচিত্তে পূর্ব্ব বা উত্তর মুখ হইয়া ভোজন করিবেন। এক বস্ত্র ধারণ করিয়া ও অগ্ন্যাদিকোণ চতুষ্টয়ের প্রতি মুখ করণানন্তর কি পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া ভোজন করিবেন না। (পুত্রবান্ ব্যক্তি উত্তর মুখে এবং পিতা বর্ত্তমানে পুত্র দক্ষিণমুখে ভোজন করিবে না, ইহা কাহার কাহার মত)। ৪৭৪। গৃহীব্যক্তি শিষ্য ও ক্ষুধিত ব্যক্তিগণকে অন্নদান পূর্ব্বক, কোপ বর্জ্জনানন্তর প্রশস্ত শুদ্ধপাত্রে ভোজন করিবেন। কাষ্ঠময় ত্রিপদীর (টেবীলের) উপর পাত্র রাখিয়া, অযোগ্য (ম্লেচ্ছাদিপূর্ণ) স্থানে, অকালে সন্ধ্যাদি সময়ে, অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে, ভোজন করিবে না। তথা পরিশিষ্ট অন্নের কিঞ্চিৎ অগ্নিকে প্রদান করিয়া ভোজন করিবেন। আর একবারে সমস্তান্ন ভোজন করিবেন না। কিছু অবশিষ্ট রাখিবেন। ৪৭৫। বৈষ্ণব ব্যক্তি পাত্রাবশেষ কিছুই রাখিবেন না। ৪৭৬। সর্ব্বাগ্রে "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক জলধারা দ্বারা অন্নকে বেষ্টন করিয়া "অমৃতোপস্তরণ মসি" এই মন্ত্রে আচমন পূর্ব্বক "ওঁ প্রাণায় স্বাহা" হইতে

ব্যঞ্জনাদিকং ভোজনানন্তরং "অমৃতাপিধানমসি স্বাহা, ইত্যনেন মন্ত্রেণ পুনরাচমেৎ। ততো যথাবিধি বদন-কর-চরণ প্রক্ষাল্য শ্রীহরিং স্মৃত্বা স্বশিরস্যুষ্ণীষমাবদ্ধ্য তাম্বূলভক্ষণানন্তরং কিঞ্চিৎকালং বিশ্রামং কুর্য্যাদিতি ॥ ৪৭৭ ॥

ব্রহ্মচারিগৃহস্থৈশ্চ বানপ্রস্থৈশ্চ ভিক্ষুভিঃ।
ভোক্তব্যং বিষ্ণুনৈবেদ্যং নাত্রকার্য্যা বিচারণা ॥ ৪৭৮ ॥
ভুক্ত্বান্যদেবনৈবেদ্যং দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ।
ভুক্ত্বা কেশবনৈবেদ্যং যজ্ঞকোটিফলং লভেৎ ॥ ৪৭৯ ॥
পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতং।
অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥ ৪৮০ ॥
হৃদি রূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ।
পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ ॥ ৪৮১ ॥

"সমানায় স্বাহা" পর্য্যন্ত পাঁচটি মন্ত্রোচ্চারণ করণানন্তর মহাপ্রসাদান্নে পঞ্চপ্রাণাহুতি দিয়া, যথা ইচ্ছা অবশিষ্টান্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া "অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" এই মন্ত্রে পুনর্ব্বার আচমন করিবে। তদনন্তর যথাবিধি বদন, কর, চরণ প্রক্ষালন পূর্ব্বক শ্রীহরিকে স্মরণ করত স্বমস্তকে উষ্ণীষ (পাগড়ি) বাঁধিয়া, তাম্বূল ভক্ষণানন্তর কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিবে। ইতি। ৪৭৭। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক, এই চতুরাশ্রমী ব্যক্তি বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভক্ষণ করিবেন; ইহাতে কোন বিচারের আবশ্যক নাই। ৪৭৮। ব্রাহ্মণ বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন এবং বিষ্ণু নৈবেদ্য ভক্ষণ করিলে কোটি যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হইবেন। ৪৭৯। দেবগণ, সিদ্ধ সকল, ঋষি সমুদায় বিষ্ণুনৈবেদ্যকে পবিত্র ও অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভোজনে চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে এই বলিয়াছেন। ৪৮০। যাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, মুখে শ্রীকৃষ্ণের নাম, উদরে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ এবং শিরে শ্রীকৃষ্ণের পাদোদক ও

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ।
ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ।
কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ।
শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতম্বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নত্বকালং বিচারয়েৎ॥ ৪৮২॥

অথ ভক্তোচ্ছিষ্টভক্ষণং।

দুর্ল্লভং পরমং লোকে পাবনং পরমং মহৎ।
শ্রীহরেঃ প্রিয়ভক্তানামুচ্ছিষ্টান্নজলাদিকং॥ ৪৮৩॥
সিদ্ধং স্যাৎ সকলাভীষ্টং গুরোরুচ্ছিষ্টভক্ষণাৎ।
ভক্তোচ্ছিষ্টাশনাচ্ছ্রীমৎকৃষ্ণপ্রেমলভেন্নরঃ॥ ৪৮৪॥
ব্যভিচারাদিদুষ্টানাং সদ্বেশধারিণাং প্রিয়।
নোচ্ছিষ্টং গ্রহণীয়ঞ্চ সর্পোচ্ছিষ্টং পয়ো যথা॥ ৪৮৫॥

নির্ম্মাল্য, তিনি অচ্যুতের সমান। ৪৮১। হে দ্বিজগণ! জগদীশ শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য ও অন্নপানাদি যে কোন দ্রব্য, তাহার ভক্ষণ সম্বন্ধে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই। বিষ্ণু নৈবেদ্য ব্রহ্মের ন্যায় নির্ব্বিকার, যেমন বিষ্ণু, নৈবেদ্যও সেইরূপ। যে সমস্ত দ্বিজাতি ভক্ষণ সম্বন্ধে বিকার করেন, তাঁহারা কুষ্ঠরোগান্বিত এবং পুত্রদারবিবর্জ্জিত হইয়া, নরকে গমন করিবেন। নরক হইতে আর তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না। শুষ্ক, পর্য্যুষিত, দূরদেশ হইতে আনীত শ্রীমহাপ্রসাদ প্রাপ্ত মাত্রেই ভক্ষণীয়, তাহাতে কখনই অকাল বিচার করিবে না। ৪৮২। অনন্তর ভক্তোচ্ছিষ্ট ভক্ষণ বলিতেছেন। সকল লোকেই শ্রীহরির প্রিয় ভক্তগণের উচ্ছিষ্ট অন্ন-জল প্রভৃতি পরম দুর্ল্লভ, পরম পবিত্র এবং পরম মহৎ জানিতে হইবে। ৪৮৩। শ্রীগুরুদেবের উচ্ছিষ্ট

অজ্ঞাতগ্রহণাদ্বিপ্র গায়ত্রীং সংজপেদ্বুধঃ।
অথবা শ্রীহরের্নাম কীর্ত্তয়েৎ সংস্মরেচ্চ বৈ ॥ ৪৮৬ ॥
হরেরেকান্তভক্তস্য নিষিদ্ধাচারতঃ ক্বচিৎ।
প্রায়শ্চিত্তং ন কর্ত্তব্যমিতি শাস্ত্রবিদাং মতং ॥ ৪৮৭ ॥
বিহারিলালরামায় হরিভক্তিপরায় চ।
শ্রীমৎকৃষ্ণপ্রসাদং মে দদামি স্নেহতোঽধুনা ॥ ৪৮৮ ॥

তত্রৈব গ্রন্থকারাভিপ্রায়ঃ।

যদা তু ভগবদ্ভক্তাশ্চাশনাবসরে সকৃৎ।
যচ্ছন্তি কৃপয়া মহ্যমুচ্ছিষ্টান্নজলাদিকং।
তদা মে সফলং জন্ম হ্যন্যথা বিফলং ভবেৎ ॥ ৪৮৯ ॥
যচ্ছতি যচ্ছতু পুত্রো জলান্নাদীন্ যথেচ্ছয়া।
তদ্দত্তং জলমন্নাদীন্ ন মন্যে চাধিকং ক্বচিৎ।
স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমানিতি বেদানুশাসনং ॥ ৪৯০ ॥

ভক্ষণে সকল অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে ও ভক্তোচ্ছিষ্ট ভোজনে মনুষ্য শ্রীমৎ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন। ৪৮৪। হে প্রিয়! ব্যভিচারাদি-দোষ দুষ্ট, কেবলমাত্র সাধুবেশধারীদিগের উচ্ছিষ্ট সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় কখনই গ্রহণীয় নহে। ৪৮৫। হে বিপ্র! যদি অজ্ঞাত-রূপে গ্রহণ করা যায়, তবে পণ্ডিতব্যক্তি গায়ত্রী জপ অথবা শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবেন। ৪৮৬। যদি কখন শ্রীহরির একান্তভক্তের নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হয়, তাহা হইলে স্মৃত্যুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য নহে, ইহাই শাস্ত্রবেত্তা সকলের মত। ৪৮৭। শ্রীহরিভক্তিপরায়ণ শ্রীমান্ বিহারীলাল রামকে এই শ্রীমৎকৃষ্ণ-প্রসাদ অধুনা স্নেহ সহকারে অর্পণ করিলাম। ৪৮৮। সেই স্থলে গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায়। ভোজন সময় যখন ভগবদ্ভক্তগণ কৃপাপূর্ব্বক আমায় উচ্ছিষ্ট অন্ন-জলাদি একবার প্রদান করিবেন, তখন আমার জন্ম সফল হইবে, ইহার অন্যথায় বিফল। ৪৮৯। পুত্র আমায়

মৃত্যুর্ম্মে ভবতু যত্র কাঙ্ক্ষতি স্তত্রমাধব।
তদঙ্ঘ্রিস্মরণং যেন হৃদো মে নাপসর্পতি ॥ ৪৯১ ॥
ইতি ষষ্ঠযামার্দ্ধকৃত্যং ॥
অথ শ্রীকৃষ্ণভক্তানাং সতাং সবিনয়ং শুভাং।
গচ্ছেদ্বৈষ্ণবচিহ্নাঢ্যঃ পাতুং কৃষ্ণকথাসুধাং ॥ ৪৯২ ॥
শুচির্ভূত্বা সমাহিতো নিত্যং শ্রীবৈষ্ণবো জনঃ।
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং ষষ্ঠসপ্তমকৌ নয়েৎ ॥ ৪৯৩ ॥

অথ শ্রীমদ্ভক্তানাং লক্ষণাদীনি।

বিষ্ণুরেব হি যস্যৈব দেবতা বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৯৪ ॥
গৌণমুখ্যমুখ্যতরমুখ্যতমেতি ভেদতঃ।
বৈষ্ণবাস্তু চতুর্ব্বিধাস্তেষাং ভেদান্ শৃণু ক্রমাৎ ॥ ৪৯৫ ॥

যথেচ্ছা জলান্নাদি দেয় দিউক। কিন্তু তদ্দত্ত জল অন্নাদি আমি বেশী দুর্ল্লভ বা গৌরবের বলিয়া স্বীকার করি না। কখনই স্বীকার করি না; যেহেতু পুরুষ নিজ কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে, ইহাই বেদের অনুশাসন। ৪৯০। চিতাপিণ্ডাদির আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিতেছেন, হে মাধব! আমার মৃত্যু যেখানে সেখানে হয় হউক, তাহাতে কি ক্ষতি? ভবদীয় শ্রীচরণ স্মরণ যেন আমার হৃদয় হইতে দূরগত না হয়; এই আমার প্রার্থনা। ৪৯১। এই ষষ্ঠ যামার্দ্ধ কৃত্য শেষ হইল। অনন্তর মহাপ্রসাদাদি গ্রহণানন্তর, শ্রীহরিমন্দির তিলক, তুলসীমালা ও মুদ্রাদি বৈষ্ণব চিহ্ন সকলে চিহ্নিত হইয়া শ্রীহরিকথামৃত পান নিমিত্ত বিনয়সহকারে শ্রীকৃষ্ণভক্ত সজ্জনগণ সমীপে গমন করিবে। ৪৯২। বৈষ্ণব ব্যক্তি শুচি হইয়া নিত্য সমাহিতভাবে মহাভারতাদি ইতিহাস ও পুরাণ পাঠাদি দ্বারা অষ্টমভাগে বিভক্ত দিবসের ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাগ অতিবাহিত করিবেন। ৪৯৩। অথ শ্রীভগবদ্ভক্তগণের লক্ষণ প্রভৃতি বলিতেছেন। শ্রীবিষ্ণুই যাঁহার দেবতা, তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত। ৪৯৪। গৌণ, মুখ্য, মুখ্যতর,

হরেঃ শক্ত্যাদিমন্ত্রেণ দীক্ষাস্তি যদ্গুরোর্মুখাৎ।
কাম্যকর্ম্মরতো নিত্যং নানাদৈবতসেবকঃ।
স গৌণো বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ঃ সূরিভিঃ কথিতঃ পুরা ॥৪৯৬॥
গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরঃ সদা।
সর্ব্বদেবান্ সমান্ পশ্যেৎ কাম্যকর্ম্মরতঃ ক্বচিৎ।
স মুখ্যো বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ঃ প্রাচীনৈঃ কথিতঃ পুরা ॥৪৯৭॥
ধর্ম্মার্থং জীবিতং যেষাং সন্তানার্থঞ্চ মৈথুনং।
পচনং বিপ্রমুখ্যার্থং জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা নরাঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তান্ শ্রৌতস্মার্ত্তপ্রবর্ত্তকান্।
প্রীতো ভবতি যো দৃষ্ট্বা বৈষ্ণবোঽসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ॥৪৯৮॥
গৃহীতকৃষ্ণদীক্ষো হি কৃষ্ণসেবাপরায়ণঃ।
কাম্যকর্ম্মাদিহীনশ্চ স মুখ্যতরবৈষ্ণবঃ ॥ ৪৯৯ ॥
জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থে ধর্ম্মো হর্য্যর্থমেব চ।
অহোরাত্রাণি পুণ্যার্থে তং মন্যে বৈষ্ণবং জনং ॥

ও মুখ্যতমভেদে বৈষ্ণব চারি প্রকার। তাহার ভেদ ক্রমশঃ শ্রবণ কর। ৪৯৫। গুরুমুখ হইতে হরির শক্ত্যাদি মন্ত্রে যাঁহার দীক্ষা, সর্ব্বদা কাম্যকর্ম্মরত ও নানাদেবতার সেবাকারী, তিনিই গৌণ বৈষ্ণব জানিবে, এই কথা পূর্ব্ব পণ্ডিত সকল বলিয়াছেন। ৪৯৬। যিনি বিষ্ণুর দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, বিষ্ণুপূজাপরায়ণ, সকল দেবতাকে সমান দেখেন ও কখন কাম্যকর্ম্ম নিরত হন, তিনিই মুখ্য বৈষ্ণব, পূর্ব্ব প্রাচীনেরা ইহাই কহেন। ৪৯৭। যাঁহাদিগের জীবন কেবল ধর্ম্মার্থ, মৈথুন কেবল পুত্রার্থ, অন্নাদি পাক কেবল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণার্থ, সেই সমস্ত মনুষ্যগণকে বৈষ্ণব বলিয়া বুঝিতে হইবে। বেদ প্রতিপাদ্য ও স্মৃতি প্রতিপাদ্য কর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বিষ্ণুভক্তিযুক্ত ব্যক্তিসকলে দেখিয়া যিনি আহ্লাদিত হন, তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ৪৯৮। যিনি কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত, কৃষ্ণসেবাপরায়ণ, কাম্যকর্ম্ম

পরদুঃখেনাত্মদুঃখং মন্যন্তে যে নৃপোত্তম।
ভগবদ্ধর্ম্মনিরতাস্তে নরা বৈষ্ণবা নৃপ ॥ ৫০০ ॥
গৃহীতকৃষ্ণদীক্ষো হি সদা রাগানুবর্ত্তকঃ।
স মুখ্যতমভক্তশ্চ অত্যন্তবিরলোদয়ঃ ॥ ৫০১ ॥
ন যস্য স্বপর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥
জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ ৫০২ ॥
মুখ্যাদিবিহিতালাভে গৌণগ্রাহ্যং সদৈব হি।
শ্রীকৃষ্ণপরিচর্য্যায়ামিতি শাস্ত্রবিদাং মতং ॥ ৫০৩ ॥
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা বসন্তি যে মাথুরাদিষু তীর্থকে।
তে তীর্থন্যাসিনো ভক্তা শৃণোমি শ্রীগুরোর্মুখাৎ ॥৫০৪॥

প্রভৃতি রহিত, তিনিই মুখ্যতর বৈষ্ণব। ৪৯৯। যাঁহার জীবন ধর্ম্মার্থ, ধর্ম্মও কৃষ্ণের জন্য এবং দিবারাত্রি পুণ্যার্থে অতিবাহিত হয়, তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানি। যাঁহারা পরদুঃখকে নিজদুঃখ বলিয়া বোধ করেন, এমন ভগবদ্ধর্ম্মানুরক্ত মানবনিচয়কে বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে হইবে। ৫০০। যাঁহার কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা, সর্ব্বদা রাগানুবর্ত্তী, তিনিই মুখ্যতম বৈষ্ণব, কিন্তু ঐরূপ বৈষ্ণব অত্যন্ত বিরলপ্রচার। ৫০১। বিত্তাদিতে যাঁহার স্ব বা পর বলিয়া জ্ঞান নাই, সর্ব্বাত্মাতে যাঁহার ভেদজ্ঞান রহিত, অথচ সকল প্রাণীকে তুল্য দর্শন করেন, সর্ব্বদা শান্তচিত্ত, তিনিই ভাগবতোত্তম। যাঁহারা দেশকাল পরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বাত্মা, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যে আমি আমাকে জানিয়া কি না জানিয়াও অনন্যভাবে ভজনা করেন, তাঁহারা ভক্ততম জানিতে হইবে। ৫০২। মুখ্যাদি বিহিত বৈষ্ণবের অলাভ স্থলে শ্রীকৃষ্ণ পরিচর্য্যাতে গৌণ বৈষ্ণব সর্ব্বদা গ্রহণীয়, ইহাই পণ্ডিত সকলের মত। ৫০৩। যাঁহারা সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক মথুরাদি কৃষ্ণতীর্থে

পুত্রদারাদিকং ত্যক্ত্বা বিষ্ণুক্ষেত্রে বসন্তি যে।
তে ক্ষেত্রন্যাসিনো ভক্তাঃ শৃণোমি সুরসংসদি॥ ৫০৫॥
পত্ন্যাদিসহিতা যে চ বসন্তি হরিধামনি।
তে তীর্থবাসিনো ভক্তাঃ সর্ব্বেষাং হিতকারিণঃ॥ ৫০৬॥
বনঞ্চ সাত্ত্বিকো বাসো গ্রাম্যো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নিগুর্ণং॥ ৫০৭॥
বিষ্ণুক্ষেত্রে শুভান্যেব করোতি স্নেহসংযুতঃ।
প্রতিমাঞ্চ হরের্নিত্যং পূজয়েৎ প্রযতাত্মবান্।
বিষ্ণুভক্তঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নারায়ণপরো নিত্যং ভূপো ভাগবতো হি সঃ॥ ৫০৮॥
ত্রিধা প্রেমৈকপরতা প্রেম্নঃ স্যাত্তারতম্যতঃ।
উত্তমা মধ্যমা চাসৌ কনিষ্ঠা চেতিভেদতঃ॥ ৫০৯॥

বাস করেন, সেই সকল ভক্তকেই তীর্থ সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে, ইহা আমি শ্রীগুরুমুখ হইতে শুনিয়াছি। ৫০৪। যাঁহারা পুত্র-দারাদি পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুক্ষেত্রে বাস করেন, সেই সকল ক্ষেত্র-সন্ন্যাসী বলিয়া অভিহিত, ইহা পণ্ডিতমুখে শুনিয়াছি। ৫০৫। যে সকল ব্যক্তি পত্নী প্রভৃতির সহিত হরিধামে বাস করেন, সেই সকল ব্যক্তিই তীর্থবাসী ভক্ত, তাঁহারা সকলের হিতকারী বলিয়া জানিতে হইবে। ৫০৬। অরণ্যে বাস সাত্ত্বিক বাস, গ্রামে বাস রাজসিক বাস, দ্যুতাদি সদনে বাস তামসিক বাস ও আমার অর্থাৎ ভগবদালয়ে বাস নির্গুণ বাস। ৫০৭। যিনি বিষ্ণুক্ষেত্রে ভক্তিযুক্ত হইয়া ভগবানের যাত্রোৎসবাদি শুভ কার্য্য সমুদায় করেন ও যত্নপূর্ব্বক নিত্য শ্রীহরির মূর্ত্তি অর্চ্চনা করেন, তাঁহাকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবে। আর যিনি নিত্য কায়মনোবাক্যে শ্রীনারায়ণপর হন, তিনি ভাগবত বলিয়া অভিহিত। ৫০৮। প্রেমের তারতম্য প্রযুক্ত উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ-ভেদে প্রেমৈকপরতা ভগবদ্ভক্ত লক্ষণ তিন প্রকার। ৫০৯। তন্মধ্যে

তত্রোত্তমো যথা।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ৫১০॥

মধ্যমমাহ।

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥ ৫১১॥

কনিষ্ঠঃ।

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।
শ্রদ্ধয়া পূজনং প্রেমবোধকং ভক্ত ইত্যপি॥ ৫১২॥
বন্দনাদীনি বিদ্যন্তে যেষু ভাগবতা হি তে।
এতানি লক্ষণানীত্থং গৌণমুখ্যাদিভেদতঃ।
ঊহ্যানি লক্ষণান্যেকং বিবেচ্যানি পরাণ্যপি।
ঈদৃক্ লক্ষণবন্তঃ স্যুর্দুর্ল্লভা বহবো জনাঃ।
দিব্যা হি মণয়ো ব্যক্তং ন বর্ত্তেরন্নিতস্ততঃ॥

উত্তম, যিনি স্বপ্রিয় ভগবদ্ভাব সর্ব্বভূতে দর্শন করেন ও ব্রহ্মরূপাধিষ্ঠানে ভূতসকলকে অবলোকন করেন, তিনিই ভক্ত মধ্যে উত্তম। ৫১০। মধ্যম। ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে প্রেম, তদধীনে অর্থাৎ তদীয় ভক্তজনে মিত্রতা, অজ্ঞের প্রতি কৃপা এবং কৃষ্ণবিমুখের প্রতি উপেক্ষা, এই ভেদ দর্শন জন্য তিনি মধ্যম। ৫১১। কনিষ্ঠ। যিনি শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিমাতে হরির অর্চ্চনা করেন, কিন্তু হরিভক্ত বা অন্য ব্রাহ্মণাদিকে সমাদর করেন না, তিনি প্রাকৃত অর্থাৎ ক্রমশ ভক্তির উত্তমাধিকারী হইবেন। ভক্তকে প্রেম পূর্ব্বক সম্মান করাই প্রেমবোধক, এই জানিবে। ৫১২। বন্দনাদি সে সকল ভক্তির লক্ষণ, সেই সকল যে সমস্ত মনুষ্যে বিদ্যমান আছে, তাঁহারাই ভগবদ্ভক্ত। এইরূপে ব্রতপরাবধি যে সকল মহাভাগবত লক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবদ্ভক্তলক্ষণ উক্ত, তন্মধ্যে কতকগুলি গৌণ এবং কতকগুলি মুখ্য। আদি শব্দ

উহ্যানি বিবিচ্য বোদ্ধব্যানি। ব্রতকর্ম্মাদিপরতা গৌণলক্ষণং। জ্ঞানাদিপরতা তত্তদপেক্ষয়া মুখ্যলক্ষণমপি ভক্তের্ব্বহিরঙ্গমেব। শ্রবণাদীনি চ মুখ্যলক্ষণান্যন্তরঙ্গাণ্যেব। একান্তিতা চ পরমমুখ্যা অত্যন্তান্তরঙ্গা চ॥

দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্ল্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনং॥ ৫১৩॥

অথ শ্রীভগবদ্ভক্তসঙ্গঃ।

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশমর্ত্তং
যে চান্বদাঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ॥ ৫১৪॥

প্রয়োগ হেতু, ঐ সকলের মধ্যে কতকগুলি বহিরঙ্গ ও কতকগুলি অন্তরঙ্গ বলিয়া বিবেচ্য। এইরূপ লক্ষণান্বিত বহুতর ব্যক্তি অতি দুর্ল্লভ, যেহেতু চিন্তামণি আদি অমূল্য রত্ন সর্ব্বত্র লাভ হয় না। ব্রতকর্ম্মাদিপরতা ভক্তলক্ষণ গৌণ। জ্ঞানাদিপরতা তত্তদপেক্ষা মুখ্য। এই সকলকে ভক্তির বহিরঙ্গ লক্ষণ বলা যায়। শ্রবণাদি ভক্তের মুখ্য লক্ষণ সকল ভক্তির অন্তরঙ্গ লক্ষণ। একান্তিতা প্রভৃতি ভক্তের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুখ্যলক্ষণ সুতরাং এই সকলকে ভক্তির অত্যন্ত অন্তরঙ্গ লক্ষণ কহে। দেহধারী সকলের মধ্যে এই ক্ষণভঙ্গুর মানবদেহ অতি দুর্ল্লভ, তন্মধ্যে আবার বৈকুণ্ঠনাথ কৃষ্ণের প্রিয় সন্দর্শনকে দুর্ল্লভ বলিয়া মানি। ৫১৩। অনন্তর ভগবদ্ভক্তসঙ্গ বলিতেছেন। হে কমলনাভ! ভবদীয় চরণারবিন্দের সৌগন্ধে যাঁহাদের হৃদয় অত্যন্ত লোলুপ অর্থাৎ যাঁহারা আপনার একান্ত ভক্ত, তাঁহাদের সহিত যে সকল মানব সঙ্গ করেন, তাঁহারা অতি প্রিয় যে মর্ত্ত্যদেহ এবং মর্ত্ত্যদেহানুবর্ত্তী যে সকল গৃহ, বিত্ত, মিত্র, পুত্র, কলত্র, সে সকল কিছুই স্মরণ করেন না। ৫১৪।

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুতসৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥ ৫১৫ ॥

অথ ভক্তসমাগমবিধিঃ।

বৈষ্ণবো বৈষ্ণবং দৃষ্ট্বা দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ভুবি।
উভয়োরন্তরা বিষ্ণুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৫১৬ ॥
সভায়াং যজ্ঞশালায়াং দেবতায়তনেষ্বপি।
প্রত্যেকন্তু নমস্কারো হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতং।
পুণ্যক্ষেত্রে পুণ্যতীর্থে স্বাধ্যায়সময়ে তথা।
প্রত্যেকন্তু নমস্কারো হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতং ॥ ৫১৭ ॥
বৈষ্ণবঞ্চাগতং বীক্ষ্যাভিগম্যালিঙ্গ্য বৈষ্ণবং।
বৈদেশিকং প্রীণয়েয়ুর্দ্দর্শয়ন্তঃ স্ববৈষ্ণবান্ ॥
ততশ্চ বৈষ্ণবঃ প্রাপ্তঃ সন্তর্প্য বচনামৃতৈঃ।
সদ্বন্ধুরিব সংমান্যোঽন্যথা দোষো মহান্ স্মৃতঃ ॥ ৫১৮ ॥

হে অচ্যুত, আপনার কৃপায় যখন সংসারিব্যক্তির সংসারান্ত হয়, তখনি সাধুসমাগম হইয়া থাকে। সে সময় সর্ব্বসঙ্গ নিবৃত্তি দ্বারা কার্য্যকারণ নিয়ন্তা সাধুদিগের পরম গতি এবং পরাবরেশ আপনাতে মতি জন্মে, আপনাতে মতি হইলেই জীব মুক্ত হইয়া থাকে। ৫১৫। অথ ভক্ত সমাগম। বৈষ্ণব বৈষ্ণবকে দর্শন পূর্ব্বক ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিবে, কারণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণু উভয়েরই অন্তরে অবস্থিত। ৫১৬। সভায়, যজ্ঞশালায়, দেবমন্দিরে, প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ প্রণাম করিলে পূর্ব্বাচরিত পুণ্য নষ্ট হয়। পুণ্যক্ষেত্রে, পুণ্যতীর্থে, বেদাধ্যয়নকালে, প্রত্যেকের প্রতি যে নমস্কার, তাহা পূর্ব্ব উপার্জ্জিত পুণ্য নষ্ট করে। ৫১৭। বিদেশস্থ ভক্তগণকে সমাগত দেখিয়া, নিকটে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন

অথ ভক্তস্তুতিঃ।

ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং যদ্যূয়ং গৃহমাগতাঃ।
দুর্ল্লভং দর্শনং ন্যূনং বৈষ্ণবানাং যথা হরেঃ।
মেরুমন্দরতুল্যা বৈ পুণ্যপুঞ্জা ময়া কৃতাঃ।
সংপ্রাপ্তং দর্শনং যদ্বৈ বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং ॥ ৫১৯ ॥

অথ বৈষ্ণবপ্রণামঃ।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এবচ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥৫২০॥

অথ ভক্তানামনাদরে দোষমাহ।

পূর্ব্বং কৃত্বা তু সংমানমবজ্ঞাং কুরুতে তু যঃ।
বৈষ্ণবানাং মহীপাল সান্বয়ো যাতি সংক্ষয়ং ॥
বৈষ্ণবং জনমালোক্য নাভ্যুত্থানং করোতি যঃ।
প্রণয়াদরতো বিপ্র স নরো নরকাতিথিঃ ॥ ৫২১ ॥

করিবে এবং আপনার সঙ্গীবৈষ্ণব সকলকে তাঁহাদের নামাদি কথন দ্বারা পরিচয় করাইয়া আনন্দযুক্ত করাইবে। অতএব বৈষ্ণব সমাগত হইলে স্ববাক্যামৃত দ্বারা পরিতৃপ্ত পূর্ব্বক, সদ্বন্ধুর ন্যায় সম্মান করিবে। অন্যথাচরণে মহাদোষ হয়। ৫১৮। অথ ভক্তস্তুতি। হে ভগবদ্ভক্তগণ! আপনারা যখন কৃপাপূর্ব্বক মদীয় ভবনে শুভাগমন করিয়াছেন, তখন আমি ধন্য ও কৃতকৃত্য হইলাম। কারণ, কৃষ্ণদর্শনের ন্যায় নিশ্চয় বৈষ্ণবগণের দর্শন দুর্ল্লভ। হে পতিপাবন ভক্তগণ! অদ্য আমি নিশ্চয় মেরু ও মন্দর পর্ব্বত সদৃশ পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য করিয়াছি, সেই জন্যই মহাত্মা বৈষ্ণবসকলের দর্শন পাইলাম। ৫১৯। অথ বৈষ্ণব প্রণাম। বাঞ্ছাকল্পতরু, কৃপাসিন্ধু, পতিতসকলের পাবন, বৈষ্ণবগণকে নমস্কার নমস্কার। ৫২০। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে বৈষ্ণব সকলের সম্মান করিয়া পশ্চাৎ অবজ্ঞা করে, সে ব্যক্তি সবংশে নির্ব্বংশ হয়। যে ব্যক্তি বৈষ্ণবকে দেখিয়া প্রণয় এবং আদরসহকারে অভ্যুত্থানাদি না করে, সে ব্যক্তি নরকের

অথ বৈষ্ণবানাং পরস্পরপরিচয়ঃ।

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহংবর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্ব্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥ ৫২২ ॥

অথ বিপ্রপ্রণামঃ।

অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা ব্রাহ্মণো মামকী তনুঃ।
ইত্যাদিভগবদ্বাক্যাদ্ব্রাহ্মণেভ্যো নমাম্যহং ॥ ৫২৩ ॥
ইতিহাসপুরাণাভ্যামংশং সপ্তমকং নয়েৎ।
শ্রীমদ্ভাগবতং তত্র বিশেষেণাদরাৎ পঠেৎ ॥
অম্বরীষশুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু।
পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়ং ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং পঠতে কৃষ্ণসন্নিধৌ।
কুলকোটিশতৈর্যুক্তঃ ক্রীড়তে যোগিভিঃ সহ ॥

অতিথি। ৫২১। অনন্তর বৈষ্ণবগণের পরস্পর পরিচয়। আমি বিপ্র নহি, আমি ক্ষত্রিয় নহি, আমি বৈশ্য নহি, আমি শূদ্র নহি, আমি কোন জাতি বিশেষ বা খ্যাতি বিশিষ্ট নহি, আমি গৃহী নহি, আমি বনবাসী নহি, আমি সন্ন্যাসী নহি, কিন্তু আমি মহাদীপ্তিশালী ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্দ্ধিত প্রতিক্ষণ নবোদিত নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধি গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দের দাসের দাসানুদাস, এই আমাদের পরিচয়। ৫২২। অথ বিপ্র প্রণাম। অজ্ঞানই হউন বা জ্ঞানবানই হউন, ব্রাহ্মণ আমার তনু, ইত্যাদি ভগবানের আজ্ঞাহেতু আমি ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করি। ৫২৩। দিবার সপ্তমভাগে ইতিহাস পুরাণাদি পাঠ পূর্ব্বক কালাতিবাহিত করিবে। বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবত পরমাদরের সহিত পাঠ করিবে। হে অম্বরীষ! যদি মায়াময় সংসার ক্ষয় করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে শুকপ্রোক্ত ভাগবত নিত্য

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥

ধর্ম্মঃপ্রোজ্‌ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তুশিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

যৈর্ন শ্রুতং ভাগবতং পুরাণং
নারাধিতো যৈঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
হুতং মুখে যৈর্ন ধরামরাণাং
তেষাং গতং জন্ম বৃথা নরাণাং॥

শ্রবণ কর অথবা নিজ মুখে পাঠ কর। যিনি শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানে পাঠ করেন, তিনি আপনার শতকোটি কুলের সহিত—ভক্তিযোগী বৈষ্ণব সকলের সহিত শ্রীকৃষ্ণসন্নিধানে ক্রীড়া করেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, ভারতার্থ বিনির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ, বেদের অর্থ প্রকাশক এবং পুরাণ সকলের মধ্যে সামরূপ (শ্রেষ্ঠ) ইহা সাক্ষাৎ ভগবদ্বর্ণিত, দ্বাদশস্কন্ধযুক্ত, শত প্রকরণসমন্বিত, অষ্টাদশসহস্রশ্লোকবিশিষ্ট। এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র মহামুনি নারায়ণের প্রণীত, ইহাতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দয়াবান্ সাধুসকলের অনুষ্ঠেয় পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, ইহা তাপত্রয়ের উন্মূলনকারী পরমার্থ স্বরূপ যে বস্তু, তাহাই ইহাতে জানা যায়। অতএব অপরাপর শাস্ত্রে বা তদুক্ত সাধনে কি প্রয়োজন? সুকৃতিশালিমানবগণ শ্রবণেচ্ছামাত্রে এতদ্দ্বারাই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে তৎক্ষণাৎ হৃদয় মধ্যে অবরুদ্ধ করেন। যে ব্যক্তি ভাগবত শ্রবণ,

চরিতং কৃষ্ণচন্দ্রস্য শতকোটিপ্রবিস্তরং।
একৈকমক্ষরং পুণ্যং মহাপাতকনাশনং॥
অন্তং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদযদি।
পুংসোঽশ্রুতপুরাণস্য ন সম্যগ্‌গতি দর্শনং।
বেদার্থাদধিকং পুণ্যং পুরাণার্থঞ্চ ভাবিনি।
পুরাণমন্যথা কৃত্বা তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নুয়াৎ॥
ন যত্র বৈকুণ্ঠকথা সুধাপগা ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখান্মহোৎসবাঃ সুরেশলোকোঽপি ন যাতি সেব্যতাং॥ ৫২৪॥
বিহারিলালরামস্য তুণ্ডে চ শ্রবণৌ সদা।
ক্রীড়তু সুন্দরী পুণ্যা হরিলীলাকথা শুভা॥ ৫২৫॥
যামার্দ্ধে সপ্তমেঽহন্তে শ্রীদেবমুত্তোল্য বৈষ্ণবঃ।
প্রক্ষাল্য শ্রীমুখাদীঞ্চ কুর্য্যাদ্বেশং মনোহরং॥

পুরাণপুরুষ পুরুষোত্তম কৃষ্ণের আরাধনা, ব্রাহ্মণগণকে ভোজনীয় দ্রব্য প্রদান না করে, সেই ব্যক্তির মনুষ্যজন্ম বৃথা গত হইল। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র পাঠে অপরাপর পুরাণ বেদাদি পাঠাপেক্ষায় শতকোটি অধিক মাহাত্ম্য, কৃষ্ণচরিতের এক একটি অক্ষর পাঠে অসীম পুণ্য ও মহাপাতক বিনাশ হয়। চারিবেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র সমূহের পারদর্শী হইয়াও যদি পুরাণার্থ না জানে, তবে তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই বলিতে হইবে। বেদার্থজ্ঞানাপেক্ষা পুরাণার্থজ্ঞানে সমধিক ফল। পুরাণের প্রতি অবজ্ঞাকারির তির্য্যগযোনি লাভ হইয়া থাকে। যে স্থানে শ্রীনারায়ণ কৃষ্ণের কথারূপামৃতময়ী নদী প্রবাহিতা না হয় এবং কৃষ্ণভক্ত সকলের সমাগম ও যজ্ঞেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞনিবন্ধন মহোৎসব না হয়, সেই স্থানে কোন দেবতাই পূজা গ্রহণ করেন না। ৫২৪। শ্রীমান্ বিহারিলাল রামের বদনে ও শ্রবণযুগলে পবিত্রা-মঙ্গলময়ী-সুন্দরী হরিলীলা কথা সর্ব্বদা ক্রীড়া

ততঃ ক্ষীরাদিনৈবেদ্যং বিনিবেদ্য প্রভুপ্রিয়ং।
স্রকৃতাম্বূলং প্রদত্বা চ সংস্থাপ্য চ বরাসনে।
উদ্ঘাট্য মন্দিরদ্বারং কালগুণানুসারতঃ।
চামরব্যজনাদীঞ্চ কারয়েদ্ভক্তিমান্নরঃ॥
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণমুখং সর্ব্বে উচ্চার্য্য শ্রীহরিং মুদা।
প্রণমেয়ুস্তথা ভূমৌ দর্শকা ভক্তিতৎপরাঃ॥ ৫২৬॥

ইতি সপ্তমযামার্দ্ধকৃত্যং।

ততো দিনান্ত্যভাগেষু বাহ্যেষু সুরসদ্মসু।
যাত্রাং কৃত্বা দ্বিজঃ সন্ধ্যামুপাসীত যথাবিধি॥ ৫২৭॥
দিনান্তসন্ধ্যাং সূর্য্যেণ পূর্ব্বামৃক্ষৈর্যুতাং বুধঃ।
উপতিষ্ঠেদযথান্যায়ং সম্যগাচম্য পার্থিব।
সর্ব্বকালমুপস্থানং সন্ধ্যায়াঃ পার্থিবেষ্যতে।
প্রাতঃ সন্ধ্যাং স নক্ষত্রামুপাসীত যথাবিধি।
সাদিত্যাং পশ্চিমাং সন্ধ্যাং পর্য্যস্তমিতভাস্করাং॥ ৫২৮॥

করুন। ৫২৫। সপ্তম যামার্দ্ধের অন্তে বৈষ্ণব ব্যক্তি নিদ্রা হইতে শ্রীদেবকে উত্তোলন পূর্ব্বক শ্রীমুখাদি প্রক্ষালনানন্তর মনোহর বেশ করিবেন। তদনন্তর ক্ষীরাদি নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া তাম্বূল-মাল্য প্রদান পূর্ব্বক উত্তমাসনে বসাইয়া মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করণানন্তর কালগুণানুসারে ভক্তিমান ব্যক্তি চামর ব্যজনাদি করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ বদন দর্শনানন্তর দর্শকবৃন্দ আনন্দে "হরি" শব্দ উচ্চারণ করিয়া, দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম করিবেন। ৫২৬। এই সপ্তম যামার্দ্ধকৃত্য শেষ হইল। তদনন্তর দিবসের অন্ত্যভাগে (সায়ংকালে) ব্রাহ্মণ বহিঃস্থিত দেবভবনে গমন পূর্ব্বক যথাবিধি সন্ধ্যার উপাসনা করিবেন। ৫২৭। পণ্ডিতজন আচমন করিয়া সূর্য্যযুক্তা সায়ংসন্ধ্যার এবং নক্ষত্রান্বিতা প্রাতঃসন্ধ্যার যথাবিধি উপাসনা করিবেন অর্থাৎ সূর্য্যের অর্দ্ধাস্তকালে সায়ংসন্ধ্যা ও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব নক্ষত্রান্বিতকালে

ততো যথাশ্রমাচারং কর্ম্মসায়ন্তনং কৃতী।
নির্ব্বর্ত্ত্য পূর্ব্ববৎ কুর্য্যাদ্ভক্ত্যা ভগবদর্চ্চনং ॥ ৫২৯ ॥
শ্রীকৃষ্ণভক্ত্যাসক্ত্যা তু সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকং যদি।
পতেৎকর্ম্ম ন পাতিত্যদোষশঙ্কা কথঞ্চন ॥ ৫৩০ ॥
মৎকর্ম্ম কুর্ব্বতাং পুংসাং ক্রিয়ালোপো ভবেদ্যদি।
তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি তিস্রঃ কোট্যো মহর্ষয়ঃ ॥
স্মরন্তি মম নামানি যে ত্যক্ত্বা কর্ম্মচাখিলং।
তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি ঋষয়ো ভগবৎপরাঃ ॥ ইতি ॥
মৃদুশ্রদ্ধস্য ভক্তস্য প্রৌঢ়তামনুপেয়ুষঃ।
কিঞ্চিৎকর্ম্মাধিকারিত্বাৎ কর্ম্মস্যৈতৎপ্রপঞ্চিতং ॥ ৫৩১ ॥

এবঞ্চ সন্ধ্যাদিকং সমাপ্য ধূপ-দীপং প্রজ্বাল্য ঘণ্টা-কাংস্য-বীণা-বেণু-ঝর্ঝর-মন্দ্র-মৃদঙ্গ-করতাল-দামামেত্যাদিবাদ্যপুরঃসরঃ

প্রাতঃসন্ধ্যার ভজনা করিবেন। সকল কালেই সন্ধ্যার ভজনা করা উচিত। ৫২৮। কৃতীব্যক্তি আশ্রমাচার সায়ন্তন কৃত্য সম্পূর্ণ করিয়া, পূর্ব্ববৎ ভক্তিসহকারে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিবেন। ৫২৯। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিতে (ভজনেতে) আসক্ত থাকার হেতু যদি সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্ম পতিত হয়, তাহাতে কোনরূপেই দোষের আশঙ্কা নাই। ৫৩০। শ্রীভগবান্ কহিলেন, পুরুষ সকল মদীয় কর্ম্ম করিতে করিতে যদি তাহাদের সন্ধ্যাদি ক্রিয়া লোপ হয়, তাহা হইলে তিনকোটি মহর্ষি তাহাদের কর্ম্মনিচয় করিয়া থাকেন। যে সকল মনুষ্য অখিলকর্ম্ম বর্জ্জন পূর্ব্বক আমার নামাবলী স্মরণ করেন, মৎপরায়ণ ঋষিগণ তাহাদিগের কর্ম্ম করেন। ইতি। কোমলশ্রদ্ধ ভক্তের যে পর্য্যন্ত গাঢ় শ্রদ্ধালাভ না হয়, সেই পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ কর্ম্মাধিকার হেতু (তৎসম্বন্ধে কর্ম্মবিস্তার) তিনি কর্ম্ম করিবেন, অর্থাৎ সন্ধ্যাদির উপাসনা করিবেন। ৫৩১। এইরূপে সন্ধ্যাদি সমাপন পূর্ব্বক ধূপ-দীপ জ্বালিয়া, ঘণ্টা, কাঁসর, বীণা, বেণু, ঝাঁঝর,

শ্রীমদ্ভগবতো মহানীরাজনং কুর্য্যাৎ। ভক্তাস্তু শ্রীমদ্বংশী-বদনাদিপূর্ব্বমহাজনবিরচিতা তৎকালোচিতা পদাবলী গায়ন্তঃ তাণ্ডবং কুর্ব্বন্তি। কেচিচ্চ শ্রীরামকৃষ্ণয়ো রাধামাধবয়োশ্চ জয়ং দাস্যন্তি। কেচিদপরাঃ হরি হরি হা হা জয় জয়েত্যাদি শব্দমুচ্চরন্তি। রমণীবৃন্দাস্তু, হুলুধ্বনিং কুর্ব্বন্তি। কাচিচ্চ "আজু নাহি আনন্দ ওর। চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।" ইতীরয়ন্তি। কাচিদপরা শঙ্খধ্বনিং কুর্ব্বন্তি এবমানন্দেন মহানীরাজনং কৃত্বা প্রণমেৎ ॥ ৫৩২ ॥

ইত্যষ্টমযামার্দ্ধকৃত্যং।

অথ নক্তকৃত্যানি।

আদৌ স্তুত্বা চ গৌরাঙ্গং কৃষ্ণলীলাপ্রকাশকং।
গায়ন্তি সাধবঃ সর্ব্বে হরিলীলা যথারুচিং ॥ ৫৩৩ ॥
ততো যথা সম্প্রদায়ং হোমং নিষ্পাদ্য বৈষ্ণবঃ।
গীতনৃত্যাদিকং ভক্ত্যা বিধায় প্রার্থয়েৎ প্রভুং ॥ ইতি ॥

মন্দিরা, মৃদঙ্গ (পাখোয়াজ বা খোল) করতাল, দামামা ইত্যাদি বাদ্যপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের মহানীরাজন করিবেন। ভক্তগণ শ্রীবংশীবদনাদি পূর্ব্ব মহাজন রচিত তৎকালোচিত পদাবলী গান সহকারে নৃত্য করিবেন। কেহ কেহ শ্রীবলরাম কৃষ্ণ ও রাধামাধবের জয় প্রদান করিবেন। অপর কেহ কেহ "হরি হরি হা" জয় জয় এই শব্দ উচ্চারণ করিবেন। রমণীগণ "হুলুধ্বনি" দিবেন। কোন কোন রমণী "আজু নাহি আনন্দ ওর চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।" এই পদ উচ্চারণ করিবেন। কোন কোন রমণী "শঙ্খবাদ্য" করিবেন। এই প্রকার আনন্দে মহানীরাজন করিয়া প্রণাম করিবেন। ৫৩২। এই অষ্টম যামার্দ্ধকৃত্য শেষ হইল। অনন্তর নক্তকৃত্য সকল বলিতেছেন। সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রকাশক শ্রীগৌরাঙ্গকে স্তুতি করিয়া, সাধুগণ যথারুচি কৃষ্ণলীলা গান করিবেন। ৫৩৩। অতএব শাস্ত্রে বলিয়াছেন,

শাস্ত্রপ্রমাণাদ্যথাসম্প্রদায়ানুসারেণ হোমং ভগবন্মন্ত্রাদিকং জপং বা নিষ্পাদ্য সর্ব্বাদৌ শ্রীগৌরাঙ্গং স্তুত্বা স্বস্বরুচ্যনুসারেণ শ্রীমদ্রাধাকৃষ্ণস্য রূপাভিসার-নিবেদনাদিকং পদং সঙ্কীর্ত্ত্য সতাণ্ডবং হরিনামসঙ্কীর্ত্তনং কুর্য্যাৎ॥

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ইতি॥

এবঞ্চ সতাণ্ডবং হরিসঙ্কীর্ত্তনং কৃত্বা প্রেম্না শ্রীমদ্রামকৃষ্ণয়ো রাধাকৃষ্ণয়োর্ব্বা জয়ং দত্বা ভূমিলুণ্ঠনপূর্ব্বকং প্রণমেৎ। সঙ্কীর্ত্তনস্থানে চ মন্দুরাদিকং প্রদানং সদাচারবিরুদ্ধমিতি। ততস্তু শ্রীদেবং গোধূমচূর্ণবিনির্ম্মিতং পিষ্টকাদিকং নৈবেদ্যং

গুরুপরম্পরা যেমত ব্যবহার আছে, বৈষ্ণব ব্যক্তি তদনুরূপ হোম বা ভগবন্মন্ত্রাদি জপ নিষ্পাদন পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে গীতনৃত্যাদি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিবেন। ইতি। শাস্ত্রপ্রমাণ হেতু সম্প্রদায়ানুসারে হোম বা কৃষ্ণমন্ত্রাদি জপ সারিয়া সর্ব্বাগ্রে শ্রীগৌরাঙ্গকে স্তুতিপূর্ব্বক নিজ নিজ রুচিঅনুসারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপ, অভিসার, নিবেদনাদি পদ সংকীর্ত্তন করিয়া নৃত্যসহকারে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিবেন। ভক্তগণ এইরূপে নিত্য ব্রতবান হইবেন, অর্থাৎ অনুরাগের সহিত স্বাভীষ্ট দেবের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে, অত্যন্ত দ্রবীভূতচিত্ত হইয়া, লোকনিরপেক্ষ কৃষ্ণভক্তগণ উন্মত্তের ন্যায় কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন চীৎকার ও কখন বা কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন করেন। ইতি। এইরূপে সনৃত্য হরিকীর্ত্তন করিয়া প্রেমসহ শ্রীরামকৃষ্ণের বা শ্রীরাধাকৃষ্ণের জয় দিয়া ভূমি লুণ্ঠন পূর্ব্বক প্রণাম করিবেন। সংকীর্ত্তনস্থানে মাদুরাদি প্রদান সদাচার বিরুদ্ধ। ইতি। তদনন্তর শ্রীদেবকে গোধূমচূর্ণবিনির্ম্মিত পিষ্টকাদি (লুচী-রুটী

নিবেদ্য পূর্ব্ববন্মন্দিরদ্বারমাবদ্ধ্য হ্যষ্টোত্তরশতং গায়ত্রীং জপ্ত্বা কাংস্যোদ্ঘোষপূর্ব্বকং দ্বারমুন্মোচ্য পুনশ্চ মহানীরাজনং কৃত্বা শ্রীদেবং শয়নস্থানং নীত্বাভিসারোচিতং ক্ষীরাদিনৈবেদ্যাদিকং সমর্পয়েৎ।

তথাচোক্তং।

বলীয়সা পদা স্বামিন্ পদবীমবধারয়।
আগচ্ছ শয়নস্থানং প্রিয়াভিঃ সহ কেশব॥ ইতি॥
এবং প্রার্থ্য সমর্প্যাস্মৈ পাদুকে শয়নালয়ং।
আনীয় দেবং তত্র তানুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ।
বিশেষতোঽর্পয়েত্তত্র ঘনং দুগ্ধং সশর্করং।
তাম্বূলঞ্চ সকর্পূরং দিব্যমালানুলেপনং।
ইত্থং ভক্ত্যা সমারাধ্য ভগবন্তং স্বশক্তিতঃ।
তৎপ্রীত্যৈ সর্ব্বকর্ম্মাণি তৎফলং বার্পয়েৎ কৃতী॥ইতি॥

প্রভৃতি) নৈবেদ্য নিবেদন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ মন্দিরের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া, একশত আটবার গায়ত্রী জপিয়া, কাঁসর বাজাইয়া দ্বার উন্মোচনানন্তর পুনর্ব্বার মহানীরাজন করিয়া, কৃষ্ণকে শয়নস্থানে লইয়া গিয়া অভিসারোচিত ক্ষীরাদি নৈবেদ্য প্রভৃতি সমর্পণ করিবে। ঐ বিষয় শাস্ত্রে বলিতেছেন। হে স্বামিন্! বলিষ্ঠ চরণ দ্বারা পদবী অবধারণ করুন! হে কেশব! প্রিয়া সকলের সহ শয়নস্থানে আগমন করুন। ইতি। এইরূপ প্রার্থনাপূর্ব্বক পাদুকার্পণ করিবে, তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে শয়নস্থানে আনিয়া, শয়নোপযুক্ত উপচার সকল দিবে। বিশেষতঃ শয়নস্থানে শর্করার (চিনি) সমন্বিত ঘনদুগ্ধ, সকর্পূর তাম্বূল, উত্তম মালা ও চন্দনাদি অনুলেপন অর্পণ করিবে। এই মত স্বশক্তি অনুসারে ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানকে অর্চ্চনা করিয়া, কৃতী ব্যক্তি তদীয় প্রীতিজন্য সমস্ত কর্ম্ম এবং কর্ম্মের ফল তাঁহাকে সমর্পণ করিবেন। ইতি। অথ অহোরাত্র সম্বন্ধীয় সর্ব্বকর্ম্মার্পণ।

অথাহোরাত্রাখিলকর্ম্মার্পণবিধিঃ।

সাধু বাসাধু বা কর্ম্ম যদ্যদাচরিতং ময়া।
তৎসর্ব্বং ভগবন্ বিষ্ণো গৃহাণারাধনং পরং॥
অপাং সমীপে শয়নাসনে গৃহে
দিবা চ রাত্রৌ চ যথা চ গচ্ছতা।
যদস্তি কিঞ্চিৎ সুকৃতং কৃতং ময়া
জনার্দ্দনস্তেন কৃতেন তুষ্যতু॥ ৫৩৪॥

এবঞ্চাহোরাত্রাখিলকর্ম্মার্পণং কৃত্বা দিব্যপর্য্যঙ্কে মৃদুশয্যায়াং "সুখং সুস্বাপ" ইত্যুচ্চার্য্য শ্রীরামং শ্রীকৃষ্ণঞ্চ বিভিন্নভাবেন শ্রীরেবত্যা শ্রীরাধিকয়া চ সহিতং যথোচিতং শয়নং দত্বা শ্রীমন্দিরদ্বারমাবদ্ধং কুর্য্যাদিতি॥

ইত্থমারাধয়েন্নিত্যং ভগবন্তং যথাবিধি।
ন্যায়ার্জ্জিতাপ্তবিত্তেন সমগ্রফলসিদ্ধয়ে॥
ন্যায়ার্জ্জিতৈঃ সাধনৈশ্চ দানহোমার্চ্চনাদিকং।
কুর্য্যান্নচেদধো যাতি ভক্ত্যা কুর্ব্বন্নপি দ্বিজ ইতি॥

হে ভগবন্! হে বিষ্ণো! আমি সৎ বা অসৎ যে যে কর্ম্মাচরণ করিয়াছি, আপনি সেই সকল পরম আরাধন স্বরূপে গ্রহণ করুন। জল সন্নিধানে শয়নে উপবেশনে, ভবনে, দিনে, রাত্রিতে অথবা গমন করিতে করিতে মৎকৃত যাহা কিছু সুকৃত আছে, সেই কার্য্য দ্বারা জনার্দ্দন সন্তুষ্ট হউন। ৫৩৪। এইরূপে অহোরাত্রের যাবতীয় কর্ম্ম কৃষ্ণকে অর্পণ পূর্ব্বক, দিব্য খট্টায় কোমলশয্যাতে "সুখং সুস্বাপ" এই মন্ত্রোচ্চারণানন্তর শ্রীবলরামকে ও শ্রীকৃষ্ণকে পৃথক পৃথক ভাবে শ্রীরেবতী ও শ্রীরাধিকার সহিত যথোচিত শয়ন দিয়া শ্রীমন্দিরের দ্বার আবদ্ধ করিবে। ইতি। এইরূপে আপনার ন্যায়ার্জ্জিত ধন দ্বারা সর্ব্বফল সিদ্ধির জন্য নিত্য যথাবিধি ভগবানকে আরাধনা করিবে। ন্যায়ার্জ্জিত এবং সাধনলব্ধ ধন দ্বারা দান, হোম ও অর্চ্চনাদি করিবে।

যত্নাৎসিদ্ধৈর্নিজৈঃ শুদ্ধৈর্দ্রব্যৈর্ধন্যোঽর্চ্চয়েৎ প্রভুং।
পূজাদ্রব্যাণ্যশক্তশ্চেদ্দদ্যাদীক্ষেত বার্চ্চনং॥ ৫৩৫॥

ততস্তু রাত্র্যুচিতভোজনাদিকং সমাপ্য শ্রীমৎপদ্মনাভাদি-ভগবন্নামাদিকং স্মৃত্য যথাবিহিতশয্যায়াং যথোক্তশিরা স্বাশ্র-মোচিতশয়নং কুর্য্যাদিতি॥

বিহারিলালরামস্য হৃৎকুঞ্জে রসিকো হরিঃ।
ক্রীড়তু রাধয়া সার্দ্ধং সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা॥ ৫৩৬॥

ইতি নক্তকৃত্যানি॥

অথ প্রণামানি। শ্রীনবদ্বীপস্য প্রণামঃ।

নবীনশ্রীভক্তিং নবকনকগৌরাকৃতিপতিং
নবারণ্যশ্রেণী নবসুরসরিদ্বাতবলিতং।
নবীনশ্রীরাধাহরিরসময়োৎকীর্ত্তনবিধিং
নবদ্বীপং বন্দে নবকরুণমাদ্যং নবরুচিং॥ ৫৩৭॥

অন্যায় উপার্জ্জিত ধন দ্বারা ভক্তিসহ পূজা করিলেও অধোগতি হয়। ইতি। ধন্য ব্যক্তি যত্নলব্ধ নিজ শুদ্ধ দ্রব্যে ভগবানকে পূজা করিবেন। পূজায় অসমর্থ হইলে পূজার দ্রব্য নিবেদন করিবেন। তাহাতেও অশক্ত হইলে কেবল পূজা দর্শন করিবেন। ৫৩৫। তদনন্তর রাত্র্যুচিত ভোজনাদি সমাপন পূর্ব্বক শ্রীমৎপদ্মনাভাদি ভগবন্নাম স্মরণ করিয়া যথাবিহিত শয্যায় যথোক্ত শির হইয়া নিজের আশ্রম উচিত শয়ন করিবে। ইতি। শ্রীবিহারিলাল রামের হৃৎকুঞ্জে রসিক কৃষ্ণ রাধিকার সহিত সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বদা ক্রীড়া করুন। ৫৩৬। এই নক্তকৃত্য শেষ হইল। নবীন শ্রীভক্তিস্বরূপ নবীন কনক গৌরাকৃতি, নবীন বনশ্রেণী শোভিত, নবীন জাহ্নবীজলবাত পরিপূরিত (অর্থাৎ জাহ্নবী জলবায়ু সর্ব্বদা সঞ্চলন করিতেছে) নবীন শ্রীরাধা-কৃষ্ণ রসময় কীর্ত্তনবিধি স্বরূপ (অর্থাৎ ঐ কীর্ত্তন নিয়ম সম্পূর্ণ ভাবে প্রচার হইতেছে) এমন নবকরুণ, নবরুচি স্বরূপ নবদ্বীপকে আমি

শ্রীগঙ্গায়াঃ প্রণামঃ।

বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা।
ত্রাহি নস্ত্বেনসস্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ॥ ৫৩৮॥

শ্রীবৃন্দাবনস্য প্রণামঃ।

আনন্দবৃন্দপরিতুন্দিলমিন্দিরায়া
আনন্দবৃন্দপরিনন্দিতনন্দপুত্রং।
গোবিন্দসুন্দরবধূপরিনিন্দিতং তৎ
বৃন্দাবনং মধুরমূর্ত্তিমহং নমামি॥ ৫৩৯॥

শ্রীবৃন্দায়াঃ প্রণামঃ।

তবারণ্যে দেবি ধ্রুবমিহমুরারির্ব্বিহরতে
সদা প্রেয়স্যেতি শ্রুতিরপি বিরৌতি স্মৃতিরপি।
ইতি জ্ঞাত্বা বৃন্দে চরণমভিবন্দে তব কৃপাং
কুরুষ্ব ক্ষিপ্রং মে ফলতু নিতরাং তর্ষবিটপী॥ ৫৪০॥

শ্রীপৌর্ণমাস্যাঃ প্রণামঃ।

রাধেশকেলিপ্রভুতা বিনোদ-
বিন্যাসবিজ্ঞাং ব্রজবন্দিতাঙ্ঘ্রিং।
কৃপালুতাদ্যাখিলবিশ্ববন্দ্যাং
শ্রীপৌর্ণমাসীং শিরসা নমামি॥ ৫৪১॥

প্রণাম করি। ৫৩৭। শ্রীগঙ্গার প্রণাম। তুমি বিষ্ণুপাদ হইতে উৎপন্না হইয়াছ, তুমি বিষ্ণুর শক্তি, বিষ্ণুই তোমার দেবতা, অতএব জন্ম মরণাবধি যে পাপ করিব, তাহা হইতে পরিত্রাণ কর। ৫৩৮। শ্রীবৃন্দাবনের প্রণাম। আনন্দ সমূহে পরিস্ফীত, লক্ষ্মীর আবাস-ভূমি আনন্দবৃন্দ পরিনন্দিত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় গোবিন্দের সুন্দর বধূ পরিনিন্দিত, মধুর মূর্ত্তি বৃন্দাবনকে আমি নমস্কার করি। ৫৩৯। শ্রীবৃন্দার প্রণাম। হে দেবি! তদীয় অরণ্যে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিহার করেন, তুমি কৃষ্ণের প্রেয়সী, এই কথা শ্রুতি স্মৃতি বলেন, ইহা

শ্রীযমুনায়াঃ প্রণামঃ।

গঙ্গাদিতীর্থপরিসেবিতপাদপদ্মাং
গোলোকসৌখ্যরসপূরমহিং মহিম্না।
আপ্লাবিতাখিলসুসাধুজনাং সুখাব্ধৌ
রাধামুকুন্দমুদিতাং যমুনাং নমামি ॥ ৫৪২ ॥

শ্রীগোবর্দ্ধনস্য প্রণামঃ।

সপ্তাহমেবাচ্যুত হস্তপদ্মকে ভৃঙ্গায়মানং ফলমূলকন্দলৈঃ।
সংসেব্যমানং হরিমাত্মবৃন্দকৈর্গোবর্দ্ধনাদ্রিং শিরসা নমামি॥৫৪৩॥

শ্রীশ্যামকুণ্ডস্য প্রণামঃ।

দুষ্টারিষ্টবধে স্বয়ং সমুদিতং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি পদ্মাদিদং
স্ফীতং যন্মকরন্দবিস্তৃতিরিবারিষ্টাখ্যমিষ্টং সরঃ।
সোপানৈঃ পরিরঞ্জিতং প্রিয়তয়া শ্রীরাধয়া কারিতৈঃ
প্রেম্নালিঙ্গদিব প্রিয়াসর ইদং তচ্ছ্যামকুণ্ডং ভজে ॥ ৫৪৪ ॥

জানিয়া হে বৃন্দে! তদীয় চরণ বন্দনা করি, তুমি শীঘ্র আমায় কৃপা কর, তোমার কৃপায় সর্ব্বক্ষণ বৃন্দাবনে বাস হউক বা বৃন্দাবন স্ফূর্ত্তি হউক। ৫৪০। শ্রীপৌর্ণমাসীর প্রণাম। শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেলি প্রভুতাবিনোদবিন্যাসবিজ্ঞা, ব্রজবন্দিত চরণ-কমল, কৃপালুতাদি অখিলগুণান্বিতা, বিশ্ববন্দ্যা, শ্রীপৌর্ণমাসীকে ভূমিতে মস্তক রাখিয়া নমস্কার করি। ৫৪১। শ্রীযমুনার প্রণাম। গঙ্গাদিতীর্থ সকলের পরিসেবিত পাদপদ্ম, গোলোকের সখ্যরস সমূহের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ মহিমান্বিতা, সাধুসমূহের সুখাব্ধিস্বরূপা অর্থাৎ তাঁহাদের পরমানন্দপ্রদায়িনী, শ্রীরাধাকৃষ্ণের সন্তোষকারিণী, যমুনাদেবীকে আমি নমস্কার করি। ৫৪২। শ্রীগোবর্দ্ধনের প্রণাম। তুমি সপ্তাহ কাল শ্রীঅচ্যুতের করপদ্মে অবস্থান করিয়াছ, তুমি ফল কন্দমূল দ্বারা সগণ সহিত শ্রীহরির সেবা কর, অতএব পর্ব্বতরূপী গোবর্দ্ধন তোমাকে নমস্কার করি। ৫৪৩। শ্রীশ্যামকুণ্ডের প্রণাম। দুষ্ট অরিষ্ট বধ সময়ে কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, কৃষ্ণপাদ-

শ্রীরাধাকুণ্ডস্য প্রণামঃ।

শ্রীবৃন্দাবিপিনং সুরম্যমপি তচ্ছ্রীমান্ স গোবর্দ্ধনঃ
সা রাসস্থলিকাপ্যলং রসময়ৈঃ কিং তাবদন্যস্থলৈঃ।
যস্যাপ্যংশলবেন নার্হতি মনাক্ শ্যামং মুকুন্দস্য তৎ
প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকং প্রিয়েব দয়িতং তৎকুণ্ডমেবাশ্রয়ে ॥৫৪৫॥

পুনশ্চ শ্রীবৃন্দাটবী প্রণামঃ।

ত্বং ভজ হিরণ্যগর্ভং ত্বমপি হরিং ত্বং চ তৎপরং ব্রহ্ম।
বিনিহিতকৃষ্ণানন্দামহং তু বৃন্দাটবীং বন্দে ॥ ৫৪৬ ॥

শ্রীমন্নন্দস্য প্রণামঃ।

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহনন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম ॥ ৫৪৭ ॥

কমল মকরন্দে স্ফীত এই জন্য তোমার অরিষ্টাখ্য ইষ্ট সরোবরখ্যাতি, তুমি সোপান দ্বারা রঞ্জিত, রাধাকৃষ্ণের প্রিয়, তদীয় প্রেমালিঙ্গন লাভহেতু তোমার এই প্রিয়াসরঃ আখ্যা, শ্যামকুণ্ডকে ভজনা করি। ৫৪৪। শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রণাম। যাহার সন্নিধানে রমণীয় বৃন্দাবন, শ্রীমান্ গোবর্দ্ধন, রাসস্থলী, রসময় অন্যান্য কৃষ্ণক্রীড়া স্থান, শ্যামমুকুন্দের প্রাণ হইতে অধিক প্রিয়, শ্রীরাধাকুণ্ডকে আশ্রয় করি। ৫৪৫। পুনর্ব্বার বৃন্দাবনের প্রণাম। ওহে ভাই! তুমি হিরণ্যগর্ভকে ভজনা করিতেছ, তা কর। হে বন্ধো! তুমি শ্রীহরিকে ভজনা করিতেছ, তা কর। হে প্রিয়! তুমি সেই পরম ব্রহ্মকে চিন্তা করিতেছ, তা কর। কিন্তু আমি তাহা করিব না। যাহাতে কৃষ্ণানন্দ অর্পিত আছে, আমি সেই কৃষ্ণপ্রিয় বৃন্দাবনকে ভজনা করি। ৫৪৬। শ্রীমন্নন্দের প্রণাম। সংসারভয়ে ভীত ব্যক্তিগণ মধ্যে কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ ভারতকে ভজনা করেন, কিন্তু যাহার অলিন্দে অর্থাৎ গৃহসম্মুখবর্ত্তী অঙ্গনে (উঠানে) পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন, আমি সেই নন্দ মহাশয়কে

শ্রীযশোদায়াঃ প্রণামঃ।

অঙ্কগপঙ্কজনাভাং নবঘনাভাং বিচিত্ররুচিসিচয়াং।
বিরচিতজগৎপ্রমোদাং মুহুর্যশোদাং নমস্যামি ॥ ৫৪৮ ॥

শ্রীললিতাদীনাং প্রণামঃ।

ললিতাং বিশাখাং চিত্রামিন্দুলেখাং সুদেবীকাং।
চম্পকাং রঙ্গদেবীঞ্চ তুঙ্গবিদ্যাং নমাম্যহং ॥ ৫৪৯ ॥

শ্রীদামাদীনাং প্রণামঃ।

শ্রীদামঞ্চ সুদামঞ্চ দামঞ্চ বসুদামকং।
কিঙ্কিণিং স্তোককৃষ্ণঞ্চ ভদ্রসেনং তথার্জ্জুনং।
পুণ্ডরীকং বিটঙ্কাখ্যং কলবিঙ্কং নমাম্যহং ॥ ৫৫০ ॥
শাস্ত্রোক্তয়া প্রবলয়া তত্তন্মর্য্যাদয়ান্বিতা।
বৈধীভক্তিরিয়ং কৈশ্চিন্মর্য্যাদামার্গ উচ্যতে ॥ ৫৫১ ॥

অথ রাগানুগাভক্তিঃ।

নত্বা কৃষ্ণপদাম্ভোজং বিপিনাখ্যো দ্বিজোঽধুনা।
রাগমার্গবিধিং বক্ষ্যে প্রভুরূপানুসারতঃ ॥ ৫৫২ ॥

বন্দনা করি। ৫৪৭। শ্রীযশোদার প্রণাম। যাঁহার অঙ্কে পঙ্কজনাভ শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহার নবঘনের ন্যায় বর্ণ, যাঁহার মনোহর বিচিত্র বসন, যিনি জগৎ প্রমোদা, সেই কৃষ্ণমাতা যশোদাকে বার বার প্রণাম করি। ৬৪৮। শ্রীললিতাদির প্রণাম। ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, ইন্দুলেখা, সুদেবীকা, চম্পকবল্লী, রঙ্গদেবী, তুঙ্গবিদ্যাকে আমি নমস্কার করি। ৫৪৯। শ্রীদামাদির প্রণাম। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কিণী, স্তোককৃষ্ণ, ভদ্রসেন, অর্জ্জুন, পুণ্ডরীক, বিটঙ্ক, কলবিঙ্ককে আমি নমস্কার করি। ৫৫০। শাস্ত্রোক্ত প্রবলমর্য্যাদান্বিত এই বৈধী-ভক্তিকে কতকগুলি পণ্ডিতব্যক্তি মর্য্যাদামার্গ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ৫৫১। অনন্তর রাগানুগাভক্তি বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রণাম পূর্ব্বক অধুনা শ্রীমৎ বিপিনবিহারি নামক কোন দ্বিজ শ্রীমৎ প্রভু

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে।
রাগানুগাবিবেকার্থমাদৌ রাগাত্মিকোচ্যতে॥ ৫৫৩॥
ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা।
সা কামরূপা সম্বন্ধরূপা চেতি ভবেদ্দ্বিধা॥ ৫৫৪॥

তথাহি সপ্তমে।

কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ।
কামাদ্গোপ্যো ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥ ৫৫৫॥

রূপ গোস্বামিপাদের অনুসারে রাগমার্গের নিয়ম বলিতেছেন। ৫৫২। ব্রজবাসিজনাদিতে প্রকাশ্যরূপে বিরাজমানা যে ভক্তি, সেই ভক্তিকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা যে ভক্তি, তাহার নাম রাগানুগাভক্তি। রাগানুগাভক্তি বিবেক (জ্ঞান) জন্য সর্ব্বাগ্রে রাগাত্মিকা ভক্তির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। ৫৫৩। ইষ্টে অর্থাৎ শ্রীগুর্ব্বাদি অভিলষিত ভজনীয় বস্তুতে স্বাভাবিকী যে আবেশ-পরাকাষ্ঠা, তাহার নাম "রাগ", সেই রাগময়ী যে ভক্তি, তাহার নাম "রাগাত্মিকা" ভক্তি। সেই রাগাত্মিকা ভক্তি দুইপ্রকার "কামরূপা" এবং "সম্বন্ধরূপা।" ৫৫৪। যথা সপ্তমে। শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, হে ধর্ম্মনন্দন! বহু ব্যক্তি কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ এবং ভক্তিতে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে চিত্তাবিষ্ট পূর্ব্বক দ্বেষভয়জনিত পাপ পরিহার করিয়া, যথাযোগ্য আপন আপন গতিলাভ করিয়াছেন, অতএব যে কোনরূপে হউক শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করাই কর্ত্তব্য। কামে গোপীগণ, ভয়ে কংস, দ্বেষে শিশুপালাদি, সম্বন্ধে যাদবসকল, স্নেহে তোমরা ও ভক্তিতে

আনুকূল্যবিপর্য্যাস্যাদ্ভীতিদ্বেষৌ পরাহতৌ।
স্নেহস্ত সখ্যবাচিত্বাদ্বৈধভক্ত্যনুবর্ত্তিতা।
কিম্বা প্রেমাভিধায়িত্বান্নোপযোগোঽত্র সাধনে।
ভক্ত্যা বয়মিতিব্যক্তং বৈধী ভক্তিরুদীরিতা॥ ৫৫৬॥
যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতং।
তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমায়ুষোঃ।
ব্রহ্মণ্যেব লয়ং যান্তি প্রায়েণ রিপবো হরেঃ।
কেচিৎ প্রাপ্যাপি সারূপ্যাভাসং মজ্জন্তি তৎসুখে॥৫৫৭॥

আমরা সকলে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছি। এ স্থলে গোপী ও যাদব সকলের যে আবেশ বর্ণিত হইয়াছে, উহা পূর্ব্বরাগজনিত। ৫৫৫। এইরূপ চিন্তাবেশের অনেকাঙ্গ সত্বেও এস্থলে কাম এবং সম্বন্ধ মাত্র গ্রহণের তাৎপর্য্য এই যে, আনুকূল্যের অভাব প্রযুক্ত ভয় এবং দ্বেষ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর স্নেহ শব্দ যদি সখ্যবাচী হয়, তবে উহা বৈধীভক্তির মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং রাগানুগাতে তাহার কোন উপযোগিতাই নাই, কিম্বা যদি স্নেহশব্দটী প্রেমবাচক হয়, তবে সাধন ভক্তির (বৈধীর) মধ্যে তাহারও কোন উপযোগিতা দেখা যায় নাই। "আমরা সকলে ভক্তিতে কৃষ্ণ প্রাপ্ত হইয়াছি" এখানে ভক্তিশব্দে বৈধী ভক্তিই বুঝিতে হইবে, কারণ কাম প্রভৃতি হইতে ভক্তি ভিন্নভাবে নির্দ্দিষ্ট, সুতরাং উহাও রাগানুগা মধ্যে পরিগৃহীত হইতে পারে না। ৫৫৬। কিরণ ও সূর্য্যস্বরূপ ব্রহ্ম আর শ্রীকৃষ্ণের একতাপ্রযুক্ত শত্রু ও ভক্তসকলের যে গতি, তাহা একরূপবৎ আভাসমান হইলেও ভিন্ন রূপ বুঝিতে হইবে। এস্থলে ভিন্নগতির অভিপ্রায় এই,—শত্রুসকলের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও ভক্তসকলের কৃষ্ণপ্রাপ্তি। ব্রহ্ম বহিশ্চর কিরণস্থানীয় এবং অন্তশ্চর শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যস্থানীয়। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের শত্রুগণ প্রায়ই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে লীন, তন্মধ্যে কেহ কেহ সারূপ্যাভাস লাভ পূর্ব্বক সেই সুখেই

রাগবন্ধেন কেনাপি তং ভজন্তো ব্রজন্ত্যমী।
অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধাঃ প্রেমরূপাস্তস্য প্রিয়া জনাঃ ॥ ৫৫৮ ॥

অথ কামরূপা ভক্তিঃ।

সা কামরূপা সম্ভোগতৃষ্ণাং যা নয়তি স্বতাং।
যদস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ।
ইয়ন্তু ব্রজদেবীষু সুপ্রসিদ্ধা বিরাজতে।
আসাং প্রেমবিশেষোহয়ং প্রাপ্তঃ কামপি মাধুরীং।
তত্তৎক্রীড়ানিদানত্বাৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৫৫৯ ॥

অথ সম্বন্ধরূপা ভক্তিঃ।

সম্বন্ধরূপা গোবিন্দে পিতৃত্বাদ্যভিমানিতা।
অত্রোপলক্ষণতয়া বৃষ্ণীনাং বল্লবা মতাঃ।
যদৈশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যত্বাদেষাং রাগে প্রধানতা ॥ ৫৬০ ॥

অর্থাৎ ব্রহ্ম সুখে নিমগ্ন। ৫৫৭। কৃষ্ণের প্রিয়তম ব্যক্তিগণ কোন অনির্ব্বচনীয় অনুরাগবশতঃ তাঁহাকে ভজনা পূর্ব্বক প্রেমরূপ তদীয় অঙ্ঘ্রিসরোজসুধা লাভ করেন। ৫৫৮। অনন্তর কামরূপা ভক্তি। যে ভক্তি সম্ভোগতৃষ্ণাকে প্রেমরূপে পরিণত করে, তাহার নাম কামরূপা ভক্তি। যে হেতু এই কামরূপা ভক্তিতে কেবল কৃষ্ণ সুখের জন্য সকল উদ্যম লক্ষিত হয়। এ স্থলে কামশব্দে স্বাভীষ্ট বিষয়ক রাগাত্মক প্রেম। এই সুপ্রসিদ্ধ কামরূপা ভক্তি কেবল ব্রজদেবীগণের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ বিরাজমানা। ইহাঁদিগের এই বিশেষ প্রেম কোন অনির্ব্বচনীয় মাধুরী প্রাপ্ত হইয়া সেই সেই ক্রীড়ার হেতু হয়, এইজন্য পণ্ডিতেরা এই প্রেমকে কাম শব্দে উল্লেখ করেন। ৫৫৯। অনন্তর সম্বন্ধরূপা ভক্তি। আমি কৃষ্ণের পিতা, আমি কৃষ্ণের মাতা, আমি কৃষ্ণের ভ্রাতা, ইত্যাদি অভিমানের নামই সম্বন্ধরূপা ভক্তি। "সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ", এ স্থলে বৃষ্ণি শব্দ উপলক্ষণ অর্থাৎ "বৃষ্ণি" এই শব্দদ্বারা গোপসকলও গ্রহণীয়, কারণ ঐশ্বর্য্য-

কামসম্বন্ধরূপে তে প্রেমমাত্রস্বরূপিকে।
নিত্যসিদ্ধাশ্রয়তয়া নাত্র সম্যগ্বিচারিতে।
রাগাত্মিকায়া দ্বৈবিধ্যাদ্দ্বিধারাগানুগা চ সা।
কামানুগা চ সম্বন্ধানুগাচেতি নিগদ্যতে॥ ৫৬১॥

অথাত্রাধিকারী।

রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ।
তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্।
তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতেধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণং॥
বৈধভক্ত্যধিকারী তু ভাবাবির্ভাবনাবধিঃ।
অত্র শাস্ত্রং তথা তর্কমনুকূলমপেক্ষতে॥ ৫৬২॥

জ্ঞানাভাবহেতু গোপগণই রাগাত্মিকা ভক্তিতে প্রধান অধিকারী। ৫৬০। প্রেমরূপ কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভক্তিদ্বয় নিত্যসিদ্ধ নন্দ যশোদাশ্রিত প্রযুক্ত, এই সাধন ভক্তি প্রকরণে তাঁহাদিগের বিচারের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভেদে রাগানুগা ভক্তি দুই প্রকার, কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা। ৫৬১। অনন্তর এই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী। কেবল রাগাত্মিকাভক্তি-নিষ্ঠ ব্রজবাসিদিগের ভাবপ্রাপ্তির নিমিত্ত যে সকল ব্যক্তি লুব্ধচিত্ত তাঁহারাই এই রাগানুগা ভক্তিতে অধিকারী। শাস্ত্র ও যুক্তিতে কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া, কেবল শ্রীমন্নন্দযশোদা প্রভৃতির ভাব ও মাধুর্য্য শ্রবণানন্তর, যাহা লাভ করিবার জন্য লোভ হয়, তাহাকেই লোভোৎপত্তির লক্ষণ কহে। যে পর্য্যন্ত ভাবোদয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত লোকে বৈধী ভক্তির আচরণ করে। বৈধীভক্তিতে যাঁহারা অধিকারী, তাঁহারা শাস্ত্র এবং শাস্ত্রানুকূল তর্কের অপেক্ষা করেন। বিধিমার্গানুসারে ভজনার নাম বৈধী ভক্তি। আর লোভে প্রবর্ত্তিত হইয়া বিধিমার্গে ভজনার নাম রাগানুগা ভক্তি। ৫৬২।

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥ ৫৬৩॥
সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ।
শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধভক্ত্যুদিতানি তু।
যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥ ৫৬৪॥
শ্রবণং পূর্ব্বরাগেণ প্রবাসে চাপি কীর্ত্তনং।
স্মরণং প্রেমবৈচিত্ত্যে রাসোল্লাসে চ সেবনং।
অর্চ্চনং কৃষ্ণলীলায়াং মানেন চাপি বন্দনং।
দাস্যভাবে সদা যুক্তং প্রেমসেবাবিধানতঃ।
নিত্যং রাসে ভবেৎ সখ্যং সম্ভোগাত্মনিবেদনং।
নবধা ভক্তিযোগেন সিদ্ধোঽপি চ নিগদ্যতে॥ ৫৬৫॥

অথ তত্র কামানুগাভক্তিঃ।

কামানুগা ভবেত্তৃষ্ণা কামরূপানুগামিনী।
সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মেতি সা দ্বিধা।

শ্রীকৃষ্ণকে এবং নিজ সমীহিত (স্বীয়ভাবের আশ্রয়াবলম্বন) তদীয় প্রিয়তম ভক্তকে স্মরণ পূর্ব্বক তত্তৎকথায় অনুরক্ত হইয়া, সর্ব্বক্ষণ ব্রজধামে বাস করিবে। (অসমর্থপক্ষের যুক্তি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)। ৫৬৩। সাধকরূপে অর্থাৎ শরীরাদি দ্বারা ও সিদ্ধরূপে অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তিত তৎপরিকররূপে (শ্রীগুরুদত্ত সিদ্ধ প্রণাল্যাদি অনুসারে) অধিকারী ব্যক্তিগণ আশ্রয়ালম্বনের ভাবলিপ্সু হইয়া, তদীয় প্রিয়তম জনের অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবেন। বৈধীভক্তিতে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি যে নবধা ভক্ত্যঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, রাগানুগা ভক্তিতেও সেই নববিধাভক্তির উপযোগিতা দেখা যায়। ৫৬৪। পূর্ব্বরাগে শ্রবণ, প্রবাসে কীর্ত্তন, প্রেমবৈচিত্তে স্মরণ, রাসোল্লাসে সেবন, কৃষ্ণলীলায় অর্চ্চন, মানে বন্দন, ভাবে দাস্য, রাসে সখ্য ও সম্ভোগে

কেলিতাৎপর্য্যবত্যেব সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভবেৎ।
তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা তাসাং ভাবমাধুর্য্যকামিতা।
শ্রীমূর্ত্তের্মাধুরীং প্রেক্ষ্য তত্তল্লীলাং নিশম্য বা।
তদ্ভাবকাঙ্ক্ষিণো যে স্যুস্তেষু সাধনতানয়োঃ ॥ ৫৬৬ ॥
রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন্ যো বিধিমার্গেণ সেবতে।
কেবলেনৈব স তদা মহিষীত্বমিয়াৎ পুরে।

য ইতি পুংলিঙ্গত্বেন নির্দ্দেশো জনমাত্রবিবক্ষয়া স্ত্রী বা পুমান্ বেত্যর্থঃ। রিরংসাং কুর্ব্বন্নিতি ন তু শ্রীব্রজদেবী ভাবেচ্ছাং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। কিন্তু সুষ্ঠ্বিতি মহিষীবদ্ভাবস্পৃষ্টতয়া কুর্ব্বন্ ন তু সৈরিন্ধ্রীবত্তদস্পৃষ্টতয়েত্যর্থঃ। বিধিমার্গেণেতি বল্লবীকান্তত্বধ্যানময়েন মন্ত্রাদিনাপি কিমুত মহিষী কান্তত্বধ্যান-ময়েন ইত্যর্থঃ। কেবলেনেতি ব্রজাদিসম্বন্ধ লিপ্সাগ্রহং বিনেত্যর্থঃ। মহিষীত্বং তদ্বর্গানুগামিত্বমিয়াদিতি। শ্রীমদ্দ-

---

আত্মনিবেদন। এই নবধা ভক্তিযোগে সিদ্ধ হয়। ৫৬৫। অনন্তর এইস্থলে কামানুগা ভক্তি বলিতেছেন। কামরূপা ভক্তির অনুগতা যে তৃষ্ণা, তাহাকেই কামানুগা ভক্তি কহে। এই ভক্তি সম্ভোগেচ্ছা-ময়ী ও তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী ভেদে দ্বিবিধা। তন্মধ্যে স্বীয় স্বীয় অভীষ্ট ব্রজদেবীগণের ভাব বিষয়িণী ইচ্ছা যে রাগানুগা ভক্তির প্রবর্ত্তিকা, তাহাই মুখ্য কামানুগা ভক্তি। এখানে কেলিপারিপাট্যই সম্ভোগার্থের তাৎপর্য্য জানিবে। অতএব কেলিতাৎপর্য্যময়ী ভক্তির নাম সম্ভোগে-চ্ছাময়ী। আর স্ব স্ব যূথেশ্বরীগণের ভাব মাধুর্য্য কামনাকেই, তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা বলা যায়। (সিদ্ধপ্রণাল্যাদির দ্বারা জ্ঞাতব্য) শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির মাধুরী সন্দর্শন পূর্ব্বক অথবা তদীয় লীলা শ্রবণানন্তর যাঁহারা সেই ভাবাকাঙ্ক্ষী হন, তাঁহারাই দ্বিবিধ কামানুগা ভক্তিতে অধিকারী। এইস্থলে সেই ভাবাকাঙ্ক্ষীর তাৎপর্য্য গোপীদেহ-লাভাদির অভিলাষ। যিনি সুষ্ঠু রিরংসা (শৃঙ্গার) অভিলাষী হইয়া

শাঙ্করাদাবপ্যাবরণপূজায়াং তন্মহিষীষ্বেব তস্যাত্যাদরাৎ ইতি-ভাবঃ। তদেতি কদাচিৎ বিলম্বেনৈব নতু রাগানুগাবচ্ছেদ্যেণেত্যর্থঃ ॥ ৫৬৭ ॥

অথ সম্বন্ধানুগা ভক্তিঃ।

সা সম্বন্ধানুগা ভক্তিঃ প্রোচ্যতে সদ্ভিরাত্মনি।
যা পিতৃত্বাদিসম্বন্ধমননা রোপণাত্মিকা।
লুব্ধৈর্বাৎসল্যসখ্যাদৌ ভক্তিঃ কার্য্যাত্র সাধকৈঃ।
ব্রজেন্দ্রসুবলাদীনাং ভাবচেষ্টিতমুদ্রয়া ॥ ৫৬৮ ॥
পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিং।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদযুক্তাস্তেভ্যোপীহ নমো নমঃ ॥৫৬৯॥
বিষয়াবিষ্টচিত্তস্য শিশ্নোদরপরস্য চ।
রাগানুকরণমঙ্গ কেবলং লোকবঞ্চনং ॥ ৫৭০ ॥
সম্প্রত্যস্মিন্ পূণ্যভূমৌ যে সন্তিশ্চানুরাগিনঃ।
প্রায়াস্তে বঞ্চকাঃ সর্ব্বে পরস্ত্র্যাদ্যপহারকাঃ।
সঙ্গং কুর্ব্বন্তি যে তেষাং তে যান্তি নরকং ধ্রুবং ॥৫৭১॥

কেবল বিধিমার্গে কৃষ্ণসেবা করেন, তিনি শ্রীদ্বারাবতীতে শ্রীকৃষ্ণের মহিষীত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা নিজ নিজ যূথেশ্বরীর ভাবানুসারী না হইয়া, কৃষ্ণসম্ভোগ বাঞ্ছা করেন, তাঁহারাই দ্বারাবতীতে মহিষীত্ব প্রাপ্ত হন। ৫৬৬। ৫৬৭। অনন্তর সম্বন্ধানুগা ভক্তি। আমি শ্রীকৃষ্ণের পিতা, আমি শ্রীকৃষ্ণের মাতা, আমি শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা, আমি শ্রীকৃষ্ণের সখা, ইত্যাদি সম্বন্ধ মননকেই পণ্ডিতগণ সম্বন্ধানুগা ভক্তি বলেন। বাৎসল্য-সখ্যাদিতে লুব্ধমতি সাধক সকল শ্রীমন্নন্দ ও শ্রীসুবলাদির ভাব এবং চেষ্টা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিবেন। ৫৬৮। যাঁহারা উদ্যমের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে পতি, পুত্র, সুহৃদ, ভ্রাতা, পিতা, মিত্রবৎ ভাবনা (ভজনা) করেন, আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। ৫৬৯। হে অঙ্গ! বিষয়াবিষ্টচিত্ত

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥ ৫৭২ ॥

অথ সিদ্ধরূপেণ শ্রীকৃষ্ণসেবনং।

অথ দীক্ষাগুরোর্দত্তা প্রণাল্যাদ্যনুসারতঃ।
শ্রীকৃষ্ণসেবনং নিত্যং সখ্যাদিভাবতো ব্রজে ॥ ৫৭৩ ॥
সেবনং সিদ্ধরূপেণেত্যাদিপূর্ব্বমহাত্মনঃ।
নানাতন্ত্রবিধানেন বর্ণয়ন্তি যথামতঃ ॥ ৫৭৪ ॥
শ্রীরূপদর্শিতদিশা লিখিতাষ্টকাল্যা
শ্রীরাধিকেশকৃতকেলিততির্ময়েয়ং।
সেবাঽস্য যোগ্যবপুষাঽনিশমত্র চাস্যা
রাগাধ্বসাধকজনৈর্মনসা বিধেয়া ॥

শিশ্নোদরপরায়ণ ব্যক্তির রাগানুকরণ কেবল লোকবঞ্চনা মাত্র জানিবে। ৫৭০। অধুনা এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যে সকল রাগী ভক্ত অবস্থান করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বঞ্চক পরস্ত্রী আদি অপহারক। এরূপ কপটী সঙ্গ যে করে, সে নিশ্চয় নরকে গমন করিবে। ৫৭১। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি ও পঞ্চরাত্র বিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক হরিতে যে ঐকান্তিকী (রাগানুগাদি) ভক্তি, তাহা কেবল উৎপাতের নিমিত্ত জানিতে হইবে। ৫৭২। অনন্তর সিদ্ধরূপ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা বলিতেছেন। তাহার পর দীক্ষাগুরুর দত্ত সিদ্ধপ্রণালী আদি অনুসারে সখী আদি ভাবে বৃন্দাবনে সর্ব্বদা কৃষ্ণসেবা করিবে। ৫৭৩। সিদ্ধরূপে কৃষ্ণসেবা করিবে, ইত্যাদি পূর্ব্বমহাত্মাগণ নানাতন্ত্র বিধানে যথামত বর্ণনা করিয়াছেন। ৫৭৪। শ্রীমদ্রূপগোস্বামির দিশা অর্থাৎ রীতিদর্শিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকাল লীলা অর্থাৎ কেলিবিলাস আমি বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিলাম। এই সেবা রাগমার্গস্থ সাধক সকল চিত্তে ভাবনাপূর্ব্বক যোগ্য দেহ দ্বারা অর্থাৎ শ্রীগুরুদত্ত সিদ্ধ শরীর দ্বারা কিংবা সাধকা-

অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অস্যাঃ শ্রীরাধিকায়াশ্চ সেবা। রাগাধ্ব-সাধকজনৈঃ রাগমার্গসাধকভক্তৈর্ম্মনসা মনোভাবিতেন যোগ্য-বপুষা শ্রীগুর্ব্বাজ্ঞা তৎসেবাযোগ্যসিদ্ধবপুষা। কিম্বা সাধকা-বস্থায়াং মনসা ইতি ॥ ৫৭৫ ॥

এবঞ্চ শ্রীমন্ত্রগুরোর্দত্তসিদ্ধপ্রণাল্যাদ্যনুসারেণ সর্ব্বাদৌ শ্রীগুরুরূপাং সখীং ভাবয়েৎ।

চিদানন্দরসময়ীং দ্রুতহেমসমপ্রভাং।
নীলবস্ত্রপরিধানাং নানালঙ্কারভূষিতাং।
রাধিকাকৃষ্ণয়োঃ পার্শ্ববর্ত্তিনীং নবযৌবনাং।
গুরুরূপাং সখীং বন্দে সান্দ্রানন্দপ্রদায়িনীং ॥ ৫৭৬ ॥

তস্যা প্রণামঃ।

গুরুরূপাং সখীং বন্দে চিদানন্দময়ীং পরাং।
শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়রূপাঞ্চ দ্বয়োঃ প্রেমভরাকুলাং ॥ ইতি ॥
ততঃ শ্রীগুরুদত্তং স্বস্য সখীরূপং বিচিন্তয়েৎ ॥
শ্রীগুরোশ্চরণাম্ভোজকৃপাসিক্তকলেবরাং।

বস্থায় মনোদ্বারা সর্ব্বক্ষণ অর্থাৎ সময়ানুসারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিবেন। (এই প্রমাণে গুরুদত্ত সিদ্ধপ্রণালী প্রকাশ আছে। কোন কোন আচার্য্য-সন্তান সিদ্ধপ্রণালী অস্বীকার করেন। শ্রীরূপা-দির মতে তাঁহারা পারকীয় রসে অর্থাৎ বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জবিলাসাদিতে অনধিকারী)। ৫৭৫। এইরূপে মন্ত্রগুরুদত্ত সিদ্ধ-প্রণালী প্রভৃতি অনুসারে সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুরূপা সখীকে ভাবনা করিবে। চিদানন্দময়ী, গলিতস্বর্ণের ন্যায় প্রভা, নীলবস্ত্রপরিধানা, নানাভূষণে ভূষিতা, শ্রীরাধাকৃষ্ণের পার্শ্ববর্ত্তিনী, নবযৌবনা ও সান্দ্রা-নন্দপ্রদায়িনী শ্রীগুরুরূপা সখীকে বন্দনা (ভজনা) করি। ৫৭৬। তদনন্তর শ্রীগুরুদত্ত নিজের সখীরূপ অর্থাৎ সিদ্ধরূপ চিন্তা করিবে। শ্রীগুরুর চরণাম্ভোজকৃপাসিক্তকলেবরা, কিশোরবয়সা, গোপবনিতা,

কিশোরীং গোপবনিতাং নানালঙ্কারভূষিতাং।
পৃথুতুঙ্গকুচদ্বন্দ্বাং চতুঃষষ্টিকলান্বিতাং।
রক্তচিত্রান্তরীয়ামাবৃতশুক্লোত্তরীয়কাং।
স্বর্ণচিত্রারুণপ্রান্তমুক্তাদামসুকঞ্চুলীং।
চন্দনাগুরুকাশ্মীরচর্চ্চিতাঙ্গীং মধুস্মিতাং।
সেবোপায়ননির্ম্মাণকুশলাং সেবনোৎসুকাং।
বিনয়াদিগুণোপেতাং শ্রীরাধাকরুণার্থিনীং।
রাধাকৃষ্ণসুখামোদমাত্রচেষ্টাং সুপদ্মিনীং।
নিগূঢ়ভাবাং গোবিন্দে মদনানন্দমোহিনীং।
নানারসকলালাপশালিনীং দিব্যরূপিণীং।
সঙ্গীতরসসঞ্জাতভাবোল্লাসভরান্বিতাং।
তপ্তকাঞ্চনশুদ্ধাভাং স্বসৌখ্যগন্ধবর্জ্জিতাং।
দিবানিশং মনোমধ্যে দ্বয়োঃ প্রেমভরাকুলাং।
এবমাত্মানমনিশং ভাবয়েদ্ভক্তিমাশ্রিতঃ॥ ৫৭৭॥

নানাভূষণে ভূষিতা, উচ্চকুচদ্বয়ান্বিতা, চতুঃষষ্টি (৬৪) কলাবিশিষ্টা, চিত্রিতরক্তবসনপরিধানা, (রক্ত বসন অর্থাৎ রাগময় বসন) শুক্ল-বর্ণ উত্তরীয় আবৃতা, স্বর্ণ মুক্তাদিতে প্রান্তশোভিত চিত্রিতারুণবর্ণ কঞ্চুলী (কাঁচুলী) পরিধানা, চন্দন অগুরু-কুম্‌কুমাদি চর্চ্চিতাঙ্গী, মন্দমধুর হাস্যান্বিতা, শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবোপযোগী দ্রব্য নির্ম্মাণ নিপুণা, রাধাকৃষ্ণের সেবায় উৎসুকা, বিনয়াদি গুণান্বিতা, শ্রীরাধিকার করুণাপ্রার্থনাকারিণী, রাধাকৃষ্ণের সুখ আমোদে সর্ব্বদাই চেষ্টান্বিতা, সুপদ্মিনী (রসশাস্ত্র মতে পদ্মিনী স্ত্রী-লক্ষণান্বিতা) শ্রীগোবিন্দে নিগূঢ়ভাবা, মদনানন্দমোহিনী, নানারসকলালাপশালিনী, দিব্যরূপ-বিশিষ্টা, সঙ্গীত রসসঞ্জাতভাবোল্লাসভরান্বিতা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, নিজ সুখ গন্ধবর্জ্জিতা, সর্ব্বক্ষণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমভরে আকুলচিত্তা, ভক্ত্যাশ্রিত সাধক আপনাকে সর্ব্বদা এইরূপ ভাবনা করিবেন। ৫৭৭।

ইত্যাত্মানং সখীরূপং বিচিন্ত্যানন্দবৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ ॥

শ্রীমদ্বৃন্দাবনং রম্যং দ্বাদশারণ্যশোভিতং।
শুদ্ধস্বর্ণময়ং স্থানং কল্পবৃক্ষসুশোভিতং।
নানাপুষ্পদ্রুমৈরাঢ্যং তদ্রেণুপরিপূরিতং।
প্রিয়নর্ম্মসখাবৃন্দসেবনস্থানমব্যয়ং ॥ ৫৭৮ ॥

এবঞ্চানন্দবৃন্দাবনং ধ্যাত্বা তত্রৈব মাধব্যাদিনানাবর্ণলতা-পিহিতচতুর্দ্বারান্বিতমহানন্দকুঞ্জমধ্যে দিব্যরত্নসিংহাসনোপরি মৃদ্বসংখ্যদলকমলচিত্রিতাসনে শ্রীললিতাদিপরিবেষ্টিতং পূর্ব্বাস্যং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণং শ্রীগুরুসখ্যনুজ্ঞয়া সেবয়েৎ।

প্রধানাষ্টদলেষ্বেবমষ্টৌ শ্রীললিতাদয়ঃ।
রাধাকৃষ্ণসুখামোদাঃ সেবোপায়নপাণয়ঃ।
সবৃন্দা যত্নতো ধ্যেয়াস্তত্রাদৌ ললিতোত্তরে।
ঐশান্যে তু বিশাখৈন্দ্র্যে চিত্রেন্দুলেখিকাগ্নয়ে।

এই প্রকার আপনাকে সখীরূপ চিন্তাপূর্ব্বক আনন্দবৃন্দাবনকে চিন্তা করিবেন। শ্রীমদ্বৃন্দাবন রমণীয়, দ্বাদশবনশোভিত, শুদ্ধ স্বর্ণময় স্থান, কল্পবৃক্ষে সুশোভিত, নানা পুষ্পতরুতে পরিপূর্ণ এবং সেই কুসুম রেণুতে আমোদিত অর্থাৎ নিত্য বসন্ত বায়ু পুষ্পরেণু সকল অপহরণ পূর্ব্বক আনন্দময় বৃন্দাবনে সর্ব্বক্ষণ সঞ্চলন করিতেছেন ও প্রিয়নর্ম্মসখীবৃন্দের শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবনযোগ্য অব্যয় (নিত্য) স্থান। ৫৭৮। এইরূপ আনন্দবৃন্দাবনকে চিন্তা করিয়া তথায় মাধবী আদি নানাবর্ণলতাচ্ছাদিত চতুর্দ্বারযুক্ত মহানন্দ কুঞ্জমধ্যে দিব্য (মনোহর) রত্নসিংহাসনোপরি মৃদু (সুকোমল) অসংখ্য দলকমলচিত্রিতাসনে শ্রীললিতাদিপরিবেষ্টিত পূর্ব্বাস্য (পূর্ব্বমুখ) শ্রীরাধাকৃষ্ণকে শ্রীগুরু সখীর আজ্ঞায় সেবা করিবে। সেই পদ্মের প্রধানাষ্টদলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুখামোদপ্রদায়িনী, সেবোপায়নহস্তা শ্রীললিতাদি অষ্টসখী বিরাজিতা। শ্রীবৃন্দার সহিত ললিতাদি অষ্ট

যাম্যে চম্পকবল্লী চ নৈঋর্ত্যে রঙ্গদেবিকা।
পশ্চিমে তুঙ্গবিদ্যাঽথ সুদেবী বায়বে তথা।
তথাষ্টোপদলেষেবমনঙ্গমঞ্জরীমুখাঃ।
সযূথা যত্নতো ধ্যেয়াস্তত্রোত্তরদলদ্বয়ে।
অনঙ্গমঞ্জরী তস্যা বামে মধুমতীমতা।
পূর্ব্বয়োর্ব্বিমলা বামে শ্যামলা দক্ষিণে দ্বয়োঃ।
পালিকা মঙ্গলা বারুণয়োর্ধন্যা চ তারকা।
অথ কিঞ্জল্কপার্শ্বস্থাঃ সর্ব্বদা সেবনোৎসুকাঃ।
প্রিয়নর্ম্মসখীর্ধ্যায়েৎ কৃষ্ণদক্ষিণতঃ ক্রমাৎ।
লবঙ্গমঞ্জরীং রূপমঞ্জরীং রসমঞ্জরীং।
গুণবত্যুত্তরে নাম মঞ্জর্য্যোভদ্রমঞ্জরীং।
লীলামঞ্জরীকাঞ্চৈব বিলাসমঞ্জরীন্তথা।
বিলাসমঞ্জরীঞ্চান্যাং মঞ্জর্য্যঃ কেলিকুন্দয়োঃ।
মদনাশোকমঞ্জর্য্যো মুঞ্জনালীং সুধামুখীং।
পদ্মমঞ্জরীকামেতা ষোড়শপ্রবরা মতাঃ।

সখী চিন্তনীয়া। অগ্রে উত্তর দলে ললিতা, ঈশান দলে বিশাখা, পূর্ব্বদলে সুচিত্রা বা চিত্রা, আগ্নেয়দলে ইন্দুলেখিকা, দক্ষিণ দলে চম্পকবল্লী, নৈঋত দলে রঙ্গদেবী, পশ্চিমদলে তুঙ্গবিদ্যা, বায়ু (বায়ুকোণ) দলে সুদেবী। তাহার পর অষ্ট উপদলে শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী প্রভৃতি প্রধান প্রধান মঞ্জরী সকল চিন্তনীয়া। উত্তরদলদ্বয়ে সযূথা অনঙ্গমঞ্জরী, তাঁহার বামে মধুমতী, পূর্ব্ব দলদ্বয়ে বিমলা, তদীয় বামে শ্যামলা, দক্ষিণ দলদ্বয়ে পালিকা ও মঙ্গলা, পশ্চিম দলদ্বয়ে ধন্যা এবং তারকা। তদনন্তর পদ্মের কিঞ্জল্কপার্শ্বস্থা সর্ব্বদা সেবনোৎসুকা প্রিয়নর্ম্মসখীবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণে যথাবিধি চিন্ত্যনীয়া। লবঙ্গমঞ্জরী, রূপমঞ্জরী, রসমঞ্জরী, গুণমঞ্জরী, ভদ্রমঞ্জরী, লীলামঞ্জরী, বিলাসমঞ্জরী, কেলিমঞ্জরী, কুন্দমঞ্জরী, মদনমঞ্জরী, অশোক-

এতাসাং সঙ্গিনীভূত্বা শ্রীগুর্ব্বাজ্ঞানুসারতঃ।
রাধামাধবয়োঃ সেবাং কুর্য্যান্নিত্যং প্রযত্নতঃ ॥ ৫৭৯ ॥
কৃষ্ণস্য দক্ষিণে দিব্যা হ্যনঙ্গমঞ্জরী পরা।
রাধিকাসহজাতত্বাদ্বর্ণিতা স্বরূপাদিভিঃ ॥ ৫৮০ ॥
কমলকর্ণিকামধ্যে শ্রীরাধালিঙ্গিতং হরিং।
সেবয়েৎ সিদ্ধদেহেন গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ ॥ ৫৮১ ॥

অথ শ্রীশ্রীযুগলকিশোরং ধ্যায়েৎ।

হেমেন্দীবরকান্তিমঞ্জুলতরং শ্রীমজ্জগন্মোহনং
নিত্যাভির্ললিতাদিভিঃ পরিবৃতং সন্নীলপীতাম্বরং।
নানাভূষণভূষণাঙ্গমধুরং কৈশোররূপং যুগং
গান্ধর্ব্বাজনমব্যয়ং সুললিতং নিত্যং শরণ্যং ভজে ॥৫৮২॥

ইতি ধ্যাত্বা স্বাভীষ্টোপচারেণ সম্পূজ্য অষ্টোত্তরশতবারং কামগায়ত্রীং জপ্ত্বা প্রাণাদিকং সর্ব্বং সমর্প্য প্রণমেৎ। ততঃ

মঞ্জরী, মঞ্জুনালীমঞ্জরী, পদ্মমঞ্জরী, সুধামুখীমঞ্জরী, কস্তুরীমঞ্জরী, উল্লিখিতা অনঙ্গমঞ্জরী সহিত ষোলটী শ্রেষ্ঠমঞ্জরীর সঙ্গিনী হইয়া শ্রীগুরুরূপা সখীর আজ্ঞানুসারে কুঞ্জবনে ভক্তি সহকারে নিত্য শ্রীরাধামাধবের সেবা করিবে। ৫৭৯। শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণে মনোহরা সর্ব্বমঞ্জরীশ্রেষ্ঠা অনঙ্গ মঞ্জরী। ঐ মঞ্জরী রাধিকার সহোদরা, ইহা শ্রীস্বরূপাদি বলিয়াছেন। ৫৮০। কমলকর্ণিকামধ্যে শ্রীরাধা-লিঙ্গিত কৃষ্ণকে সিদ্ধদেহে গুরু সখীর অনুমতি অনুসারে সেবা করিবে। ৫৮১। অনন্তর যুগল কিশোরের ধ্যান। হেমকান্তি ও ইন্দীবরকান্তি দ্বারা অতি মনোহর, ললিতাদি নিত্য সখীবৃন্দে পরিবেষ্টিত, অত্যন্ত সুন্দর, নীল ও পীতাম্বরে সুশোভিত, নানা-ভূষণের ভূষণস্বরূপ, অঙ্গসৌন্দর্য্য মধুরতায় পরিপূর্ণ, জগন্মোহন, একান্ত সুললিত, নিত্য অব্যয় ও শরণ্য শ্রীযুগল কিশোরকে ভজনা করি। ৫৮২। এইরূপ ধ্যান করিয়া স্বপ্রিয় উপচারে পূজনানন্তর

শ্রীললিতাদিপ্রিয়সখীনাং শ্রীকৃষ্ণভুক্তাবশেষেণ সমভ্যর্চ্চ্য প্রণমেৎ। সিদ্ধরূপসেবায়াং শ্রীগুরুরূপাসখী স্বানুগতসখীসকাশাৎ শ্রীকৃষ্ণাধরামৃতং স্বয়ং গৃহীত্বা ভক্ষয়েদিতি পরামর্শঃ। সর্ব্বত্রেয়ং ব্যবস্থা॥ ৫৮৩॥

অথ শ্রীললিতা।

গোরোচনারুচিমনোহরকান্তিদেহাং
মায়ূরপুচ্ছতুলিতচ্ছবিচারুচেলাং।
রাধে তব প্রিয়সখীঞ্চ গুরুং সখীনাং
তাম্বূলভক্তিললিতাং ললিতাং নমামি॥ ৫৮৪॥

অথ শ্রীবিশাখা।

সৌদামিনীনিচয়চারুরুচিপ্রতীকাং
তারাবলীললিতকান্তিমনোজ্ঞচেলাং।
শ্রীরাধিকে তব চরিত্রগুণানুরূপাং
সদ্গন্ধচন্দনরতাং কলয়ে বিশাখাং॥ ৫৮৫॥

একশত আটবার (১০৮) কামগায়ত্রী জপিয়া প্রাণাদি সকল সমর্পন পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। তদনন্তর ললিতাদি প্রিয়সখীগণের শ্রীকৃষ্ণভুক্তাবশেষের দ্বারা সেবা করিয়া প্রণাম করিবে। সিদ্ধরূপ সেবায় শ্রীগুরুসখী স্বানুগতা সখীর নিকট হইতে কৃষ্ণাধরামৃত স্বয়ং লইয়া সেবা (ভক্ষণ) করিবেন। সর্ব্বত্র এরূপ ব্যবস্থা। ৫৮৩। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে গ্রন্থকর্ত্তা অপরাপর মঞ্জরীদের নামাদি উল্লেখ করেন নাই, ইহা আমি গ্রন্থকর্ত্তার মুখেই শুনিয়াছি। অথ শ্রীললিতা। হে রাধে! তদীয় প্রিয়সখী ললিতাকে প্রণাম করি। ইহাঁর অঙ্গ গোরোচনা রুচির সদৃশ মনোহর কান্তি, ইহাঁর সুচারু অম্বরচ্ছবি শিখীপুচ্ছের তুল্য, ইনি সখী সমূহের গুরু, ইনি তাম্বূলার্পণ সহকারে সেবা করিয়া নিরতিশয় সুললিতভাবে পরিপূর্ণ। ৫৮৪। অথ বিশাখা। হে শ্রীরাধিকে! তদীয় গুণ ও চরিত্রের অনুরূপা বিশাখার বন্দনা করি।

অথ শ্রীসুচিত্রা।

কাশ্মীরকান্তিকমনীয়কলেবরাভাং
সুস্নিগ্ধকাঞ্চনচয়প্রভচারুচেলাং।
শ্রীরাধিকে তব মনোরথবস্তুদানে
চিত্রাং বিচিত্রহৃদয়াং সদয়াং প্রপদ্যে॥ ৫৮৬॥

অথ শ্রীইন্দুলেখা।

নৃত্যোৎসবাং হি হরিতালসমুজ্জ্বলাভাং
সদ্দাড়িমীকুসুমকান্তি মনোজ্ঞচেলাং।
বন্দে মুদা রুচিবিনির্জ্জিতচন্দ্রলেখাং
শ্রীরাধিকে তব সখীমহমিন্দুলেখাং॥ ৫৮৭॥

অথ শ্রীচম্পকবল্লী।

সদ্রত্নচামরকরাং বরচম্পকাভাং
চাসাখ্যপক্ষিরুচিরচ্ছবিচারুচেলাং।
সর্ব্বান্ গুণাংস্তুলয়িতুং দধতীং বিশাখাং
রাধে চ চম্পকলতাং ভবতীং প্রপদ্যে॥ ৫৮৮॥

বিদ্যুৎপুঞ্জের চারুরুচির ন্যায় ইহাঁর অঙ্গপ্রভা, তারকা নিকরের ললিতকান্তির সদৃশ মনোহর নীলবসন ইহাঁর পরিধান, ইনি অত্যুত্তম গন্ধ-চন্দনার্পণে নিযুক্তা রহিয়াছেন। ৫৮৫। অথ সুচিত্রা বা চিত্রা। হে শ্রীরাধিকে! তদীয় অভীপ্সিত বস্তুদানে যাঁহার মনোভাব অতি চমৎকার, যাঁহার অঙ্গপ্রভা কাশ্মীর কান্তির সদৃশ কমনীয়, যাঁহার মনোহর বস্ত্র সুস্নিগ্ধ লাক্ষারসের তুল্য আরক্ত, সেই বিচিত্রহৃদয়া চিত্রার শরণাগত হইলাম। ৫৮৬। অথ ইন্দুলেখা। নৃত্য যাঁহার আনন্দোৎসব স্বরূপ, দলিত হরিতালের ন্যায় সমুজ্জ্বল যাঁহার অঙ্গ-প্রভা, যাঁহার দাড়িম্ব পুষ্পের ন্যায় রমণীয় রক্তাম্বর পরিধান, যাঁহার মনোহর অঙ্গপ্রভা চন্দ্রলেখাকে পরাজিত করিয়াছে, হে শ্রীরাধিকে! তোমার সেই সখী ইন্দুরেখাকে আনন্দে বন্দনা করি। ৫৮৭। অথ

অথ শ্রীরঙ্গদেবী।

সৎপদ্মকেশরমনোহরকান্তিদেহাং
প্রোদ্যজ্জবাকুসুমদীধিতিচারুচেলাং।
প্রায়েণ চম্পকলতাধিগুণাং সুশীলাং
রাধে ভজে প্রিয়সখীং তব রঙ্গদেবীং॥ ৫৮৯॥

অথ শ্রীতুঙ্গবিদ্যা।

সচ্চন্দ্রচন্দনমনোহরকুঙ্কুমাভাং
পাণ্ডুচ্ছবিপ্রচুরকান্তিলসদ্দুকূলাং।
সর্ব্বত্রকোবিদতয়ামহিতাং সমজ্ঞাং
রাধে ভজে প্রিয়সখীং তব তুঙ্গবিদ্যাং॥ ৫৯০॥

অথ শ্রীসুদেবী।

প্রোত্তপ্তশুদ্ধকনকচ্ছবিচারুদেহাং
প্রোদ্যৎপ্রবালনিচয়প্রভচারুচেলাং।
সর্ব্বানুজীবনগুণোজ্জ্বলভক্তিদক্ষাং
শ্রীরাধিকে তব সখীং কলয়ে সুদেবীং॥ ৫৯১॥

চম্পকবল্লী। যাঁহার অঙ্গপ্রভা অত্যুত্তম চম্পককুসুমের ন্যায়, যাঁহার করে রমণীয় রত্নচামর, যাঁহার পরিধান চাসপক্ষীর কান্তির ন্যায় সুচারু বসন, যিনি বিশাখার ন্যায় অশেষ গুণে গুণবতী, হে রাধে! তোমার সেই চম্পকবল্লীর শরণাপন্ন হইলাম। ৫৮৮। অথ রঙ্গদেবী। যাঁহার অঙ্গকান্তি সৎপদ্মকেশরের ন্যায় মনোহর, পরিধান বিকসিত জবাপুষ্পের কান্তির ন্যায় সুচারু রক্তাম্বর, যিনি প্রায় চম্পকবল্লীর সমান পরমা গুণবতী, হে রাধে! তোমার সেই প্রিয় সখী সুশীলা রঙ্গদেবীর ভজনা করি। ৫৮৯। অথ তুঙ্গবিদ্যা। সুন্দর চন্দ্র, উত্তম চন্দন, মনোহর শ্বেত কেশরের ন্যায় যাঁহার অঙ্গপ্রভা, যাঁহার বস্ত্র প্রচুর পাণ্ডুবর্ণ কান্তি বিস্তার পূর্ব্বক বিলসিত, যিনি বিদ্যাবতী বলিয়া সর্ব্বত্র মান্যা, যিনি গীতবাদ্যজ্ঞানে নিপুণা, হে

অথ শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী।

নীলতারাবলীবস্ত্রাং দুগ্ধালক্তসমপ্রভাং।
শৃঙ্গাররসমর্ম্মজ্ঞাং দ্বয়োঃ কেলিপ্রমোদিতাং।
নানাভরণভূষাঢ্যাং মৃদুমন্দমধুস্মিতাং।
তাম্বূলসেবিকাং দেবীং প্রৌঢ়াং সুযৌবনান্বিতাং।
অনঙ্গাম্বুজকুঞ্জস্থামনঙ্গমঞ্জরীং ভজে ॥ ৫৯২ ॥

অথ তস্যাঃ প্রণামঃ।

অনঙ্গমঞ্জরীং বন্দে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়কারিণীং।
শৃঙ্গাররসরূপাঞ্চ দ্বয়োঃ কেলিপ্রমোদিনীং ॥ ৫৯৩ ॥

অথ শ্রীস্মরণমঙ্গলং স্তোত্রং।

শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ কেশশেষাদ্যগম্যা
যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচরিতপরৈর্গাঢ়লৌল্যৈকলভ্যা।
সা স্যাৎ প্রাপ্তা যয়া তাং প্রথয়িতুমধুনা মানসীমস্য সেবাং
ভাব্যাং রাগাধ্বপান্থৈর্ব্রজমনুচরিতং নৈত্যিকং তস্য নৌমি॥৫৯৪

রাধে! তোমার সেই প্রিয়সখী তুঙ্গবিদ্যার ভজনা করি। ৫৯০। অথ সুদেবী। যাঁহার অঙ্গ গলিত শুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় মনোহর, যাঁহার পরিধান প্রদীপ্ত প্রবাল সমূহের তুল্য রক্তবর্ণ বসন, যাঁহার গুণশ্রেণী সকলের জীবনস্বরূপ, যিনি উজ্জ্বলরসাত্মক ভক্তিরসে অর্থাৎ শৃঙ্গার রসে সুপণ্ডিতা, হে শ্রীরাধিকে! তোমার সখী সেই সুদেবীর ভজনা করি। ৫৯১। অথ অনঙ্গমঞ্জরী। নীল নক্ষত্রমালার ন্যায় যাঁহার বসন, দুগ্ধালক্তের (দুগ্ধ আল্‌তার) ন্যায় যাঁহার অঙ্গপ্রভা, যিনি শৃঙ্গার রসের মর্ম্মজ্ঞা, রাধাকৃষ্ণের কেলিবিলাসে যাঁহার অতিশয় আনন্দ, যিনি নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা, যিনি মৃদু মৃদু মধুর হাস্যান্বিতা, যিনি তাম্বূলসেবাপরায়ণা, যিনি সর্ব্বকর্ম্মে প্রৌঢ়া, সুযৌবনান্বিতা, অনঙ্গাম্বুজকুঞ্জবাসিনী, দেবী অনঙ্গমঞ্জরীকে আমি ভজনা করি। ৫৯২। অনন্তর তাঁহার প্রণাম। শ্রীকৃষ্ণের

কুঞ্জাদ্গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং
প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ।
মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনেরাধয়াদ্ধাপরাহ্ণে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোঽবতান্নঃ ॥৫৯৫
রাত্র্যন্তে ত্রস্তবৃন্দেরিতবহুবিরবৈর্বোধিতৌ কীরশারী
পদ্যৈর্হৃদ্যৈরহৃদ্যৈরপি সুখশয়নাদুত্থিতৌ তৌ সখীভিঃ।
দৃষ্টৌ হৃষ্টৌ তদাত্বোদিতরতিললিতৌ কক্খটীগিঃ সশঙ্কৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণাবপি নিজ নিজ ধাম্ন্যাপ্ততল্পৌ স্মরামি ॥৫৯৬॥

প্রিয়কারিণী, শৃঙ্গার রসস্বরূপা, রাধামাধবের কেলী প্রমোদিনী অনঙ্গমঞ্জরীকে আমি প্রণাম করি। ৫৯৩। অনন্তর স্মরণ মঙ্গল-স্তোত্র বলিতেছেন। শ্রীরাধার প্রাণবন্ধু শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের সাধ্য প্রেমসেবা শিব-ব্রহ্মা-অনন্ত প্রভৃতিরও অগম্য। উহা কেবল ব্রজলীলাপরায়ণ ভক্ত সকল গাঢ় লোভ দ্বারা লাভ করেন। ঐ প্রেমসেবা মানসী সেবা দ্বারা অন্যেও লাভ করিতে পারেন, অর্থাৎ ব্রজলীলাপরায়ণ ভক্তগণের বা রাগময়াত্মা ব্রজ-বাসীদিগের অনুগত হইয়া ঐ সেবা অপরেও লাভ করেন। তদ্বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত হইতেছে। ঐ প্রেমসেবা রাগমার্গের ভক্তগণ মনে মনে স্মরণ করিবেন। শ্রীনন্দনন্দনের প্রাত্যহিক চরিতকে অর্থাৎ লীলাকে আমি প্রণাম করি। ৫৯৪। যিনি নিশান্তে কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে গমন, গোদোহন, ভোজনাদি লীলা করেন; প্রাতঃকালে গোপবালক সকলের সহিত নানা ক্রীড়া করেন; পূর্ব্বাহ্ণে (প্রথম প্রহরে) গোচারণ করিতে করিতে সখাগণের সহিত বিহার করেন, মধ্যাহ্নে (দ্বিতীয় প্রহরে) সূর্য্যার্চ্চন প্রসঙ্গে অরণ্যে শ্রীরাধার সহিত সম্মিলিত হইয়া ক্রীড়া করেন; অপরাহ্ণে (তৃতীয় প্রহরে) পুনর্ব্বার গোষ্ঠে প্রবেশ করেন; সায়াহ্নে সখা সমূহের সহিত পুনর্ব্বার বিহার করেন, প্রদোষে (রজনীমুখে) ভোজন ও সুহৃৎগণের আনন্দ

রাধাং স্নাতবিভূষিতাং ব্রজপয়াহূতাং সখীভিঃ প্রগে
তদ্গেহে বিহিতান্নপাকরচনাং কৃষ্ণাবশেষাশনাং।
কৃষ্ণং বুদ্ধমবাপ্তধেনুসদনং নির্ব্ব্যূঢ়গোদোহনং
সুস্নাতং কৃতভোজনং সহচরৈস্তাঞ্চাথ তঞ্চাশ্রয়ে ॥ ৫৯৭ ॥
পূর্ব্বাহ্নে ধেনুমিত্রৈর্বিপিনমনুসৃতং গোষ্ঠলোকানুযাতং
কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং তদভিসৃতিকৃতে প্রাপ্ততৎকুণ্ডতীরং।
রাধাং চালোক্য কৃষ্ণং কৃতগৃহগমনামার্য্যয়ার্কার্চ্চনায়ৈ
দিষ্টাং কৃষ্ণপ্রবৃত্ত্যৈ প্রহিতনিজসখীবর্ত্মনেত্রাং স্মরামি ॥ ৫৯৮ ॥

উৎপাদন করেন, রজনীতে পুনর্ব্বার নিকুঞ্জে শ্রীমতীর সহিত মিলিত হইয়া বিহার করেন, সেই শ্রীরাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে স্বভক্তি প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ৫৯৫। রজনীর অন্তে (অরুণোদয়কালে) নিদ্রালসে বৃন্দাদেবী অকস্মাৎ জাগরিত এবং চকিত বা ভীত হইয়া বহুবিধ সাঙ্কেতিক শব্দ দ্বারা শুক শারীকাকে জাগাইয়া দেন। বৃন্দার আদেশানুসারে শুক-শারী বহুবিধ সুখাসুখজনক গদ্য-পদ্য ধ্বনি দ্বারা মনোহর বৃন্দাবনে কল্পতরু কুঞ্জমধ্যে দিব্য রত্ননির্ম্মিত মন্দিরে সুখময় শয্যোপরি সুখে নিদ্রিত শ্রীরাধা কৃষ্ণকে জাগাইয়া দেন। রাধাকৃষ্ণ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলে, ললিতাদি সখীবৃন্দ উপস্থিত হইয়া, উভয়ের সন্দর্শনে আনন্দিত হইয়া আনন্দ (রতি) মুগ্ধ সেই নাগর ও নাগরীকে তৎকালোচিত কর্ণরসায়ন নানাবিধ লক্ষণানুরূপ রতিকথা দ্বারা সন্তুষ্ট করেন। তদনন্তর তাহারা কক্খটী বানরীর জটিলাগমন সঙ্কেতস্বরূপ নিদারুণ বাক্যে ব্যথিত হইয়া, অনিচ্ছাপূর্ব্বক নিজ নিজ ভবনে গমনানন্তর শয়ন করেন। ৫৯৬। যিনি প্রাতঃকালে স্নাত ও নানালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া, ব্রজরক্ষয়িত্রী মাতা যশোদার নিদেশানুসারে তদীয় ভবনে যথাযোগ্য অন্নব্যঞ্জনাদি পাককরণানন্তর স্বনাথ শ্রীকৃষ্ণের ভোজনাবশেষ (প্রসাদ) সেবন করেন, সেই বৃষভানুকুমারী রাধিকাকে

মধ্যাহ্নেঽন্যোন্যসঙ্গোদিতবিবিধবিকারাদিভূষা প্রমুগ্ধৌ
বাম্যোৎকণ্ঠাতিলোলৌ স্মরমখললিতাদ্যালিনর্ম্মাপ্তশাতৌ।
দোলারণ্যাম্বুবংশীহৃতিরতিমধুপানার্কপূজাদিলীলৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণৌ পরিজনঘটয়া সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৫৯৯ ॥
শ্রীরাধাং প্রাপ্তগেহাং নিজরমণকৃতে কৢপ্তনানোপহারাং
সুস্নাতাং রম্যবেশাং প্রিয়মুখকমলালোকপূর্ণপ্রমোদাং।
কৃষ্ণঞ্চৈবাপরাহ্নে ব্রজমনুচলিতং ধেনুবৃন্দৈর্বয়স্যৈঃ
শ্রীরাধালোকতৃপ্তং পিতৃমুখমিলিতং মাতৃমৃষ্টং স্মরামি ॥ ৬০০ ॥

এবং যিনি প্রাতঃকালে জাগরিত হইয়া গোশালায় গমনানন্তর যথারীতি গোদোহন ও তদনন্তর সখাবৃন্দের সহিত ভোজন করেন, সেই শ্রীরাধাকান্ত মুরলীধরকে আমি স্মরণ করি। ৫৯৭। যিনি পূর্ব্বাহ্নে ধেনুবৃন্দ ও মিত্র সকলের সমভিব্যাহারে বিপিনগমনে উম্মুখ হইলে, শ্রীনন্দ যশোদা প্রভৃতি গোকুলবাসী সকল তদীয় অনুগমন করেন, যিনি শ্রীরাধিকাকে লাভ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা সতৃষ্ণ থাকেন এবং তল্লাভার্থ শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে উপস্থিত হন ও যিনি আর্য্য জটিলার আজ্ঞানুসারে সূর্য্যার্চ্চনার জন্য সূর্য্য মন্দিরাভিমুখে গমন করেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ আনয়নার্থ প্রেরিত স্বসখীদিগের আগমন প্রতীক্ষা পূর্ব্বক পথের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে ও শ্রীরাধিকাকে আমি স্মরণ করি। ৫৯৮। মধ্যাহ্নে পরস্পর সঙ্গজনিত বিবিধ সাত্ত্বিক বিকারস্বরূপ অলঙ্কারে (স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বিবর্ণ, রোদন, প্রলয় এই অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার) অলঙ্কৃত, মুগ্ধ, বাম্য (বামতা) উৎকণ্ঠা দ্বারা অর্থাৎ স্মর প্রমুগ্ধতা দ্বারা বিচলিত চিত্ত স্মরযজ্ঞে ললিতাদি সখীবৃন্দের পরিহাসবাক্যে সুখান্বিত, দোললীলা, বনবিহারলীলা, জললীলা (জলকেলি আদি) বংশীচুরিলীলা, পুষ্পাসবপানলীলা ও সূর্য্যারাধনাদি লীলাতে তৎপর এবং পরিজনগণ দ্বারা

সায়ং রাধাং স্বসখ্যা নিজরমণকৃতে প্রেষিতানেকভোজ্যাং
সখ্যানীতেশশেষাশনমুদিতহৃদাং তাঞ্চ তঞ্চ ব্রজেন্দুং।
সুস্নাতং রম্যবেশং গৃহমনুজননীলালিতং প্রাপ্তগোষ্ঠং
নির্ব্ব্যূঢ়ঃস্রালিদোহং স্বগৃহমনুপুনর্ভুক্তবন্তং স্মরামি॥ ৬০১॥
রাধাং সালীগণান্তামসিতসিতনিশাযোগ্যবেশাং প্রদোষে
দূত্যা বৃন্দোপদেশাদভিসৃতযমুনাতীরকল্পাগকুঞ্জাং।
কৃষ্ণং গোপৈঃ সভায়াং বিহিতগুণিকলালোকনং স্নিগ্ধমাত্রা
যত্নাদানীয় সংশায়িতমথ নিভৃতং প্রাপ্তকুঞ্জং স্মরামি॥ ৬০২॥

পরিসেবিত শ্রীরাধাকে ও শ্রীগোবিন্দকে আমি স্মরণ করি। ৫৯৯। যিনি অপরাহ্নে ভবনে গমন পূর্ব্বক স্বরমণ কৃষ্ণের নিমিত্ত নানা উপহার প্রস্তুত করিয়া স্নাত ও নানাভূষণে ভূষিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের বদনাম্বুজ সন্দর্শনার্থ সতৃষ্ণ ও তদ্দর্শনে প্রমোদিত হন এবং যিনি ধেনুবৃন্দ ও বয়স্যগণের সঙ্গে ব্রজে গমন করণানন্তর শ্রীরাধার বদন-চন্দ্র সন্দর্শনে পরিতৃপ্ত, পিতা নন্দাদির সহিত মিলিত এবং জননী কর্ত্তৃক লালিত হন, সেই শ্রীরাধিকাকে ও শ্রীমদনমোহন কৃষ্ণকে আমি স্মরণ করি। ৬০০। যিনি সায়ং সময়ে স্বসখীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের জন্য নানাবিধ উপাদেয় ভক্ষ্যোপহার প্রেরণ ও সখীদ্বারা প্রত্যানীত কৃষ্ণভোজনাবশেষ ভক্ষণে আনন্দপূর্ণ হৃদয় হন এবং যিনি স্নাত বিভূষিত ও জননী কর্ত্তৃক লালিত হইয়া গোষ্ঠে গমন করণানন্তর গোদোহন ও পুনর্ব্বার গৃহাগমন পূর্ব্বক ভোজনাদি করেন, সেই শ্রীরাধাকে ও শ্রীগোপীনাথ কৃষ্ণকে আমি স্মরণ করি। ৬০১। যিনি প্রদোষকালে নিজসখী সমূহের সহিত অভিসারোচিত (নায়ক-নায়িকার সঙ্কেত স্থানে গমন) বসনাদি (শুক্লপক্ষে শ্বেত ও কৃষ্ণ-পক্ষে নীল বসন) দ্বারা সমাবৃত হইয়া, বৃন্দার আজ্ঞানুসারে দূতী-কর্ত্তৃক প্রদর্শিতপথে যমুনাতীরস্থিত কল্পতরু প্রভৃতি মণ্ডিত কুঞ্জবনে অভিসার করেন, যিনি গোপগণের সহিত সভাধিরূঢ় হইয়া গীত

তাবুৎকৌ লব্ধসঙ্গৌ বহুপরিচরণৈর্ব্বৃন্দয়ারাধ্যমানৌ
গানৈর্নর্ম্মপ্রহেলীসুলপননটনৈ রাসলাস্যাদিরঙ্গৈঃ।
প্রেষ্ঠালীভির্লসন্তৌ রতিগতমনসৌ মৃষ্টমাধ্বীকপানৌ
ক্রীড়াচার্য্যৌ নিকুঞ্জে বিবিধরতিরণৌদ্ধত্যবিস্তারিতান্তৌ॥
তাম্বূলৈর্গন্ধমাল্যৈর্ব্যজনহিমপয়ঃ পাদসম্বাহনাদ্যৈঃ
প্রেম্না সংসেব্যমানৌ প্রণয়িসহচরীসঞ্চয়েনাপ্তশাতৌ।
বাচাকান্তৈরণাভির্নিভৃতরতিরসৈঃ কুঞ্জসুপ্তালিসঙ্ঘৌ
রাধাকৃষ্ণৌ নিশায়াং সুকুসুমশয়নে প্রাপ্তনিদ্রৌ স্মরামি॥ ৬০৩॥

বাদ্যাদি বিবিধকলাকুশলব্যক্তিগণের গীত-বাদ্য-নৃত্যাদি কলাকৌশল দর্শনপূর্ব্বক স্নেহময়ী জননী কর্ত্তৃক গৃহাভ্যন্তরে মনোহর শয্যোপরি শয়ন করিয়া, গোপনে নিভৃত নিকুঞ্জে প্রস্থান করেন, সেই শ্রীরাধাকে ও প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে আমি স্মরণ করি। ৬০২। পরস্পর দর্শনাভাবে পরস্পরের চিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত ছিল। রাধাকৃষ্ণ উভয়ে নিকুঞ্জবনে মিলিত হইয়া আনন্দিত হইলেন। সেই সময় কৌতুকান্বিত হৃদয়ে বৃন্দাদেবী তথায় উপস্থিত হইয়া, বিবিধ পরিচর্য্যা করণানন্তর অন্যান্য সখী সমভিব্যাহারে নানাবিধ সঙ্গীত প্রহেলী (হেঁয়ালী)-গল্প-নৃত্য রাসরসরঙ্গ-বাক্যমাধুরী-রসচাতুরী প্রভৃতি দ্বারা রাধাকৃষ্ণের লীলা পুষ্টি করেন। প্রিয় সখীগণ কর্পূর তাম্বুল, চন্দন-মাল্য, সকর্পূর সুস্নিগ্ধ জল, চামর ব্যাজন, পাদসম্বাহনাদি দ্বারা প্রণয়াকুলচিত্তে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবনানন্তর, বচন চাতুরী অর্থাৎ সঙ্কেত দ্বারা রাধাকৃষ্ণের বিলাস দর্শনাভিলাষ প্রকাশপূর্ব্বক ছলনা করিয়া নিকুঞ্জ হইতে বাহিরে গমনানন্তর নিকুঞ্জের রন্ধ্র দিয়া, শ্রীরাধাশ্যামের বিলাস দর্শন করেন। মদনালসে শ্রীরাধাকৃষ্ণ সুখময় পুষ্পশয্যায় জড়িতভাবে শয়ন পূর্ব্বক নিদ্রাভিভূত হন। অহো! সেই শোভা বর্ণনাতীত। যেন শ্যামতমালে হেমলতা জড়িত। নিদ্রাগত সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি স্মরণ করি। ৬০৩। নিত্য

শ্রীরাধানন্দসূনাবনুদিনকুতুকং গোপবৃন্দৈর্ব্বয়স্যৈঃ
সার্দ্ধং গোপাঙ্গনাভির্ব্রজমনুচরিতং কেশশেষাদ্যগম্যং।
নিত্যং গায়ন্তি যে বৈ শ্রুতিকুশলমিমং স্তোত্ররাজং মুরারে-
স্তেষাং স্যাৎ প্রেমভক্তির্দৃঢ়নিবিড়তরাগোকুলেশাঙ্ঘ্রিপদ্মে ॥৬০৪
বিহারিলালরামস্য গোপীপাদাশ্রিতস্য চ।
জিহ্বায়াং স্ফুরতান্নিত্যং স্তোত্ররাজো হরেরয়ম্ ॥ ৬০৫ ॥

অথাচ্যুতকথা।

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥ ৬০৬ ॥
তত্রৈব গঙ্গাযমুনা চ তত্র গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদারকথাপ্রসঙ্গঃ ॥৬০৭॥

অথ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তরহস্যং।

এবং যাবজ্জীবমহরহঃ শ্রীশ্রীকৃষ্ণং ভজতো ভুক্তিমুক্তী-গৃহদাসিকাতুল্যে অবলোকনাবসরমেব ন লভ্যতে। ব্রহ্মহত্যাদি

সুখময় বৃন্দাবনে নিত্যই শ্রীরাধামাধবের এই লীলা হইতেছে। সখীভাবাশ্রিত ভক্তগণ অষ্টকালেই দর্শন করেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের গোপবৃন্দ-বয়স্য ও গোপাঙ্গনাগণের সহিত প্রাত্যহিক যে ব্রজলীলা তাহা শিব-ব্রহ্মা-অনন্তাদির অগম্য। যে সকল শ্রুতিকুশল ব্যক্তি মুরারি শ্রীকৃষ্ণের এই স্তোত্ররাজ নিত্য পাঠ করেন, গোকুলাধীশ কৃষ্ণের চরণপঙ্কজে, তাঁহারা সুদৃঢ়, নিবিড়তর প্রেমভক্তি নিশ্চয় লাভ করেন। ৬০৪। গোপীপদাশ্রিত শ্রীমান্ বিহারিলাল রামের জিহ্বায় শ্রীকৃষ্ণের এই স্তোত্ররাজ সর্ব্বক্ষণ স্ফূর্ত্তি হউক। ৬০৫। অথ অচ্যুতকথা। বেদে, রামায়ণে, পুরাণে এবং ভারতে আদি, অন্তে ও মধ্যে সর্ব্বত্র হরিগুণানুগান গীত হয়। ৬০৬। যে স্থানে অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের সুমহৎ কথার প্রসঙ্গ হইয়া থাকে, সেই স্থানেই গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী ও অন্যান্য তীর্থ সমুদায় অবস্থিতি

পাপানি তুলপরমাণুতুলিতানি নাসাগ্রবাতমপি ন সহন্তে। উচ্চাটন-মোহন-মারণ-বশীকরণানি তু সর্ব্বভূতাত্মানং পরমাত্মানং সর্ব্বাত্মানং ভজতামুপেক্ষাপক্ষনিক্ষিপ্তানি ন পৌমর্থ্যশঙ্কামপ্যর্হন্তি। আধ্যাত্মিকাদিদুঃখসঙ্ঘাতঃ পুনস্তন্নাম্নস্ত্র্যস্যন্‌ভয়-সমুত্থশাতজ্বরিকাজনিত-দন্তবাদিত্রোদিগন্তাদীনিলঙ্ঘয়ন্‌নাদ্যাপি প্রতিষ্ঠাং লভতে। ভূত-প্রেত-পিশাচ-শাকিনী-বিনায়ক-ডাকিনী প্রেতনায়ক-যক্ষ-রাক্ষস-গ্রহ-ব্রহ্মগ্রহাদয়শ্চ দন্তাঙ্গুষ্ঠধরা বিনাবেতনমিষ্টবিষ্টিমাত্রেণ ক্ষেত্ররক্ষণাদিসেবামত্যর্থমভ্যর্থয়ন্তো দৃষ্টিপাতমাত্রস্যাপ্যবসরং নাসাদয়ন্তি। জগত্তাপনস্তপনোহপিপীযূষতি। মৃত্যুর্বিভেতি। উরগোরজ্জুখণ্ডায়তে। শক্রর্মিত্রতি। যদাজ্ঞয়া চন্দ্রমা অমায়ামপি পূর্ণায়ামিব পূর্ণমণ্ডলো রজনীমুখমলংকুর্ব্বন্ যানমাকাশমারুরুক্ষন্ জনতানয়নগোচরীভবন্ কর্ণসরণিমধিতিষ্ঠতি। সোহয়ং ব্রহ্মবরুণেন্দ্ররুদ্রা-

---

করেন। ৬০৭। অনন্তর বৈষ্ণব সিদ্ধান্তরহস্য বলিতেছেন। এইরূপ যাবজ্জীবন অহরহ যাঁহারা শ্রীশ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন, তাঁহাদের গৃহদাসী তুল্য ভুক্তি মুক্তি তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে সময় পান না এবং তাঁহাদিগের কাছে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ সমুদায় তুলার পরমাণু তুল্য হইয়া নাসাগ্রবায়ুকেও সহ্য করিতে পারে না। যাঁহারা সর্ব্বভূতাত্মা, পরমাত্মা ও সর্ব্বাত্মাকে ভজনা করেন, সেই সকল মহাত্মার সম্বন্ধে উচ্চাটন, মোহন, মারণ, বশীকরণাদি উপেক্ষা পক্ষে নিক্ষিপ্ত, পৌরুষিক শঙ্কামাত্রও প্রদানে সমর্থ হয় না। আধ্যাত্মিকাদি দুঃখনিচয় পুনর্ব্বার তদীয় নামোচ্চারণ হইতে ত্রাসান্বিত হইয়া ভয় সমুৎপন্ন শীতজ্বরজনিত দন্তবাদ্য করিতে করিতে দিগন্ত সকলকে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অদ্যাপি স্থির হইতে সমর্থ হইল না। শ্রীকৃষ্ণ নাম মন্ত্রাদি জাপকের সম্বন্ধে ভূত, প্রেত, পিশাচ, শাকিনী, বিনায়ক, ডাকিনী, প্রেতনায়ক, যক্ষ, রাক্ষস, গ্রহ, ব্রহ্মগ্রহ প্রভৃতি সকল দন্তে

নন্ত-সনক-সনাতন-সনন্দন-নারদাদিবন্দিত-সুরকুলমণ্ডন-ভবভয়-খণ্ডন-শমনভয়বারণ-ত্রিভুবন-শরণ-সজ্জনরঞ্জন-বৃন্দাবনধন-ব্রজ-যুবতীজীবন-প্রেমামৃত-পরিবর্দ্ধনশ্রীরাধারমণ-চরণ-কমলয়োশ্চ-ঞ্চরীকঃ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-চরণসেবন-সমর্চ্চন-বন্দন-দাস্য সখ্যাত্মনিবেদনরূপনববিধভজনক্রিয়ালক্ষণভক্তিসাধ্যাং ভক্তিং পরমপ্রেমলক্ষণাং ফলরূপাং ভক্তিমনবরতং সমাশ্রিতঃ কর্ম্ম-জ্ঞান-সদেহ-বিদেহমুক্তেভ্যোঽপ্যতিরিচ্যত ইতি বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রহস্যং। উপপাদনন্তু শ্রীকৃষ্ণোপাসনায়া অস্মাভিঃ কৃতমিতিনেহ বিবিচ্যতে ইতি সর্ব্বমনবদ্যং ॥ ৬০৮ ॥

অঙ্গুষ্ঠ ধারণপূর্ব্বক বেতন ব্যতিরেকে ইষ্টবিষ্টি (বাঞ্ছিত বেগার) মাত্র দ্বারা ক্ষেত্র সংরক্ষণ প্রভৃতি সেবা প্রার্থনাকরণানন্তর দৃষ্টিপাত মাত্রেরও সময় প্রাপ্ত হইতেছে না। -জগত্তাপন তপনও তাঁহার প্রতি অমৃতবৎ আচরণ করিয়া থাকেন। মৃত্যু ও তাঁহার নিকটে ভয় পান, তাঁহার অনুগ্রহে কালরূপ সর্পও রজ্জুখণ্ডবৎ হইয়া থাকে, পরম শক্রও মিত্র হন, তাঁহার আজ্ঞায় চন্দ্রমা অমাবস্যাতেও পূর্ণিমার ন্যায় পূর্ণমণ্ডল হইয়া রজনীমুখকে শোভিতকরণানন্তর আকাশযানে আরোহণ করিতে বাসনাপূর্ব্বক জনগণের নয়নগোচর হইয়া শ্রবণসরণীতে অধিষ্ঠান করেন। সেই ইনি ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র, অনন্ত, সনক, সনাতন, সনন্দন, নারদাদির বন্দিত, দেবকুল-শোভন, সংসারভয়খণ্ডন, যমভয়নিবারণ, ত্রিভুবনাশ্রয়, সাধুরঞ্জন, বৃন্দাবনধন, ব্রজযুবতীজীবন, প্রেমামৃতপরিবর্দ্ধনকারী শ্রীরাধারমণ চরণকমলের মধুকর হইয়া, শ্রবণ, কীর্ত্তন, চরণসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন রূপ নবধাভজনক্রিয়ালক্ষণভক্তি সাধ্য-ভক্তি এবং পরমপ্রেমলক্ষণফলরূপ ভক্তিকে সর্ব্বক্ষণ আশ্রয়পূর্ব্বক জ্ঞান, কর্ম্ম, সদেহ এবং বিদেহাদি মুক্তি হইতে অতিরিক্ত হইয়া পরমানন্দে শয়ন অর্থাৎ অবস্থিতি করেন, ইহাই বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের

যাবজ্জীবমহরহর্ভক্ত্যা ভজন্তি যে হরিং।
ধন্যাস্তে ত্রিষু লোকেষু তেষামাজ্ঞাবহাঃ সুরাঃ ॥ ৬০৯ ॥

অথ ভক্তান্ প্রতি আশীর্ব্বাদঃ।

ভক্তিপ্রহ্ববিলোকনপ্রণয়িনী নীলোৎপলস্পর্দ্ধিনী
ধ্যানালম্বনতাং সমাধিনিরতৈর্নীতেহিতপ্রাপ্তয়ে।
লাবণ্যৈকমহানিধী রসিকতাং রাধাদৃশোস্তন্বতী
যুষ্মাকং কুরুতাং ভবার্ত্তিশমনং নেত্রেতনূর্ব্বা হরেঃ ॥৬১০॥

অথমচ্ছিষ্যান্ প্রতি আশীর্ব্বাদঃ।

শিষ্যাণাং মানসে নিত্যং হরিভক্তিতরঙ্গিণী।
সৎসঙ্গানিলবেগেন ক্রীড়তাৎ ক্রীড়তাং মুদা ॥ ৬১১ ॥

রহস্য অর্থাৎ নিগূঢ় তাৎপর্য্য। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ উপাসনায় ইহাই প্রতিপন্ন অর্থাৎ প্রমাণীকৃত হইল। এই সকল কথা আমাদের দ্বারা কৃত অর্থাৎ আমাদের স্বকপোলকল্পিত এরূপ যেন কেহ বিবেচনা না করেন। এই সকল কথা অনবদ্য অর্থাৎ অনিন্দনীয়, বেদাদি প্রমাণ-মূলক। যাবজ্জীবন অহরহ ভক্তিসহকারে যাঁহারা শ্রীহরিকে ভজনা করেন, ত্রিলোকে তাঁহারাই ধন্য, দেবতাগণ তাঁহাদের সর্ব্বদাই আজ্ঞাবহ। ৬০৮।৬০৯। অনন্তর ভক্তগণের প্রতি আশীর্ব্বাদ। যিনি ভক্তিহেতু নম্রীভূতজনগণের প্রতি করুণাদৃষ্টি প্রদানে প্রণয়ান্বিত, নীলোৎপলের প্রতি স্পর্দ্ধাকারী, ধ্যানস্থ জননিচয় কর্ত্তৃক মঙ্গল-লাভার্থে চিন্তনীয় ও লাবণ্যের একমাত্র পরমাশ্রয় এবং সর্ব্বদা শ্রীরাধার নয়নযুগলের রসিকতা বিস্তার করিতেছেন, হে ভক্তগণ! রাধাপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ নয়নযুগল আপনাদিগের ভবরোগ বিনাশ করুন। ৬১০। অনন্তর আমার শিষ্যগণের প্রতি আশীর্ব্বাদ। আমার শিষ্যসকলের অন্তঃকরণে সাধুসঙ্গরূপ বায়ুবেগ দ্বারা হরিভক্তি তরঙ্গিণী সর্ব্বদা নির্ব্বিঘ্নে অর্থাৎ আনন্দে ক্রীড়া করুন। ৬১১

অথ গ্রন্থপ্রকাশানুকূল্যকারিণং প্রতি আশীর্ব্বাদঃ।

বিহারিলালরামস্য বিশ্বনাথাত্মজস্য বৈ।
খেলতু হৃদয়েঽভীক্ষ্ণং হরিভক্তিতরঙ্গিণী ॥ ৬১২ ॥

অথ ধরণীসমীপে প্রার্থনা।

হরিস্মৃত্যাহ্লাদস্তিমিতমনসো যস্য কৃতিনঃ
সরোমাঞ্চঃ কায়ো নয়নমপি সানন্দসলিলং।
তমেবাচন্দ্রার্কং বহ পুরুষধৌরেয়মবনে
কিমন্যৈস্তৈর্ভারৈর্যমসদনগত্যাগতিপরৈঃ ॥ ৬১৩ ॥

অথ গ্রন্থকৃন্নিবেদনং।

ধ্যায়ন্নিত্যং হৃদিশতদলে গৌরপাদারবিন্দং
স্মারং স্মারং পদসরসিজে দীননাথস্য দীনঃ।
বর্ষে বেদদ্বিবসুবিধুমে মাধবে মন্দবুদ্ধিঃ
পূর্ত্তিং প্রীত্যাপয়তি বিপিনো ভক্তিসন্দর্ভমেতং ॥ ৬১৪ ॥

অনন্তর গ্রন্থ-প্রকাশানুকূল্যকারীর প্রতি আশীর্ব্বাদ। শ্রীমান্ বিশ্বনাথ রামের পুত্র শ্রীমান্ বিহারিলাল রামের হৃদয়ে হরিভক্তি-তরঙ্গিণী সর্ব্বদা খেলা করুন। ৬১২। অনন্তর ধরণীর সমীপে প্রার্থনা। শ্রীহরির নামাদি স্মরণজনিতানন্দে যে মহাত্মার মনস্তিমিত, সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত, নয়নযুগল আনন্দজলপূর্ণ, হে ধরণি! যতকাল চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন, সেই কাল পর্য্যন্ত তুমি সেই পুরুষরত্নকে বহন কর। যমভবনে গমনাগমন পরায়ণ (যমের বাড়ী যাবে, আর আস্‌বে) অন্যান্য ব্যক্তিগণকে বহন করার প্রয়োজন কি? ৬১৩। অনন্তর গ্রন্থকারের নিবেদন। হৃদিশতদলকমলে শ্রীশ্রী-গৌরাঙ্গদেবের পাদপদ্ম সর্ব্বদা ধ্যান করিতে করিতে এবং পিতৃদেব শ্রীমদ্দীননাথ গোস্বামি প্রভুর পাদপদ্মযুগল স্মরণ করিতে করিতে দীনহীন মন্দবুদ্ধি বিপিন ১৮২৪ শকে বৈশাখ মাসে এই ভক্তিগ্রন্থ অর্থাৎ শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণী সম্পূর্ণ করিলেন। ৬১৪। শ্রীমান্

যত্নাদ্রামবিহারিণঃ প্রচারিতা সন্তানসংবাহিনী
এষা ভক্তিতরঙ্গিণী প্রচরতু ক্ষেমায় পাপাত্মনাং।
প্রেমামোদসুবাসিতৈশ্চ মুদিতৈর্ভাবাম্বুজৈঃ সন্ততং
ভক্তানাং বিদধাতু মানসমরালানাং মুদং ক্রীড়তাৎ ॥৬১৫॥
কুলাধিদৈবতৌ স্তুত্বা রামকৃষ্ণৌ সুরেশ্বরৌ।
লিলিখে জনতোষায় হরিভক্তি-তরঙ্গিণীং ॥ ৬১৬ ॥
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাত্তু সম্প্রদায়াগমক্রমাৎ।
সংগ্রহো বিষ্ণুধর্ম্মাণাং যথামতি কৃতো ময়া ॥ ৬১৭ ॥

অজ্ঞানসন্দেহবিপর্য্যয়াদ্গুরূ
নসত্তমীকৃত্য সতোঽপি ধার্ষ্ট্যতঃ।
নিরঙ্কুশং যচ্চ ময়াত্র জল্পিতং
সন্তোঽপি বালে পিতরৌ ভবন্তু ॥ ৬১৮ ॥

বিহারিলাল রামের যত্নে ভক্তিজননী এই হরিভক্তি-তরঙ্গিণী জনসমাজে বহুল প্রচার লাভ করিয়া, বহির্ম্মুখ পাপমতিগণের কল্যাণসাধন করুন এবং ভক্তগণ এই গ্রন্থপাঠ পূর্ব্বক মুহুর্মুহু ভাবোন্মাদে উন্মাদিত হইয়া, শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমরূপ পরমানন্দ লাভ করুন। ৬১৫। সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর-কুলাধিদেবতা শ্রীশ্রীবলদেব কৃষ্ণকে স্তবকরণানন্তর জনসন্তোষ নিমিত্ত আমি এই হরিভক্তি-তরঙ্গিণী লিখিলাম। ৬১৬। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ হইতে সম্প্রদায়ানুসারে স্বজ্ঞানানুযায়ী এই বিষ্ণু-ধর্ম্ম (বৈষ্ণবধর্ম্ম) সকলের সংগ্রহ করিলাম। ৬১৭। অজ্ঞানমূলক সন্দেহের আধিক্যতা প্রযুক্ত গুরুবর্গকে অনাদরপূর্ব্বক মূর্খ হইয়াও মিথ্যা পাণ্ডিত্যাভিমান বশতঃ আমি যে এস্থলে নিরঙ্কুশ (যথেচ্ছা) জল্পনা করিয়াছি, তদ্বিষয়ে অদোষদর্শী পণ্ডিত সকল বালকের প্রতি পিতৃতুল্য হউন, অর্থাৎ পিতা যেমন করুণাপরবশ হইয়া পুত্রের সহস্র সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা করেন, তদ্রূপ পণ্ডিতগণ আমার

হরিভক্তিতরঙ্গিণ্যাং শ্রীবংশীবদনো হরিঃ।
সরামঃ প্রীতিমায়াতু বল্লবীকুলবল্লভঃ ॥ ৬১৯ ॥

অথ গ্রন্থকারস্য পরিচয়ঃ।

যা ব্যাঘ্রপাদস্য পুরীতিধন্যা তত্রৈব বংশীবদনস্য বংশে।
জাতো গুণৈর্গণ্যগণাগ্রগামী দীনেষু নাথঃ খলু দীননাথঃ।
সংসেব্য ভক্ত্যা বলদেবকৃষ্ণাবাজন্মনোঽসৌ কুলদৈবতৌ তৌ।
যাতঃ পিতা মে স বিকুণ্ঠধাম ক্ষীণেষু বন্ধেষু ভবাশ্রয়েষু॥৬২০॥
কুঞ্জে বসন্ গৌরহরেঃ পবিত্রে তস্যাত্মজোঽহং বিতনোমি তন্ত্রং।
প্রীত্যৈ গুরূণাং হরিভক্তিতন্ত্রং কুমার্টুলৌ ভারতরাজধান্যাং ॥
৬২১ ॥

অথ প্রচারকস্য পরিচয়ঃ।

চৌতারা নামকো গ্রামস্তারকেশ্বরসন্নিধৌ।
আসীদ্ভক্তিপরঃ কৃষ্ণে বিশ্বনাথঃ সুবিশ্রুতঃ॥

অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। ৬১৮। বল্লবীকুলনাগর শ্রীবংশীবদনহরি শ্রীবলরামের সহিত এই হরিভক্তি-তরঙ্গিণীতে প্রীত হউন। ৬১৯। অনন্তর গ্রন্থকারের পরিচয়। শ্রীগৌড়মণ্ডলে ভাগ্যবান্ শ্রীব্যাঘ্রপাদ মুনির আশ্রম বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ, সেই শ্রীপাট বাঘ্নাপাড়াগ্রামে শ্রীশ্রীবংশীবদন প্রভুর বংশে নিখিলগুণবিভূষিত দীনপালক শ্রীদীননাথ গোস্বামী প্রভু জন্মগ্রহণ করেন। সেই মদীয় পিতৃদেব আজন্ম স্বীয় কুলদেবতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করিয়া ভক্তিফলে মায়াময় সংসার হইতে মুক্তিলাভ করণানন্তর শ্রীশ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। ৬২০। অধুনা ভারতরাজধানী কলিকাতা কুমারটুলীতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পবিত্র মন্দিরে অবস্থান পূর্ব্বক সেই পুণ্যচরিত শ্রীদীন-নাথের পুত্র বিপিনবিহারী পিত্রাদির প্রীত্যর্থে হরিভক্তিময় এই সন্দর্ভ (হরিভক্তি-তরঙ্গিণী) বিরচন করিলেন। ৬২১। অনন্তর প্রচারকের পরিচয়। ৺তারকেশ্বরের সন্নিধানে চৌতারাগ্রামে মহাযশ

বিহারিলালরামাখ্যঃ পুত্রস্তস্য সতাং প্রিয়ঃ।
প্রীতয়ে পিতৃদেবস্য প্রচচার তরঙ্গিণীং ॥ ৬২২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তানুচর-শ্রীবিপিনবিহারিগোস্বামিবিরচিতায়াং
শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণ্যাং তৃতীয়স্তরঙ্গঃ ॥ ৩ ॥
সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ ॥

কৃষ্ণভক্ত শ্রীবিশ্বনাথ রাম বাস করিতেন। সজ্জনগণের প্রিয়পাত্র তদীয় পুত্র শ্রীবিহারীলাল রাম (যিনি অধুনা কলিকাতা ৬৮।১ সংখ্যক কেথিড্রাল মিসন লেনে অবস্থিতি করিতেছেন) স্বপিতৃদেবের প্রীত্যর্থে এই ভক্তি গ্রন্থ (হরিভক্তি-তরঙ্গিণী) প্রচার করিলেন। অলমতি বিস্তরেণ। ৬২২।

শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তানুচর শ্রীবিপিনবিহারিগোস্বামী বিরচিত শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণীর তৃতীয় তরঙ্গ সম্পূর্ণ হইল। গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

বঙ্গানুবাদক গ্রন্থকারের মধ্যমাত্মজ
শ্রীললিতারঞ্জন গোস্বামী ॥ ৩ ॥

শুদ্ধপাঠ।

১৭৭ পৃষ্ঠা ১১ পংক্তিতে "মধুসূদনং" শব্দের পরে "ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে" এই চরণ বসিবে।

১৭৮ পৃষ্ঠা ৮ পংক্তিতে "বামপার্শ্বকে" শব্দের পরে "শ্রীবামনায় নমঃ।" "বামবাহৌ শ্রীধরায় নমঃ।" "বামকন্ধরে" অধিক হইবে।

১৯৩ পৃষ্ঠা ১১ পংক্তিতে "একঞ্চ" শব্দের পরিবর্ত্তে "এবঞ্চ" এবং ১২ পংক্তিতে "স্বধাম্নি" শব্দের পরিবর্ত্তে "স্ববামে" হইবে।

২১৬ পৃষ্ঠা ১ পংক্তিতে "অথ শ্রীপরমন্তর্ব্বাদীন্" শব্দের পরিবর্ত্তে "অথ শ্রীপরমগুর্ব্বাদীন্" পড়িতে হইবে।

২১৮ পৃষ্ঠা ৬ পংক্তিতে "কৃষ্ণচৈতন্যস্যার্চ্চনাক্রমঃ।" শব্দের পরে "বিপ্রলম্ভ রসঃ সাক্ষাদ্দেবো বিশ্বম্ভরো হরিঃ।" অধিক হইবে।

২২৯ পৃষ্ঠা ১২ পংক্তিতে "মাস্রদণ্ডকৌ" শব্দের পরিবর্ত্তে "মাসদণ্ডকৌ" হইবে।

২৫৬. পৃষ্ঠা ৩ পংক্তিতে "তস্যাপক্য" পরিবর্ত্তে "তস্যাপবর্গ্য" পড়িতে হইবে।

২৭৩ পৃষ্ঠা ১০ পংক্তিতে "দানে ময়ী" শব্দের পরিবর্ত্তে "দানে মন্ত্রি" জানিতে হইবে।

২৯৩ পৃষ্ঠা ৭ পংক্তিতে "পিঠাদিপূজনার্থং" স্থলে "শিবাদি পূজনার্থং" পাঠ করিতে হইবে।

৩২৯ পৃষ্ঠা ১৫ পংক্তিতে "সর্প্পোচ্ছিষ্টং" শব্দের পরিবর্ত্তে "সর্পো চ্ছিষ্টঃ" পড়িতে হইবে।

৩৫৯ পৃষ্ঠা ১৪ পংক্তিতে "প্রায়ান্তে" শব্দের পরিবর্ত্তে "প্রায়ন্তে" জানিতে হইবে।

৩৮০ পৃষ্ঠা ১২ পংক্তিতে "পিতরৌ" শব্দের পরিবর্ত্তে "পিতরো" পাঠ করিবে।

৬৮৪

এই গ্রন্থসম্বন্ধে ভক্তিশাস্ত্রপ্রবীণ দুইজন বিখ্যাত পণ্ডিতের মত।

সংসার-মরু-সঞ্চার-খিন্ন-মানস-শান্তয়ে।
দিষ্ট্যা প্রকাশিতা শ্রীমদ্ধরিভক্তিতরঙ্গিণী ॥

হুড়্কানিবাসি-বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীরামহরি গোস্বামিনঃ।

ভক্তানাং বিধিমার্গ-রাগপদবীরক্তাত্মনাং কামধুক্,
বাঞ্ছাকল্পলতা তথা শ্রমজুষাং শাস্ত্রার্থসন্মঞ্জুষা।
শ্রীমদ্ভাগবত-প্রিয়-ব্রজসুহৃৎ-সঞ্জীবনীসন্ততং
ভূয়াদ্ভক্তিতরঙ্গিণী নবরসাস্বাদায়নঃ সঙ্গিনী ॥

রাইপুরনিবাসি-ভক্তিতত্ত্ব-বাচস্পত্যুপাধিকশ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শর্ম্মণঃ।